সফল ভবিষ্যদ্বাণী

সত্যের এক স্তম্ভ ও মূল।

এবং

চারি সুসমাচারের রচনাকাল ও অবিকলতা বিষয়ক

একটী প্রস্তাব।

রেভরেণ্ড জেমস ভন্ কর্ত্তৃক প্রণীত।

"আমিই ঈশ্বর, আমা ভিন্ন আর কেহ নাই; আমিই ঈশ্বর, আমার তুল্য আর কেহ নাই; আমি শেষ ঘটনার কথা প্রথমে প্রকাশ করি, ও যাহা উপস্থিত নয়, তাহা পূর্ব্বে প্রকাশ করি, এবং কহি, আমার মন্ত্রণা সফল হইবে, ও যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব।" যিশায়িয় ৪৬; ৯, ১০।

CALCUTTA:

PRINTED BY C. B. LEWIS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS; FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

1868.

নির্ঘণ্ট।

চিত্রপট।

উপক্রমণিকা

এমন এক সময় ছিল, যে সময় ভারতবর্ষীয় লোকেরা ঐতিহাসিক প্রমাণের কি পর্য্যন্ত উপযোগিতা তাহা সম্যক্ পরিগ্রহ করিতে বা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিত না। ইহা তাহাদের পক্ষে এক প্রকার দুর্ভাগ্য ও এক প্রকার অপবাদ ছিল বলিতে হইবে। তাহারা বহুকালাবধি পৌরাণিক প্রণালীতে শিক্ষিত, তাহাদের নিশ্বাস বায়ু পর্য্যন্ত অলীক ও কাল্পনিক পদার্থে পরিপূরিত, তাহাদের জাতীয় কোন পুরাবৃত্ত ছিল না, এবং তাহারা অন্যান্য দেশের ইতিহাসও জানিত না; সুতরাং তাহাদের এমন বিষয়ে বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি পরিচালনে অসমর্থ থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বহুকালাবধি তাহাদের মন বাস্তবতার পরিবর্ত্তে কাল্পনিকতায় এরূপ অভ্যস্ত ছিল যে তাহারা এতদুভয়ের প্রায় কিছুই প্রভেদ দেখিতে পাইত না। ফলতঃ এই দেশে ইতিহাসের বিচারের মূলতত্ত্ব সকল সর্ব্বতোভাবে অপরিজ্ঞাত ছিল।

ঐতিহাসিক প্রমাণ গ্রহণে অপারগতা ভারতবর্ষীয়দিগের একটী লক্ষণ।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ইহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ১০।১৫ বৎসর অবধি ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে ইতিহাস তত্ত্বের প্রাদুর্ভাব ক্রমশঃ দেখা যাইতেছে। ইহাতে সম্পূর্ণ ভরসা করা যাইতে পারে যে অনতিবিলম্বে ইতিহাসের অনুশীলন এই দেশের উন্নতির এক প্রধান কারণ হইয়া উঠিবে; অর্থাৎ ইতিহাসের বাস্তব ঘটনা সকল এই

...রিদিগের মত ও ব্যবহারের উপর প্রকৃত অধিকার বিস্তার করিবে। ইতিহাসের প্রাদুর্ভাব না থাকাতে মিস্নেরিদিগের কার্য্যের বিশেষ প্রতিবন্ধ হইয়াছে। কারণ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বাস্তব আর বাইবেলের বৃত্তান্ত প্রকৃত ইতিহাস, অধিকাংশ লোক এই দুই বিষয় বুঝে না; সেই জন্যে তাহারা পৌরাণিক কৃষ্ণকে ইতিহাস-প্রতিপন্ন খ্রীষ্টের মত এক প্রকৃত ব্যক্তি অনুমান করে, এবং তাহাদের শাস্ত্রের কথা, যাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই তাহা প্রমাণসমূহরূপ ব্যূহদ্বারা পরিবেষ্টিত বাইবেলের লেখার মত বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞান করে।

ইতিহাসে লোকদের অনভিজ্ঞতা মিসনেরিদিগের বিশেষ প্রতিবন্ধক। •

এই দেশে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মোপদেশকগণ এ পর্য্যন্ত ভবিষ্যদ্বাক্যের অতি অল্প মাত্রই প্রয়োগ করিয়াছেন, বোধ হয়, ইহার কারণ এই; সফল ভবিষ্যদ্বাণীদ্বারা যে প্রমাণ উপলব্ধি হয়, তাহা ইতিহাসের বাস্তবিকতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কিন্তু সেই ইতিহাসের সাক্ষ্যশক্তি পরিগৃহীত না হইলে তৎসংক্রান্ত প্রমাণের উপযোগিতা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হওয়া অসম্ভব। ভারতবর্ষীয়দের তদ্রূপ অভিজ্ঞতা না হইতে২ ভবিষ্যদ্বাণী অপেক্ষা সহজে প্রতীতিকর যে২ বিষয় অর্থাৎ বাইবেলের অতুল উৎকৃষ্টতা ও মনোরঞ্জক উপদেশ, খ্রীষ্টের চরিত্র ও শিক্ষাদানের সৌন্দর্য্য, এবং মানবজাতির অভাব নিবারণ ও সদিচ্ছা পরিপূরণে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের উপযোগিতা, ও এই সংসারে সেই ধর্ম্মের কি রূপ সুন্দর ফল, ইতিপূর্ব্বে এই২ প্রধান বিষয় প্রসঙ্গ করা বিহিত বোধ হইত। কারণ এই বিষয় গুলিই প্রায় সকলেই বুঝিতে পারিত।

ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় এ পর্য্যন্ত অধিক উল্লেখ হয় নাই কেন?

যাহা হউক, এক্ষণে এমন বংশ উদ্ভূত হইয়াছে, যাহারা ভবিষ্যসূচক প্রমাণের উপযোগিতা অনুভব করিতে সমর্থ। অতএব যে প্রমাণ শৃঙ্খল বাইবেলকে তদীয় ঐশী রচয়িতার সহিত চিরকাল সম্বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার অবশিষ্টাংশ উহাদিগকে বিদিত করিতে চেষ্টা করা উচিত।

এক্ষণে ইহা সময়োপযোগী বিষয়।

পাঠকগণ দেখিবেন যে, যে ভবিষ্যদ্বাক্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য, যে সকল জাতির নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাদের বিশেষ লক্ষণ ও পুরাবৃত্তের সংঘটন যৎকিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ করা হইয়াছে। অধিকন্তু, ঐ সকল প্রাচীন জাতি সম্বন্ধে ইদানীন্তন যে সকল চমৎকার আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাও কিছু২ উল্লেখিত হইয়াছে। যদিও এ সকল ঘটনা গুলির ভবিষ্যদ্বাক্যের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই, তত্রাপি উহাদ্বারা অতি সুন্দর রূপে প্রস্তাবের পোষকতা হইতেছে, যথা, সকল ভবিষ্যদ্বাক্য যেমন বাইবেলের ঐশিকতা প্রতিপন্ন করিতেছে, তেমনি এ প্রমাণের পোষকতার জন্য ইদানীন্তন আবিষ্কার সকল বাইবেলের অন্তর্ভূত বিষয়ের সম্পূর্ণ যাথার্থ্য প্রকাশ করিতেছে।

কোন২ আধুনিক আবিষ্কার কেন উল্লিখিত হইল?

আমাদের প্রস্তাবের প্রারম্ভেই এক বিষয় নিষ্পন্ন করা আবশ্যক। যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ যাহার বাক্য গুলিন উত্থাপিত হইবে ঐ সকল গ্রন্থের রচনার সময়ের বিষয়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে অবিশ্বাসী পাঠকগণের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। তাহারা প্রশ্ন করিলে করিতে পারে যে—"যে সকল বচন উদ্ধৃত করা যাইবে তাহাতে প্রকৃত ভবিষ্যদ্বাক্য আছে কি না? যদি সেই

ভবিষ্যদ্বাক্যের রচ-

নার সময় একটী প্রধান প্রশ্ন।

বচন গুলি নির্দ্দিষ্ট ঘটনার পূর্ব্বেই লেখা না যাইত, তাহা হইলে তাহার উপর নির্ভর করিয়া সেই গ্রন্থ খানি ঈশ্বরোক্ত সংস্থাপনা পরিশ্রম করা ব্যর্থ।"

বাইবেলের ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের রচনার সময়ের বিষয়ে কিছু বাহুল্যরূপে লিখিতে মনস্থ করিয়াছিলাম। এই বিষয়ের সর্ব্বাধিক ও পরিষ্কার বর্ণন করিলে, পাঠকগণ অবশ্যই দেখিতে পাইতেন যে, ঐ সকল পুস্তকের যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা কোন অসঙ্গত অনুমান বা অপসিদ্ধান্ত মূলক নহে, বরং সঙ্গত ও প্রতীতিকর যুক্তির উপর স্থাপিত রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের এই রূপ সাময়িক বিতণ্ডা তত আবশ্যক বোধ হইতেছে না; কারণ সকলেই স্বীকার করিতেছে, যে খ্রীষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে ধর্ম্ম-পুস্তকের আদিভাগ রচিত হইয়াছিল। অকাট্য প্রমাণ দ্বারা এই বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে।

এই প্রমানের প্রধান ২ লক্ষণ কি? প্রথমতঃ ধর্ম্মপুস্ত-কের আদিভাগ খ্রীষ্টের ২৭০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। এই ঘটনাহইতেই অনেক ভাব পাওয়া যাইতেছে। যখন খ্রীষ্টের ২৭০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন হিব্রু বাইবেল-গ্রন্থ গ্রীক্ ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল, তখন ইহা সুস্পষ্ট রূপে বলা যাইতে পারে, যে অনুবাদের বহুকাল পূর্ব্বে আদিগ্রন্থ খানি বর্ত্তমান ছিল। অনুবাদের আবশ্যকতাই এই অনুমানের স্থির সিদ্ধান্ত। যখন হিব্রু ধর্ম্মপুস্তক রচিত হয়, তখন যিহুদী-দিগের মধ্যে হিব্রু ভাষাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টের অনেক পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে হিব্রু প্রায় বিলুপ্ত হইয়া

ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ খ্রীষ্টের ২৭০ বৎসরের পূর্ব্বে গ্রীক্ ভাষায় অনুবাদিত হয়।

গেল। পালেষ্টিনে তাহারা সিরিয়ক ভাষা কহিত, এবং তাহাদের মিসর, ইউরোপ ও আসিয়াস্থ ভ্রাতৃগণ অধিকাংশ গ্রীক্ ভাষা কহিত। শেষোক্ত ব্যক্তিদের জন্যই ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছিল। সকলেই অবগত আছেন যে কোন জাতির ভাষা এক দিনেই পরিবর্ত্ত হয় না। উহা ক্রমে ক্রমেই পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। তবে উক্ত অনুবাদে হিব্রু ধর্ম্মপুস্তকের প্রাচীনত্ব বিষয়ে এক সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

উহা খ্রীষ্ট ও তদীয় প্রেরিতদ্বারা প্রাচীন বলিয়া উদ্ধৃত।

অধিকন্তু, আমরা দেখিতে পাই যে য়েশু ও তদীয় প্রেরিতেরা সর্ব্বদাই ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ করিতেন ও তাহাহইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। "তোমরা শুনিয়াছ ইহা পূর্ব্বকালের প্রাচীনগণদ্বারা উক্ত হইয়াছে" এই সূত্র ধরিয়া ত্রাণকর্ত্তা ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগহইতে কোন কোন বচন উদ্ধৃত করিতেন।

জোসীফসের প্রামান্য।

যিহূদীদিগের মধ্যে জোসীফস্ নামক ইতিহাস-বেত্তা খ্রীষ্টের কয়েক বৎসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি যিরূশালমের মন্দিরে আলেকজান্দরের আগমন কথা উল্লেখ করেন, এবং বলেন, যে প্রধান যাজক, যাহাতে তাঁহার জয়ের কথা পূর্ব্বোল্লিখিত ছিল, দানিয়েলের গ্রন্থহইতে এমত কতকগুলি বাক্য ঐ গ্রীসীয় বিজয়ীকে দেখান। তবে ইহাতে বিলক্ষণ দেখা যাইতেছে, যে বাইবেলের এই অংশ, যাহা প্রায় আদিভাগের শেষে লেখা হইয়াছিল, তাহাও খ্রীষ্টের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে অবশ্য বিদ্যমান ছিল। *

* যদিও এই ঘটনার বাস্তবিকতা হীনবল করিবার জন্য কোন প্রমাণ প্রয়োগ করা হয় নাই, তত্রাচ কেহ২ ইহার সত্যতায়

জোসীফসের সময়ের কিছু পরে এক জন টাসিটস্ নামক রোমীয় ইতিহাস বেত্তা ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগের প্রসঙ্গে উহাকে "যাজকদিগের প্রাচীন লেখা" বলিয়াছেন।

টাসিটসের উল্লেখ।

এই সকল ও অন্যান্য কারণ বশতঃ ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে খ্রীষ্টের জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ বিদ্যমান ছিল।

সন্দেহ প্রদান করিতে চেষ্টা করে। বহুকাল অবধি ধর্ম্মের বিপক্ষগণ অতি দৃঢ়রূপে দানিয়েলের গ্রন্থের উপর আক্রমণ করিয়াছে। পরফরি নামক এক ব্যক্তি দ্বিতীয় শতাব্দীতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিশেষ শত্রু ছিলেন। তিনি বলেন যে ঐ গ্রন্থখানির যে সময় নির্দ্দিষ্ট, বস্তুতঃ উহা সে সময়ের নয়, উহা অনেক কাল পরে লিখিত হইয়াছে, এবং উহাতে যে সকল বাক্য পূর্ব্বোল্লেখ বিখ্যাত আছে, তাহা কিছুই নয়, কেবল ঘটনার পরের ইতিহাস মাত্র। অনেকেই ঐ প্রাচীন নাস্তিকের মতাবলম্বী হইয়া সময়ে ২ উক্ত আপত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। পরফরি অনুসন্ধানের পূর্ব্বেই ঐ পুস্তকের ঐশিকত্ব অস্বীকার করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, এবং তাহার সেই পূর্ব্ব-সিদ্ধান্তের পোষকতার জন্য উহার ভবিষ্যৎ লক্ষণ গুলি নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হন। আধুনিক তার্কিকগণ তদ্রূপ বিরোধে উৎসাহিক হইয়াছেন; কিন্তু ইহাদের যে আক্রমণ, তাহা অপেক্ষাকৃত সাবধান ও প্রণালীপূর্ব্বক কৃত হইয়াছে বটে। এবং ইহাতে একটি কৃত্রিম বিচারও খাটান হইয়াছে। ইহারা ঐ গ্রন্থের কতকগুলি অন্তর্ভূত প্রমাণ লইয়া বিদ্যা ও তত্ত্বানুসন্ধানের আড়ম্বর করিয়াছেন। অনেক দিন হইল দানিয়েলের পুস্তকহইতে অনেক গুলি শব্দ সংগ্রহ করা গেল। তার্কিক মহাশয়গণ সেই শব্দ গুলি গ্রীসীয় শব্দ বলিয়া প্রকাশ করিয়া দেন এবং মহা আড়ম্বরের সহিত প্রচার করেন যে এই সকল শব্দদ্বারা অবশ্য প্রমাণিত হয় যে উপরোক্ত গ্রীসীয় আক্রমণের পর ঐ পুস্তকের রচনা হইয়াছে। কিন্তু এই মহান্ আবিষ্কারের কি গতি হইয়াছে? পরে যখন অপেক্ষাকৃত ব্যুৎপন্ন লোকেরা ঐ সকল

বাস্তবিক, বিপক্ষগণও ইহা স্বীকার করে যে, ভবিষ্যদ্বক্তা সকলে খ্রীষ্টের আগমনের ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে স্ব স্ব সংবাদ রচনা করিয়া আদিগ্রন্থসমূহ একেবারে সমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন। তবে আমাদের এই অনুসন্ধান করা উচিত যে, উক্ত সময়ের পর ঐ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের কোন কোন বাক্য সিদ্ধ হইয়াছে কি না? যদি ইহা দেখান যায়, যে যথার্থই ভবিষ্যদ্বক্তারা কোন ২ ঘটনা ঘটিবার ১০০।২০০ বা তদধিক বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহা হইলে অবশ্যই উহাদের সেই পূর্ব্বোল্লেখ ঈশ্বরোক্তি বলিতে হইবে।

শব্দ পরীক্ষা করেন, তখন ঐ প্রমাণ এরূপ বিনষ্ট করিয়া দেন যে ক্রমে ২ সেই শব্দের সংখ্যা ন্যূন করিতে হইয়াছিল। অবশেষে ঐ সকল শব্দের দুইটী মাত্র শব্দ থাকিল। কিন্তু যেন ঐ বিচারক-সম্প্রদায়ের উপর এক সাংঘাতিক আঘাত পড়ে, তাহার পর ইহাও সিদ্ধান্ত করা গিয়াছে যে ঐ দুই শব্দের একটী শব্দ গ্রীসীয় নয় ও বাস্তবিক দানিয়েলের পুস্তকেও নাই। আর অবশিষ্ট শব্দটি, যেটী "শম্পনিয়" বলিয়া উচ্চারিত হয় উহা একটী বাদ্য যন্ত্রের নাম। গ্রীকদিগের প্রায় ঐ রূপ নামের একটী যন্ত্র ছিল। কিন্তু যদিও উক্ত শব্দে সেই কথাটা হয়, তাহাতেই বা কি প্রমাণ হইতেছে? ও দিকে পলিবিয়স নামক এক জন গ্রীক গ্রন্থকার ঐ শব্দটী এক বার মাত্র ব্যবহার করিয়াছেন, আর এ দিকে দানিয়েল, এক জন যিহূদী লেখকও ঐ শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। দানিয়েলের অনেক পূর্ব্বে গ্রীক্‌দিগের আশিয়ার উপরিভাগের সহিত গতিবিধি ছিল, ইহার প্রমাণ আছে; তবে আশিয়া নিবাসীদের নিকটহইতে গ্রীকেরা ঐ শব্দটী লইয়াছে, কি গ্রীকদের নিকটহইতে আশিয়া নিবাসীরা তাহা গ্রহণ করিয়াছে ইহা কে নিরূপণ করিতে পারে? কিন্তু বস্তুতঃ দানিয়েলের ভাষা ধরিয়া তদীয় গ্রন্থের প্রাচীনত্ব হ্রাস করিবার চেষ্টা করা বৃথা। কারণ ঐ পুস্তকের ভাষাই উক্ত মতের প্রতিবাদ করিতেছে। দানিয়েল কে ছিলেন? তিনি এক জন স্বদেশ-ত্যাগী যিহূদী, বাবিলনের রাজসভায় থাকিতেন। যিহূদিদিগের

এই তর্কের তাৎপর্য্য অতি মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করা আবশ্যক। তাহাতে ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে সমুদায় ভবিষ্যদ্বাক্যের প্রমাণের অধিকাংশ ত্যাগ করিলেও আমাদের মূল বিষয়ের কোন ক্ষতি হইতেছে না। মনুষ্যের পূর্ব্ব-দৃষ্টিদ্বারা লক্ষিত হওয়া অসম্ভব এমন একটীমাত্র ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্ব্বোল্লেখ অবশ্যই ঈশ্বরোল্লেখ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কোন সংখ্যা লইয়া ইহার কথা হইতেছে না, ইহার বাস্তবতা লইয়াই কথা হইতেছে। কোন্ গ্রন্থে কত গুলি প্রকৃত ভবিষ্যদ্বাক্য আছে, ইহা আমাদের জিজ্ঞাস্য নহে, কিন্তু তা-

ভবিষ্যদ্বক্তার প্রমাণের সংখ্যার সহিত সম্বন্ধ নাই, কিন্তু বাস্তবিকতার সহিত সম্বন্ধ।

সপ্ততি বর্ষ বন্দীর অবস্থার সময় তিনি তথায় অবস্থিতি করেন। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ যদিও তাঁহাদের মাতৃভাষা হিব্রুতে বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিতেন তথাপি তাঁহাদিগকে কাজে কাজে কালডীয় ভাষা অর্থাৎ বাবিলনীয়দের ভাষা অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। তদনুসারে আমরা দেখিতেছি যে এই ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থ খানির প্রায় অর্দ্ধাংশ প্রাচীন হিব্রু ভাষায় এবং অপরার্দ্ধ কাল্‌ডীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছে। যে গুলি যিহুদিদিগের সহিত সম্বন্ধ আছে, সেই গুলি উহাদের পবিত্র ভাষায় লিখিত হইয়াছে, আর ভিন্ন ভিন্ন জাতিদের যে২ গতি বর্ণিত আছে, তাহা ভিন্ন ভাষায়, অর্থাৎ যাহাদের মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বক্তা বাস করিয়াছিলেন, তাহাদেরই ভাষায় লিখিত হইয়াছে। দানিয়েল যে কাল্‌ডীয় ও হিব্রু এই দুই ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন তাহাতেই এই গ্রন্থের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। বিরুদ্ধ তার্কিকেরা খ্রীঃ ১৬৯ বৎসর পূর্ব্বে, আণ্টিয়োকস্ ইপিফেনীসের সময় অবধি উহার উৎপত্তি কালের নির্ণয় করেন। কিন্তু ইহা আমাদের বক্তব্য, যে ঐ সময়ে হিব্রু কি কালডীয় এই দুইয়ের একটী ভাষা পালেষ্টিন দেশে প্রচলিতই ছিল না, কেবল সিরিয়ক ভাষাই প্রচলিত ছিল।

হাতে একটী মাত্রও আছে কি না। ইহা যেন জীবন মৃত্যুর কথা; বাইবেল মনুষ্যকল্পিত, কি ঈশ্বরকৃত? যদি আমরা কোন মনুষ্যের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকি, এবং সে ব্যক্তি জীবিত কি মৃত বলিয়া সন্দেহ হয়, কি প্রকারে সেই সন্দেহ নিরাকৃত হইতে পারে? আমরা যেমন ঐ দেহ নিরীক্ষণ করিতেছিলাম এমন সময়ে সে সহসা চক্ষু উন্মীলন করিল ও কথা কহিল, এই ঘটনাতে কি আমাদের সন্দেহ দূর হইবে না? এবং আমাদের কি এমন প্রতীতি হইবে না যে আমাদের সম্মুখে জীবিত ব্যক্তি রহিয়াছে? সে ব্যক্তি কত কথা কহিল তাহা আমাদের লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সে কথা কহিয়াছে বলিয়া তাহার জীবিতত্বের বিষয়ে আমাদের সন্দেহ একেবারে দূরীকৃত হইবে।

বাইবেল ও উহার ভবিষ্যদ্বাক্য বিষয়ও ঠিক্ ঐ রূপ। বিপক্ষদিগের কোন২ বিশেষ ভবিষ্যদ্বাক্য নিষ্প্রামান্য করণের চেষ্টা অযোগ্য ও বালকত্ব মাত্র; যে পর্য্যন্ত তাহারা তাবৎ প্রমাণ এককালে বিলুপ্ত করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের চেষ্টা বৃথা। তাহাদের এই রূপ খণ্ডন ও বাক্চতুর্য্যের পরেও যদি তাহারা প্রকৃত ভবিষ্যদ্বাক্যের কতক অংশ রক্ষা করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে সেই গুলি কত বড় বা কত ছোট ইহা আর আমাদের লক্ষ্য করিবার আবশ্যকতা হইতেছে না। বাইবেলের প্রকৃত ভবিষ্যদ্বাক্য, ও অলৌকিক পূর্ব্ব-জ্ঞান থাকাতেই উহা ঐশিক গ্রন্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, এবং উহা স্বীয় ঐশী-রচয়িতার উক্তি প্রকাশিত করিতেছে।

ইহা দৃষ্ট হইবে, যে আমরা যে সকল ভবিষ্যদ্বাক্য বর্ণনা করিতে যাইতেছি, তাহার অধিকাংশ ধর্ম্মপুস্তকের আদি-

ভাগ সমাপ্ত হইবার অনেক পর সম্পন্ন হইয়াছিল। ত্রাণ-কর্ত্তার আগমনের খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর অন্যান্য ঘটনার পূর্ব্বো-ল্লেখ ইহার অন্তর্গত *। আর যিহূদীদিগের খ্রীষ্টের পরের ইতিহাস সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাক্য অর্থাৎ তাহাদের ধ্বংস ও ছিন্নভিন্ন হওনের কথাও তদ্রূপ। আর খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের জ্যোতি এই পৃথিবীতে পতিত হইবার অনেক পর অন্যান্য জাতির যে নানা ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহারও ভবিষ্য-দ্বাক্য তাদৃশ। এতদ্ব্যতীত আরো কতক গুলি ভবিষ্যদ্বাক্য আছে, যাহা ২০০০ বৎসরের পূর্ব্বে উক্ত হইয়া এই ক্ষণে আ-মাদের সময়ে বিশেষ রূপে সম্পন্ন হইতেছে।

এখনও পর্য্যন্ত পূর্ব্বোল্লেখ সম্পন্ন হইতেছে।

এই বিষয় চিন্তা করিতে২ কাহার মনে না যৎপরো-নাস্তি বিস্ময় ও গাম্ভীর্য্যের উদয় হয়? এবং যখন এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন অনন্ত ঈশ্বরের এই বাক্যের কি প্রতীতিকর প্রভাব অনুভূত হয়; যথা, "আমিই ঈশ্বর, আমা ভিন্ন আর কেহ নাই; আমিই ঈশ্বর আমার তুল্য কেহ নাই। আমি শেষ ঘটনার কথা প্রথমে প্রকাশ করি, ও যাহা উপস্থিত নয় তাহা পূর্ব্বে প্রচার করি, এবং কহি, আমার মন্ত্রণা সফল হইবে, ও যাহা ইচ্ছা তাহাই আমি করিব।" (যিশ, ৪৬; ৯,১০।)

* দানিয়েলের গ্রন্থে খ্রীষ্টের বিষয়ে যত চমৎকার বিশেষ বিশেষ ভবিষ্যদ্বাক্য দৃষ্ট হয়, এমন প্রায় আর কোন গ্রন্থেই নয়। উক্ত গ্রন্থের আক্রমণকারীরা বলে যে ঐ গ্রন্থ আণ্টিয়োকস্ ইপি-ফেনীসের সময়ের পূর্ব্বে নয়; তবে উহাদের স্বীকারানুসারে প্রমা-ণিত হইতেছে যে উহা খ্রীষ্টের ১৬০ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। যদি ঐ লেখক বাস্তবিক ভবিষ্যদ্বক্তা না হন, তাহা হইলে তিনি ত্রাণ-কর্ত্তার আগমনের এত কাল পূর্ব্বে এমত নিশ্চয় ও বিশেষ রূপে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে?

সরল ব্যক্তি মাত্রেই ঐশী ভবিষ্যদ্বাক্যের প্রমাণ সর্ব্ব-কালে বিদ্যমান দেখিয়া সর্ব্বশক্তিমানের অনুগ্রহ ও দয়ায় আর্দ্র হইবেন, সন্দেহ নাই। আমরা কি এই বিধানের মঙ্গল উদ্দেশ্য না অনুভব করিতে পারি? বাস্তবিক, ঈশ্বরের উপস্থিতির ও নিত্য কর্ত্তৃত্বের বিষয়ে সময়ে২ ঘটে এমন কোন বিশেষ নিদর্শন আবশ্যক ছিল। কিন্তু কি বিশেষ লক্ষণেতে ইহা সাধিত হইবে? সতত প্রমাণকর হয় এমন কোন বিশেষ অলৌকিক কার্য্যের সংঘটন আবশ্যক হইল। যিহুদী ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিশেষ২ অদ্ভুত ক্রিয়ার প্রমাণে এক বার সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু মধ্যে২ অলৌকিক চিহ্ন প্রত্যক্ষ না হইলে অনেকে উক্ত প্রমাণে অনাস্থা প্রকাশ করিতে পারে; আর যদি ঐ সকল ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটিত তাহা হইলে ক্রমশঃ সামান্য ঘটনা বিখ্যাত হইয়া আর ঐশ্বরিক কার্য্য বলিয়া মান্য হইত না।

ভবিষ্যদ্বাক্য বিধিতে সদয় ভাব।

জ্ঞানময় ও অনন্ত মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদের আবশ্যকীয় বিশেষ উপায় নিয়োগ করিয়াছেন। যখন এক কালের নিষ্পাপ পৃথিবীতে পাপের প্রবাহ উচ্ছলিত হইয়া পড়িল, তখন প্রেমময় ঈশ্বর ঐ অন্ধকারাচ্ছন্ন অবশ্যম্পাতিক তরঙ্গ-সমাকুল পৃথিবীর উপর ভবিষ্যদ্বাক্যরূপ উজ্জ্বল ও সুনিশ্চিত মেঘধনু বিস্তার করিয়া দিলেন। উহার এক প্রান্ত মানবজাতির পতনস্থান অর্থাৎ এদন-উদ্যানে স্থাপিত হইল, যথায় ত্রাণকর্ত্তার আগমনের প্রথম উল্লেখ হইয়াছিল। তাহার অন্য প্রান্ত কালের শেষ সীমায় সংলগ্ন রহিয়াছে। ঐ ধনুর নানা বর্ণ। কোন স্থান অত্যুজ্জ্বল সুন্দর কিরণে রঞ্জিত, কোন স্থান গাঢ় ও অমঙ্গল সূচক বর্ণে চিত্রিত। এ দিকে অতুল্য প্রেমই ইহার উদ্দেশ্য। আর ও দিকে

যাথার্থিকতা ও ক্রোধ প্রকাশ পাইতেছে। তথাপি ইহাতে সত্য ও সজীব ঈশ্বর চিরকালই, দরিদ্র. পাপী ও ভ্রান্ত মনুষ্যদিগের নিকটবর্ত্তী প্রকাশ পাইতেছেন। পৃথিবীস্থ জীবেরা ঐ আকাশধনুর প্রতি অনবরত নিরীক্ষণ করিতে পারে এবং সময়ে২ উহার সুস্পষ্ট জ্যোতি পৃথিবীস্থ ঘটনার উপর বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে, এবং তাহাতে সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের আকাশবাণীর বিলক্ষণ সিদ্ধি প্রকাশ হয়।

সমস্ত জীবের নিকটে ঈশ্বরের সাক্ষ্য প্রদান করা, ইহা ভবিষ্যদ্বাক্যের উদ্দেশ্য, ইহা তাঁহার গুণের পূর্ণতা ও এই পথিবীর কার্য্যের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ও তাঁহার কর্ত্তৃত্বের নীতিসূচক ব্যবস্থার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যাহাদের নিকট ঐ পূর্ব্বোল্লেখ ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাদের নিকট প্রথমতঃ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। ইহা কার্য্যে সফল হইবার পূর্ব্বে তাহাদের নিকট শাসন বা উৎসাহভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল। আর যাহারা ঐ ভবিষ্যদ্বাক্য সফল হইবার পর অবস্থিতি করিতেছে তাহাদের নিকট উহা নূতন ও সমধিক প্রভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তাহারা অন্তকাল পর্য্যন্ত উহা ঐশী উক্তি নির্ণয় করিতে পারে এবং উহার সফলতাদ্বারা ঈশ্বরের অনন্ত সত্যতা অতি বিচিত্রভাবে তাহাদের পক্ষে প্রতীত হয়।

ভবিষ্যদ্বাক্যের মহান্ উদ্দেশ্য।

ভবিষ্যদ্বাক্যের ঈশ্বর আমার এই মহৎ বিষয়ের বর্ণনার সামান্য চেষ্টায় আশীর্ব্বাদ করুন। যাহাতে ইহা সত্য ধর্ম্মের পোষকতা করিতে ও তাহাতে অমূলক সন্দেহ ধ্বংস করিতে পারে, এবং যাহাতে সত্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা সেই অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া চরিতার্থ হন, এ প্রকার দয়া করুন

জে, ভন্।

কলিকাতা, জন্ ১৮৬৭।

১ অধ্যায়।

প্রভু য়েশু খ্রীষ্ট বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী।

ধর্ম্মশাস্ত্রে খ্রীষ্টের আগমন, চরিত্র ও কর্ম্ম সম্বন্ধে যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তাহা খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের সত্যতার অত্যন্ত প্রবল প্রমাণ।

ঐ সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী কত কাল ব্যাপক, এই বিষয় যখন আমরা ধ্যান করি; এবং ঐ পুরা-কালীয় বাক্যসমূহ যে২ মহাত্মা কর্তৃক উচ্চারিত হইয়াছিল, আর তাঁহাদিগের সংখ্যা ও অবস্থার বৈলক্ষণ্য ও বুদ্ধির তারতম্যের বিষয়ে যখন আমরা মনোনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করি; আর ঐ ভবিষ্য-দ্বাণীচয় যে কেমন অত্যন্ত ক্ষুদ্র-ভাবী ঘটনার বর্ণনাতে প্রবেশ করিয়াছে, ইহা যখন আমরা আন্দোলন করি; এবং পরিশেষে, ঐ সমস্ত পুরা-কাল-উচ্চারিত বাক্য সকল য়েশু খ্রীষ্টেতে এত সম্পূর্ণ ও অকাট্যরূপে সম্পাদিত হইয়াছে, ইহা যখন আমরা হৃদয়ঙ্গম করি, তখন নিষ্কপট ও

সরল হইলে আমাদিগের অন্তঃকরণে নিশ্চয়ই এই সংস্কার বদ্ধমূল হইবেক, যে যেমন "য়েশুর প্রমাণই ভবিষ্যদ্বাক্যের আত্মা," তদ্রূপ নিঃসন্দেহে "ভবিষ্যদ্বাক্য কথনো মনুষ্যের ইচ্ছাহইতে উৎপন্ন হয় নাই; কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা পবিত্র আত্মাদ্বারা চালিত হইয়া ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছে।" প্রকাশ ১৯; ১০। ২ পেত্র ১; ২১।

ভবিষ্যদ্বাণী ও তদুপলক্ষিত ঘটনার মধ্যে কেমন আশ্চর্য্য ঐক্য আছে ও ভবিষ্যদ্বাণী কেমন অদ্ভুতরূপে সম্পূর্ণ হইয়াছে, ইহা যখন অবিশ্বাসী লোকদিগের নিকটে স্পষ্টরূপে দর্শিত হয়, তখন তাহাদের কেহ২ এরূপ আপত্তি করিয়া থাকে যে, "উক্ত বাণীসমূহের পূর্ব্বেই ঐ ঘটনা সকল হইয়াছিল, সুতরাং তাহা সামান্য পুরাবৃত্ত মাত্র, বাস্তবিক ভবিষ্যদ্বাণী নহে।" কিন্তু বিতণ্ডাকারীরা এই আপত্তি অপরাপর ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে প্রয়োগ করিলেও য়েশু খ্রীষ্ট বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে তাহা নিতান্ত অমূলক ও অগ্রাহ্য। য়েশু খ্রীষ্টের জন্মের অনেক পূর্ব্বে আদিভাগের স্কন্ধ সকল সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না, এবং ইহার অনেক প্রমাণও দর্শিত হইয়াছে।

"অমুক২ পদ গুলিন, ধূর্ত্ত খ্রীষ্টিয়ানদিগের

ভবিষ্যদ্বাণী যে ঘটনার পরে ধর্ম্মপুস্তকের অন্তর্গত হইল ইহা নিতান্ত অপ্রতীয়মান।

দ্বারা ঐশ্বরিক গ্রন্থে কৃত্রিম করিয়া পূরিয়া দেওয়া হইয়াছিল,” এমন আপত্তি কেহই উত্থাপন করিতে পারে না। যিহূদী লোকেরা তাহাদের পবিত্র গ্রন্থ সকল অকৃত্রিমরূপে রক্ষা করিতে যে কত দূর পর্য্যন্ত যত্নবান্ ছিল, তাহা উত্তমরূপে বিদিত আছে।* অধিকন্তু, এই বিষয়ে যিহূদীদের যে বিশেষ মত ও সংস্কার ছিল তদ্দ্বারাও জানা যাইতেছে যে ধর্ম্মপুস্তক কৃত্রিম করা অসম্ভব।

* আপনাদিগের ঐশ্বরিক গ্রন্থ সকল, সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানকৃত অথবা আচম্বিত ভুল ভ্রান্তিহইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ রাখনাভিপ্রায়ে, যিহূদীয়েরা ইব্রীয় ভাষার প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রে কয় পরিচ্ছেদ, কয় পদ, এবং কতগুলি কথা আছে, ইহা সাবধানপূর্ব্বক গণিয়া রাখিত; এবং যত বার ধর্ম্মশাস্ত্রের নূতন নকল হইত, তত বারই ঐ প্রকার গণনা করিতে ত্রুটি করিত না। কোন্ ২ অংশে কয়টী অক্ষর আছে, ইহা পর্য্যন্ত তাহারা নির্ণয় করিয়া রাখিত। বর্ণমালার প্রত্যেক অক্ষর কত বার ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে ইহাও তাহারা জানিত। প্রত্যেক গ্রন্থের মধ্য-পদ কোনটী এবং মূসা লিখিত পঞ্চ পুস্তকের মধ্যে মধ্যাক্ষর কোন্টী, ইহাও তাহারা চিহ্ন করিয়া রাখিয়াছিল! যদ্যপিও এই প্রকার অতিরিক্ত যত্ন বালকত্ব প্রায় বোধ হয়, তথাপি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহার পবিত্র বাক্যের অকৃত্রিমতা প্রতিপন্ন করণার্থে ইহাতে ঈশ্বরের অঙ্গুলি দৃষ্ট হইতেছে। পুরাকালে ধর্ম্মপুস্তকের প্রত্যেক নকল হাতের লেখাতে প্রস্তুত করিতে হইত, ইহা যখন আমরা স্মরণ করি, তখন আমরা একেবারে দেখিতে পাই যে যিহূদীয়েরা যে অতীব যত্ন প্রকাশ করিত, তাহার আবশ্যকতা ছিল বটে ও তাহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান প্রমাণ।

মশীহ সম্বন্ধে যে২ ভবিষ্যদ্বাণী আছে তাহা নাসরথীয় য়েশুতে সফল বোধ হইয়াছে এই বিষয়ে যিহূদী লোকেরা নিতান্ত বিরক্ত, এবং যদবধি তাহারা প্রভুকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছে তদবধিই তাহারা এই বিষয়ের ভঞ্জনোপযোগী কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা পাইতেছে। তাহারা ঐ সকল পদ এমন রূপে ব্যাখ্যা করিতে চাহে যেন পদচয়ের অর্থ খ্রীষ্টের প্রতি না খাটে; কিন্তু তদ্বিষয়ে তাহারা কৃতকার্য্য হয় নাই; বরং এমন অর্থ বাহির করা তাহাদের পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার হইয়াছে; তবে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর অকৃত্রিমতা বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিলে, ক্রুশে হত য়েশুর ঘৃণাকারীরা অবশ্যই ঐ সন্দেহ উত্থাপন করিয়া খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের অমূলকতা প্রকাশ করিত; তাহারা যে সন্দিগ্ধ হইলে চুপ্ করিয়া রহিয়াছে, ইহা এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও অনুমান করা যাইতে পারে না।

যিহূদী লোকেরা ভবিষ্যদ্বাণীর অকৃত্রিমতা স্বীকার করে, কিন্তু তাহার অর্থের বিকার জন্মায়।

পরন্তু, যিহূদী লোকেরা ভবিষ্যদ্বাণীর অবিকলতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে, কিন্তু যে য়েশুতে তৎসাফল্য হইয়াছে, ইহা তাহারা অস্বীকার করে; কিন্তু তাহাদের প্রমাণ প্রয়োগ এমন অসরল যে প্রত্যেক সরলমনা ব্যক্তিই তাহা ঘোর-পাক বলিয়া অগ্রাহ্য করিবেন। বাস্তবিক, যিহূদী ভিন্ন

অন্য যে কেহ ভবিষ্যদ্বাণী ঈশ্বরোক্ত বুঝিয়া প্রত্যয় করে সে অবশ্যই স্বীকার করিবে যে য়েশু খ্রীষ্টে নির্দ্দিষ্ট বাণী সকল সিদ্ধ হইয়াছে, এবং তিনি যে মানবগণের সর্ব্বশক্তিমান ত্রাণকর্ত্তা ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।

কোন২ লোক এই আপত্তি উত্থাপন করে যে "যদ্যপি ভবিষ্যদ্বাণী সকল এমন বিলক্ষণ-রূপে য়েশুকেই লক্ষ্য করে, ও তিনি যে মশীহ ইহা চিহ্ন করিয়া দেয়, তবে কেন যিহূদী লোকদের সমুদয় বংশ তাঁহাকে জানিতে পারিল না, ও কি নিমিত্তেই বা তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিল?" এই প্র-শ্নের যথেষ্ট উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ, কতিপয় প্রকৃত ভক্ত লোক ব্যতিরেকে তাবৎ যিহূ-দীয়েরা, আবাল বৃদ্ধ বনিতা, সকলেই শাস্ত্রের বিষয়ে ঘোরতর অজ্ঞ ছিল। ব্যবস্থা ও প্রবাচকদিগের গ্র-ন্থের পাঠ ও অনুশীলন প্রায় লোপ পাইয়াছিল। তাহারা খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল, ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাঁহাকে অগ্রাহ্য করণের প্রধান কারণ কি তাহা তিনি আপনি লক্ষ্য করিয়া দিয়াছেন; যথা "ধর্ম্মপুস্তক আলোচনা কর, যেহেতুক তা-হাতে তোমরা অনন্ত জীবন পাইবা, এমন বোধ করিয়া থাক, আর সেই ধর্ম্মপুস্তক আমার বি-ষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।" যোহন, ৫; ৩৯।

যদ্যপি ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে যিহূদীদিগের কিছুমাত্র পূর্ব্বজ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে য়েশুকে তাহাদের মশীহ বলিয়া স্বীকার করিতে তাহাদের পক্ষে এত কঠিন হইত না, ইহা সম্ভব। কিন্তু ধর্ম্মপুস্তক বিষয়ক জ্ঞানের স্বল্পতা প্রযুক্ত তাহারা অবিশ্বাস-পাষাণের উপর উছোট খাইল।

ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে অল্প জ্ঞান প্রযুক্ত যিহূদীলোকদের চক্ষু অন্ধ হইয়াছিল।

কোন২ ভবিষ্যদ্বাণী নিস্তারকর্ত্তার ঐহিক গৌরব ও মহত্ত্ব লক্ষ্য করে; যিহূদীয়েরা শুদ্ধ ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণীরই বিশেষ অনুশীলন করিত। যদ্যপি তাহারা সমুদয় ভবিষ্যদ্বাণী সমভাবে আলোচনা করিত, তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই টের পাইত যে পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ভাব গ্রহণার্থে সমুদয়টীর মর্ম্ম গ্রহণ করা আবশ্যক। তাহাদের এমন প্রত্যাশা ছিল যে মশীহ তেজস্কর সাংসারিক মহিমাতে বেষ্টিত হইয়া অবনী-মণ্ডল উজ্জ্বল করিবেন ও তাহাদের তাবৎ শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদিগকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাতি করিবেন। কিন্তু মশীহ সংক্রান্ত তাবৎ ভবিষ্যদ্বাণী অপক্ষপাতরূপে ধ্যান করিলে তাহারা দেখিতে পাইত, যে তিনি "শোকার্ত্ত ও দুঃখপরিচিত মনুষ্য" হইয়া ধরামণ্ডলে সপ্রকাশ হইবেন, এবং তাঁহার রাজ্য এই পৃথিবী সম্বন্ধীয়

নহে, আর তাঁহার বিক্রম সম্পূর্ণরূপে অপার্থিব ও পারলৌকিক, ইহাও অবগত হইত। যিশায় ৫০; ৩।

যে নীচ ও হেয় পরিচ্ছদে য়েশু আপনাকে দর্শন দিয়াছিলেন তাহা যিহূদীদিগের পূর্ব্বগত মনোরথের সম্পূর্ণ বিপরীত; তন্নিমিত্তেই তাহারা তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল। তথাপি দেখিয়া চমৎকৃত হও! তাহারা যে এই রূপ অন্ধ ও পাষণ্ড হইয়া খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করিল, তাহাতেই তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বলিখিত একটী ভবিষ্যদ্বাণী বিশেষরূপে সফল হইল; কেননা, খ্রীষ্টের জন্ম পরিগ্রহণের সাত শত বৎসর পূর্ব্বে এই মত ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারিত ছিল, যথা, "তিনি অপমানিত ও মনুষ্যের মধ্যে অগণ্য হইলেন ও মনুষ্যেরা যে তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা করিবে তাঁহার এমত রূপ ও সৌন্দর্য্য ছিল না।" যিশায় ৫৩; ২, ৩।

খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করণেতেই একটী ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ হইয়াছে।

এই এবং অন্যান্য প্রমাণের প্রতি মনোনিবেশ করিলে যিহূদীদিগের খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করণের মূল কারণ প্রায় নির্ণয় করিতে পারি।

বিনষ্ট ও পতিত মানবজাতিকে ঐশ্বরিক নিস্তারকর্ত্তার প্রসঙ্গ জানাইবার নিমিত্তে প্রবাচকদিগের যে কথা-মালা আছে, তন্মধ্যে প্রথম ও অতিগুরুতর ভবিষ্য-

নারীর বংশ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী।

দ্বাণী আদিপুস্তকের তৃতীয় অধ্যায় পঞ্চদশ পদে পাওয়া যায়, যথা, "আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশেতে ও তাহার বংশেতে পরস্পর বৈরিভাব জন্মাইব; তাহাতে সে তোমার মস্তকে আঘাত করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূলে আঘাত করিবা।"

ঈশ্বর এই বাক্য সর্পকে, অর্থাৎ সর্পের বেশধারী শয়তানকে কহিয়াছিলেন। আমাদের আদিপিতামাতা যে পবিত্র ও সিদ্ধরূপ চূড়া অধিকার করিয়াছিলেন, শয়তান তাঁহাদিগকে তথাহইতে নামাইয়া দুঃখ ও পাপের অতলস্পর্শ কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এত দূর পর্য্যন্ত শয়তান তাহাদের উপর জয়ী হইয়াছিল বটে, এবং সে অনুমান করিয়াছিল যে তাহার নাশজনক কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; এই বিষয়ে শয়তানের কল্পনা ব্যর্থ হইয়াছিল। যে কৃপা-কর্ম্ম ঈশ্বর পতিত দূতগণের নিমিত্তে করেন নাই, তাহা তিনি পতিত মনুষ্যের নিমিত্তে করিয়াছেন। যদ্যপি ঐ দোষী দম্পতী আমাদিগের আদি পিতামাতা এমন মহা কৃপা যাজ্ঞা করেন নাই ও প্রত্যাশা করেন নাই, বোধ হয় ইচ্ছাও করেন নাই, তথাপি তাঁহারা পতিত হইবামাত্রই ঈশ্বর একটী সর্ব্বোত্তম ও স্বাস্থ্যকর ঔষধ প্রদর্শন করি-

লেন। যথাকালে নিস্তারকর্ত্তা প্রকাশিত হই-বেন; এরূপ হৃষ্টজনক সংবাদ প্রচারিত হইল। যাদৃশ পূর্ব্বদিগে দীপ্তির রেখা প্রকাশ হইলেই দিবাকরের আগমনের নিশ্চয় পূর্ব্ব লক্ষণ জানা যায়, তদ্রূপ ঐ অঙ্গীকার আদৌ রূপক কথায় আবৃত হইলেও, ত্রাণ-সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বলক্ষণ ছিল। সেই ঊর্দ্ধ স্থানস্থ ত্রাণদিবাকর, আমাদের অন্ধ-কারময় পাপগ্রস্ত পৃথিবীতে উদিত হইয়া তা-বৎ তিমির দূরীভূত করিবেন ইহা উপলক্ষিত হইল।

উক্ত বচনে খ্রীষ্টের আশ্চর্য্য জন্মের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

উক্ত বচনে এই স্পষ্ট জ্ঞানের উপলব্ধি হই-তেছে যে নিস্তারকর্ত্তা ঈশ্বরাবতার হইবেন। এই বোধাতীত নিগূঢ়তা ঐ ভবিষ্যদ্বাণীতে দেদীপ্য-মান রহিয়াছে। নিস্তারকর্ত্তা মনুষ্যদেহ ও মা-নব প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া প্রকৃত মনুষ্য হইবেন; অথচ তিনি বিশেষ ভাবে “নারীর বংশ” হই-বেন; এই স্থলে এই গভীর সত্যের ইঙ্গিত রহি-য়াছে। তিনি পুরুষের বংশ বিখ্যাত নহেন, এবং পুরুষের ঔরষজাতও নহেন, তিনি অভূতপূর্ব্ব ও অলৌকিকরূপে এক পবিত্র অনূঢ়া কন্যার গর্ব্ভে জন্মিবেন; মনুষ্যের মধ্যে তাঁহার পিতা কেহই হইবে না ইহা চিহ্নিত আছে। যদি তাঁহার মানুষ

পিতা থাকিত, তাহা হইলে তিনি "আদমের বংশজ" বিখ্যাত হইতেন; কিন্তু তিনি "নারীর বংশ" নরের বংশ নহেন।

উক্ত বচনে খ্রীষ্টের দ্বিবিধ প্রকৃতিরও ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

অধিকন্তু, খ্রীষ্টের দ্বিবিধ প্রকৃতির প্রমাণ ঐ ভবিষ্যদ্বাণীতে পাওয়া যায়। যে মনুষ্যদেহে তিনি যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার "ক্ষত-বিক্ষত পাদমূল;" এবং তাঁহার পদ ইঙ্গিত হইলে অবশ্যই তাঁহার মস্তকও লক্ষিত হইতেছে; তবে তাঁহার মস্তক কি? তাঁহার সত্য ঈশ্বরীয় গুণ, তাঁহার শ্রেষ্ঠ ঐশিক প্রকৃতি, ইহাই তাঁহার মস্তক।

অবশেষে খ্রীষ্টের জয় হইবে।

উক্ত বচনহইতে আমরা আরও এই শিক্ষা পাই, যে মনুষ্যের পারমার্থিক শত্রু শয়তান অবশেষে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইবে। "তিনি তোমার মস্তকে আঘাত করিবেন।" চূর্ণ মস্তক নাশ ও মৃত্যুকে বুঝায়। কালভেরি পর্ব্বতের উপর যে অপূর্ব্ব ঘটনা হইয়াছিল, তাহা বাহ্য নয়নে খ্রীষ্টের পরাভূত হওনের লক্ষণ বোধ হয়; শয়তানও তদ্রূপ বিবেচনা করিয়া থাকিবে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা পরাজয়ের চিহ্ন নহে, বরং মহিমান্বিত ত্রাণকর্ত্তার জয়ের লক্ষণ। সেই সময়ে শয়তানের রাজকীয়

ক্ষমতার উপরে এমন চোট লাগিল, যে তাহা-
হইতে সে আর কখন স্বাস্থ্য পাইতে পারিবে না।
খ্রীষ্টের রাজ্যের সর্ব্বদেশে বিস্তার, প্রতিমাপূজা
ও সর্ব্বপ্রকার ভ্রান্তির মূলোৎপাটন, এই সকলই
পূর্ব্বোক্ত আঘাতের ফল, এবং তদ্দ্বারা প্রাচীন
সর্প, অর্থাৎ শয়তানের মরণ-বেদনা বুঝান
যায়।

কেহ২ এই আপত্তি উত্থাপন করিতে পারে
যে উক্ত সংক্ষেপ ও অস্পষ্ট বচনহইতে যে আ-
মাদের আদি পিতামাতা ও তাঁহাদের তাৎকা-
লিক বংশ এত বিলক্ষণ জ্ঞান সংকলন করিয়া-
ছিলেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। কিন্তু
আমাদের স্মরণে রাখা উচিত যে পতিত মানব-
জাতির সহিত ঈশ্বর যত কথা কহিয়াছিলেন,
তৎসমুদায় ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে নাই; তাহার সং-
ক্ষিপ্ত সারমাত্র আছে। অতএব ইহা অবশ্যই
অনুমান করা যাইতে পারে, যে ঐ নিগূঢ় বিষয়ে
ঈশ্বর আদিপুরুষগণের অন্তঃকরণে আরও জ্ঞানা-
লোক প্রদান করিয়াছিলেন, এবং যদ্যপিও তা-
হার বিশেষ বৃত্তান্ত ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে বর্ণিত নাই,
তথাপি বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে, যে আদিম
কালাবধি মানবজাতির ভক্তগণ সকলে ঈশ্বরের
ঐ প্রথম অঙ্গীকারের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিয়া-

ছিলেন, এবং তাহা শক্ত মুষ্টে ধরিয়া অসংশয়িতা চিত্তে তদুপরি ভরসা করিয়াছিলেন *।

যদ্যপি এই রূপ হয়, তাহা হইলে মানব পরিবারের ভিন্ন২ অংশের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রধান আদিম পরম্পরাগত বাক্যের কোন না কোন চিহ্ন পাইবার সম্ভাবনা আছে। পাপ ও যন্ত্রণা-

* উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে খ্রীষ্টের প্রতি প্রয়োগিত ছিল বটে এবং উহা তাঁহাতেই বিশেষ রূপে সিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু এতদ্ব্যতীত ঐ বাক্যটীর আর একটী নিগূঢ় ভাব ও তাৎপর্য্য আছে। খ্রীষ্টের উক্ত ও বিশ্বাসী লোক সকল প্রকারান্তরে নারীর বংশ বিখ্যাত হইতে পারে; তদ্রূপে দুষ্ট ও দুরাচারী সকলে সর্পরূপ শয়তানের বংশ। আমাদের আদি পিতামাতার দুই সন্তান ইহার উদাহরণ। এবং যদবধি পাষণ্ড কৈন্ আপন ধার্ম্মিক ভ্রাতা হাবিলকে বধ করিয়াছিল তদবধি উক্ত বংশদ্বয়ের মধ্যে পুরুষে২ কেবল বিচ্ছেদ ও যুদ্ধ আছে। সাংসারিক যাহারা তাহারা সর্ব্বদা পারমার্থিকগণের বিপক্ষ; এবং তাহারা নানাবিধ কৌটিল্য ও তাড়নাদ্বারা ধার্ম্মিকদিগের আঘাত করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক, এরূপ আঘাত কেবল ইহাদিগের পাদমূলে লাগে, মস্তকে নহে; ইহাদের মস্তকরূপ আত্মা খ্রীষ্টেতে সংলগ্ন থাকাতে চিররক্ষিত হইবে। অধিকন্তু, খ্রীষ্টের ধার্ম্মিক বংশ অনবরত পুরাতন সর্প ও তদীয় বংশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন; ইহাঁরা শয়তান প্রদত্ত পরীক্ষা ও সাংসারিক মায়া ও স্বভাবসিদ্ধ দোষের সহিত দিনে২ যুদ্ধ করাতে সর্পের মস্তকে আঘাত করিতেছেন; আরো ইহাঁরা যত বার সুসমাচার ঘোষণা করেন, কিম্বা খ্রীষ্ট-রাজ্যের বৃদ্ধির নিমিত্তে প্রার্থনা করেন, তত বার শয়তানের ক্ষমতারূপ মস্তকে ঘোরতর আঘাত পতিত হয়; এবং এই ধর্ম্মযুদ্ধের কি রূপ শেষগতি হইবে তাহা ঐশিক শাস্ত্রে আমাদিগকে বিলক্ষণ জানাইতেছে, যথা, “শান্তিকর্ত্তা ঈশ্বর অবিলম্বে তোমাদের পদতলে শয়তানকে দলিত করিবেন।” রোম ১৬; ২০।

হইতে উদ্ধারকর্ত্তার সম্বন্ধে যে অঙ্গীকার উক্ত হইল, তাহা কোন২ স্থলে স্পষ্ট আর অপরাপর স্থলে অস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হইবে, এবং মনুষ্যেরা আপন পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রাদিক্রমে ঐ বার্ত্তা এক বংশহইতে অন্য বংশে প্রেরণ করিবে ইহাও সম্ভব।

ঐ আদিম ভবিষ্যদ্বাণী পুরাবৃত্তে চিহ্নিত আছে।

আমরা এতদ্রূপ চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি কি না? হাঁ, পাইতেছি। আর বোধ হয় তাহার উদাহরণ দেওয়া এস্থলে নিষ্প্রয়োজন বোধ হইবে না। ঐ আদিম কিম্বদন্তী সময়-স্রোতে প্রবাহিত হইয়া নানা বংশীয় জাতিদিগের মধ্যে উপনীত হইয়াছে; এবং মনোনিবেশ করিলে আমরা প্রায় তাবৎ দেশে তাহার লক্ষণ দেখিব।

কৃষ্ণ ও নাগের বিষয়।

"হিন্দুস্থানের পুরাবৃত্ত" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় কাণ্ডের ২৯০ পৃষ্ঠায় মরিস্ সাহেব কহেন, যে ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলের একটী বহুকালীয় প্রাচীন মন্দিরে কৃষ্ণের দুইটী মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে একটীতে ঐ দেবতাকে প্রকাণ্ড সর্পের বেড়ের মধ্যে আচ্ছন্ন দেখিতে পাওয়া যায়; তিনি আপনাকে তাহার পাশহইতে মুক্ত করিতে আঁকু পাঁকু করিতেছেন, এবং ঐ বিষাক্ত সর্প তাঁহার পাদমূল কামড়াইতেছে। অপর মূর্ত্তিতে কৃষ্ণের ভাব এই, তিনি

সর্পের গ্রাসহইতে মুক্ত হইয়া ঐ জন্তুর চূর্ণ মস্ত-কের উপর নৃত্য করিতেছেন।

গথ্ জাতীয় শাস্ত্রেও ঠিক ঐ রূপ পাওয়া যায়।

মৃত্যুর সহিত থ-রের মল্লযুদ্ধ।

থর্ নামক দেবতা, যিনি প্রধান দেবের প্রথমজাত পুত্র, ও ঈশ্বর এবং মনুষ্যের মধ্যে মধ্যস্থ রূপে বর্ণিত আছেন, তাঁহার উপলক্ষে কথিত আছে, যে তিনি এক মহাসর্পের বেশধারী মৃত্যুর সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি অবশেষে ঐ ভয়ানক জন্তুকে ভূমিসাৎ করিয়া তাহাকে সংহার করিলেন; কিন্তু ঐ জয় অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হইয়াছিল; কেননা জয়ের মুহূর্ত্তেতেই ঐ দেবতা সর্পের উদ্গীর্ণ গরলস্রোতে নিশ্বাস রুদ্ধ হওয়াতে তিনি মৃত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন।

আপল্লো ও হর-কিউলিসের সর্পের সহিত যুদ্ধ।

পূর্ব্বতন গ্রীকদিগের মধ্যেও ঐ প্রকার পরম্পরাগত বাক্যের চিহ্ন ছিল। ঐ জাতীয় লোকদিগের মধ্যে এই জনরব ছিল, যে পরমেশ্বরের পুত্র আপল্লো, যিনি আপন মাতৃকর্তৃক প্রসূত হওনাবধিই মনুষ্যকুলের পরিত্রাতা বলিয়া ব্যক্ত ছিলেন, তিনি পাইথন্ নামা নাগকে সংহার করিয়াছিলেন। এবং হরকিউলিসের বৃত্তান্তেও ঐ কথা পাওয়া যায়। যে সর্প কাঞ্চনময় আতা ফলের

প্রহরী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, হরকিউলিস্ তাহার মস্তকে পা দিলেন, এবং এই রূপে সর্পকে মাড়াইয়া তাহার মস্তক চূর্ণ করত জয়োল্লাসে আপন যষ্টি ঘুরাইতে লাগিলেন।

পূর্ব্বোক্ত গল্প সকল এবং অন্যান্য জাতিদিগের মধ্যে তন্মত যত গল্প আছে সে সকলই এক মূলহইতে উৎপন্ন। এক সত্য ঈশ্বরীয় অঙ্গীকার ঐ সমস্ত অলীক গল্পের উৎপত্তি স্থান; ঈশ্বরীয় অঙ্গীকার প্রকৃত মুদ্রা, গল্প সকল মেকি মাত্র; তথাপি ঐ গল্পদ্বারাই ভবিষ্যদ্বাণীজনিত আশা প্রতিপন্ন হইতেছে।

আব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের অঙ্গীকার।

২। "পৃথিবীর তাবৎ জাতি তোমার বংশে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।" আদিপুস্তক ২২; ১৮। বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহামের প্রতি ঈশ্বর এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এবং উহা ভাবি পরিত্রাণকর্ত্তা বিষয়ক দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী।

যখন সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর ঐ পবিত্র মহর্ষিকে আপন দেশ ও জ্ঞাতি পরিত্যাগ করিবার নিমিত্তে আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন প্রভু তাঁহাকে ত্রিবিধ বর দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যথা,

(১) অধিকারের নিমিত্তে আব্রাহাম এক উত্তম দেশ পাপ্ত হইবেন।

(২) তাঁহার বংশের লোক অসংখ্য জনতা হইবে, (৩) এবং তাঁহাতে অর্থাৎ তাঁহার বংশের কোন এক বিশেষ মহাত্মাতে, পৃথিবীর তাবৎ জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে। (আদিপুস্তক ১২; ১৩)

ঈশ্বর বারম্বার এই সকল বর আব্রাহামের নিকটে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু আদিপুস্তকের ২২ অধ্যায়ে যে অঙ্গীকার আছে তাহাই সর্ব্ব প্রধান। ঐ অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনা সকল অতি চমৎকার। আব্রাহাম আপন প্রিয়তম পুত্রকে বলিরূপে উৎসর্গ করিতে ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন; এবং সেই আদেশ পালনের অভিপ্রায়ে তিনি মোরিয়া পর্ব্বতে গমন করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস অতি কঠোররূপে পরীক্ষিত হইল। তিনি "হস্ত বিস্তার করিয়া পুত্রকে বধ করণার্থে ছুরিকা গ্রহণ করিলেন।" কিন্তু এমন নিদান কালে স্বয়ম্ভু পরমেশ্বরের দূত আকাশহইতে ডাকিলেন; আব্রাহামের হস্ত আর অগ্রসর হইতে পারিল না, এবং ইস্‌হাক্‌ বাঁচিয়া গেলেন। উক্ত উপদেশ-প্রদায়িনী বৃত্তান্ত আরও লেখা আছে যে "পরমেশ্বরের দূত আকাশহইতে আব্রাহামকে দ্বিতীয় বার ডাকিয়া কহিলেন, পরমেশ্বর কহিতেছেন, তুমি আমাকে আপনার এক-

আব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের অঙ্গীকার এক বিশেষ ঘটনার কালে পুনরুক্ত হইয়াছিল।

মাত্র পুত্রকে দিতে অসম্মত হইলা না, তোমার এই কার্য্য প্রযুক্ত আমি আপন নামে দিব্য করিয়া কহিতেছি, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আকাশস্থ নক্ষত্রগণের ও সমুদ্রের বালুকার ন্যায় তোমার অতিশয় বংশ বৃদ্ধি করিব; তাহারা শত্রুগণের নগর-দ্বার অধিকার করিবে, এবং পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতি তোমার বংশদ্বারা আশীর্ব্বাদ পাইবে।" আদিপুস্তক ২২; ১৫-১৮।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বর এই স্থলে অঙ্গীকৃত হইতেছে। তন্মধ্যে দুইটি বর বাহুল্যরূপে দত্ত হইয়াছে, এবং তদ্বিষয়ে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর দুই চরণ সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আব্রাহামের বংশ অপর্য্যাপ্তরূপে বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং তাহারা "শত্রুদিগের নগর-দ্বার অধিকার করিয়াছিল।" ভবিষ্যদ্বাণীর তৃতীয় চরণ কত দূর পর্য্যন্ত সফল হইয়াছে তাহা এক্ষণে আমাদের বিবেচ্য।

খ্রীষ্টই প্রতিজ্ঞাত বংশ।

"পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতি তোমার বংশেতে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।" যে বংশের বিষয়ে এস্থলে উল্লেখ আছে, তদ্বিষয়ে পাউল প্রেরিত স্পষ্টরূপে বলেন, যে "সেই বংশ খ্রীষ্ট।" (গলাতীয় ৩; ১৬) উক্ত প্রতিজ্ঞাতে আব্রাহামের নিকটে দুই বিষয়ের সমাচার দত্ত হইয়াছিল; প্রথম এই, যে ত্রাণকর্ত্তা তাঁহার

বংশে জন্ম গ্রহণ করিবেন; আর দ্বিতীয় এই, যে ঐ ত্রাতা মনুষ্য জাতির শুদ্ধ এক অংশের ত্রাণ-কর্ত্তা না হইয়া সকল লোকদের নিমিত্তে পরিত্রাণ কার্য্য সাধন করিবেন। তিনি আব্রাহামের ঔরস-জাত শারীরিক বংশমাত্রকে উদ্ধার করিবেন না, বরং পৃথিবীস্থ তাবৎ বংশ তাঁহার রাজ্যের প্রসাদ ও অনুগ্রহের ভাগী হইবে।

সাধু পৌল উক্ত পদবী সম্বন্ধে একটি বড় অদ্ভুত বচন ব্যবহার করেন, তিনি বলেন, "আর ভিন্ন জাতীয়েরা বিশ্বাসদ্বারা ঈশ্বরকর্ত্তৃক যাথার্থী-কৃত হইবে, ইহা শাস্ত্র অগ্রে জানিয়া, তোমাহইতে পৃথিবীর তাবৎ জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে, এই বচনদ্বারা পূর্ব্বকালে আব্রাহামকে সুসমাচার শুনাইয়াছিল*।" (গলাতীয় ৩; ৮)

---

* কেহ ২ বলিয়া থাকেন যে "খ্রীষ্ট যদি পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হন, তাহা হইলে যাহারা খ্রীষ্টের অবতীর্ণ হওনের পূর্ব্বে পৃথিবীতে জীবনযাত্রা সমাধা করিয়া গিয়াছে তাহাদের কি দশা হইবে?" এই প্রশ্নটি নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। ত্রাণকর্ত্তার জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে যে খ্রীষ্টধর্ম্ম অর্থাৎ সুসমাচার এই পৃথিবীতে আদরে ছিল না, ইহা অনুমান করাই ভ্রম। আমরা ইতিপূর্ব্বেই স্থাব্যস্থ করিয়াছি যে সুসমাচারের প্রথম ধ্বনি, য়েশুর সপ্রকাশ হওনের চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এদন উদ্যানে প্রকটিত হইয়াছিল। তাহার আবার দুই সহস্র বৎসর পরে আব্রাহামের নিকট সেই সুসমাচার প্রচারিত হয়। তাহার আরও চারি শত বৎসর পরে, মুসার ব্যবস্থার ক্রিয়াকলাপ ও বিধি-সংস্কারদ্বারা তাহা আশ্চর্য্য-রূপে দর্শিত হইয়াছিল। মুসার সময়াবধি এবং তৎপরবর্ত্তী সময়ে,

আব্রাহামের নিকট সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছিল।

যে উপদেশ বাক্য বিশ্বাসীদের পিতার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা অতীব চমৎকার ও চিত্তোৎকর্ষক ও

প্রবাচকদিগের দীপ্তি-ছটা ক্রমে২ অধিকতর উজ্জ্বলতা সহকারে আগামী মশীহকে সপ্রকাশ করিল। প্রভাতের উজ্জ্বল রেখা যেমন দিবসের আগমন প্রকাশ করে তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত বাক্য এবং চিহ্নসমূহ ত্রাণকর্ত্তা আসিতেছেন এই শিক্ষা দিয়াছিল। অবশেষে কাল সম্পূর্ণ হইলে আমাদের অবনীর আকাশে ঊর্দ্ধস্থ অরুণ প্রকাশমান হইল; অর্থাৎ ধর্ম্মসূর্য্য য়েশু, তাবৎ জাতীয়দিগকে দীপ্তি ও স্বাস্থ্য দিবার নিমিত্তে উদিত হইয়া রশ্মি প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রুশের উপরে আমাদের প্রভু যে প্রায়শ্চিত্ত সাধন করিয়াছিলেন, তাহার ফল ভূত কালাত্মক বটে, ভবিষ্যৎ কালাত্মকও বটে, অর্থাৎ তাঁহার জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বকালীন ও ভাবিকালীন উভয় প্রকার লোকদের সমভাবে পরিত্রাণজনক, তন্নিমিত্তেই নিস্তারকর্ত্তা "জগৎ পত্তনাবধি হত মেষশাবক" নামে বর্ণিত হইয়াছেন। (প্রকাশিত ১৩; ৮) তাঁহার ভয়ানক যন্ত্রণার কালে তিনি "প্রত্যেক মনুষ্যের নিমিত্তে মৃত্যু-আস্বাদ করিলেন।" (ইব্রীয় ২; ৯।) সেই সময়েই এদন-বাসী আমাদের আদি পিতা মাতার পাপের নিমিত্তে, ও জগতের শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের তাবৎ বংশাবলির অপরাধের নিমিত্তে, তাঁহার বহুমূল্য রক্ত পাতিত হইয়াছিল। যে সকল ভক্ত লোকেরা খ্রীষ্টের অবতীর্ণ হওনের পূর্ব্বে ছিল, তাহারা আগামী ও প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্ত্তার উপরে নির্ভর করিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছিল; আর যে ভক্তেরা খ্রীষ্টের অবতীর্ণ হওনের পরে হইয়াছে তাহারা আগত ও বাস্তবিক দত্ত ত্রাণকর্ত্তাতে জীবনদায়ক বিশ্বাস রাখিয়া যথার্থীকৃত হইয়াছে। আদিপুস্তক অবধি, প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য পর্য্যন্ত, আমরা খ্রীষ্টের বিষয়ে এই শিক্ষা পাই, যে ঈশ্বরের নিকটে যাইবার জন্যে তিনিই এক মাত্র পথ। ধর্ম্মপুস্তক পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে "খ্রীষ্ট দিয়া না গেলে কেহই পিতার নিকটে উপস্থিত হয় না।" (যোহন ১৪; ৬)

জ্ঞানদায়ক। তাঁহার আত্মা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার দ্বারা উদ্দীপ্ত ও চালিত হইয়া সুসমাচারের পরিত্রাণদায়ক নিগূঢ়তা সকল রূপক ভাবে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার এক মাত্র পুত্র ইস্‌হাক বলিরূপে হত হইতে সমর্পিত হইয়াছিল; তাহাতেই তিনি খ্রীষ্টের মুখাবলোকন করিলেন। খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের একমাত্র জাত পুত্র, এবং তিনি পাপী মনুষ্যকে উদ্ধার করিবার নিমিত্তে আপন প্রাণকে ত্রাণমূল্যরূপে সমর্পণ করিবেন, এই সমস্ত সুসমাচার বিশ্বাস পূর্ব্বক আব্রাহামের দর্শন পথে আইল, এবং তৎপারমার্থিক বরের মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে চিত্রিত হইল। "তোমাদের পূর্বপুরুষ আব্রাহাম আমার দিন দেখিবার আশাতে অতি আহ্লাদিত হইয়াছিল, এবং তাহা দেখিয়া আনন্দ করিল।" (যোহন ৮; ৫৬) প্রভু য়েশু আব্রাহামের বিষয়ে এই যে উক্তি করিয়াছিলেন, বোধ হয় ইহা বিশেষ রূপে উপরোক্ত ঘটনার প্রতি প্রয়োগিত হয়; সেই সময়েই আব্রাহাম খ্রীষ্টের দিন দেখিয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তের অনুরূপ দর্শনে সন্তুপ্ত হইলেন।

মোরাইয়া পর্ব্বতের উপরে যে আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল তাহার দুই সহস্র বৎসর পরে আব্রা-

মোরাইয়া এবং কালভেরি পর্ব্বতদ্বয়।

হামের প্রতিশ্রুত বংশ য়েশু, তন্নিকটবর্ত্তী এক পর্ব্বতের উপরে, সমস্ত জগতের পরিত্রাণার্থে, আপন জীবন বলিরূপে উৎসর্গ করিলেন।

আমরা যে ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় এক্ষণে ধ্যান করিতেছি তাহার মহিমান্বিত ভাব এপর্য্যন্ত সিদ্ধ হয় নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু ভাবী কালে উহা যে সম্পূর্ণরূপে সফল হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা ভাবী কালের নির্ম্মল সুখজনক অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

যে সময়ে তাবৎ জাতীয় ও ভাষীয় লোকেরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত য়েশুর নামের সম্মান করিবে, এবং এক কেন্দ্রহইতে অন্য কেন্দ্রপর্য্যন্ত ও এক জনপদহইতে অন্য জনপদ পর্য্যন্ত য়েশুর পরিত্রাণদায়ক ও পবিত্রকারক প্রসাদের বর পৃথিবীর সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইবে; এবং যে সময়ে সমস্ত শোক, বিলাপ ও সন্তাপ তিরোহিত হইলে তৎপরিবর্ত্তে মশীহ-রাজ্যের শান্তির ও প্রেমের ও পুণ্যের প্রাদুর্ভাব হইবে; এবং যে সময়ে পৃথিবী ত্রাণকর্ত্তা প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ হইবে, এবং সকলেই তাঁহার নামে জানুপাত করিবে, কেবল সেই সময়ে এই অঙ্গীকার সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইবে,

যথা, "তোমার বংশেতে পৃথিবীর তাবৎ জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।"

কিন্তু যদ্যপিও ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর বর পূর্ণ ভাবানুসারে ভাবিকালে প্রাপ্ত হইবে, তথাপি কত দূর পর্য্যন্ত উহা সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, ইহা চিহ্ন করিয়া রাখা আমাদের পক্ষে অতিশয় শিক্ষাজনক।

অংশক্রমে ঐ অঙ্গীকার এক্ষণেই সফল হইতেছে।

সুসমাচারের আশীর্ব্বাদ পাইয়া পৃথিবীর কত২ জাতি মহানন্দে উল্লাস করিতেছে! ঊনিশ শত বর্ষ পূর্ব্বে, দঙ্গল২ উলঙ্গ ও অঙ্গচিত্রিত, ও উল্কীধারী অসভ্য জাতিরা ইউরোপ মহাদ্বীপের চতুষ্পার্শ্বে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইত এবং ব্রিটন উপদ্বীপেও বাস করিত। ঐ অসুখী জাতিরা ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, ও মৃতকল্পের ন্যায় পারমার্থিক চৈতন্য রহিত ছিল। আত্মপরবশতা, নিষ্ঠুরতা ও দ্বেষ ও অপবিত্রতা তাহাদের তাবৎ কর্ম্মে প্রকটিত ছিল। যে সকল দেবতাদিগের সম্মুখে তাহারা দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিত সেই সকল দেবতাতেই মনুষ্যগণের মন্দ রিপু প্রবল ভাবে নিদর্শিত ছিল; এবং ঐ অপবিত্র দেবতাদের রক্তময় বেদীর উপরে তাহারা মানব রক্তের উপহার প্রদান করিত। কিন্তু এক্ষণে ইউরোপের অবস্থা কেমন

ইউরোপের পূর্ব্ব অবস্থার সহিত এক্ষণকার অবস্থার তুলনা।

পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যে সংশোধন হইয়াছে সে কেমন অদ্ভুত ও বিস্ময়জনক! তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য কি কিছু হইতে পারে?

জ্ঞানচর্চ্চার বিষয়ে ও সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য ও পারিপাট্য বিষয়ে উপকার দর্শিয়াছে।

ইউরোপের শুদ্ধ বাহ্য অবস্থা বিবেচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ঐ অজ্ঞান অসভ্য জাতিদের বংশের বিশ কোটি লোক, এক্ষণে মর্য্যাদা ও জ্ঞান ও সুখের অবস্থাতে উপনীত হইয়াছে, এবং পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন জাতি তাহাদের ন্যায় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে না। বিদ্যার অনুশীলন, বাণিজ্যের বৃদ্ধি, পৃথিবীতে ধন ও পরাক্রম সংগ্রহ, যে কোন বিষয় আমরা বিবেচনা করি না কেন, আমাদিগকে অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে খ্রীষ্টাশ্রিত জাতিরা অন্য সকলের অপেক্ষা অধিকতররূপে আশীর্ব্বাদিত ও অনুগ্রহীত হইয়াছে।

কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মহইতে যে সকল নীতি সম্বন্ধীয় উপকার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা এতদপেক্ষা অতিশয় বহুমূল্য।

পবিত্র ও অতীব মহীয়ান নীতি শিক্ষা খ্রীষ্টধর্ম্মের ফল।

সভ্যতা, ও জ্ঞানালোকদ্বারা মনের উৎকর্ষ, ও পৃথিবী সম্বন্ধে ধনে, মানে, সুখে বৃদ্ধি হওয়া, এ সকলই খ্রীষ্টধর্ম্মহইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারে; যা-

হারা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী নহে তাহারাও সভ্য ও জ্ঞানী ও ধনী হইতে পারে। পূর্ব্বকালে আশিয়া, ও মিসর দেশ, ও গ্রীস ও রোম, এই সকল দেশের লোকেরা সভ্য ও উন্নত ছিল। অধুনা, ভারতবর্ষ ও চীন দেশ ঐ রূপ সভ্যতার উদাহরণ স্থল। কিন্তু পক্ষপাত-বিহীন ও সরল পাঠক সকলে অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে খ্রীষ্টাশ্রিত জাতিদিগের মধ্যে যে প্রকার নীতিধারা প্রচলিত আছে তাহা সর্ব্বতো-ভাবে উৎকৃষ্ট, ও পৃথিবীর পুরাবৃত্তের মধ্যে সে রূপ পাওয়া নিতান্ত অসম্ভব। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম উত্তম চিকিৎসকের ন্যায় আঠার শত বৎসর ব্যাপিয়া দেশে২ পর্য্যটন করিয়া মনুষ্যগণের পাপ-জনিত ক্ষতেতে সুস্থদায়ক ত্রাণ-ঔষধ ঢালিয়া দিতেছে। খ্রীষ্টাশ্রিত জাতিদিগের পাপ ক্ষতের অধিকাংশই আরাম হইয়া গিয়াছে, এবং খ্রীষ্টের অনুকম্পাতে তাঁহার শিষ্যেরা স্বাস্থ্যজনক নীতি ও ধর্ম্মপন্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

সর্ব্বদা সত্য কথা কহা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সার।

সকল বিষয়ে সত্য কথা কহনের সৌন্দর্য্য ও মিথ্যা বাক্যের কুৎসিততা ইহা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম মনুষ্যদিগকে বিশেষ রূপে শিক্ষাইয়াছে। খ্রীষ্টিয়ান হইলেও কেহ বা মিথ্যা কথা কহে বটে; কিন্তু খ্রীষ্টীয় লোকদিগের মধ্যে মিথ্যাবাদী অত্যন্ত অপযশ

পায় ও দুর্নামের দাগেতে দাগা পায়। কিন্তু খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের বহির্ভূত লোকেরা মিথ্যা কথাকে প্রায় অন্যায় বলিয়াই বিবেচনা করে না। আর বার, সকল মনুষ্যেরাই যে পরস্পর ভ্রাতৃগণ, এবং তাবৎ মনুষ্যদিগের প্রতি সর্ব্বদাই প্রেম ও দয়া পূর্ব্বক ব্যবহার করা আমাদের কর্ত্তব্য এই বিষয়ে শিক্ষা দিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম মনুষ্যদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছে। এই আশীর্ব্বাদ পৃথিবীর পক্ষে কেমন অমূল্য ও সর্ব্বতোভাবে হিতদায়ক!

ভ্রাতৃপ্রেম খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ফল।

গ্রীস এবং রোম দেশের মহা মর্য্যাদার সময়ে তথায় দাস ক্রয় বিক্রয়ের এমন প্রাদুর্ভাব ছিল যে কেহই তাহা নিন্দনীয় বোধ করিত না। গ্রীসের অন্তঃপাতি আটিকা প্রদেশে চল্লিশ সহস্র মাত্র স্বাধীন লোক ছিল, কিন্তু আটিকার লোকেরা এই বলিযা দর্প করিত যে "আমাদের চারি লক্ষ ক্রীত দাস আছে।" এবং সম্রাটের বাসস্থান রোম নগরও ক্রীত দাসেতে পূর্ণ ছিল; অযুত২ দুর্ভাগ্য মনুষ্যেরা দাসত্বের দুর্ব্বহ যোঁয়ালিতে বদ্ধ হইয়া আর্ত্তস্বর ও হাহাকার করিত। য়েশুর ধর্ম্ম, ইউরোপ হইতে ক্রীত-দাসত্ব একেবারে দূরীভূত করিয়াছে; এবং যে সকল দেশ

ইউরোপে ক্রীত দাসত্ব রহিত হইয়া গিয়াছে।

অদ্য এ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয় হয় নাই, খ্রীষ্টধর্ম্ম আপন পবিত্র প্রাবল্যদ্বারা তথাহইতেও ঐ জঘন্য প্রথার মূলোৎপাটন করিতেছে। আফ্রিকা মহাদ্বীপের স্বাধীনীকৃত সন্তানেরা ও ভারতবর্ষের আশ্রিত দরিদ্রেরা, এই রূপে বিবেচনা করিতে পারে যে তাহারা খ্রীষ্টেতে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই সনাতন ধর্ম্মদ্বারা অখিল জগতের যে কত উপকার হইয়াছে, এবং খ্রীষ্টের পবিত্র উপদেশদ্বারা যে মনুষ্যেরা কত পরিমাণে কোমলান্তঃকরণ, দয়ার্দ্রচিত্ত ও প্রকৃতরূপে সভ্য হইয়াছে, হঠাৎ ইহার ইয়ত্তা করা বড় দুষ্কর।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম মনুষ্যদিগকে দয়ার্দ্র-চিত্ত করে।

খ্রীষ্টধর্ম্মহইতে প্রাপ্য মহীয়সী বর যে কেমন বহুমূল্য ইহার কিঞ্চিন্মাত্র উপলব্ধি করণার্থে, সময় শ্রোতের পূর্ব্ব-প্রবাহিত অংশে আমাদিগকে পুনর্যাত্রা করা আবশ্যক, এবং আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যে সময়ে এই অবনীমণ্ডলে মানব প্রকৃতি ধারণ পূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তৎকালীন লোকদিগের জীবনচরিত্র ও ভাব সকল পুরাবৃত্ত-দর্পণে সন্দর্শন করা আবশ্যক। পূর্ব্বতন লোকদিগের মধ্যে আমরা কোন্ দেশে যাইব? অনুমান কর, যেন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, তাৎকালিক পৃথিবীর কর্ত্তৃ, ধন ও বিদ্যার ও কাব্যের ও ন্যায়ের প্রধান স্থল,

এমন রোম নগরে আমরা অধিবাস করিতেছি। উক্ত সময়ে যত দূর পর্য্যন্ত পৃথিবীর সভ্যতা ও ভদ্রতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ রোম নগরেই পাওয়া যাইত; অতএব রোম-নিবাসিদের ব্যবহার দেখিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে।

ঐ নগরের একটী বিশেষ মহোৎসব উপস্থিত হইয়াছে। চল আমরা রঙ্গশালায় যাই। তথায় উপনীত হইয়া আমরা দেখিতে পাই যে সহস্র২ উত্তম পরিচ্ছদান্বিত ও ভদ্র দর্শকেরা এক যুদ্ধ দেখিবার জন্য উপবিষ্ট আছেন; দেশের মহা সভার অধ্যক্ষেরা, ও বিচারপতিরা ও পণ্ডিতেরা তথায় উপস্থিত হইয়াছেন, এবং অনেক২ ভদ্র নারীরা বহুমূল্য ও শোভান্বিত-বসনে মুণ্ডিত হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন; বৃদ্ধা মাতারা ও রূপবতী কামিনীগণও সেখানে গিয়াছেন। সকলেই দেখিবার নিমিত্তে ব্যগ্র। কিন্তু কি দেখিতেছেন?

পুরাকালে রোম-নগরের দুই ব্যক্তির যুদ্ধের দর্শন।

দুই জন দিগম্বর বেশধারী মনুষ্য ঐ স্থানের নিম্ন ভাগে উপস্থিত হইল; উহাদের এক২ জনের হস্তে এক২ খানি খড়্গ আছে। মারাত্মক তুমুল সংগ্রাম হইতেছে; উহারা পরস্পর খড়্গাঘাতে ক্ষত বিক্ষত, এবং ক্ষতহইতে রক্তস্রোত নির্গত হইতেছে; সংগ্রামে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদ্বয় আরও ক্রো-

ধাম্ম হইতেছে, এবং দর্শকেরা তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। অবশেষে যোদ্ধাদের মধ্যে এক জন জয়লাভ করিল, সে অপর জনকে খড়্গাঘাতে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল। পরাজিত ব্যক্তি বেদনায় ছট্ফট্ করিতেছে, এমন সময়ে সহস্র২ মুখহইতে জয়ী ব্যক্তির প্রশংসা নির্গত হইতেছে; এবং জয়ী যোদ্ধা ঐ প্রশংসা পাইয়া আপনাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত বোধ করিতেছে এবং আপন জীবন স্বার্থক অনুমান করিতেছে। কোমল নারীরাও উঠিয়া আহ্লাদে পুলকিত হইয়া বলিতেছে "জয়ী ব্যক্তি আমাদের প্রীতিভাজন।" আর একটি দর্শন অবশিষ্ট আছে; আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি মৃত্যু সম্ভাবনাতে ক্ষত বিক্ষত হয় নাই; এখনও তাহার বাঁচিবার ভরসা আছে; ঐ হতভাগ্য ব্যক্তির অদৃষ্টে কি হইবে ইহা নারীরাই নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন। এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই নারীরা আপন২ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উত্তোলন করিলেন; জয়ী ব্যক্তি নারীদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঐ সংকেত বুঝিতে পারিল। পরক্ষণেই সে অপদস্থ শত্রুর বক্ষঃস্থলে খড়্গ নিমগ্ন করিল, এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইল; তাহার রক্ত বহিতে লাগিল, এবং দর্শকেরা হত ব্যক্তির মৃত্যু যাতনাতে আপন২ নেত্র সন্তৃপ্ত করিয়া গৃহে পুনর্গমন করে।

খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে সভ্য রোম্ নগরের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা এই এক খানি চিত্রপটদ্বারা দেখা যাইতেছে। ঐ প্রকার ঘৃণিত দর্শনের বিষয় এখন মনে করিতে গেলে আমাদের ত্রাস ও ঘৃণা জন্মে, এবং আমরা জানি যে ও প্রকার দর্শনে উপস্থিত হওয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইত। কিন্তু কেবল খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রাবল্যেতে ঐ প্রকার নিষ্ঠুরতা একেবারে উন্মূলিত হইয়াছে*। এই সত্য ধর্ম্মদ্বারা মনুষ্যদিগের ক্রূর প্রবৃত্তি ও কুসংস্কার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। লোকদিগের যন্ত্রণা দেখিলে এক্ষণে দয়ার সঞ্চার হয়, এবং ক্লেশ প্রতিকারার্থে যত্ন করণে উৎসাহ হয়। মারাত্মক নিষ্ঠুর রঙ্গশালার পরিবর্ত্তে এক্ষণে নানা প্রকার উপকারজনক গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, যথা, রোগীদের নিমিত্তে ঔষধশালা, দরিদ্রদের নিমিত্তে অতিথিশালা, বিধবা ও পিতৃমাতৃহীন বালক

খ্রীষ্ট ধর্ম্ম দ্বারা এবম্প্রকার নিষ্ঠুরতা একেবারে উন্মূলিত হইয়াছে।

---

* রোমীয়দের ঐ রীতি অত্যন্ত ঘৃণার্হ বটে কিন্তু তদপেক্ষা আরও কুটিল ব্যবহার ঐ জাতিদিগের মধ্যে প্রবল ছিল, ই[illegible]রও অনেক প্রমাণ আছে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের পরস্পরের প্রকাশ্য আলাপের মধ্যে নানা প্রকার লজ্জাকর প্রথা প্রচলিত ছিল; তাহাদের মধ্যে অনেক অভদ্র ও অবৈধ বৈবাহিক সম্বন্ধ ব্যবহৃত ছিল, ও তাহারা নানা প্রকার স্বভাব-বিরুদ্ধ পাপে আমোদ করিত। সে সকল শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়। ঐ সকল অপ্রাকৃতিক পাপের বিষয় মুখে উচ্চারণ করা লজ্জাকর, আর এমন অশ্লীল কথার

বালিকাদিগের নিমিত্তে আশ্রয়শালা, এবং বিদ্যা বিতরণার্থে পাঠশালা; তাবৎ খ্রীষ্টাশ্রিত জাতিদিগের মধ্যেই এই সকল সুনিয়ম দৃষ্ট হইতেছে।

ভারতবর্ষও কিয়ৎ পরিমাণে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছে।

আর ভারতবর্ষও এ পক্ষে অনাশীর্ব্বাদিত নহে; ভারতবর্ষীয় ভ্রান্ত উপাসকেরা জগন্নাথের রথের চক্রের নীচে আর পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে না; নিম্ব কাষ্ঠের প্রতিমার সম্মুখে আর কেহ প্রাণ বিসর্জ্জন করে না; মৃত স্বামীর চিতারোহণ পূর্ব্বক ভ্রান্ত স্ত্রীরা আর আগুন খাইয়া মরে না; এবং শিশুরাও আর গঙ্গাসাগরে নিক্ষিপ্ত হয় না। খ্রীষ্টধর্ম্মদ্বারা ভারতবর্ষের আরও অনেক উপকার হইয়াছে, যথা, শরীরের স্বাধীনতা, সম্পত্তির নির্ব্বিঘ্নে ভোগ, যথার্থ ও ন্যায্য ব্যবস্থা, জ্ঞানোপা-

---

বাহুল্য বিবরণ করা অন্যায়, এতন্নিমিত্তে বিস্তারিত রূপে প্রকাশ করিলাম না। কিন্তু ঐ পূর্ব্বকালীয়দের মধ্যে যে সকল গ্রন্থকর্ত্তা ছিল তাহারা ঐ অশ্লীল বিষয় বর্ণনা করণে বিরত হয় নাই। পণ্ডিতেরা নির্লজ্জ হইয়া ঐ সকল অকথ্য অশ্রাব্য ঘৃণিত বিষয় অম্লান বদনে বর্ণনা করিয়া গিয়াছে; আর তাহারা নিজেও ইন্দ্রিয়-ঘটিত কুৎসিত পাপপঙ্কে নিমগ্ন ছিল। যাহারা অত্যন্ত পণ্ডিত, ও জ্ঞানালোচনাদ্বারা অতিশয় সম্ভ্রান্ত হইয়াছিল, তাহারাও এমত পাপ নির্ভয়ে করিত। খ্রীষ্টের আগমন সময়ে, তাৎকালিক সভ্য জাতিদের মধ্যে যে কেমন ঘোরতর পাপ প্রবল ছিল, ইহার সংক্ষেপ ও বিশ্বস্ত তালিকা প্রেরিত পাউল রচনা করিয়াছেন, তিনি রোমদেশীয় খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার প্রথম অধ্যায়ে ঐ সংক্ষেপ বিবরণ আছে।

র্জ্জনের উপায়, এবং নানা প্রকার দাতব্য ও হিতৈষী সভা, এই সকলদ্বারা ভারতবর্ষে বিশেষ উপকার হইয়াছে। এই সমস্ত উদাহরণ দিয়া আমরা অবশ্যই বলিতে পারি যে যদ্যপিও ভারতবর্ষের লোকেরা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই বটে, তথাপি তাহারা আব্রাহামের বংশ খ্রীষ্টদ্বারা অনেক বিষয়ে সত্যরূপে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভবিষ্যদ্বাণীর মুখ্য অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে।

কিন্তু উক্ত ধর্ম্মজনিত আনুষঙ্গিক আশীর্ব্বাদ ভিন্ন অনেকে ইহার মুখ্য এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আশীর্ব্বাদও পাইয়াছে। কত প্রকার ভাষাবাদী জাতিরা সুসমাচারের বহুমূল্য আশীর্ব্বাদ পাইয়া আনন্দিত হইয়াছে। উত্তর কেন্দ্রবাসী এস্কুইমো জাতি এবং আমেরিকানিবাসী রক্তবর্ণ ইণ্ডিয়ান্ জাতি, আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি জাতি; নিউ জীলণ্ড ও পাসিফিক মহাসাগরের উপদ্বীপনিবাসী মনুষ্য-খাদক রাক্ষসেরা, এবং ইউরোপনিবাসী অনেক২ জাতি য়েশুর শ্রীচরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার নামে জয় জয়কার করিতেছে। এমন জাতিই প্রায় নাই যাহাদের মধ্যে খ্রীষ্টের উপাসক পাওয়া যায় না। মাদাগাস্কার ও লঙ্কা উপদ্বীপের মধ্যে খ্রীষ্টের দাস আছে, চীনের মহৎ সাম্রাজ্যের লোকদের মধ্যেও কতিপয় লোক

খ্রীষ্টের সত্য সনাতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে; ভারতবর্ষের মধ্যেও খ্রীষ্টের মণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের অনেক লোকও খ্রীষ্টের উপাসক হইয়া উঠিয়াছে। সকল দেশের মধ্যেই খ্রীষ্টের সেবক পাওয়া যায়, প্রভু আপন প্রতিশ্রুত সর্ব্বোৎকৃষ্ট করুণাদানে তাহাদিগকে আপ্যায়িত ও আশীর্ব্বাদিত করিয়াছেন। ঐ সমস্ত খ্রীষ্টাশ্রিত মণ্ডলীই ঈশ্বরের অঙ্গীকারের সাফল্যের বায়না স্বরূপ; এবং অবশ্যই যথাকালে সেই অঙ্গীকার সম্পূর্ণ রূপে সফল হইবে, অর্থাৎ "আব্রাহামের বংশে পৃথিবীর তাবৎ জাতি আশীর্ব্বাদ পাইবে।"

আগামী শিলোহের বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী।

৩। খ্রীষ্ট বিষয়ক তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী আদিপুস্তকের ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়ের দশম পদে আছে। যাকূব আপনার মৃত্যুকালে মশীহের বিষয় এই সমাচার দিয়াছিলেন, যথা "যাঁহার নিকটে লোকদের সংগ্রহ হইবে সেই শীলোহের আগমন যদবধি না হয়, তাবৎ যিহূদাহইতে রাজদণ্ড ও তাহার বংশহইতে বিচারাধ্যক্ষতা যাইবে না।"

খ্রীষ্ট যিহূদা বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই ভবিষ্যদ্বাণী খ্রীষ্টের আগমনের ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছিল, এবং যে বংশহইতে খ্রীষ্ট উৎপন্ন হইবেন, এই বচনটী ইহা নির্দ্দিষ্ট করিতেছে।

খ্রীষ্ট যিহূদা বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন ইহা প্রকটিত হইল। বাস্তবিক তদ্রূপ ঘটিল, কারণ ঐ বংশে মনুষ্যপুত্রের উৎপত্তি হইল।

অধিকন্তু, কোন্ সময়ে খ্রীষ্ট প্রকাশ হইবেন, ইহারও সমাচার ঐ ভবিষ্যদ্বাণীতে পাওয়া যায়। ঐ উক্তিতে স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত আছে যে যিহূদা বংশহইতে "রাজদণ্ড" ও "বিচারাধ্যক্ষতা" যাইবার পূর্ব্বে খ্রীষ্টের আগমন হইবেক; অর্থাৎ, যিহূদা গোষ্ঠীতে কর্ত্তৃত্ব এবং বিচার করণের ক্ষমতা থাকিতে২ ত্রাণকর্ত্তা সপ্রকাশ হইবেন।

খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে (১ রাজাবলি ১২ অধ্যায়) যিহূদীদিগের পূর্ব্বতন রাজ্য দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল। দশ গোষ্ঠী যিরোবোয়ম রাজার অধীনে একত্র হইয়া "ইস্রায়েল রাজ্য" নামে বিখ্যাত হইয়াছিল; অবশিষ্ট দুই গোষ্ঠী, অর্থাৎ যিহূদা ও বিন্যামিন গোষ্ঠী "যিহূদা রাজ্য" এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ইস্রায়েল রাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়াছিল।

খ্রীষ্টের আগমনের ৭২১ বৎসর পূর্ব্বে অশূরিয় দেশের রাজা ইস্রায়েলের দশ গোষ্ঠীকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই রূপে ইস্রায়েলের "রাজদণ্ড" ও "বিচারাধ্যক্ষতা" উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তাহারা আর আপনাদের দেশে ফিরিয়া আইসে নাই, এবং

তাহারা স্বতন্ত্র জাতি হইয়া আর পৃথিবীতে অবস্থিতি করে নাই, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বাবিলোন্ দেশেও যিহূদার রাজদণ্ড বিদ্যমান ছিল।

কালানুক্রমে যিহূদা রাজ্যেরও নানা প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। অনেক শত্রু অনেক বার সেই রাজ্যকে আক্রমণ করিয়াছিল, এবং বিপক্ষগণ জয়লাভ করাতে যিহূদাকে তাহাদের অধীনস্থ থাকিতে হইয়াছিল। অবশেষে, দাম্ভিক নেবুখদ্‌নিৎসর্ রাজা যিহূদার গৌরবকে ভূমিসাৎ করত তৎপরাজিত সন্তানদিগকে বন্দী করিয়া বাবিলোন্ দেশে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু যিহূদার লোকেরা বন্দী অবস্থায় থাকিতেও পৃথক্ জাতি ছিল। এবং দাসত্ব গৃহেও "যিহূদার রাজপুত্র" নামে বিখ্যাত এক জন যিহূদীদিগের উপর রাজত্ব করিতেন (ইসরা ১; ৮)

বাবিলোনের দাসত্ব অবধি খ্রীষ্ট পর্য্যন্ত যিহূদীদিগের রাজত্ব ছিল।

যিহূদীরা ৭০ বৎসর বাবিলোনের দাসত্বে ছিল; তৎপরে তাহারা পুনর্ব্বার আপনাদের পৈতৃক পবিত্র ভূমিতে ফিরিয়া গেল। সেই সময় অবধি মশীহ পর্য্যন্ত তাহাদের পুরাবৃত্তের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তনসূচক ঘটনা পাওয়া যায়। কখন২ তাহারা পারস্য দেশের অধীনে ছিল; কখন বা তাহারা

গ্রীকদিগকে কর প্রদান করিত, আবার কখন বা রোমীয়েরা তাহাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিত; এই রূপে যিহূদীদিগের প্রায় কিছু মাত্র সুখ কি সম্ভ্রম ছিল না। তথাপি তাহারা পৃথক্ জাতি রহিল, এবং তাহারা আপনাদের বিশেষ রাজ্যনীতি রক্ষা করিত, এবং আপনাদের স্বজাতীয় শাসকদিগের দ্বারা শাসিত হইত। ভিন্নজাতীয়দের মধ্যে যে কোন জাতি প্রধান হউক না কেন, যিহূদীরা উহাদিগের সহিত মিশ্রিত হয় নাই; ইহাদিগের মধ্যে "রাজ-দণ্ড"ও "বিচারাধ্যক্ষতা" সর্ব্বদাই বিদ্যমান ছিল।

যখন প্রতিশ্রুত শীলোহ অর্থাৎ খ্রীষ্ট, আপন লোকদিগের পরিত্রাণার্থে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন, তখন যিহূদীদিগের অবস্থা ঐ রূপ ছিল। তাহারা রোমের প্রভুত্ব স্বীকার করিত, তথাপি তাহাদের নিজ রাজা ছিল। অধিকন্তু "সান্হেড্রিম্" নামে তাহাদের বিচারের এক মহাসভা ছিল; এবং তাহাদের মধ্যে ব্যবস্থাতত্ত্বও ছিল, এবং সেই ব্যবস্থানুসারে দণ্ডবিধান করণেরও ক্ষমতা তাহাদের ছিল।

এই রূপে মহর্ষি যাকুবের বাক্য সকল সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইয়াছিল; মশীহ জগতে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে যিহূদার গোষ্ঠীর মধ্যে "রাজ-দণ্ড" ও "বিচারাধ্যক্ষতা" বিদ্যমান আছে।

তৎপরেই তাহার লোপ হইল।

কিন্তু ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে যে একটি বিষয় উহ্য রহিয়াছে, তাহাও আমাদের অনুশীলন করা আবশ্যক। "রাজদণ্ড ও বিচারাধ্যক্ষতা" শীলোহের আগমন পর্য্যন্ত থাকিবেক, এ কথাতেই স্পষ্টই ইঙ্গিত আছে যে তাঁহার আগমনের অনতিবিলম্বেই তাহা লুপ্ত হইবে।

প্রভু যেশুর অবতরণের কিছু কাল পরেই "রাজদণ্ড" ও "বিচারাধ্যক্ষতা" যিহূদাহইতে অন্তর্হিত হইল; এবং তাহাতে যাকুবের উক্তি সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধ হইয়াছিল * ঐ সময়াবধি যিহূদাদিগের রাজ্যনীতি ও ক্ষমতা নিস্তেজ হইতে লাগিল, এবং শীঘ্র করিয়া উচ্ছিন্ন হইল। ইহার বিশেষ প্রমাণ যিহূদী লোকদিগের মুখেই পাওয়া যায়; প্রভু যেশুর বিচারের সময়ে যিহূদীয়েরা আপনারাই স্বীকার করিয়াছিল যে তাহারা ক্ষমতাশূন্য হইয়াছে। পীলাট কহিলেন "তোমাদের রাজাকে দেখ" তাহারা উত্তর করিল "কৈসর ভিন্ন আর আমাদের রাজা

যিহূদীয়েরা আপনারাই ইহার সাক্ষী।

---

* মহা হেরড্ নামা রাজার পুত্র, আখিলায়স, প্রভু যেশুর নবম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, রোমীয়দের দ্বারা পদচ্যুত হইয়াছিলেন, তদবধি যিহূদাহইতে "রাজদণ্ড" চলিয়া গেল; যিহূদা প্রদেশ সুরিয়া রাজ্যের অন্তঃপাতী হইয়া গেল, এবং রোমীয় বিচারপতিদিগের দ্বারা শাসিত হইতে লাগিল।

নাই”(যোহন ১৯;১৪ ও ১৫) রোমীয় শাসনকর্ত্তা আরো বলিলেন “তোমরা ইহাকে লইয়া আপনাদের ব্যবস্থানুসারে ইহার দণ্ডবিধান কর” যিহূদীয়েরা উত্তর করিল “কোন মনুষ্যের প্রাণ দণ্ড করণের অধিকার আমাদের নাই” (যোহন ১৮;৩১)

অবশেষে এই পুরাতন ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হওনের সময় উপস্থিত হইল। আধুনিক এক জন গ্রন্থকর্ত্তার কথা উদ্ধৃত করিয়া আমরা বলিতে পারি, যথা, “মশীহের আগমনের অনতিবিলম্বেই যিহূদাহইতে রাজদণ্ড চলিয়া গেল। যিরূশালম নগর শত্রুহস্তে পতিত হইল; নগর উচ্ছিন্ন হইল; মন্দির ভূমিসাৎ হইল, এবং যিহূদীদিগের সমুদয় রাজনীতি সম্পূর্ণ রূপে ভগ্ন হইয়া গেল; যিহূদীয়েরা সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রহিয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক দাসত্ব যোঁয়ালিতে বদ্ধ। সেই অবধি তাহারা আর এক শাসনপ্রণালী ও রাজনীতির অধীনস্থ হইয়া এক জাতি ও এক রাজ্য হয় নাই, এবং তাহাদের পূর্ব্বগত সামাজিক নিয়ম সকল আর সুচারুরূপে নিষ্পাদিত হয় না। তাহাদের মধ্যে বিচারপতি আর নাই এবং ব্যবস্থানুসারে দণ্ড

ভবিষ্যদ্বাণীর সম্পূর্ণ সিদ্ধি।

বিধান করে এমনও তাহাদের মধ্যে কেহই নাই। তাহারা সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রহিয়াছে, এবং তাহাদিগকে একত্র করিয়া এক সামাজিক নিয়মে ও রাজনীতিতে বদ্ধ রাখে, এমন কোন শাসক বা শাসন প্রণালী কিছু মাত্র নাই। আর আমরা একটি আশ্চর্য্য ভবিষ্যদ্বাণীর উচ্চারণ করিয়া বলিতে পারি যে "ইস্রায়েল বংশ রাজাহীন ও অধ্যক্ষহীন ও যজ্ঞহীন ও প্রতিমাহীন ও এফোদহীন ও ঠাকুরহীন হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিবে।"* (হোশেয় ৩; ৪)

সময় অগ্রসর হইলে মশীহের আগমনের নির্দ্দিষ্ট কাল বিষয়কভবিষ্যদ্বাণীর রব উত্তরোত্তর অধিকতর স্পষ্ট হইতে লাগিল।

৪। পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পরে আরও একাদশ শত বৎসর গতে আমরা দানিয়েলের সময়ে উপস্থিত হই। যিহূদীদিগের বাবিলোনে বন্ধীর অবস্থা প্রায় সমাপ্ত হইলে এই ধার্ম্মিক ভবিষ্যদ্বক্তা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার আবির্ভাবে, খ্রীষ্টের আগমন সময়ের বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী উক্ত করেন, এবং তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত চমৎকার ও বিস্ময়জনক; ও তাহার সত্যতা

* ডক্তর গুড্ সাহেবের ওয়ারবর্ট‍ন ধর্ম্মোপদেশসূচক বক্তৃতা।

অদ্ভুতরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাহা নিম্নলিখিত পংক্তি কতিপয়ে উদ্ধৃত করা গেল, যথা, “আজ্ঞা লঙ্ঘনের সমাপ্তি করিতে, ও পাপের শেষ করিতে ও অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ও নিত্যস্থায়ি ধর্ম্ম আনয়ন করিতে, এবং দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাক্য মুদ্রাঙ্ক করিতে, ও মহা পবিত্র ব্যক্তিকে অভিষেক করিতে, তোমার লোকদের ও তোমার পবিত্র নগরের বিষয়ে সত্তরি সপ্তাহ নিরূপিত হইয়াছে। অতএব ইহা বিবেচনা করিয়া বুঝ, যিরূশালমের পুনর্নির্ম্মিত হওনের আজ্ঞা প্রকাশ করণাবধি অভিষিক্ত ত্রাতা পর্য্যন্ত সাত সপ্তাহ আর বাষট্টি সপ্তাহ হইবে; এবং দুর্গতি বিশিষ্ট কালে চক ও প্রাচীর পুনর্ব্বার গ্রথিত হইবে। এবং বাষট্টি সপ্তাহের পরে অভিষিক্ত ত্রাতা উচ্ছিন্ন হইবেন, কিন্তু আপনার জন্যে নয়; এবং আগামি রাজ্যের লোকেরা ন্যায় ও পবিত্র স্থানের বিনাশ করিবে, ও যেমন প্লাবনদ্বারা তদ্রূপ তাহার শেষ হইবে ও যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত বিনাশ নিরূপিত হইবে। এবং এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত তিনি অনেকের সহিত নিয়ম স্থির করিবেন; সেই সপ্তাহের অর্দ্ধেক গত হইলে বলি ও নৈবেদ্য নিবৃত্ত হইবে। পরে (মন্দিরের) চূড়াতে সর্ব্বনাশকারি ঘৃণার্হ বস্তু থাকিবে, ও নিরূপিত বাক্যের সিদ্ধি

পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন স্থানের উপরে (ক্রোধরূপ) বৃষ্টি পড়িবে।” (দানিয়েল ৯; ২৪—২৭)

এক্ষণে আইস আমরা সরলভাবে এবং প্রগাঢ় চিত্তে এই ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় ধ্যান করি; ইহা যে কেমন আশ্চর্য্য রূপে পরিপূর্ণ ও সফল হইয়াছে এতদ্বিষয় নির্ণয় করণার্থে আমরা মনোনিবেশ করি।

প্রথমতঃ আমাদের স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য, যে যিহূদীদিগের মধ্যে সময় গণনা করিবার নিমিত্তে এক বিশেষ প্রণালী ছিল। তাহাদের মধ্যে এই

সাপ্তাহিক বৎসর। প্রথা ছিল, যে তাহারা সময়ের কোন দীর্ঘ-বিস্তারিত অংশকে সাপ্তাহিক বৎসরে বিভক্ত করিয়া গণনা করিত; এই রূপে এক সপ্তাহ বলিলে সাত বৎসর বুঝায়।

যে ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় আমরা এক্ষণে ধ্যান করিতেছি, ঐ গণনার প্রণালী অনুসারে তাহার বৎসরের সংখ্যা নিরূপিত হইতেছে; অর্থাৎ, ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে যে “সত্তর সপ্তাহ” উল্লেখ আছে, তাহাতে ৪৯০ বৎসর বুঝিতে হইবেক।

যে ঘটনা অবধি ঐ “সত্তর সপ্তাহ” গণনা করিতে হইবেক, উক্ত বাণীতে তাহারও উল্লেখ আছে, অর্থাৎ, “যিরূশালমের পুনর্নির্ম্মিত হওনের আজ্ঞা প্রকাশ করণাবধি।”

যিরূশালম পুনর্নির্ম্মিত হওনার্থে চারিটি আজ্ঞা ভিন্ন২ সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল; ভবিষ্যদ্বক্তা ঐ চারিটির মধ্যে একটিকে লক্ষ্য করিতেছেন; কিন্তু সে কোন্‌টি তাহা তিনি বিশেষ রূপে বলেন নাই; তথাচ তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন বিষয় নহে, কেননা ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যেই এমন সমাচার পাওয়া যায় যদ্দ্বারা আমরা ঐ বিষয় স্থির করিতে পারি। পবিত্র আত্মা কোন্ বিশেষ আজ্ঞাটির বিষয় উল্লেখ করিতেছেন ইহা নিরূপণ করণার্থে যেন একটি লক্ষণ দত্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইহার গুপ্ত মর্ম্ম উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

কোন আজ্ঞা অবধি ঐ সত্তর সপ্তাহ গণনা করা উচিত।

ধর্ম্মপুস্তকের টীকাকারদিগের মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত জ্ঞানী ও সুবুদ্ধি পণ্ডিত, তাঁহারা প্রায় সকলেই এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে আরটিসর্ক্‌সীস্ লন্‌জীমেনস্ নামা পারস্য দেশীয় রাজা আপন রাজত্বের সপ্তম বৎসরে এজ্রা নামক যিহূদীয় পুরোহিতকে যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, সেই আজ্ঞা অবধি ঐ সত্তর সপ্তাহ অর্থাৎ ৪৯০ বৎসর গণনা করিতে হইবেক।

পুরাবৃত্ত পাঠে আমরা এই প্রমাণ পাই যে ঐ আরটিসর্কসিস্ খ্রীষ্টের ৪৬৪ বৎসর পূর্ব্বে পারস্য দেশের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন।

তাহার সাত বৎসর পরে ঐ আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল, অর্থাৎ, খ্রীষ্টের ৪৫৭ বৎসর পূর্ব্বে যিরূ-শালম পুনর্নির্ম্মাণার্থে যে আজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল তদবধি ৪৯০ বৎসর গণিতে হইবেক।

ঐ ভবিষ্যদ্বাক্যের মধ্যে লিখিত আছে " যিরূ-শালমের পুনর্নির্ম্মিত হওনের আজ্ঞা প্রকাশ করণাবধি অভিষিক্ত ত্রাতা-অধ্যক্ষ পর্য্যন্ত সাত সপ্তাহ ও বাষট্টি সপ্তাহ হইবে।"

"সাত সপ্তাহ" বিশেষ রূপে নির্দ্দেশ করণের বিশেষ কারণ আছে। ঐ সাত সপ্তাহ, অর্থাৎ ৪৯ বৎসরের মধ্যে বিশেষ ঘটনা হইয়াছিল, সেই নিমিত্তে তাহার বিশেষ উল্লেখ আবশ্যক। পবিত্র নগরের সম্পূর্ণ পুনঃস্থাপন হইতে ৪৯ বৎসর লাগিয়াছিল ইহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। এত বিলম্ব হইয়াছিল, তাহার কারণ এই, যে যিহূদীদের শত্রুরা অনেক প্রতিবন্ধক দিয়াছিল, এবং যাহাতে তাহারা কৃতকার্য্য না হয়, এই রূপ চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু ঈশ্বরের সহায়তাতে যিহূদীরা সকল আপদ কাটাইয়া উঠিয়া কার্য্য নিষ্পন্ন করিল; ৪৯ বৎসরের মধ্যে পুণ্য নগর সম্পূর্ণরূপে পুনঃস্থাপিত হইয়াছিল, এবং তাহাতে ভবিষ্যদ্বাণীর এই উক্তি সিদ্ধ হইল,

সাত সপ্তাহ অর্থাৎ ৪৯ বৎসরের মধ্যে পবিত্র নগর সম্পূর্ণ রূপে পুনঃ স্থাপিত হইয়াছিল।

যথা, "দুর্গতি বিশিষ্ট কালে চক ও প্রাচীর পুনর্ব্বার নির্ম্মিত হইবে।"

সুপণ্ডিত ডীন প্রিডো সাহেব বলেন, যে যিহূদীদিগের শেষ ভবিষ্যদ্বক্তা মলাখি, খ্রীষ্টের ৪০৯ বৎসর পূর্ব্বে আপন রচিত ভবিষ্যদ্গ্রন্থ সাঙ্গ করিয়াছিলেন; এই রূপে আমরা দেখিতেছি যে, প্রভু য়েশুর বিষয় যে তাবৎ ভবিষ্যদ্বক্তা সাক্ষ্য দেন, তাঁহার আগমনের ৪০৯ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ উক্ত ৪৯ বৎসরের শেষে, তাহাদের সকল "দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাক্য মুদ্রাঙ্কিত" ও সাঙ্গ হইয়াছিল; এই কারণও প্রথম সাত সপ্তাহ বিশেষ রূপে পৃথক্ করা গিয়াছে।

ভবিষ্যদ্বক্তাদের ভবিষ্যদ্দর্শন সাঙ্গ হইল।

তৎপরে পূর্ব্বোক্ত কালের অপরাংশ আমাদের বিবেচনা স্থলে পড়িতেছে। ঐ প্রথম সপ্তাহের পরে "বাষট্টি সপ্তাহের" উল্লেখ আছে; ইহা উক্ত সত্তরি সপ্তাহের দ্বিতীয় অংশ। ইহার বিষয়ে আমাদের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ঐ বাষট্টি সপ্তাহের, অর্থাৎ ৪৩৪ বৎসরের শেষে, মশীহ কি না খ্রীষ্ট সপ্রকাশ হইবেন, ইহা ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে স্পষ্টই প্রকটিত আছে।

সত্তরি সপ্তাহের দ্বিতীয় অংশ।

এই স্থলে আমাদের স্মরণে রাখা উচিত যে খ্রীষ্টের জন্মের কাল দর্শিত হয় না, তাঁহার বাপ্তিস্মের কাল দর্শিত হইতেছে।

আমাদের ধন্য প্রভু য়েশু ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত অপরিচিত অবস্থাতে কালযাপন করিয়াছিলেন। পিতা ঈশ্বর তাঁহাকে ইস্রায়েল গোষ্ঠীর নিকটে সপ্রকাশ করণের যে সময় নিরূপণ করিয়াছিলেন, তৎপর্য্যন্ত প্রভুর মশীহ সংক্রান্ত কর্ম্ম যেন স্থগিত রহিল। অবশেষে তিনি প্রকাশ্যরূপে অভিষিক্ত ত্রাতার পদে নিযুক্ত হইলেন। প্রভু বাপ্তাইজিত হইলেন, এবং তাঁহার বাপ্তিস্মের সময়ে পবিত্র আত্মা মূর্ত্তিমান রূপে তাঁহার উপর অধিষ্ঠান করিলেন, আকাশবাণীও হইল, এবং পিতা পরমেশ্বর সেই সময়াবধি য়েশুকে অভিষিক্ত ত্রাতা বলিয়া সপ্রকাশ করিলেন। যেমন লেখা আছে, "য়েশু বাপ্তাইজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ জলহইতে উঠিলেন, তাহাতে তাঁহার নিমিত্তে স্বর্গদ্বার মুক্ত হইলে তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় আপনার উপরে নামিয়া আসিতে দেখিলেন, আর, ইনি আমার প্রিয় পুত্র ইহাঁতেই আমার পরম সন্তোষ, স্বর্গহইতে এমন এক বাণী আইল।" মথি ৩;১৬,১৭।

খ্রীষ্টের জন্মের বৎসর।

পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী এবং তৎসম্বন্ধীয় ঘটনা সকলের সম্পূর্ণ মিলন দর্শাইবার নিমিত্তে ত্রাণকর্ত্তার জন্মের ঠিক সময় আমাদের স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বকালীন

খ্রীষ্টিয়ানেরা ঐ ঘটনা গণনা করণে চারি বৎসরের ভুল করিয়াছিলেন; যাহা সচরাচর খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শাল বলে, বাস্তবিক তাহার চারি বৎসর পূর্ব্বে আমাদের প্রভু এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কথাটি স্মরণে রাখিলেই আমরা প্রভুর বাপ্তিস্মের বৎসর নির্ণয় করিতে সমর্থ হইব। সাধু লূক্ তল্লিখিত সুসমাচারে আমাদিগকে সমাচার দেন যে, যখন আমাদের প্রভু প্রকাশ্যরূপে অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম "প্রায় ত্রিশ বৎসর ছিল।" (লূক ৩; ২৩) তাহাহইতে চারি বৎসর বাদ দিলে ২৬ বৎসর থাকে, অর্থাৎ যাহা সচরাচর খ্রীষ্টাব্দের ২৬ বৎসর বলে, সেই বৎসরে খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে যে যিরূশালমের পুনর্নির্ম্মাণ হওনের আজ্ঞা খ্রীষ্টাব্দের ৪৫৭ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল। এক্ষণে ঐ দুই সময়ের সমষ্টি কর, তাহাতেই ৪৮৩ বৎসর হয়; যথা, ৪৫৭ + ২৬ = ৪৮৩।

ভবিষ্যদ্বক্তার বাক্য ইহাতে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইল। তিনি কহিয়াছিলেন যে যিরূশালমের পুনর্নির্ম্মাণ হওনের আজ্ঞা প্রচার অবধি মশীহ পর্য্যন্ত "৬৯ সপ্তাহ"

ভবিষ্যদ্বাণীর সম্পূর্ণ সিদ্ধি।

অর্থাৎ ৪৮৩ বৎসর হইবে। যে বৎসরে হইবার কথা ছিল ঠিক সেই বৎসরেই প্রভু যেশুর বাপ্তিস্ম হইল; এবং সেই বৎসরাবধি যেশুর মশীহত্ব প্রকাশ্যরূপে বিদিত হইল।

ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা কথিত সপ্ততি সপ্তাহের মধ্যে শেষ সপ্তাহের বিষয় এক্ষণে আমাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, ইহা উক্ত কাল-সংখ্যার তৃতীয় ভাগ। আমাদের প্রভুর বাপ্তিস্মের দিনাবধি যে সাত বৎসর তাহা ইহার অন্তর্গত আছে। ঐ শেষ সাত বৎসরের মধ্যে কি ২ বিশেষ চিহ্ন ও লক্ষণ পাওয়া যায়?

শেষ সপ্তাহ।

প্রথমতঃ আমরা এই বচন পাঠ করি, "বাষাট্টি সপ্তাহের পর অভিষিক্ত ত্রাতা উচ্ছিন্ন হইবেন।" তাহার কিঞ্চিৎ পরেই আমরা এমন এক বচন পাঠ করি, যদ্দ্বারা মশীহের মৃত্যুর সময় বিশেষ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। "সেই সপ্তাহের অর্দ্ধেক গত হইলে বলি ও নৈবেদ্য নিবৃত্ত হইবে।"

খ্রীষ্টের মৃত্যুর ফল ঠিক ঐ রূপ হইয়াছিল। যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের প্রভু আপন আত্মাকে মৃত্যুতে সমর্পণ করেন নাই, তত দিন মূসার ব্যবস্থানুসারে বলি ও নৈবেদ্য উৎসৃষ্ট হইত; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরেই বলি সকল রহিত হইল। ত্রাণকর্ত্তা মৃত্যু কালে কহিয়াছিলেন "সমাপ্ত

হইল।” মন্দিরের বিচ্ছেদ বস্ত্র উপরি ভাগ অবধি নামো পর্য্যন্ত দুই খণ্ডে চিরিয়া গেল, এবং তাঁহার সেই বাক্যদ্বারাই বলিদানের ব্যবস্থা নিবৃত্ত হইল।

যিহূদীয়েরা ঐ ছিন্ন বিচ্ছেদ বস্ত্রকে পুনর্ব্বার মেরামত করিয়াছিল বটে এবং আমাদের প্রভুর পুনরুত্থানের পরে আরও চল্লিশ বৎসর বলিদানাদি ক্রিয়াকলাপ যাজন করিত; কিন্তু তদ্দ্বারা ঈশ্বরের নিরূপণ পরিবর্ত্তন হয় না। এই কথা সত্য ও অমোঘনীয় যে খ্রীষ্টের মৃত্যুদ্বারা মহামহিম উচ্চতম পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে, অতি পবিত্র স্থানের পথ চিরকালের নিমিত্তে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, এবং একমাত্র সর্ব্বগুণান্বিত বলি উৎসৃষ্ট হইয়াছে। তদবধি আর কোন পাপনাশার্থক বলির আবশ্যক নাই এবং হইতেও পারে না; খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত বলিই সারাৎসার। *

এই মহান্ ও অত্যাবশ্যক ঘটনা শেষ সপ্তাহের

---

* যিহূদিদিগের মধ্যে পরম্পরাগত এই বাক্য আছে, এবং তাহাদের বাবিলোন টালমদ্ নামক গ্রন্থেও স্পষ্ট রূপে লিখিত আছে, যে কোন বিশেষ বৎসরের প্রায়শ্চিত্ত দিবস অবধি বলিদান গ্রাহ্য হওনের কোন বিশেষ চিহ্ন দত্ত হয় নাই; তজ্জন্য তাঁহারা অনুমান করেন যে সেই বৎসরাবধি ঈশ্বর আর বলিদান গ্রাহ্য করেন নাই। সেই বৎসর যে খ্রীষ্টের মৃত্যুর বৎসর ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে; অতএব খ্রীষ্টের মৃত্যুর পরে অপর বলিদান সকল নিষ্প্রয়োজন ও নিরর্থক যিহূদিরা আপনারাই ইহার সাক্ষী।

মশীহের মৃত্যু সপ্তাহের মধ্যভাগে ঘটিয়াছিল অর্থাৎ তাঁহার বাপ্তিস্মের সাড়ে তিন বৎসর পরে।

মধ্যভাগে ঘটিয়াছিল অর্থাৎ আমাদের প্রভুর বাপ্তিস্মের সাড়ে তিন বৎসর পরে তিনি আপন শরীরকে বলিরূপে উৎসর্গ করিলেন। সাড়ে তিন বৎসর তিনি প্রকাশ্যরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন ও অলৌকিক ক্রিয়া করিয়াছিলেন; তাহার পর মশীহ আমাদের প্রতিনিধি হইয়া ক্রুশে বিদ্ধ হইলেন। ধর্ম্মপুস্তক ও পুরাবৃত্ত এ উভয় তুলনা করিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে যে প্রভুর মৃত্যু তাঁহার বাপ্তিস্মের সাড়ে তিন বৎসর পরে হইয়াছিল। *

খ্রীষ্টের মৃত্যু শেষ সপ্তাহের প্রধান ঘটনা। এইটিই যেন চিত্রপটের প্রকাশ্য ছবি; কিন্তু উহার সম্বন্ধে আরও কএক ঘটনা নির্দ্দিষ্ট আছে, শেষ

শেষসপ্তাহের বিশেষ ঘটনা।

সপ্তাহের আর একটি বিশেষ ঘটনার বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক; ঐ সমুদয় সাত বৎসরের বিষয় ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত

---

* এই বিষয়ে লাইট্ফুট সাহেবের উক্তি এই "এই গণনা চারি সুসমাচারহইতে পাওয়া যায়, কিন্তু বিশেষে যোহন লিখিত সুসমাচারহইতে। আমাদের প্রভু চল্লিশ দিবা রাত্রি উপবাস করিয়াছিলেন এবং সেই উপবাসের পর তিনি গালীলেতে কিঞ্চিৎকাল ক্ষেপণ করিয়াছিলেন; তৎপরে তিনি চারি বার বার্ষিক নিস্তারপর্ব্ব পালন করিয়াছিলেন।" (দেখ যোহন্ ২; ১৩। ৫; ১-৬,৪,এবং ১৩; ১); ইহাতে উক্ত সাড়ে তিন বৎসর কাল নির্ণীত হইতেছে।

আছে যে "এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত তিনি অনেকের সহিত নিয়ম স্থির করিবেন।" (দানিয়েল ৯; ২৭)

দানিয়েলের এই ভবিষ্যদ্বাক্য যিহূদী লোকদিগের প্রতি কথিত হইয়াছিল; মশীহের সহিত যিহূদীদের যে সম্বন্ধ এবং উহাদের সহিত প্রভু য়েশুর আলাপ ও কথোপকথন ও উপদেশ দেওনের কি ফল হইবে, এই সকল বিষয় এস্থলে নিদর্শিত হইয়াছে; সুতরাং, যে সকল লোকদের সহিত প্রভু এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত নিয়ম স্থির করিবেন, তাহারা যিহূদী লোক ও আব্রাহামের বংশ, ইহা স্মরণ করা আবশ্যক।

"তিনি নিয়ম স্থির করিবেন," এই শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র "নূতন ও নিত্যস্থায়ী নিয়ম" আমাদের মনে পড়ে। প্রভু য়েশু আপন বিশ্বাসী লোকদিগের সহিত ঐ নিয়ম স্থির করিয়াছেন। প্রভু য়েশু "নূতন নিয়মের মধ্যস্থ" এবং তিনি সাড়ে তিন বৎসর প্রকাশ্য রূপে উপদেশ দিয়া নিজে ইস্রায়েলের সন্তানদিগের অনেকের সহিত নিয়ম স্থির করিলেন। প্রভু ত্রাণকর্ত্তার মৃত্যুর পূর্ব্বে, যিহূদীদিগের মধ্যে কত লোক প্রভু য়েশুকে মশীহ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, এবং তাঁহার

সপ্তাহের প্রথমার্দ্ধ ভাগে তিনি অনেকের সহিত নিয়ম স্থির করিলেন।

উপরে পরিত্রাণের জন্যে নির্ভর করিয়াছিল, ইহা নির্ণয় করা আমাদের অসাধ্য; কিন্তু আমরা জানি যে প্রভুর পুনরুত্থানের অল্প দিন পরেই তিনি ৫০০ ও ততোধিক শিষ্যের নিকটে দেখা দিয়াছিলেন; ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, যে সেই সময়ে অনেক বিশ্বাসী লোক ছিল। ১ করিন্থীয় ১৫; ৬।

ঐ সপ্তাহের শেষার্দ্ধ অংশ খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর সাড়ে তিন বৎসর পর্য্যন্ত ব্যাপিতেছে। তবে এস্থলে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, শেষোক্ত সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে এমন কোন বিশেষ ঘটনাদি হইয়াছিল কি না, যাহাতে এই কাল অপর কালহইতে ভিন্ন দেখা যায়? অবশ্য হইয়াছিল।

দানিয়েল ভবিষ্যদ্বক্তা পবিত্র আত্মার অবির্ভাবে লিখিয়াছেন যে ইস্রায়েল লোকদিগের মনঃপরিবর্ত্তন হওনার্থে সেই সময় নিরূপিত হইল। "তোমার লোকদের (অর্থাৎ যিহূদী লোকদের) ও তোমার পবিত্র নগরের বিষয়ে সপ্ততি সপ্তাহ নিরূপিত হইয়াছে।" প্রেরিতদিগের ক্রিয়ার বিবরণ পাঠ করিলেই আমরা জানিতে পারি যে ইস্রায়েলের পক্ষে ঐ অনুগ্রহের দিনে অনেক যিহূদী লোকেরা প্রভু য়েশুতে বিশ্বাস করিয়াছিল। প্রভু য়েশু "পবিত্র নগর" অর্থাৎ যিরূশালম নগরে প্রথমে

শান্তির সুসমাচার প্রচার করিতে, আপন প্রেরিত-দিগকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন; অন্যজাতীয় লোকদিগের নিকটে মঙ্গলোপাখ্যান প্রচার করিবার পূর্ব্বে যিহূদীদিগের নিকটে তাহা প্রচার করা আবশ্যক, প্রভুর বিশেষ আজ্ঞা এই। প্রভুর আজ্ঞানুসারে প্রেরিতেরা যিরূশালমে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহাদের পরিশ্রম বিশেষ রূপে সফল হইয়াছিল; তাঁহাদের বাক্যের উপরে ঐশিক প্রসাদ প্রদত্ত হইয়াছিল। পঞ্চাশত্তমী পর্ব্বাহে ৩০০০ যিহূদী লোকেরা প্রভু য়েশুর শরণাগত হইয়াছিল; ঐ দিনে মহিমান্বিত কার্য্যের আরম্ভ মাত্র হইয়াছিল; তৎপরে লেখা আছে "প্রভু দিনে ২ পরিত্রাণ পাত্রগণদ্বারা মণ্ডলীর বৃদ্ধি করিলেন।" (প্রেরিতদের ক্রিয়া ২; ৪৭) আর বার "স্ত্রী পুরুষ অনেক ২ লোক প্রভুতে বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার প্রজারূপে গ্রাহ্য হইত।" (প্রেরিতদের ক্রিয়া ৫; ১৪) "যে সকল লোক তাঁহাদের উপদেশ শুনিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করিল, তাহাতে শিষ্যদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ সহস্র পুরুষ হইল।" (প্রেরিতদের ক্রিয়া ৪; ৫) ঈশ্বরের বাক্য এত দূর পর্য্যন্ত প্রবল হইয়াছিল যে বিশ্বাসী লোকদিগের সংখ্যা দেখিয়া প্রধান যাজক

সপ্তাহের শেষার্দ্ধ অংশে সুসমাচার প্রচারের আশ্চর্য্য ফল হইয়াছিল।

প্রেরিতদিগকে কহিল “দেখ, তোমরা আপনাদের সেই উপদেশে যিরূশালমকে পরিপূর্ণ করিয়াছ।” (প্রেরিতদের ক্রিয়া ৫; ২৮) আরও লিখিত আছে যথা, “অপর, ঈশ্বরের কথা ব্যাপিয়া গেল, এবং যিরূশালমে শিষ্যদের সংখ্যা অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু হইল; বিশেষতঃ, যাজকদের মধ্যেও অনেকে বিশ্বাসাবলম্বী হইল।” (প্রেরিতদের ক্রিয়া ৬; ৭)

এই রূপে ইস্রায়েল লোকদিগের নিকটে সুসমাচার প্রচার হওনে আশ্চর্য্য ফল উৎপন্ন হইল। সেই দয়ার যুগে মশীহ সত্যই অনেকের সহিত নিয়ম স্থির করিলেন। যিহূদী লোকদের মধ্যে অনেকে সুসমাচার শুনিয়া প্রভুতে বিশ্বাস করিল ও তাঁহার মণ্ডলীভুক্ত হইল। কিন্তু ঐ শুভ সময় অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণের প্রথম ছয় অধ্যায় পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে যিরূশালম নগরের মধ্যে খ্রীষ্টের মণ্ডলী বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছিল; সুসমাচারের জয়ধ্বনি যেন আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশিত হইতেছে। কিন্তু ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরেই পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে, জয়ধ্বনির পরিবর্ত্তে বিষাদ-ধ্বনি আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। মহাজনতা প্রভুর প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে, এমন বার্ত্তা আর শুনা যায় না, বরং তৎপরিবর্ত্তে যিহূদীয়েরা সত্য ধর্ম্মের বিরু-

ষ্টাচারী হইতে লাগিল; এবং প্রভু য়েশুর শিষ্য-
দের বিরুদ্ধে তাড়নানল প্রজ্বলিত করিল।

প্রথম ধর্ম্মসাক্ষী যে স্তিফান তাঁহার মৃত্যু একটি বিশেষ ঘটনা, এবং সেই ঘটনা অবধি পরিবর্ত্তন কাল নিরূপিত হইতেছে। ঐ ঘটনার পূর্ব্বে সুসমাচার যিহূদীদিগের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছিল; সেই ঘটনার পরে যিহূদীয়েরা সুসমাচার পরিত্যাগ করিল। ইহার পরে আমরা পাঠ করি যে "সেই দিনাবধি যিরূশালম নগরস্থ মণ্ডলীর প্রতি বড় তাড়না ঘটিল, তাহাতে প্রেরিতবর্গ বিনা অন্য সকলে যিহূদা ও শোমিরোণ দেশের নানা স্থানে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।" (প্রেরিতদের ক্রিয়া ৮; ১) সেই সময়াবধি যদ্যপিও যিরূশালমস্থ যিহূদীদের মধ্যে কএক জন প্রভুর শরণাগত হইয়াছিল বটে, তথাপি বহুসংখ্যক লোক একেবারে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করা এবম্প্রকার আশ্চর্য্য গতি স্তিফানের মৃত্যুর পরে আর হয় নাই। যিহূদী লোকেরা খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে আর বিশেষ অনুসন্ধান করে নাই; লোক জনতা আর শক্তিমান আকর্ষণদ্বারা প্রভুর প্রতি আকর্ষিত হয় নাই। ক্ষণেক কালের জন্যে যেন অনুগ্রাহক চিহ্ন যিহূদীদিগকে দত্ত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ ধর্ম্মসাক্ষীর মৃত্যুর পরে আর তদ্রূপ হয় নাই।

স্তিফানের মৃত্যু বিশেষ কাল নির্দ্দেশ করে।

"ঈখাবোদ" (অর্থাৎ "তোমার গৌরব গেল") এই শব্দটি তৎপরেই পুণ্য নগরের দ্বারে খোদিত করিয়া রাখা উচিত ছিল, কেননা যিহূদীয়েরা প্রভুকে পরিত্যাগ করিল, এবং তাহাদের প্রতি অনুগ্রহের দিন শেষ হইল। অবিশ্বাসী ও অকর্ম্মণ্য কৃষকদিগের পরীক্ষার সময় উত্তীর্ণ হইল; প্রভু তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিলেন। সেই সময়াবধি ক্ষেত্র অন্যের হস্তে সমর্পিত হইবে এরূপ বিধান হইল। তদবধি ক্রুশঘোষক দূতেরা অন্যজাতীয় লোকদের নিকটে আনন্দজনক সুসমাচার লইয়া গেল। তাহার পর আমরা শুনিতে পাই যে যিহূদীপক্ষে ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত শোমিরোণীয় লোকেরা প্রভুর শরণাগত হইতেছে, এবং তাহাদের মধ্যে সুসমাচারের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। ঈশ্বরের মহিমার তেজ সিয়োন পর্ব্বতহইতে স্থানান্তরিত হইয়া গেরিজম্ পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতে লাগিল। শোমিরোণ দেশে মহাজনতা প্রভুর প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হইল। এবং প্রভুর নিজ শান্তিপ্রাপ্ত হইয়া শোমিরোণীয়েরা মহানন্দে উল্লাস করিতে লাগিল। প্রেরিতদিগের ক্রিয়ার বিবরণের অষ্টম অধ্যায় ৬-১২ পদ পাঠ করিলেই পাঠকেরা এই বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইতে পারেন।

যিহূদীদিগের পক্ষে অনুগ্রহের দিন শেষ হইল।

যিহূদী লোকেরা ঈশ্বর কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিনাশের নিমিত্তে পরিপক্ক হইল। তাহাদের বিনাশ কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের অবস্থা দণ্ডার্হ দোষী ব্যক্তিদিগের মত হইল, এবং তাহাদের অমোঘনীয় দুর্দ্দশার নিমিত্তে তাহারা প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

এক্ষণে আমাদের এই২ বিষয় বিবেচ্য। ধর্ম্মসাক্ষী স্তিফানের মৃত্যুর তারিখ কি? এবং ঐ মৃত্যু পূর্ব্বোক্ত সপ্ততি সপ্তাহের শেষে হইয়াছিল কি না?

স্তিফানের মৃত্যুর তারিখ।

পূর্ব্বকালীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে সিন্‌সেলস্ এবং আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে ধর্ম্মাধ্যক্ষ পিয়ার্সন সাহেব ও ডাক্তর হেল্‌স্ ও গুড্ সাহেব, যে২ প্রমাণ দর্শাইয়াছেন তাহা পক্ষপাত বিহীন হইয়া বিবেচনা করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে প্রভু য়েশুর মৃত্যুর পরে তিন চারি বৎসরের মধ্যেই (অর্থাৎ তিন বৎসরের ন্যূন নহে ও চারি বৎসরের অধিক নহে) পবিত্র স্তিফান আপন রক্তদ্বারা সত্যতা মুদ্রাঙ্ক করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

স্তিফানের মৃত্যুর পূর্ব্বে যে সমস্ত ঘটনা হইয়াছিল, তাহা প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণের প্রথম সাত অধ্যায়ের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে, ঐ ঘটনা

সকল তিন চারি বৎসরের ন্যূনে ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণে পৌলের পরিবর্ত্তনের যে বৃত্তান্ত আছে, ও পৌললিখিত পত্রের মধ্যে তদ্বিষয়ে যে সকল উক্তি আছে, তাহা মিলাইয়া দেখিলে আমরা প্রায় নিশ্চয় বলিতে পারি যে খ্রীষ্টের মৃত্যুর পাঁচ ছয় বৎসর পরে পৌল খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন *। স্তিফানের মৃত্যুর পরে ও পৌলের মনঃপরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল তাহার বৃত্তান্ত নিরীক্ষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে দুই বৎসরের মধ্যেই সমস্তই ঘটিল। সুতরাং এই প্রমাণদ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা যায় যে স্তিফানের মৃত্যু প্রভুর মৃত্যুর পরে তিন চারি বৎসরের মধ্যেই হইয়াছিল।

অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে স্তিফানের মৃত্যুর সময়ে সপ্ততি সপ্তাহের শেষার্দ্ধ অংশ সমাপ্ত হইল। সেই সপ্তাহের মধ্যে

---

* যিহূদা দেশের শাসনকর্ত্তা পীলাত পদচ্যুত হইলে পর, পৌল খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদিগকে তাড়না করণাভিপ্রায়ে দম্মেষক নগরে গমন করিয়াছিলেন, ইহা নিতান্ত সম্ভব। মহা যাজকেরা যে আপনাদের ক্ষমতাতে পৌলকে দম্মেষকে পাঠাইয়াছিলেন, ইহার দ্বারাই প্রায় জানা যাইতেছে যে তৎকালে আর কোন রোমীয় শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন না, আর পীলাত খ্রীষ্টের মরণের পাঁচ বৎসর পরে পদচ্যুত হইয়াছিলেন, পুরাবৃত্তে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রভু ইস্রায়েল বংশের অনেকের সহিত নিয়ম স্থির করিলেন। কিন্তু সেই সপ্তাহের সাঙ্গ হইবামাত্র প্রসাদের দিনও সাঙ্গ হইয়া গেল, এবং দণ্ডাজ্ঞা ও ক্রোধের তিমিরাচ্ছন্ন দীর্ঘকালস্থায়ী নিশির আরম্ভ হইল। ঈশ্বরের দণ্ডাজ্ঞা ইস্রায়েলের উপরে এখন পর্য্যন্ত রহিয়াছে, এবং যে পর্য্যন্ত সিয়োনের সন্তানেরা প্রভু য়েশুকে মশীহ বলিয়া স্বীকার না করিবে তত কাল পর্য্যন্ত তাহারা দণ্ডের পাত্র থাকিবে। যখন যিহূদীয়েরা ঐ তুচ্ছীকৃত নাসরতীয় য়েশুকে প্রতিশ্রুত অভিষিক্ত ত্রাতা বলিয়া গ্রহণ করত তাঁহার নামে জয়ধ্বনি করিবে ও উচ্চৈঃস্বরে কহিবে "প্রভুর নামে যিনি আসিতেছেন, তিনি ধন্য" তখনই ইস্রায়েলের প্রকৃত শুভ দশা হইবে।

তিতাসের মৃত্যুর সময়ে সপ্ততি সপ্তাহের শেষ হইল।

এই আশ্চর্য্য ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে আমাদের স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য যে পৃথিবীতে খ্রীষ্টের আগমনের কাল সন্নিকট হইলে, সর্ব্বসাধারণের এই প্রত্যাশা ছিল যে এক জন মহাত্মার শুভাগমন হইবেক। সকল জাতীয় লোকেরাই এক জন মহাপুরুষের প্রতীক্ষায় ছিল, এই বিষয় নিশ্চয় ও অকাট্য প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। যিহূদীরা ও দেবপূজকেরা উভয়েই ঐ পুরুষোত্তমের আগ-

মনের আশা করিতেছিল। পূর্ব্বদিগ্‌হইতে জ্যোতির্ব্বেত্তারা আসিয়া যিহূদীদিগের নবজাত রাজার অন্বেষণ করিল, (মথি, ২; ১, ২) ইহাতেই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে পূর্ব্ব দেশীয় লোকেরা ভাবি পরিত্রাণকর্ত্তার প্রসঙ্গ অবগত ছিল, এবং তিনি যে ঠিক সেই সময়েই জন্মিবেন, ইহাতেও তাহাদের বিশ্বাস ছিল। অধিকন্তু, ভর্জিল ও সুইটোনিয়স নামা প্রসিদ্ধ রোমীয় গ্রন্থকর্ত্তাদ্বয়ের উক্তিদ্বারাও তদ্বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। শেষোক্ত দেবপূজক গ্রন্থকর্ত্তা খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে তিনি বলেন যথা, "সমস্ত পূর্ব্বাঞ্চলে এই পুরাতন ও দৃঢ় বিশ্বাসিত সংস্কার সকলকার মনে সংলগ্ন ছিল, যে ঈশ্বর এই নিয়ম স্থির করিয়াছেন যে এক জন মহাত্মা যিহূদা দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত পৃথিবীর সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবেন।" টাসিটস্ নামা আর এক জন রোমীয় গ্রন্থকর্ত্তা তৎকালীন যিহূদীয়দিগের বিষয় এরূপ লিখিয়াছেন; যে "তাহাদের মধ্যে অনেকেরই এই সংস্কার ছিল, যে তাহাদের পুরোহিতদিগের গ্রন্থেতে যেমন লিখিত আছে ঠিক সেই সময়ে এই ঘটনা

খ্রীষ্টের সপ্রকাশ হওনের সময়ে সর্ব্বসাধারণলোকেরা এক মহাপুরুষের আগমনের প্রতীক্ষাতে ছিল।

হইবে যথা, পূর্ব্ব দেশীয় লোকেরা প্রবল হইবে, এবং যাহারা যিহূদাহইতে উৎপন্ন হইবে, তাহারা সমস্ত পৃথিবীর সাম্রাজ্য অধিকার করিবে।” যোসীফস্ নাম্না যিহূদীয় ইতিহাসবেত্তাও স্পষ্টরূপে বলেন, “যে তাহাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় গ্রন্থে একটী অস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী আছে; তদ্দ্বারা তাহারা এই প্রত্যাশা করিতে প্রবৃত্তি পাইয়াছিল যে সেই সময়ে তাহাদের দেশস্থ এক জন সমস্ত পৃথিবীর সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন।”

দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী ঐ আশার মূল।

দানিয়েলের যে ভবিষ্যদ্বাণী আমরা ইতিপূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিতেছিলাম সেই ভবিষ্যদ্বাণীহইতে যে যিহূদীয়েরা তাহাদের ঐ সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই; এবং আমাদের প্রভু জন্মের পূর্ব্বে তাহারা দেবপূজক জাতিদিগের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হইয়াছিল, তদ্দ্বারা খ্রীষ্টের আগমন বিষয়ক প্রত্যাশা সকল স্থানেই ও তাবৎ জাতির মধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা জ্ঞানবান পাঠকেরা, এই বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণীর অকৃত্রিমতা ও সত্যতা ও বিশ্বাসোপযোগিতা বিষয়ে আশ্চর্য্য প্রমাণ পাইবেন, এবং আমরা ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাও যে যুক্তিসিদ্ধ ইহারও পোষকতা নির্ণয় করিবেন।

খ্রীষ্টের জন্মস্থান।

খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের সাত শত বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা মীখা ভবিষ্যদ্বক্তার দ্বারা এই উক্তি করিয়াছেন যথা, "হে বৈৎলেহম-ইফ্রাতা, যদ্যপি তুমি* যিহূদা দেশের সকল রাজধানীর মধ্যে ক্ষুদ্র হও, তথাপি অতি পূর্ব্বকাল বরং অনাদিকাল যাঁহার উৎপত্তিস্থান, তিনি আমার আজ্ঞাতে ইস্রায়েলের রাজা হওনার্থে তোমার মধ্যহইতে উৎপন্ন হইবেন।" (মীখা, ৫; ২,)

মীখা খ্রীষ্টের জন্মস্থান বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী কহিয়াছেন।

যে ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় আমরা ইতি পূর্ব্বে বিচার করিতেছিলাম, তাহাতে খ্রীষ্টের আগমনের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে; মীখার যে ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় আমরা এক্ষণে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহাতে খ্রীষ্টের জন্মস্থানের স্পষ্ট পূর্ব্বোল্লেখ আছে। বৈৎলেহম-ইফ্রাতা নগরে প্রভু জন্মিয়াছিলেন। কেমন আশ্চর্য্য সংঘটনদ্বারা এই বিষয় সিদ্ধ হইয়াছিল, আইস আমরা ইহা ভাবিয়া দেখি।

যখন গাব্রিয়েল নামা ঈশ্বরের দূত ধন্য মারিয়া কুমারীর নিকটে এই সংবাদ দিয়াছিলেন, যে তিনি মশীহের মাতা হইবেন, তখন

মারিয়া গালীল প্রদেশের মধ্যভাগস্থিত নাসরথ নামক নগরে বাস করিতেছিলেন; সেই নাসরথ নগর বৈৎলেহম নগরহইতে সাড়ে সাঁইত্রিশ ক্রোশ দূর। মারিয়ার শিশু যে বৈৎলেহমে জন্মিবেন, তৎকালে ইহা যৎপরোনাস্তি অসম্ভব বোধ হইল। কাল যত অতিবাহিত হইতে লাগিল, ততই ঐ অসম্ভাবনারও বৃদ্ধি হইতে লাগিল; মারিয়া অন্তঃস্বত্তা ছিলেন, এবং তাঁহার প্রসবের সময় যত সন্নিকট হইতে লাগিল, ততই তাঁহার নাসরথ নগর পরিত্যাগ করা এবং বৈৎলেহমে যাওয়া অসম্ভব হইল; কিন্তু অবশেষে এমন একটী ঘটনা হইল যদ্দ্বারা তাঁহার অগত্যা বৈৎলেহমে যাওয়া আবশ্যক হইয়া উঠিল; সুতরাং পূর্ব্ব অসম্ভাবিত বিষয় সম্ভবপর হইল। সেই ঘটনা কি? এক জন দেবপূজক সম্রাট, আপন রোম নগরের প্রাসাদে বসিয়া, পালেষ্টাইন দেশের বিশেষ কর আদায় করণের মনোরথ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার সেই আজ্ঞা প্রতিপালনদ্বারা যে সাত শত বৎসর পূর্ব্বে উচ্চারিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ হইবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না; কিন্তু বাস্তবিক তাহাই হইল। রোমীয় সম্রাট এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে প্রত্যেক পরিবারকে নিজ

খ্রীষ্টের বৈৎলেহমে জন্ম গ্রহণের অসম্ভাবনা।

কৈশরের আজ্ঞা।

পৈত্রিক নগরে গিয়া নাম লিখাইয়া দিতে হইবেক। এই রাজকীয় আজ্ঞা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল; এবং এই আজ্ঞা প্রতিপালনার্থে মারিয়ার বৈৎলেহমে গমন করা আবশ্যক হইল, কেননা মারিয়া দাউদ নামা রাজার বংশোদ্ভবা, এবং বৈৎলেহম দাউদের নগর ছিল। যদ্যপিও মারিয়া অন্তঃস্বত্তা অবস্থাতে ছিলেন, তথাপি সম্রাটের আজ্ঞা অবহেলন করিতে না পারাতে তাঁহাকে একেবারে বৈৎলেহমে যাইতে হইল। এবং সুসমাচারের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমরা অবশিষ্ট ঘটনা জানিতে পারি যথা, "অপর তাঁহারা সেই স্থানে থাকিতে২ মরিয়মের প্রসব সময় সম্পূর্ণ হইলে সে আপনার প্রথম জাত পুত্রকে প্রসব করিল; আর ঐ উত্তরণীয় গৃহে স্থানাভাব প্রযুক্ত বালককে বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া যাবপাত্রে রাখিল।" (লূক, ২; ৬ ও ৭।)

এ স্থলে আমরা ঈশ্বরের অঙ্গুলী দেখিতে পাইতেছি।

এই স্থলে আমাদের ঈশ্বরের বিধান কেমন স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হইতেছে! আকাশ ও পৃথিবীর লোপ হইবেক, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের এক মাত্রা ও এক বিন্দুও নিষ্ফল হইবেক না; ঈশ্বরের বাক্য সমস্তই সিদ্ধ হইবেক, এবং যথাকালে সকলই ঘটিবে। সম্রাট নাম লিখিয়া দিবার যে

সময় নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহার ক্ষণেক কাল পূর্ব্বে অথবা তাহার ক্ষণেক কাল পরে এমন কোন কাল নির্দ্দিষ্ট হইলে ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ হইতে পারিত না। কিন্তু অনাদ্যনন্ত নিত্যজীবী স্বয়ম্ভূ, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ ঈশ্বর, যিনি এক নিমিষের মধ্যে, চক্ষুর ইঙ্গিত মাত্রে, সকল ভাবি ঘটনা দেখিতে পায়েন; এবং ভাবি যুগে ভবিতব্য, মহান্ ও ক্ষুদ্র সকল বিষয় ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ যাঁহার সাক্ষাতে প্রত্যক্ষ থাকে, সেই প্রভু পরমেশ্বর রোমীয় সম্রাটের আজ্ঞাদ্বারা আপন ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ করিলেন। যাহা ঘটিবে ঈশ্বর তাহা পূর্ব্বাবধি দেখিয়াছিলেন, এবং পুরাবৃত্তের দীপ্তির দ্বারা এক্ষণে যাহা আমাদের দর্শনপথে পতিত হইতেছে, তাহা পরমেশ্বর ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন।

নামাঙ্ক তাৎকালিক তালিকা ও বৃত্তান্ত।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর আশ্চর্য্য সম্পূরণ সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাতে এই বিষয়টিও উল্লেখ করা আবশ্যক যে আদিম খ্রীষ্টীয় গ্রন্থকারেরা ঐ নাম লিখিয়া দিবার বিষয় স্পষ্ট প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ যুস্তিন মার্টর নামক গ্রন্থকার অকুতোভয়ে ঐ নামাঙ্কের তালিকা দেখাইয়া দিতেন; তাঁহার সময়ে ঐ তালিকা ও বৃত্তান্ত বিদ্যমান

ছিল, এবং তন্মধ্যে যূষফ ও মারিয়ার নামও ছিল, তিনি ইহা স্পষ্টই লিখিয়াছেন।

প্রভু যেশুর যন্ত্রণা, মৃত্যু, ও কবর দেওন।

উল্লিখিত বিষয়ে যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তাহা বহুধা ও বহুসংখ্যক; তন্মধ্যে আমরা কতিপয়টি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া এ স্থলে প্রকাশ করিব। এক দিকে ভবিষ্যদ্বাণী এবং অপর দিকে তাহার সম্পূর্ণতা, এই পার্শ্বাপার্শ্বি করিয়া লিখিলেই পাঠকবৃন্দ দেখিতে পাইবেন, যে যিনি ভবিষ্যদ্বাণী কহিয়াছিলেন, ও যাঁহাতে সেই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ হইয়াছে, উভয়েই এক। ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বাণী কহিয়াছিলেন, এবং অবতীর্ণ ঈশ্বরেতে ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ হইল, এই গুরুতর বিষয় আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য।

ভবিষ্যদ্বাণী।	ভবিষ্যদ্বাণীর সিদ্ধি।
খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের ৪৮৭ বৎসরের পূর্ব্বোক্তি। "তখন আমি কহিলাম, যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়, তবে আমার	ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা খ্রীষ্টের এক জন শিষ্য ত্রিশ টাকার নিমিত্তে প্রভু যেশুকে শত্রুহস্তগত করিল; এবং প্রধান যা-

মূল্য দেও, নতুবা ক্ষান্ত হও; অতএব তাহারা আমার মূল্যের জন্যে ত্রিশ মুদ্রা আমাকে তৌল কয়িয়া দিল।" (সিখরীয়, ১১; ১২।)

খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের ৭১২ বৎসরের পূর্ব্বোক্তি।

"আমি প্রহারকদিগের প্রতি পৃষ্ঠ এবং শ্মশ্রু উৎপাটকদিগের প্রতি গাল পাতিয়া দি, এবং লজ্জা ও থুথু হইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করি না।" (যিশায়িয়, ৫০; ৬)

খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের ১১২৭ বৎসরের পূর্ব্বোক্তি।

"তাহারা আপনাদের মধ্যে আমার পরিধেয় বস্ত্র বিভাগ করে এবং আমার উত্তরীয় বস্ত্রের

জকেরা ঐ ত্রিশ টাকা তাহাকে তৌল করিয়া দিল। (মথি, ২৬; ১৪-১৬।)

যিহূদীরা প্রভু যেশুর মুখে থুথু দিল; ও চড় ও চাপড় মারিল; ও কোড়া প্রহার করিল, ও তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিয়া তাঁহার গালে চপেটাঘাত করিল। (মথি, ২৬; ৬৭। লূক, ২২; ৬৩-৬৫।)

কালভেরি পর্ব্বতের উপরে সৈন্যেরা প্রভু যেশুকে উলঙ্গ করিয়া ফেলিয়া তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া

জন্যে গুলিবাঁট করে।” (গীত,২২; ১৮।)

লইল; এবং তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্রের নিমিত্তে গুলিবাঁট করিল। (যোহন, ১৯; ২৩ ও ২৪।)

খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের ১১২৭ বৎসরের পূর্ব্বোক্তি।

“ তাহারা আমার হস্ত পাদ বিদ্ধ করে।” (গীত, ২২; ১৬।)

প্রভু য়েশুর হস্তপাদ প্রেকদ্বারা বিদ্ধ হইয়া ক্রুশেতে বদ্ধ হইয়াছিল। (লূক, ২২; ২৩।)

খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের ১১২৭ বৎসরের পূর্ব্বোক্তি।

“ যে সকল লোক আমাকে দেখে, তাহারা আমাকে বিদ্রূপ করে, ও ওষ্ঠ বক্র করিয়া মস্তক নাড়িয়া কহে, সে পরমেশ্বরেতে আপন ভার অর্পণ করুক, তিনি তাহাকে নিস্তার করুন; তিনি যদি তাহাতে সন্তুষ্ট হন, তবে তাহাকে রক্ষা

প্রভু য়েশুর ক্রুশে যন্ত্রণা কালে, যিহূদীরা তাঁহাকে এই রূপে নিন্দা ও তাড়না ও অভিযোগ ও বিদ্রূপ করিয়াছিল। (মথি, ২৭; ৩৯-৪৩।)

করুন।” (গীত, ২২; ৭ ও ৮।)

খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের ১১২৭ বৎসরের পূর্ব্বোক্তি।

“তাহারা ভোজনার্থে আমাকে পিত্ত দেয়, ও পিপাসার সময়ে অম্লরস পান করায়।” (গীত, ৬৯; ২১।)

রোমীয় সৈন্যেরা প্রভু য়েশুকে পিত্ত মিশ্রিত অম্লরস পান করিতে দিয়াছিল। (মথি ২৭; ৩৪।)

খ্রীষ্টের মৃত্যু ও কবর বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী।

এতদ্বিষয়ে আর একটি ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় আমাদের বিশেষ রূপে আলোচনা করা কর্ত্তব্য, তাহা এই, “দুষ্টদের সহিত তাঁহার কবর নিরূপিত হইল, কিন্তু তিনি ধনবানের সহিত কবরপ্রাপ্ত হইলেন।” (যিশায়িয়, ৫৩; ৯।) প্রভু য়েশু দুই জন দস্যুর মধ্যে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, এক জন তাঁহার দক্ষিণ দিকে, অপর জন তাঁহার বাম দিগে টাঙ্গান হইয়াছিল; এবং প্রভুর কবরও যে ঐ দুই দস্যুর সহিত একত্র হয় সৈন্যদের এই অভিপ্রায়

ছিল, ইহাতে কোন্ সন্দেহ নাই। প্রভুর শত্রুরা তাহাই নিরূপণ করিয়াছিল, এবং যিহূদীয়েরা ও রোমীয় সৈন্যেরা সেই অভিমতানুসারে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর, যুগে২ পূর্ব্বে এই ভবিষ্যদ্বাণীদ্বারা প্রচার করিয়াছিলেন যে প্রভুর শত্রুরা তাঁহাকে দস্যুদের সহিত কবর দেওনে কৃতকার্য্য হইবেক না। পরমেশ্বর ইহা জ্ঞাত হইয়া পূর্ব্বেই কহিয়া দিয়াছিলেন যে যদ্যপিও প্রভু য়েশুর কবর দুষ্টদের সহিত নিরূপিত হইয়াছিল বটে, তথাপি বাস্তবিক তিনি তাহাদের সহিত নহে কিন্তু ধনবানের সহিত কবর প্রাপ্ত হইবেন। আরিমেথিয়া নগরস্থ যূষফ নামা এক জন মান্যবর রাজমন্ত্রী ও ধনাঢ্য গোষ্ঠীপতি কিয়ৎকাল প্রভু য়েশুর গুপ্ত শিষ্য ছিলেন। প্রভুতে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু লোকভয়ে প্রভুকে সাহস পূর্ব্বক স্বীকার করণে বিরত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রভুর মৃত্যুর সময় অবধি তাঁহার বিশ্বাস ও সাহস জাজ্বল্যমান হইয়াছিল। সৈন্যদিগের অপবিত্র হস্ত, পরিত্রাণকর্ত্তার মৃত শরীরকে ক্রুশহইতে নামাইবার পূর্ব্বে, আরিমেথিয় যূষফ একেবারে পীলাত নামক শাসনকর্ত্তার নিকটে গিয়া প্রভুর বহুমূল্য শব প্রাপ্তির নিমিত্তে প্রার্থনা করিলেন। পীলাত যূষফের নিবেদনানুসারে তাঁহাকে

খ্রীষ্টের কবর বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইয়াছে।

ঐ শব দিতে আজ্ঞা করিলেন; এবং যূষফ ও নিকদীম নামা আর এক জন ভীরু শিষ্য, প্রভুর মৃত শরীরকে শৈলে খোদিত একটি নূতন সমাধিগহ্বরে লইয়া গেলেন। ঐ কবর যূষফ ইতিপূর্ব্বে আপনার নিমিত্তে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহামহিমান্বিত. প্রভু য়েশু যে প্রথমে ঐ কবরে সমাধি প্রাপ্ত হইবেন, ইহা কবর নির্ম্মাণ কালে যূষফের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ঐ কবর নূতন কবর; প্রভু য়েশুর পূর্ব্বে তন্মধ্যে কোন মৃত দেহ প্রবেশ করে নাই। * যোহন ১৯; ৩৮, ৩৯।

---

* জ্ঞানী ও সুবোধ পাঠকেরা এই বিষয়ে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবেন। ইহাতে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের একটি বিশেষ প্রমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়। সমস্ত পরিবারের নিমিত্তে কবর নির্ম্মাণ করা যিহূদীদিগের প্রথা ছিল, এবং পুরুষপরম্পরায় জীবনযাত্রা সম্বরণ করিলে, একই কবরে তাহাদের সকলকার সুপ্ত শরীর সমাধি প্রাপ্ত হইত। যদ্যপি প্রভু য়েশুর শরীর কোন পুরাতন কবরে অনেক সুপ্ত শরীরের মধ্যে রাখা যাইত, তাহা হইলে বহু শরীরের মধ্যহইতে একটা পুনরুত্থিত হইয়াছে, এ বিষয়ে সংশয় জন্মিতে পারিত। কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর এই নিরূপণ করিয়াছিলেন যে ত্রাণকর্ত্তার শরীর এমন এক নূতন কবরে রাখা যাইবেক, যাহাতে "কাহারো দেহ কখনো রাখা যায় নাই।" সেই নূতন ও অপূর্ব্বব্যবহৃত কবর অত্যন্ত সাবধান পূর্ব্বক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল এবং দিবা রাত্রি সৈনিক প্রহরিদ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। "তৃতীয় দিবসে আমি পুনরুত্থান করিব;" প্রভু এই কথা কহিয়াছিলেন, এবং তাঁহার নিজ বাক্যানুসারে তিনি কবরহইতে গাত্রোত্থান করিলেন;

এই রূপে আশ্চর্য্য সংঘটনদ্বারা ঈশ্বরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধ হইল, অর্থাৎ আমাদের ধন্য পরিত্রাণকর্ত্তা "ধনবানের সহিত কবরপ্রাপ্ত হইলেন।"

প্রহরিবর্গ ও মুদ্রাঙ্ক সত্ত্বেও কোন বাধা না মানিয়া প্রভু য়েশু আপন নির্জ্জন কারাগারের বন্ধন কাটাইয়া ফেলিলেন, এবং তিন দিবস পূর্ব্বে কবর যেমন জনশূন্য ছিল, প্রভুর পুনরুত্থানদ্বারা সেই নূতন কবর পুনর্ব্বার শূন্য হইয়া পড়িয়া রহিল।

২ অধ্যায়।

যিহূদি বংশ ও তদীয় দেশ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী।

যিহূদি লোক বংশপরম্পরায় বিদ্যমান থাকে ইহাতে ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্যতার এক শক্ত ও অকাট্য এবং নিত্যস্থায়ি প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়। তাহারা বাস্তবিক এক বিশেষ জাতি; ও তাহাদের বিষয়ে যাহা২ ধর্ম্মগ্রন্থে রচিত হইল তাহা অমূলক গল্প কি কল্পিত বৃত্তান্ত না হইয়া, যথার্থ, অবিকল, ও বিশ্বাসযোগ্য পুরাবৃত্ত, ইহা সকলের স্বীকার্য্য, সন্দেহ নাই। অধিকন্তু, উক্ত জাতির বর্ত্তমান প্রচলিত রীতি, ক্রিয়াকাণ্ড, ও জনরব সকল আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে বাইবেলে তাহাদের সম্বন্ধে যে বিবরণ বর্ণিত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ সত্য।

যিহূদি লোকদের বর্ত্তমান অবস্থায় ধর্ম্ম শাস্ত্রের বৃত্তান্ত প্রমাণিত হয়।

এতাবৎ ব্যাপারে যেমন ধর্ম্মগ্রন্থের পুরাবৃত্ত প্রমাণিত হয় তদ্রূপ যিহূদি লোক সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণীর অদ্ভুত সফলতাতে উক্ত গ্রন্থের ঐশি

রুক্তা অকাট্য রূপে নির্ধার্য্য করা যায়। ইস্রা-
য়েল বংশ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য নানাবিধ ও বহু-
সঙ্খ্যক। ঐ সকলের মধ্যহইতে কতিপয় প্রসিদ্ধ
ও গুরুতর দৃষ্টান্ত তুলিয়া ব্যাখ্যা করাই ইহা আ-
মাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য।

প্রথমে আমরা যিহূদি ব্যবস্থাপক যে মূসা তাঁ-
হার একটী বিশেষ উক্তি উত্থাপন করি। যে
অধ্যায়হইতে এ বাক্যটী উদ্ধৃত হইবে তাহাতে
মূসা ইস্রায়েলদিগকে একান্ত রূপে ঈশ্বরের বশী-
ভূত হইয়া তাঁহার বিশ্বস্ত সেবা করিতে অনু-
রোধ করিতেছেন। তিনি তাহাদিগকে চেতন
দিবার জন্যে তাহাদের সম্মুখে এক দিকে ঐশ্ব-
রিক আশীর্ব্বাদ ও অন্য দিকে ঈশ্বরকৃত অভিশাপ
প্রদর্শন করাইতেছেন। তাহারা আজ্ঞাবহ হইলে
কি আশ্চর্য্য সৌভাগ্যের অধিকারী হইবে, আর
অবাধ্য হইলে তাহাদের উপরে কি রূপ ভয়ানক
উৎপাত নিপতিত হইবে, মূসা এ দ্বিবিধ ভাবি
ঘটনা উল্লেখ করাতে উহাদিগকে চেতনা দিতে-
ছেন।

তিনি তাহাদের দণ্ড সংক্রান্ত যাহা প্রসঙ্গ করি-
য়াছিলেন সেটী আমাদের বিবেচ্য, কারণ, তা-
হারা দুরাচারী হওয়াতেই পূর্ব্বলক্ষিত অভিশাপ
সকল তাহাদিগের প্রতি সম্পাদিত ও সিদ্ধ হইল।

দ্বিতীয় বিবরণ ২৮ ; ৪৯-৫৭, এ স্থলে এরূপ লেখা আছে, "ঈশ্বর তোমাদের প্রতিকূলে অতি দূর- হইতে অর্থাৎ পৃথিবীর সীমাহইতে উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় দ্রুতগামি এক জাতিকে আনিবেন, সেই জাতির ভাষা তোমরা বুঝিতে পারিবা না; তাহারা ভয়ঙ্কর বদন হইবে, বৃদ্ধের মুখাপেক্ষা করিবে না, ও বালকদের প্রতি দয়া করিবে না। এবং তোমাদের দেশে যে সমস্ত উচ্চ ও সুরক্ষিত প্রাচীরেতে তোমরা বিশ্বাস করিলা যাবৎ সে প্রাচীর পতিত না হয় তাবৎ তাহারা তোমাদের সমস্ত নগরদ্বার অব- রোধ করিবে, এই রূপে তোমাদের অবরোধ সময়ে তোমাদের শত্রুগণ তোমাদিগকে ক্লেশ দিলে তোমরা আপন২ শরীরের ফল অর্থাৎ প্রভু পরমেশ্বরদত্ত তোমাদের পুত্র ও কন্যাদিগের মাংস ভোজন করিবা। আর যে স্ত্রী কোমলতা ও সুখভোগ প্রযুক্ত আপন পদতল ভূমিতে রা- খিতে সাহস করে নাই, তোমাদের মধ্যবর্ত্তিনী সেই কোমলাঙ্গী ও সুখভোগিনী নারী আপন বক্ষঃস্থিত স্বামির ও পুত্রের ও কন্যার প্রতি কুদৃষ্টি করিবে। এবং তাবৎ নগরদ্বারে তোমাদের শত্রু- গণদ্বারা তোমাদের ক্লেশ ও অবরোধ হওন সময়ে সমস্তের অভাব হওয়াতে ঐ স্ত্রী আপন দুই পা-

আগামী দণ্ড বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী।

য়ের মধ্যহইতে নির্গত গর্ভপুষ্পকে ও প্রসবিত বালককে গুপ্তরূপে ভোজন করিবে।”

মূসা কোন্ সময়ে পূর্ব্বোক্ত ভয়ঙ্কর প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহাতে অবধান করা উচিত। তৎকালে ইস্রায়েল লোকেরা আরবীয় প্রান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট প্যালেষ্টাইন দেশে প্রবেশ করে নাই; তাহারা ঐ সুরম্য অঙ্গীকৃত দেশের এক পদতুল্য অংশ অধিকার করে নাই। অধিকন্তু, উক্ত পূর্ব্বোল্লেখ যে উহাদিগের প্রতি শীঘ্রই সিদ্ধ হইল তাহাও নহে, বাস্তবিক ইহাতে তাহাদিগের শেষগতি উপলক্ষিত হইল; অর্থাৎ, উহা তাহাদের দেশহইতে তাড়িত হওন সময়ে প্রয়োজিত। এবং এ উক্তির আলোচনাতে স্পষ্টই প্রত্যক্ষ হইবে যে তদ্বক্তা অর্থাৎ মূসার মৃত্যুর ১৫০০ বৎসর পরেই ইহার সিদ্ধি অতি চমৎকৃতভাবে সম্পাদিত হইল।

ঐ উক্তি ১৫০০ বৎসর পরে সিদ্ধ হইল।

প্রথমতঃ যিহূদীদিগের আক্রমণকারীদের যে বিশেষ২ চিহ্ন লক্ষিত আছে তাহা ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। ইস্রায়েল লোকেরা অনেক বার নানাজাতীয় শত্রুগণদ্বারা আক্রান্ত হইয়া অত্যাচারগ্রস্ত হইয়াছিল। বার২ তাহাদের বিপক্ষগণ তাহাদের “নগর অবরোধ” করিয়াছিল; আর কখনো২ বা তাহাদের নগর শত্রুহস্তগত হও-

য়াতে তদীয় "উচ্চ ও সুরক্ষিত প্রাচীর পতিত হইল।"

মিসরের রাজা শীসাক্; অসূরীয়ার অধিপতি শল্মনেসর; বাবিলনের রাজা নিবুখদ্নিৎসর; নিষ্ঠুর স্বভাবি অণ্টিয়োকস্ ইপিফেনীস্ ইত্যাদি অনেক ভিন্নজাতীয় ভূপতিগণ যিহূদীদিগের উপর কালানুক্রমে আক্রমণ করিল। ঈশ্বর ঐ সকল দুর্ঘটনাদ্বারা আপনার অবাধ্য লোকদিগকে শাসন করিয়াছিলেন, সেই শাসনে যদি তাহাদের চেতনা হইত, তাহা হইলে উপরোক্ত নিদারুণ দণ্ড তাহাদের প্রতি ফলিত না। কিন্তু ঐ কুটিল বংশ এত শাসিত হইয়াও ঈশ্বরের প্রতি ফিরিল না; তজ্জন্য তাঁহার অনিবার্য্য ক্রোধ-অগ্নি তাহাদের বিরুদ্ধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এবং যে বিনাশার্থক উৎপাত ঘটিবার কথা ছিল তাহাই তাহাদের প্রতি ঘটিল।

উপর-লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী বলে যে "ঈশ্বর তোমাদের প্রতিকূলে অতি দূরহইতে অর্থাৎ পৃথিবীর সীমাহইতে এক জাতিকে আনিবেন," এই বাক্যটী যিহূদাদিগের শেষকালীন বিপক্ষগণকে নির্দ্দেশ করে। উপরোক্ত তাহাদের শত্রু সকলে তাহাদিগের প্রায় নিকটবর্ত্তী ছিল; কিন্তু যে রোমীয়

নির্দ্দিষ্ট আক্রমণকারিগণ অতি দূরহইতে আসিবে।

সৈন্য দ্বারা যিরূশালম নগর নষ্ট হইল তাহা অতি দূরহইতে আগমন করিল। ইতিহাস-বেত্তারা বলেন যে, এ সৈন্য রোম রাজ্যের বিশেষ২ দূরস্থ দেশ-হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল. বিশেষতঃ পৃথিবীর প্রান্ত নামে বিখ্যাত যে বৃটেন্ ঐ দেশহইতে উক্ত সৈন্যের অধিকাংশ সেনা নির্গত হইল। তবে "পৃথিবীর সীমাহইতে এক জাতি আসিবে," এই বচনটী উহাদিগের আইসনে কেমন স্পষ্টরূপে সিদ্ধ হইল!

যিহূদীর: উহাদের ভাষা অজ্ঞাত হইবে।

আর বার ঐ ধ্বংসকারিগণের বিষয়ে উক্ত আছে যে "তোমরা তাহাদের ভাষা বুঝি-তে পারিবা না।" রোমীয়দের আ-ক্রমণের পূর্ব্বে যে বিশেষ বিপক্ষগণ যিহূদীদের হিংসা করিয়াছিল তাহাদের ভাষা প্রায় যিহূদীরা অবগত ছিল; কিন্তু রোমীয় সেনারা পশ্চিমদিকের নানা দেশীয় সভ্য এবং অসভ্য জাতি হওয়াতে পালিষ্টাইন নিবাসিগণ তাহাদের ভাষা অনভিজ্ঞ ছিল। ইহাতে দ্বিতীয় লক্ষণটী সিদ্ধ হয়।

উহাদের ত্বরা চি-হ্নিত আছে।

উহাদের তৃতীয় চিহ্ন এরূপে বর্ণিত আছে, "উহারা উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় দ্রুতগামী হইবে।" এই কথাতে রোমীয়দের দ্রুতগতি উপলক্ষিত আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা অন্য পক্ষে অতি প্রসিদ্ধ ভাবে

সফল হইল। ঐ দিগ্বিজয়ী জাতির ধ্বজার লক্ষণ ইহাতে নির্দ্দিষ্ট আছে। একটী উড্ডীয়মান উৎক্রোশ পক্ষির মূর্ত্তি তাহাদের পতাকার উপরে স্থাপিত হইয়া সর্ব্বদা তাহাদের সৈন্যের অগ্রগামী হইত।

অধিকন্তু, ইহাও কথিত আছে, যে "তাহারা ভয়ঙ্করবদন হইবে, বৃদ্ধের মুখাপেক্ষা করিবে না, ও বালকদের প্রতি দয়া করিবে না।" রোমীয় সৈন্যের ঠিক ঐ রূপ অবয়ব ছিল। লৌহময় শিরস্ত্রাণ ও বুকপাটা প্রভৃতি সমুদয় যুদ্ধাস্ত্র বিশিষ্ট হইয়া তাহারা অতিশয় ভয়ঙ্করবদন হইত।

তাহারা ভয়ঙ্করবদন ও নিষ্ঠুর হইবে।

তাহাদের নিষ্ঠুরতার বিষয়ে যাহা উক্ত আছে তাহাও উহাদের ব্যবহারে অবিকলভাবে সিদ্ধ হইল। রাজধানী যিরূশালমের সমীপবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বে তাহারা যিহূদা দেশের প্রধান নগর সকল হস্তগত করিল। তাহাদের সংগ্রামবার্ত্তায় স্পষ্টই প্রকটিত আছে যে তাহারা স্থানে২ দুর্ভাগ্য যিহূদীগণের প্রতি অতি নৃশংস ব্যবহার করিল; তাহারা গাডারা, গামারা ইত্যাদি নানা নগরের অধিকাংশ লোককে হত করিল, তাহারা আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাহারও মুখাপেক্ষা করিল না।

অবশেষে, ঐ বিনাশক সৈন্য পবিত্র পুরীর

নিকটস্থ হইল। তৎসময়ে যিহূদীরা নিস্তারপর্ব্ব পালনার্থে যিরূশালমে সমাগত হইয়াছিল। বোধ হয়, বিংশতি লক্ষ জন অপেক্ষা অধিক লোক সেই কালে উপস্থিত ছিল। হায়! কেমন ভয়ানক সংঘটন; এত লোকজনতা যথার্থই মেষপালের ন্যায় একত্রীকৃত হইয়াছিল। তাহারা চৌদ্দ শত বৎসরাবধি যে নিস্তার নামক পর্ব্ব পালন করিয়াছিল, তাহার সম্পাদনের শেষ বার উপস্থিত হইল; কিন্তু বাস্তবিক, তাৎকালিক পর্ব্ব নিস্তার-পর্ব্ব নহে, তাহা উহাদিগের পক্ষে বিনাশ-পর্ব্ব মাত্র হইয়া উঠিল। হায়! ঐ দণ্ডনীয় কুটিল বংশের এ রূপ ব্যাপার নিরীক্ষণে কে না স্বীকার করিবে, সত্যই ইহা ঈশ্বরের বিধান!

রোমীয় সৈন্য নিস্তারপর্ব্বের সময়ে যিরূশালমে পৌঁছে।

উক্ত পর্ব্বের ৩৭ বৎসরের পূর্ব্বে একটী বিশেষ স্মরণীয় পর্ব্ব পালিত হইয়াছিল। সেই সময়ে যিহূদীরা, গৌরবান্বিত জীবনকর্ত্তা যে প্রভু য়েশু, তাঁহাকে ক্রুশার্পণ করিয়া আপনাদিগের পাপের পরিমাণ পূর্ণ করিল। ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তাহারা প্রভুর বিচারকালে ইহা চেঁচাইয়া কহিল, "তাঁহার রক্ত আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের উপরে বর্ত্তুক!" মথি ২৭; ২৫। তাহাদের সেই উক্তি ঈশ্বরদ্বারা

তাহার পূর্ব্বঘটিত একটী স্মরণীয় পর্ব্বের উল্লেখ।

বর্ত্তমান যিরূশালেম।

শ্রুত হইল, এবং তৎপ্রার্থিত অভিশাপ তাহাদের ও পুরুষে২ তাহাদের বংশের প্রতি কি পর্য্যন্ত সাধিত হইয়াছে তাহা আমাদিগের ভাবি প্রসঙ্গে সপ্রকাশ হইবে।

ঐ পূর্ব্বঘটিত নিস্তারপর্ব্বে প্রভুর হত্যাতে সকলে সম্মত ছিল। সেই কার্য্যেতে তাহাদের অনৈক্য কিছু মাত্র প্রকাশ হইল না; "উহাকে ক্রুশে দেও, ক্রুশে দেও!" কৃতঘ্ন ও পাপান্ধ যিহূদীরা একচিত্ত হইয়া এক স্বরে ইহা চীৎকার করিল।

যিরূশালমে যিহূদিদের ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদ ও বৈরীভাব।

কিন্তু উহাদের যে শেষ পর্ব্বটী এক্ষণে প্রস্তাবিত হইতেছে তাহার সময়ে সম্পূর্ণ প্রভেদ দেখা যায়; ও দিগে প্রভুর বিনাশে তাহাদের পরস্পরের যত ঐক্য ও সমভাব ছিল, এ দিকে আপনাদেরই বিনাশে তাহাদের পরস্পরের তত অনৈক্য ও বৈরীভাব প্রকটিত হয়। রোমীয়দের আগমনের পূর্ব্বে যিহূদীরা তিন বিশেষ দলে ভুক্ত হইয়াছিল; ইহারা হিংসাপন্ন ও অদম্য পশুর তুল্য অনবরত পরস্পরের ধ্বংসে চেষ্টান্বিত হইল। ইহাদের উৎপাতের কলরবে নগর সমুদয় পরিপূরিত হইল। রোমীয়েরা উপস্থিত হইলেও তাহারা আপনাদের সাঙ্ঘাতিক বৈরীভাব বিসর্জ্জন করিল না; নগরের বহিঃস্থ শত্রুগণের আক্রমণে

ইহাদের ক্ষণেক সংমিলন হইলে ঐ বিপদ উত্তীর্ণ হইবামাত্রেই ইহারা পুনর্ব্বার আপনাদের মধ্যে কাটাকাটি ও মারামারি করিয়া নগরের তাবৎ চকে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিল। পিতা পুত্রের সহিত ও ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা এমত ক্রোধান্ধ ও জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিল, যে নগর নিবাসিদের প্রতিপালনার্থে যে সকল শস্য ও খাদ্য সামগ্রী সঞ্চয় হইয়াছিল তাহা দগ্ধ করিয়া ফেলিল। পরিশেষে, ঐ বিরোধ-কারী তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দলমাত্র অব-শিষ্ট রহিল; অপর দলদ্বয় নিঃশেষে বিনষ্ট হইল। জয়যুক্ত যে সম্প্রদায় তাহা "জীলট" অর্থাৎ উগ্রস্বভাব নামে বিখ্যাত হইল। তদীয় লোক সকল নৃশংস দস্যু ও মনুষ্যঘাতক ছিল। ইহারা অতি বিষম মূর্ত্তি ধারণ করত দিবারাত্রি নগরের ভয়া-কুল ও কম্পচিত্ত লোকদের উপর অত্যাচার করিল। এক বার তাহারা আপনাদের বস্ত্রে তা-হাদের খড়্গ আচ্ছাদন করিয়া উপাসনার ছলে মন্দিরে প্রবিষ্ট হইল। অকস্মাৎ তাহারা উপাসকগণের উপর আ-ক্রমণ পূর্ব্বক তাহাদের অধিকাংশ লোককে বধ করে; আর এমন সময়ে তাহারা বেদির নিকটস্থ যাজকদিগকে হত করিয়া তাহা-

"জীলট" নামক দল জয়প্রাপ্ত হইয়া নিদারুণ দৌরাত্ম্য করে।

দের পাত্তিত রক্ত বলিদেয় পশুর রক্তের সহিত মিশাইয়া দিল। নগরের সর্ব্বত্রে কেবল কলহ, চৌর্য্য, ও নিদারুণ হত্যা প্রচলিত ছিল। দুর্ভগা প্রজাগণ একান্ত নিরুপায় ছিল। সহস্র২ জন হতাশ হইয়া নগরহইতে পলায়ন করিল। কিন্তু তাহাদের সেই সকল চেষ্টা বৃথা, কারণ তাহারা হয়তো রোমীয়দের খড়্গাঘাতে নয়তো অনাহারে প্রাণত্যাগ করাতে চতুর্দ্দিক্স্থ ভুমি তাহাদের ভূরি২ শবে আকীর্ণ হইয়া উঠিল।

রোমীয় সৈন্যাধ্যক্ষ টীটস্ যিরূশালমকে সহজে আপনার হস্তগত করণের সম্ভাবনা না দেখিয়া তাহা একেবারে অবরুদ্ধ করিলেন। তিনি নগরের চতুষ্পার্শ্বে পরিখা খনন করিলেন এবং জাঙ্গাল বাঁধিয়া তাহা পরিবেষ্টন করিলেন। দুঃখী যিহূদীদের এবম্প্রকার যৎপরোনাস্তি দুরবস্থা হইল; তাহাদের নিষ্কৃতি পাইবার পথ আর রহিল না; তাহারা পলায়ন করিতে পারিল না, এবং দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে তাহারা বাহিরহইতে ভক্ষ্যাদি দ্রব্য কিছুই আনিতে পারিল না। মূসা প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যাদৃশ নগরের অবরোধ লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা তাদৃশ ঘটিল। কিন্তু মূসা অপেক্ষা মহান এমন এক জন তদ্বিষয়ে আরো স্পষ্ট পূর্ব্বোল্লেখ করিলেন। উপরোক্ত ঘটনার ৩৭ বৎসর অগ্রে

মূসার এবং খ্রীষ্টের পূর্ব্বোল্লেখ সিদ্ধ হয়।

প্রভু যেশু জৈতুন পর্ব্বতে উপবিষ্ট হইয়া ক্রন্দন পূর্ব্বক যিরূশালমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "যে কালে তোমার শত্রুগণ চতুষ্পার্শ্বে জাঙ্গাল বাঁধিয়া তোমাকে বেষ্টন করিয়া সর্ব্বদিগে অবরুদ্ধ করিবে, এমন কাল তোমার প্রতি উপস্থিত হইবে," লূক ১৯; ৪৩।

ইতিমধ্যে নগরে দুর্ভিক্ষের প্রাবল্যে প্রত্যহ অনেক লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়; আর যাহারা অবশিষ্ট থাকে তাহারা মৃতকল্প হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর উৎপাত।

কেবল পূর্ব্বোক্ত জীলট নামক সম্প্রদায়ের দুরাত্মারা যৎকিঞ্চিৎ শারীরিক বল ও বীর্য্য প্রদর্শন করিতে পারে। ইহারা আপনাদের স্বার্থপর স্বাভাবিক ভাবানুসারে দলে২ ভুক্ত হইয়া নেকড়িয়া বাঘের ন্যায় আহার অন্বেষণ করিল; যে কোন স্থানে খাদ্য সামগ্রী পাইবার আশা ছিল, তাহারা বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া আহারীয় দ্রব্য সকল অপহরণ করিল।

তাহাদের এমত দৌরাত্ম্যের সময়ে একটী বিশেষ ঘটনা ঘটিল। সে এমন জঘন্য ও ভয়ঙ্কর ঘটনা যে তাহা উল্লেখ করা প্রায় অবিধেয় বোধ হয়, এবং সে এমত অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য যে যদি না তাহার অখণ্ড প্রমাণ থাকিত তাহা হইলে কেহ তাহাতে প্রত্যয় করিত না। কিন্তু বাস্তবিক

সেই ঘটনার বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। জোসীফস্ নামক যিহূদী ইতিহাসবেত্তা, যিনি ঐ ভয়ানক সংগ্রামকালে রোমীয় সৈন্যের মধ্যবর্ত্তী হইয়া তদ্বিবরণ সমুদয় রচনা করিয়াছেন তিনিই উক্ত ঘটনার সাক্ষী। তিনি বলেন, যে এক দিনে পূর্ব্বোক্ত জীলট রাক্ষসেরা আহারের অনুসন্ধানে নগরের কোন পথে যাতায়াত করিতেছিল। এমন সময়ে মরীয়াম নাম্নী এক অতি ভদ্রা ও কুলবতী স্ত্রীর গৃহের নিকটস্থ হয়। তৎক্ষণাৎ ঐ গৃহহইতে যেন অত্যন্ত সুভক্ষ্য ও বাঞ্ছনীয় মাংসের সুগন্ধ নির্গত হইতেছে। জীলটেরা অধীর হইয়া গৃহের দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে গিয়া ঐ সকল সামগ্রী অবিলম্বে হরণ করিতে উদ্যোগ করে। হায়! কি বিস্ময়জনক ব্যাপার হঠাৎ তাহাদের দৃষ্টিপথে আইসে! ঐ গৃহের কোমল ও কুলবতী দুর্ভগা কর্ত্রী পাকশালাহইতে আপনার দুগ্ধপায়ি শিশুর দেহের অর্দ্ধাংশ আনিয়া উহাদের ভোজনার্থে দান করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি আপনি উহাদের আগমনের পূর্ব্বে শিশুটীর অপর অর্দ্ধাংশ ভোজন করিয়াছিলেন। ঐ দুরন্ত বিদ্রোহীরা তদ্দর্শনে চমকিত হইয়া কম্পিত কলেবরে পলায়ন করিল। হায়! ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে মূসা-

এক অতি অসাধারণ ও জঘন্য আবিষ্ক্রিয়া।

দ্বারা উল্লিখিত যে বাক্য তাহা সে দিনে কেমন বিলক্ষণভাবে উহাদের সাক্ষাতে সম্পূর্ণ হইল! যথা "আর যে স্ত্রী কোমলতা ও সুখভোগ প্রযুক্ত আপন পদতল ভূমিতে রাখিতে সাহস করে নাই, তোমাদের মধ্যবর্ত্তিনী সেই কোমলাঙ্গী ও সুখভোগিনী নারী আপন বক্ষঃস্থিত স্বামির ও পুত্রের ও কন্যার প্রতি কুদৃষ্টি করিবে। এবং তাবৎ নগরদ্বারে তোমাদের শত্রুগণদ্বারা তোমাদের ক্লেশ ও অবরোধ হওন সময়ে সমস্তের অভাব হওয়াতে ঐ স্ত্রী আপন দুই পায়ের মধ্যহইতে নির্গত গর্ব্ভপুষ্পকে ও প্রসবিত বালককে গুপ্তরূপে ভোজন করিবে।" দ্বিতীয় বিবরণ ২৮; ৫৬, ৫৭।

এ ঘটনাতে ভবিষ্যদ্বাণী কেমন ভয়ানকরূপে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল!

কিন্তু মূসা অপেক্ষা গুরুতর এমন এক জন ঐ রূপ ঘটনা নির্দ্দেশ করিয়া তদ্বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিলেন। একদা প্রভু য়েশু আপনার শিষ্যগণের সঙ্গে জৈতুন পর্ব্বতে উপবেশন করিয়া ক্রন্দন পূর্ব্বক এ বিলাপোক্তি উচ্চারণ করিলেন "হায়! তৎকালে যাহারা গর্ব্ভবতী এবং স্তনধাত্রী হইবে তাহাদিগকে ধিক্।" মথি ২৪; ১৯। আর এক সময়ে প্রভুর মুখহইতে তদ্রূপ দুঃখসূচক পূর্ব্বোল্লেখ নির্গত হইল। তিনি আপনার দুর্ব্বাহ্য ক্রুশ বহিয়া কাল্ভেরি পর্ব্বতের অভি-

তৎসংক্রান্ত প্রভু য়েশুর বিশেষ উক্তি।

মুখে গমন করিতেছেন। ঐ ক্রুশের ভারে আক্রান্ত হইয়া তিনি ভূমিতে পতিত হইয়াছেন। লোকজনতার মধ্যে কএক জন যিহূদী স্ত্রীলোক উপস্থিত আছে; তাহারা প্রভুর শিষ্যা নহে; কিন্তু নারীগণের স্বভাব কোমল এবং কৃপালু; তাহারা প্রভুর ঐ অসহ্য দুঃখ দেখিয়া তাঁহার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া উঠে; তাহারা অশ্রুপাত করিতে লাগিল; তাহাতে লেখা আছে, "তিনি তাহাদের প্রতি মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, ওগো যিরূশালমের কন্যাগণ, আমার নিমিত্তে রোদন করিও না, বরং আপনাদের জন্যে এবং আপন২ সন্তানদের নিমিত্তে রোদন কর; কেননা দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে লোকেরা বলিবে, ধন্যা সেই স্ত্রীলোকেরা যাহারা বন্ধ্যা, ও যাহারা কখনো প্রসব করে নাই, ও যাহাদের স্তন কখনো শিশুকে দুগ্ধ দেয় নাই।" লূক ২৩; ২৮, ২৯।

রোমীয়েরা ছয় মাস পর্য্যন্ত নগরকে অবরুদ্ধ করিল। অবশেষে প্রাচীর স্থানে২ ভগ্ন হইলে তাহারা প্রবেশ করিয়া অতি শীঘ্রই সমুদয় নগর আপনাদের হস্তগত করিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে রোমীয় সৈন্যগণ স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর; কিন্তু এ দিকে তাহাদের সাধারণ নিষ্ঠুরতা অতিরিক্ত ভাবে প্রকাশ পাইল।

রোমীয়দের প্রতিহিংসা সাধন।

তাহারা যে ঐ তুচ্ছনীয় যিহূদীদের আস্পর্দ্ধাতে এত দিন প্রতিষিদ্ধ এবং অপমানিত হইয়াছিল, ইহা তাহাদের অসহ্য বোধ হইল। তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে এক বার নগরে প্রবিষ্ট হইলে আমরা যৎপরোনাস্তি ঐ সকল ব্যাঘাতের প্রতিফল সাধন করিব। এবং তাহারা তাহাই করিল। দুর্ভগা যিহূদীরা আত্মরক্ষার নিমিত্তে পলায়ন করে; দুরন্ত ও রাগোন্মত্ত রোমীয়েরা তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হয়; সৈন্যগণ যেখানে যাহার দেখা পায় সেখানে অবিমৃশ্যভাবে তাহাকে নিপাত করে; তাহারা বৃদ্ধ, স্ত্রী, শিশু কাহারো প্রতি কিছুই মমতা করে না। নগরের তাবৎ পথে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সৈন্যাধ্যক্ষ টীটস্ও সৈন্যদের ঐ রূপ কদর্য্য ব্যবহারে সম্মত হইলেন, ক্ষণেক কালের জন্যে তিনি তাহাদিগকে স্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার করিতে অনুমতি দিলেন।

রোমীয় সেনাপতি সমুদয় নগর ধ্বংস করণার্থ সৈন্যদের হস্তে সমর্পণ করিলেন; কিন্তু মন্দিরের প্রতি তিনি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিলেন। ঐ ধর্ম্মনিকেতন এমত বহুমূল্য পদার্থেতে গ্রথিত এবং তাহা এমত অপূর্ব্ব কৌশল পূর্ব্বক নির্ম্মিত হইয়াছিল যে তাহার যশ ও কীর্ত্তি

টীটস্ মন্দির রক্ষা করিতে আদেশ করেন।

ভূমণ্ডলকে ব্যাপিয়াছিল। টীটস্ ঐ আশ্চর্য্য মন্দিরকে রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, আর তিনি নগরে প্রবেশ করিবার অগ্রে সৈন্যসমূহের প্রতি ইহা আদেশ করিয়া বলিলেন যে "তোমাদের কেহ ঐ মন্দিরের কোন হিংসা করিবে না।"

রোমীয়দের এমত শক্ত নিয়ম ছিল, যে কোন সৈন্য কোন বিষয়ে সেনাপতির আজ্ঞা লংঘন করিলে তাহার একেবারে প্রাণদণ্ড বিধান হইত। তবে মন্দির রক্ষিত হইবেক এরূপ সম্ভাবনা অবশ্যই ছিল। কিন্তু তাহার প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে টীটস্ অপেক্ষা গুরুতর ও মহান্ এক জন মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, এই স্থানের এক প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপরে থাকিবে না, সমস্তই ভূমিসাৎ হইবে।" (মথি ২৪; ২)

খ্রীষ্ট পূর্ব্বে তাহার ধ্বংস নিরূপণ করিয়াছিলেন।

এ দিকে প্রভু য়েশু মন্দিরের বিনাশ নিরূপণ করিতেছেন, এবং ও দিকে রোমীয় ক্ষমতাপন্ন সৈন্যাধ্যক্ষ তাহার নিষ্কৃতি বিধান করেন; তবে কাহার কথা প্রবল হইল? সত্যই, "পৃথিবী এবং আকাশের লোপ হইবে, কিন্তু প্রভুর বাক্যের লোপ কখনো হইবে না।"

মন্দির রক্ষা করণের আদেশ ও অভিসন্ধি

উভয়ই ব্যর্থ হইল। জোসীফস্ লিখিয়াছেন যে নগরের পতন সময়ে পলাতক যিহূদীরা মন্দিরের নিকটে দৌড়িয়া তাহা বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে প্রাণপণ করে। রোমীয়েরা অনতিবিলম্বে আইসে; তাহারা অনিবার্য্য সাহসে দুর্ভগা যিহূদীদিগকে আক্রমণ করে, এবং অল্প ক্ষণের মধ্যে ইহাদের ১০০০০ লোক নিপাতিত হয়। ইহার পরে ৬০০০ ভয়াকুল ও নিরাশ যিহূদীরা মন্দিরের অভ্যন্তরে পলায়ন করে; তাহারা অনুমান করে যে ঈশ্বরের পবিত্র মন্দিরে আশ্রয় লইলে আমাদের অনিষ্ট ঘটিবে না। হায়! তাহাদের কি ভ্রম! মন্দির ঈশ্বরত্যক্ত হইয়াছিল, তবে মন্দিরে তাহাদের কি উপায়?

৬০০০ যিহূদীরা মন্দিরে আশ্রয় লয়।

রোমীয়েরা বারম্বার উহাদিগকে বাহিরে আসিতে বলে; কিন্তু যিহূদীরা অসম্মত হইয়া আত্মরক্ষায় একান্ত ব্যগ্র হয়। এ দিকে আক্রমণকারীদের হস্ত বদ্ধ, "তোমরা মন্দিরের হিংসা করিবে না," সৈন্যাধ্যক্ষ এরূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন। অতঃপর ঐ ৬০০০ বিদ্রোহিগণকে ছাড়িয়া উহাদের হস্তে মন্দির ত্যাগ করাই অসম্ভব। কি করিতে হয়? রোমীয়েরা অনেক ক্ষণ ধৈর্য্য পূর্ব্বক সাধ্যসাধনা করে; পরে তাহাদের তাবৎ চেষ্টা বৃথা হইল বলিয়া তাহারা ক্রমশঃ অস্থির এবং

অধীর হইয়া উঠে। পরিশেষে এক জন রাঁগো-ম্মত্ত সেনা অধ্যক্ষের আদেশ এককালে বিস্মৃত হওয়াতে এক জ্বলন্ত মশাল লইয়া গবাক্ষ দিয়া মন্দিরের ভিতরে নিক্ষেপ করে। তৎক্ষণাৎ ঐ

মন্দির দগ্ধ হয়। পবিত্র ধামের মধ্যে ভয়ঙ্কর অগ্নি-দাহ প্রকাশ হয়; তাহার অন্তরস্থ যিহূদীদের পলায়ন করিবার কি রক্ষা পাইবার আর আশা রহিল না, তাহারা সকলেই মন্দিরের মধ্যে দগ্ধ হইয়া তাহার সহিত ভস্মরাশি হইয়া গেল।

অন্যান্য যিহূদী সকল ঐ উৎপাত নিরীক্ষণ করিতে২ নিতান্ত হতাশ হইয়া একচিত্তে ও এক-স্বরে চীৎকার ও ক্রন্দন করিতে লাগিল। আমরা

তদ্দর্শনে যিহূদী-দের নৈরাশ্য জন্মে। সর্ব্বনাশগ্রস্ত ও ঈশ্বরত্যক্ত বটে, তাহারা ঐ অনপেক্ষিত দুর্ঘটনাতে ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ অনুভব করিল।

সেনাপতি টীটস্ মন্দির বিষয়ক আপন মানস বিফল দেখিয়া তাহার প্রাচীর সকল ভূমিসাৎ করিতে অনুমতি দিলেন। সৈন্যগণ অতিশয় উৎ-সুকভাবে সেই কার্য্য সাধন করিল। এবম্প্রকারে প্রভু য়েশুর উক্তি সিদ্ধ হইল। তিনি কহিলেন, "সমস্তই ভূমিস্মাৎ হইবে।" তাহাই সম্পূর্ণ হইল বটে; কিন্তু তিনি আরো কহিলেন যে "এই স্থানের এক প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপরে থাকিবে না।"

মথি, ২৪ ; ২। এই বচনটীও অবিকলভাবে সাধিত হইতে হইল। এ বিষয়ে মাইমনাইডীস্ নামক এক জন যিহূদী গ্রন্থকার এরূপ লিখিয়াছেন ; মন্দির ধ্বংস হইবার পরে টেরেন্সীয়স্ রূফস্ নামা এক রোমীয় সেনাপতি অধিকারার্থে সিয়োন পর্ব্বত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথায় মন্দির স্থাপিত ছিল,

মন্দিরের ভিত্তিমূল উৎপাটিত হয়।

এবং যদ্যপিও তাহার প্রাচীর সকল বিনষ্ট হইয়াছিল, তথাপি তাহার ভিত্তিমূল রহিল। উক্ত রোমীয় লোক কৃষির উপলক্ষে আপনার ভূমি পরিষ্কার করেন ; এবং তৎসময়ে তিনি ভিত্তি সমুদয় এমন উৎপাটন করিয়া দিলেন যে তাহার এক প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপরে রহিল না। কি অদ্ভুত ! ঐ ব্যক্তি যে সেই কর্ম্মদ্বারা প্রভুর পূর্ব্বোল্লেখ সাধন করিতেছিলেন, তাহা তিনি স্বপ্নেও এক বার দেখেন নাই ; কিন্তু অপরিজ্ঞাত হইয়াও তিনি সেই উক্তির সফলতার বিশেষ কারণ হইলেন।

অধিকন্তু টেরেন্সীয়স্ মন্দিরের ভিত্তি সকল উৎপাটন করিলে পরে লাঙ্গল দিয়া সিয়োন্ পর্ব্বত চসিয়া তাহার উপরে শস্য বপন করিলেন।

মীখার পূর্ব্বোক্তিও সিদ্ধ হয়।

ইহাতে ঐ রোমীয়ের জন্মের ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত এক বাণী অতি বিচিত্র রূপে সিদ্ধ হইল ; মীখা ভবিষ্যদ্বক্তা তদ্বি-

ষয়ে এরূপ লিখিয়াছিলেন, "অতএব তোমাদের নিমিত্তে সিয়োন্ ক্ষেত্রের ন্যায় চাসিত হইবে, এবং যে পর্ব্বতে মন্দির আছে, সে বনস্থ টিকর-স্থানের ন্যায় হইবে।" (মীখা ৩; ১২।)

পূর্ব্বোক্ত তাবৎ উৎপাতে কত যিহূদী লোক প্রতিহত হইয়াছিল তাহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না; কিন্তু জোসীফস্ লিখিয়াছেন যে খড়্গাঘাতে কিম্বা দুর্ভিক্ষে কি মহামারীতে ন্যূনাধিক স্ত্রী পুরুষে ১৩ লক্ষ জন বিনষ্ট হইল। এতদ্ব্যতীত এক লক্ষ দুর্ভগা যিহূদী শত্রুর হস্তগত হইল; ইহারা সকলে বন্দির অবস্থায় সমর্পিত হইয়া যাবজ্জীবন দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রহিল।

কত যিহুদী বিনষ্ট হইল।

ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে যে রোমীয় সৈন্যাধ্যক্ষ যিরূশালম নগর হস্তগত করিলে পরে তাহার প্রাচীর ও দুর্গ সকল নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া উঠিলেন, এবং তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন, যে "আমি আপনার প্রাবল্যেতে এই নগর অধিকার করিলাম, তাহা কদাচ সম্ভব নহে; ঐ যিহূদীরা ঈশ্বরত্যক্ত না হইলে তাহাদের অভেদ্য নগর কোন প্রকারে আমার হস্তে পতিত হইত না *।"

টাটস্ আপনার জয়েতে চমৎকৃত হন।

---

* টাসিটস্ নামা রোমীয় গ্রন্থকারও যিরূশালম ধ্বংসের বৃত্তান্তে এরূপ ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি লিখেন যে দেবগণ রোমীয়-

যিরূশালমের বিনাশ হইবার পূর্ব্বে তন্নিবাসিদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল, তবে নগরের ধ্বংসকালে ঐ সকল খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদের কি হইয়াছিল? তাহারা কি পাষণ্ড ও ঈশ্বরত্যক্ত যিহূদীদের সঙ্গে বিনাশগ্রাসে পতিত হইল? না, তাহা দূরে থাকুক! প্রভু য়েশু জগতে থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি ঐ মহাক্রোধের সময়ে আপন দয়ারূপ পক্ষচ্ছায়াতে আপনার ভক্তগণকে আচ্ছাদন করিবেন; তিনি তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন যে "তোমাদের মস্তকের

ঐ সকল উৎপাতের মধ্যে খ্রীষ্টীয়ানদের কি ঘটিল?

দের সহায়তা না করিলে তাহাদের চেষ্টা সকল বৃথা হইত। রোমীয় সেনাপতি ঐ চমৎকার ঘটনা চিরস্মরণার্থে রোম নগরে এক অতি বিচিত্র প্রস্তরময় খিলান নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি তদুপরে দুই পার্শ্বে নানা প্রকার মূর্ত্তি খোদিত করাইলেন; সেই খিলানের অধিকাংশ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, এবং তাহার মূর্ত্তিও রহিয়াছে; তাহা অনেক জীর্ণ ও বিকৃত হইয়াছে বটে, তথাপি কএকটী চিহ্ন এখনও নির্ণীত হইতে পারে; এক দিকে জয়কারি সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিশেষ আড়ম্বর পূর্ব্বক গমন করিতেছে; তাহাদের কেহ২ যিরূশালমস্থ মন্দিরের পবিত্র বস্তু ও সামগ্রী স্কন্ধে করিয়া বহিয়া যাইতেছে, যথা. স্বর্ণময় সাত শাখা বিশিষ্ট প্রদীপ, দর্শনরুটীর মেজ, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি এই সকল দ্রব্য ঐ পুরাতন খিলানের উপরে চিত্রিত রহিয়াছে। অন্য দিকে লাটিন ভাষার অক্ষরে এরূপ শিরোনামা লেখা আছে, "টীটস যিহূদী বংশকে পরাস্ত করিলেন, এবং যে নগর টীটসের পূর্ব্বে কোন সেনাপতি কি রাজা কি জাতি কখনো ধ্বংস করিতে পারে নাই, তিনিই সেই যিরূশালমকে একেবারে ভূমিসাৎ করিলেন।"

একটি কেশও নষ্ট হইবে না।” লূক, ২১; ১৮। যাদৃশ ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে মিস্রীয়দের উপর ঈশ্বরের ক্রোধরূপ বৃষ্টি বর্ষণ হইলে ইস্রায়েল লোক সকল পৃথক্ হইয়া রক্ষা পাইল, তাদৃশ ভ্রষ্ট ইস্রায়েলীয়দের নিদারুণ দণ্ড-সময়ে প্রকৃত বিশ্বাসী ইস্রায়েল সকলে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইলেন। এপিফানীয়স্ নামক পুরাকালীন খ্রীষ্টীয়ান গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে যিরূশালমের শেষ বার অবরোধ হওনের ৩, ৪ বৎসর অগ্রে প্রভুর তাবৎ শিষ্যগণ ঐ দণ্ডার্হ নগরহইতে পলায়ন করিয়া পর্ব্বতস্থিত পেল্লা নামক নগরে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

কিন্তু ইহাঁরা কি প্রকারে আগামী বিপদ লক্ষ্য করিয়া এমত শুভ সময়ে আপনাদের নিষ্কৃতি সম্পাদন করণে সমর্থ হইলেন? ইহার উত্তর এই, প্রভু আপনার শিষ্যদিগকে পলায়নের উপযুক্ত সময় একটী বিশেষ ইঙ্গিত সহকারে অবগত করাইলেন, এবং তাঁহারা প্রভুর প্রদত্ত চিহ্ন মানিয়া উদ্ধৃত হইলেন। যেশুর ঐ চেতনাদায়ক উক্তি এই, “যখন তোমরা যিরূশালমকে সৈন্যসামন্তদ্বারা বেষ্টিত দেখিবা, তখন তাহার উচ্ছিন্ন হইবার সময় যে সন্নিকট, ইহা জানিবা। তখন যিহূদা দেশস্থ লোকেরা পর্ব্বতে পলায়ন করুক,

ইহাঁরা কি প্রকারে রক্ষা পাইলেন?

খ্রীষ্ট তদ্বিষয়ক একটী বিশেষ আজ্ঞা দেন।

এবং যাহারা নগরের মধ্যে থাকে, তাহারা তন্মধ্যহইতে পলায়ন করুক, এবং যাহারা পল্লী-গ্রামে থাকে, তাহারা নগরের মধ্যে প্রবেশ না করুক।" লূক ২১; ২০-২১।

প্রথমতঃ, প্রভুর এই আজ্ঞা এক প্রকার কঠিন এবং অসাধ্য বোধ হইতেছে; য়েশু কহিলেন, "যখন তোমরা যিরূশালমকে সৈন্যসামন্তদ্বারা বেষ্টিত দেখিবা, তখনই পলায়ন কর ইত্যাদি।" এ স্থলে পাঠকের জিজ্ঞাস্য এই, যে নগর অবরুদ্ধ হইলে পলায়ন করিবার উপায় কি? বাস্তবিক তাহা নিতান্ত অসঙ্গত এবং অসম্ভব বোধ হয়। সে যাহা হউক, যিনি এতদ্রূপ আজ্ঞা দিলেন তিনি সেই আজ্ঞা সম্পাদনের সংগতি সকল পূর্ব্বাবধি লক্ষ্য করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। পুরাবৃত্তে আমাদিগকে জানাইতেছে, যে যিরূশালম বিনষ্ট হওনের কএক বৎসর পূর্ব্বে সেষ্টিয়স্ গালস্ নামক এক জন রোমীয় সৈন্যাধ্যক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া যিরূশালমকে অবরুদ্ধ করিলেন। নগরস্থ লোক সকল অত্যন্ত ভয়াকুল হইয়া উঠিল, কারণ আমাদের অনিবার্য্য বিপদ উপস্থিত, প্রায় সকলেই ইহা বলিয়া নৈরাশ্যপঙ্কে মগ্ন হইয়া গেল। অবশেষে যিহূদীরা আত্মরক্ষার চেষ্টা পরি-

সেই আজ্ঞা অসঙ্গত এবং তৎপালনে উহারা অপারক এমন বোধ হয়।

ত্যাগপূর্ব্বক নগরদ্বার মুক্ত করত আপনাদিগকে শত্রুদের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইল। বাস্তবিক তাহা ঘটিল না। যেহেতুক ঐ সেনাপতি কোন অশুভ সংবাদ শ্রবণান্তর হঠাৎ আপনার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিয়া যিরূশালমহইতে প্রস্থান করিলেন। জোসীফস্ লিখিয়াছেন যে রোমীয়েরা প্রস্থান করিলে পরে অনেকানেক লোক একেবারে নগরহইতে পলায়ন করিয়া অন্যত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিল। বোধ হয় ইহাঁরা প্রায় সকলে খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত অনপেক্ষিত ঘটনা খ্রীষ্টের চেতনাদায়ক বাক্য তাঁহাদের মনে উপস্থিত করিল; তাঁহারা বলিলেন, "প্রভু যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এ সেই সন্দেহ নাই; আমরা যিরূশালম সৈন্যসামন্তদ্বারা এক বার বেষ্টিত দেখিলাম, আর বার ক্ষণেক কালের জন্য অনবরুদ্ধ দেখিতেছি, আইস আমরা এই ধ্বংস্য নগরহইতে পলায়ন করি।" তাহাতে খ্রীষ্টাশ্রিত সকলে রক্ষা পাইল, এবং যে ভয়ানক উৎপাত পরে ঘটিল তাহা কেবল খ্রীষ্টের অবজ্ঞাকারিগণের উপরে পতিত হইল।

তবুও উক্ত আজ্ঞার পালনের সুযোগ ঘটিল।

প্রভু য়েশু ইহা ব্যতীত যিরূশালমের ধ্বংস সংক্রান্ত আরো অনেক ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করি-

য়াছিলেন। আমরা এমন দুই তিন বাক্য উত্থাপন করিয়া সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিব।

তিনি বলিলেন, "আর, দেখ, খ্রীষ্ট এই স্থানে আছেন, কিম্বা ঐ স্থানে আছেন, সেই সময়ে যদি কেহ তোমাদিগকে এমন কথা কহে, তবে তোমরা প্রত্যয় করিও না। কেননা অনেক২ ভাক্ত খ্রীষ্ট ও ভাক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা উপস্থিত হইয়া এমত মহৎ চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ করিবে, যে যদি সম্ভব হয়, তবে মনোনীত লোকদিগেরও ভ্রান্তি জন্মাইবে।" মথি, ২৪ ; ২৩-২৪।

প্রভু ভাক্ত খ্রীষ্টগণের আগমনের পূর্ব্বোল্লেখ করেন।

প্রভুর স্বর্গারোহণের পরে তাঁহার এই উক্তি সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইল। যেমন পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তৎকালে নিস্তারকর্ত্তা প্রকাশিত হইবেন, তাবৎ যিহূদীদের এমন আশ্বাস ছিল ; তাহারা আপনাদের প্রকৃত মশীহ ও ত্রাণকর্ত্তাকে ক্রুশে হত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদিগকে রোমীয়দের কর্তৃত্বহইতে মুক্ত ও স্বাধীন করিবেন, তাহারা অনবরত এমন পরাক্রমী মুক্তিদাতার প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহাদের এরূপ অপেক্ষা থাকাতে সময়ে২ ও স্থানে২ নানা প্রকার প্রতারক উৎপন্ন হইয়া তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিল। ঐ দুঃসাহসিক পাষণ্ডেরা আপনাদেরই

মর্য্যাদা ও গৌরব সাধনার্থে আপনাদিগকে মশীহ বলিয়া দেখাইল। জোসীফস্ এবম্প্রকার কএক জন ভাক্ত খ্রীষ্টের বৃত্তান্ত বিস্তাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সে ডসাথিয়স নামক এক জন প্রবঞ্চক ইহা ঘোষণা করিয়াছিল যে "মূসাদ্বারা নির্দ্দিষ্ট যে মহান ভবিষ্যদ্বক্তা আমিই সে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮; ১৫।) অসঙ্খ্য নির্ব্বোধ যিহুদীরা তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহার পশ্চাদ্গামী হইল, এবং শেষে তাহাদের অধিকাংশই বিনষ্ট হইল। অপর, থিউদস্ নামক আর এক জন উঠিয়া কহিল, যে "আমি ঈশ্বরের প্রেরিত উদ্ধারকর্ত্তা, আমাতে প্রত্যয় ও নির্ভর করিলে তোমাদের অভিসন্ধি শীঘ্রই সফল হইবে এবং তোমরা আপনাদের তাবৎ শত্রুর গ্রীবায় পদার্পণ পূর্ব্বক বিমুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী হইবা।" সে প্রচার করিল যে যত লোক তাহার সপক্ষ হইবে তাহারা সকলে যর্দন নদীর তীরবর্ত্তী হইলে তৎকৃত একটী অদ্ভুত ক্রিয়া সন্দর্শন করিবে। সহস্রং প্রবঞ্চিত জনেরা উহার ধ্বজাতলে সমারোহিত হইয়া রোমীয়দের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবর্ত্তিত হইল। হায়! উহাদের কি দুর্ভাগ্য, তাহারা অবিলম্বেই রোমীয়দের নিকটে পরাস্ত হইল এবং প্রায় সকলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইল।

এমন অনেক প্রতারক উৎপন্ন হইল।

কিন্তু বারম্বার প্রবঞ্চিত হইলেও যিহূদীরা হত-বুদ্ধি ও জ্ঞানশূন্যের ন্যায় কিছুই চেতনা প্রাপ্ত হইল না; যত বার যথাস্থলে ভাক্ত খ্রীষ্ট উৎপন্ন হইল তত বার তাহারা অজ্ঞান মেষের তুল্য হইয়া আপনাদের বিনাশ পর্য্যন্ত উহাদের পশ্চাদ্গামন করিল। পরিশেষে রোমীয়দের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা আর রহিল না; যিহূদা ও গালীল প্রদেশে অনেক বার বিদ্রোহীরা উহাদিগকে ক্লেশ দিয়াছিল ও অপমান করিয়াছিল, এক বার এক স্থানে উপ-দ্রবীগণ পরাস্ত হইলে, অন্যত্রে অন্য ভাক্ত খ্রীষ্ট তদীয় শিষ্যগণের সমভিব্যাহারে তাহাদের উপরে আক্রমণ করিল। ইহাতে রোমীয়দের অনিবার্য্য ক্রোধ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া ঐ ঈশ্বরত্যক্ত বংশ, নগর, মন্দির শুদ্ধ ভস্মরাশী করিয়া ফেলিল। কি চমৎকার! উহারা যথার্থ ত্রাণকর্ত্তা যেশুকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যে সকল ভাক্ত খ্রীষ্ট ও ভবিষ্যদ্বক্তাগণের নিকটে তাহারা পরিত্রাণ চেষ্টা করিল, ইহারাই উহাদের সর্ব্ব-নাশের কারণ হইয়া উঠিল।

ঐ ভাক্ত খ্রীষ্ট সকল যিহূদীদের বিনাশের কারণ হইয়া উঠিল।

এ স্থলে সত্য খ্রীষ্ট এবং ভাক্ত খ্রীষ্টসমূহের মধ্যে যে কি আশ্চর্য্য প্রভেদ ও ভিন্নতা ইহা সংক্ষেপে আন্দোলন করা বিহিত বোধ হয়। আমরা স্পষ্টই

দেখিতেছি যে প্রভু য়েশুর ও তৎপশ্চাদ্বর্ত্তী ভাক্ত খ্রীষ্টগণের মধ্যে কেবল বৈলক্ষণ্য প্রকটিত হইতেছে; কোন দিকে সমতুলনা নাই। প্রবঞ্চকগণ সকলে জানিল যে যিহূদীরা কেবল সাংসারিক উন্নতি ও স্বাধীনতায় প্রয়াস করিতেছিল, তজ্জন্য উহারা উক্ত মঙ্গলময় অভীষ্ট সম্পাদন করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। প্রভু য়েশুও যিহূদী ছিলেন এবং তিনি যিহূদীগণের মনোবাঞ্ছা উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। তবে তিনি কি প্রতিজ্ঞা করিলেন? তিনি তাহাদিগকে তুষ্ট ও তদনুরক্ত করিবার জন্যে একটী সাংসারিক বিষয় কখনো প্রদর্শন করিলেন না, বরং তিনি আপনার শিষ্যগণের বর্ত্তমান দুর্ভাগ্য লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "জগতে তোমাদের ক্লেশ অবশ্যই ঘটিবে।" যোহন, ১৬; ৩৩।

উহাদের ও প্রকৃত খ্রীষ্টের মধ্যে কেমন প্রভেদ।

ভাক্ত খ্রীষ্ট সকলে বলিত, "আমাদিগের অনুবর্ত্তী হও, তাহাতে তোমরা বিপদ ও কষ্ট সকল উল্লঙ্ঘন করিবা।" প্রভু ইহা প্রচার করিতেন, "যে কেহ আমার পশ্চাদ্গামী হইতে বাঞ্ছা করে, সে আপনার সেবা অস্বীকার করুক, এবং দিনে২ আপনার ক্রুশ তুলিয়া আমার পশ্চাৎ আইসুক।" মার্ক, ৮; ৩৪। ভাক্ত খ্রীষ্ট বলিত, "আমরা রোমীয় ইত্যাদি তাবৎ বিপক্ষগণকে পরাস্ত করিয়া যিহূদী

বংশকে সকল জাতির শ্রেষ্ঠ করিব, এবং যিহূদি রাজ্য পৃথিবীস্থ অন্য সকল রাজ্যের উপর প্রাধান্য লাভ করিবে।" প্রভু য়েশু কহিতেন, "আমিও রাজা বটে, কিন্তু জগৎ-সংক্রান্ত রাজা নহি: আমি জগতের মধ্যেই আপন রাজ্য স্থাপন করিব, কিন্তু তাহা জগৎ সম্বন্ধীয় রাজ্য হইবেক না; আমিও স্বীয় ভক্তজন সকলকে তাবৎ শত্রুর উপরে জয়ী করিব, কিন্তু ঐ শত্রুগণ সাংসারিক শত্রু নহে, তাহারা আত্মিক শত্রু, অর্থাৎ শয়তান, জগৎ, ও কুঅভিলাষ ইহারাই।" ভাক্ত খ্রীষ্ট সকল আপনাদেরই সুখ ও সম্ভ্রম অনুসন্ধান করিত; প্রকৃত খ্রীষ্ট যে প্রভু তিনি ঐহিক গৌরব ও মর্য্যাদা পরিহার পূর্ব্বক দুঃখ ও অপমান এবং নিন্দা স্বীকার করিলেন। এক স্থলে লেখা আছে, "তিনি দ্বাদশ শিষ্যকে লইয়া আপনার প্রতি যাহা২ ঘটিবে, তাহা তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, আমরা যিরূশালম নগরে যাইতেছি, তাহাতে মনুষ্য-পুত্র যাজকদের ও অধ্যাপকগণের হস্তে সমর্পিত হইবেন, এবং তাহারা তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিয়া অন্যজাতীয়দের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিবে, এবং তাহারা বিদ্রূপ ও কোড়া প্রহার করিয়া তাঁহার মুখে থুথু দিয়া তাঁহাকে বধ করিবে।" মার্ক, ১০; ৩৩-৩৪। ইহাতে দুই প্রকার অদ্ভুত আমা-

দের দৃষ্টিপথে আইসে, প্রথমে প্রভু তাঁহার ঐ সকল দুর্ঘটনা পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছিলেন; এ মনুষ্যের সাধ্যের অতীত কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু দ্বিতীয় অদ্ভুত এই, তিনি ঐ তাবৎ বিপদ ও দীনতা পূর্ব্বনির্দ্দেশ করিয়াও এক নিমিষের জন্যে তাহাহইতে বিমুখ হইলেন না। ধন্য ত্রাণকর্ত্তা! তুমিই "ধনবান হইলেও আমাদের জন্যে দীন-হীন হইলা, যেন আমরা তোমার দীনতার দ্বারা ধনবান হইতে পারি।" ২ করি ৮: ৯।

প্রভু য়েশুর আর একটী ভবিষ্যদ্বাণী আশ্চর্য্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল, তিনি কহিলেন, "তোমরা সংগ্রামের সংবাদ ও যুদ্ধের আড়ম্বর শুনিবা; আর জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে; এবং স্থানে২ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ও ভূমিকম্প হইবে। এই সকল দুঃখের উপক্রম।" মথি ২৪: ৬, ৭।

প্রভু সংগ্রামাদি দুর্ঘটনা পূর্ব্বনির্দ্দেশ করেন।

প্রভুর শেষ উক্তিতে অবধান করা উচিত। তিনি পূর্ব্বোক্ত সকল দুর্ঘটনা ও কলহ "দুঃখের উপক্রম" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; ইহার ভাব এই, যে যিরূ-শালমের ধ্বংস হইবার অগ্রেই এই ২ বিশেষ লক্ষণ চিহ্নিত হইবে। এ তাবৎ বিপদ যেন শেষ বি-নাশের বায়নাস্বরূপ নিরূপিত হইয়াছিল।

পুরাবৃত্ত পাঠে আমরা বিলক্ষণ অবগত হইতেছি যে প্রভুর উল্লিখিত ঐ সকল ঘটনা উক্ত প্রণাল্যনুক্রমেই ঘটিল। বিশেষতঃ সূরিয়া দেশে ঐ সমুদয় লক্ষণ নিদর্শিত হইয়াছিল। যেখানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ও কলহ হয় নাই, ঐ দেশের প্রায় এমন একটী নগর ছিল না। কৈসরীয়া নগরে যিহূদিগণের ও সূরীয়দের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে বহুকালের জন্যে অতি ভীষণ সংগ্রাম হইল: সেই তুমুল যুদ্ধেতে ন্যূনাধিক ২০০০০ যিহূদী নিপাতিত হইয়াছিল। অন্যত্রে যে সকল যিহূদীগণ এ ভয়ানক সংঘটনের সংবাদ প্রাপ্ত হইল, তাহারা প্রতিহিংসা সাধনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া সর্ব্বত্রে সূরীয়গণের উপরে আক্রমণ করিল; নগরে২ গ্রামে২ উক্ত জাতিদ্বয়ের মধ্যে একেবারে সাংঘাতিক সমরানল প্রজ্বলিত হইল। "জাতির বিপক্ষে জাতি উঠিবে," প্রভুর এ কথাটী সত্যই সম্পন্ন হইল! স্কূথপলিস্ নগরে সর্ব্বশুদ্ধ ১৩০০০ যিহূদী বিনষ্ট হইল; অস্কালোন্ এবং টলিমেস্ নগরের যুদ্ধকালে আরও সহস্র২ যিহূদী হত হইল; দমেষক্ নগরে ১০০০০ যিহূদী খড়্গাঘাতে গ্রাসিত হইল; মিসর দেশে সিকন্দরীয় সহরে তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল; তৎকালে ৫০,০০০

জাতির বিপক্ষে জাতি উঠিল।

অস্কীলোন।

যিহূদী বিনাশগ্রস্ত হইল। বাস্তবিক, ঐ কুটিল ও দণ্ডনীয় বংশের উপরে ঐশ্বরিক ক্রোধবৃষ্টির বর্ষণ যিরূশালমের ধ্বংসের অনেক পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল। তাহারা দয়ালু পরিত্রাতাকে অগ্রাহ্য করিয়া বলিল, "উহার রক্ত আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের উপরে বর্ত্তুক!" তাহাদের এই নিবেদন অবিলম্বেই তাহাদের প্রতি সফল হইতে লাগিল, কিন্তু যেমন প্রভু কহিলেন, উপরোক্ত দণ্ড সকল কেবল উহাদের "দুঃখের উপক্রম।" গত ১৮০০ বৎসরাবধি তাহাদের সন্তানেরা পুরুষে২ ঐ প্রার্থিত দণ্ডের যাতনায় ব্যথিত হইয়া আর্ত্তস্বর করিয়া আসিতেছে।

রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিল।

প্রভু য়েশু আরো কহিলেন "রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে।" পেরীয় রাজ্যস্থ যিহূদিগণ ফিলাদেল্‌ফীয় রাজ্যস্থ লোকদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; পরে যিহূদীরা গালীলদেশস্থ প্রজাগণের সহিত সম্মিলন করিয়া শোমীরোণীয়দের সঙ্গে ভয়ঙ্কর সংগ্রামে ব্যাবৃত হইল। অবশেষে, সমুদয় যিহূদী বংশ সাহস বাঁধিয়া রোমীয়দের কর্ত্তৃত্বের বন্ধন বিসর্জ্জন করণার্থে ঐ দিগ্‌বিজয়ী জাতির সহিত প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল; এবং যে পর্য্যন্ত উহাদের সর্ব্বনাশ না হইল সেই পর্য্যন্ত যিহূদীরা

আত্মঘাতকের তুল্য উক্ত বিনাশক সমরে নিবৃত্ত হইল না।

অধিকন্তু, খ্রীষ্টের কথায় তাৎকালিক রোমীয় সাম্রাজ্যের অবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইল; সর্ব্বত্রে ঐ অতি বিস্তীর্ণ রাজ্যের মধ্যে কেবল গণ্ডগোল, বিদ্রোহ এবং অত্যাচার প্রচলিত ছিল। ইহার একটী চমৎকার প্রমাণ এই যে, নিরো, গালবা, ওথো, আর বীটেলীউস্ এই চারি সম্রাটের প্রত্যেক জন দুই বৎসর কালের মধ্যে বিদ্রোহিগণদ্বারা নিপাতিত হইয়াছিল।

তৎসময়ে সাম্রাজ্যের অতীব অস্থিরতা এবং গণ্ডগোল হইল।

অপর, প্রভু কহিলেন যে, "স্থানে২ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইবে" তাহাও সিদ্ধ হইল। পুরাবৃত্তে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে তৎকালে যিহূদা ও তন্নিকটবর্ত্তি সমুদয় দেশে অত্যন্ত অসহ্য আকাল এবং মহামারীর প্রাদুর্ভাব ছিল। বিশেষতঃ ক্লোদীয় কৈসর নামক সম্রাটের রাজত্ব-কালে ইহা ঘটিল। তৎসময়ের এবম্প্রকার দুরবস্থা প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণের ১১ অধ্যায় ২৮ পদে উপলক্ষিত আছে। সূইটোনীয়স্ ইত্যাদি নানা রোমীয় গ্রন্থকার উক্ত দুর্দশাগ্রস্ত কালের বৃত্তান্ত রচনা করিয়া গিয়াছেন। যিহূদী দেশের যে দুর্ভিক্ষ

স্থানে২ নিদারুণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইল।

হইল তাহার বিশেষ কারণ এই, কালিগুলা নামা সম্রাট যিহূদীদিগকে আপনার প্রস্তরময় মূর্ত্তি দেবতা জ্ঞানে সমাদর পূর্ব্বক উহাদের পবিত্র মন্দিরে স্থাপন করিতে আদেশ করিল। যিহূদীরা এমন জঘন্য ও নিকৃষ্ট কার্য্য করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইল ; তাহারা সম্রাটের ঐ কুকল্পনা নিবারণার্থে সৈন্যাবদ্ধ হইয়া অসাধারণ পৌরুষ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিল, এবং তাহারা চরিতার্থ হইল; ঐ ঘৃণার্হ মূর্ত্তি কখনো মন্দিরে স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু তাবৎ প্রজাগণ সংগ্রামে নিবিষ্ট থাকাতে কৃষি কার্য্য করিতে অবকাশ পাইল না; তৎকারণে অগত্যা শস্যের অভাব হয়; ক্রমশঃ অতি-শয় নিদারুণ দুর্ভিক্ষ প্রকটিত হইল; এবং শেষে ঐ দুর্ভিক্ষহইতে আবার ভয়ানক মহামারী উৎপন্ন হইয়া অগণ্য লোকদিগকে গ্রাসিয়া ফেলিল।

পুনশ্চ, প্রভু য়েশু তাৎকালিক আর এক চিহ্ন নিরূপণ করিলেন, তিনি বলিলেন যে "স্থানে২ ভূমিকম্প হইবে।" এ কথাটীও সম্পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ইহার অনেক বিশ্বাস্য সাক্ষী আছেন। জোসীফস্ যিহূদা দেশ সংঘটিত এমন একটী ভূমি-কম্পের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। টাসিটস্ ও সুইটোনীয়স্ দুই জন রোমীয় লেখকও লিখিয়াছেন যে

প্রভুর বাক্যানুসারে স্থানে২ ভূমিকম্প হইল।

তৎসময়ে রোম নগরে দুই বার ভূমিকম্প হই-য়াছিল। ফিলষ্ট্রেটসও তদ্রূপ প্রমাণ দিয়াছেন; তিনি আপলোনায়ের জীবন চরিত্রের মধ্যে অমনি ইহা উল্লেখ করিয়াছেন যে ক্রীট, স্মূর্না, মেলিটস, খাইয়স্, সেমস ইত্যাদি নানা স্থানে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প ঘটিয়াছিল। ইহাতে যিহূদী ও ভিন্নজাতীয় গ্রন্থকারেরা অজ্ঞাতসারে উঠিয়া প্রভু য়েশুর দিব্য জ্ঞান বিষয়ক অকাট্য প্রমাণ দি-তেছেন।

এতদ্ব্যতীত কএকটী অলৌকিক বিশেষ ঘটনা ঘটিবে, প্রভু য়েশু ইহাও স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করি-লেন; তাঁহার উক্তি এই, "আর আকাশমণ্ডলে ভয়ঙ্কর ও মহাশ্চর্য্য লক্ষণ প্রকাশিত হইবে।" লূক ২১; ১১। পূর্ব্বোক্ত জোসীফস্ পুনশ্চ য়েশুর বিচিত্র বাক্যের সত্যতার সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান হইতে-ছেন; তিনি খ্রীষ্টের শিষ্য ছিলেন না এবং খ্রীষ্টের পূর্ব্বোল্লেখের বিষয়ে নিতান্ত অপরিজ্ঞাত ছিলেন, তথাচ তিনি উত্থাপিত বাক্যের সফলতা সপ্রমাণিত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যিরূশালমের ধ্বং-সের অনেক দিন পূর্ব্বে নানা প্রকার বিস্ময়জনক অসাধারণ লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছিল। সম্পূর্ণ এক বৎসর ব্যাপিয়া যিরূশালমের উপরে আকা-

নানা অলৌকিক ঘটনার বার্ত্তাও সিদ্ধ হইল।

শমণ্ডলে স্থিত এক ঝুলিত খড়্গ প্রকটিত ছিল। আর বার তিনি লিখেন যে সময়ে২ গগণমণ্ডলে যেন শ্রেণীবদ্ধ দুই সৈন্য অতি ভীষণ সাংঘাতিক যুদ্ধে ব্যাবৃত হইতেছে এমন চমৎকার দর্শন নিদর্শিত হইল। একদা ঘোর রাত্রিযোগে হঠাৎ মধ্যাহ্নকালের ন্যায় অত্যন্ত তেজস্কর এক জ্যোতিঃ মন্দিরকে পরিবেষ্টন করিয়া দেদীপ্যমান করিল। অতঃপর, পঞ্চাশত্তমী পর্ব্বের সময়ে যখন যাজকগণ মন্দিরের পবিত্র নামক স্থানে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখনই অসংখ্য লোকজনতার নিনাদ তুল্য এক বাণী শ্রুত হইয়াছিল যথা, “ আইস আমরা এখানহইতে প্রস্থান করি !” অধিকন্তু পবিত্র নগরের বিনাশ হওনের সাত বৎসর অগ্রে এক সামান্য কৃষক আপন গৃহ, ক্ষেত্র, কার্য্য সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিরূশালমে আইসে; হতবুদ্ধি কি ভূতগ্রস্তের ন্যায় সে অনবরত নগরে পরিভ্রমণ করত একমাত্র বিলাপোক্তি উচ্চারণ করিয়া চেঁচাইত, যথা, “ হায়২ যিরূশালমকে ধিক্ ! যিরূশালমকে ধিক্ !”। নগরের শাসনকর্ত্তৃগণ তাহাকে ধরিয়া অতিশয় নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিয়া নিস্তব্ধ রাখিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের উদ্যোগ সকল বৃথা; মুক্ত হইবামাত্রেই সে পুনর্ব্বার যেন এক অস্থির ভূতদ্বারা পরিচালিত হইয়া “ হায়২

যিরূশালমকে ধিক!” ইহা চীৎকার করিতে লাগিল। অবশেষে রোমীয় সৈন্যদ্বারা নগর পরিবেষ্টিত হয়; দিনে২ চতুর্দ্দিকে তুমুল যুদ্ধের কল্লোলধ্বনি শুনা যায়; এবং তৎসময়েও দিবা-রাত্রি পথে২ ঐ দুর্ভগার ত্রাসযুক্ত শব্দও ভয়াকুল নিবাসিগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইত। অপর এক দিন অকস্মাৎ ঐ ক্ষিপ্তের নিকটবর্ত্তি লোকেরা তাহার শব্দান্তর শ্রবণ করে, “হায়২ আমাকে ধিক্,” সে হঠাৎ এরূপ চেঁচাইতে লাগিল; এবং তৎক্ষণাৎ রোমীয়দের দ্বারা নিক্ষিপ্ত এক প্রকাণ্ড প্রস্তর তাহার মস্তকে পড়িয়া তাহাকে বিনষ্ট করিল।

এ স্থলে কেহ২ আপত্তি করিয়া বলিতে পারে যে “জোসীফস্ এমন অদ্ভুত ঘটনাদির বিষয়ে লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু এরূপ অলৌকিক ব্যাপার অসম্ভব, ইদানীন্তন এতদ্রূপ সংঘটন কুত্রাপি কখনো ঘটে না, কেনই বা ঐ সময়ে এমন ঘটিয়াছিল?”

তদ্বিষয়ক একটী আপত্তির উল্লেখ ও প্রত্যুত্তর।

ইহার প্রত্যুত্তরে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে উপরোক্ত ঘটনা সকল যদি বাস্তবিক ঘটিয়া না থাকে তবে জোসীফস্ কি অভিপ্রায়ে তাহা মিথ্যা করিয়া কল্পনা করিলেন? তিনি খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন

না, তবে খ্রীষ্টের উক্তি প্রতিপন্ন করণার্থে উহাতে প্রবৃত্ত হন নাই। অধিকন্তু তিনি অতি পূর্ব্বকা-লীন কোন জনরব ইহাতে রচনা করেন নাই, বরং আপনারই বর্ত্তমান সময়ে যাহা২ ঘটিয়াছিল ও যাহার সত্যতার বিষয়ে তৎকালে সহস্র২ সাক্ষী বিদ্যমান ছিল, তিনি এমন প্রমাণসিদ্ধ বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। আরো যদি আমরা এক বার বিবেচনা করি, যে উক্ত ঘটনার সময় যিহূদীদের পক্ষে কেমন গুরুতর সময় ছিল, এবং ঈশ্বর পূর্ব্বে তাহাদিগের উপলক্ষে কত বার কত অলৌকিক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন, এ তাবৎ বিষয় আন্দোলন করিলে আমরা কখনো উপরিলিখিত ঘটনাদি সকল অসম্ভব বলিয়া অগ্রাহ্য করিব না। যিহূদিগণের শেষগতির সময়ে অবশ্যই অসাধারণ ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল; এবম্প্রকার ঘটনা ঘটিবেই, প্রভু য়েশু ইহা স্পষ্ট বলিয়াছিলেন; এবং জোসীফস্ বিলক্ষণ প্রমাণ দিয়াছেন যে তদ্রূপ বাস্তবিক ঘটিল। কিন্তু জোসীফস্ ভিন্ন এ বিষয়ের আর এক সাক্ষী আছেন, প্রসিদ্ধ রোমীয় গ্রন্থকার টাসিটসও আপনার রচনার মধ্যে এরূপ লিখিয়াছেন, যে যিরূশালমের বিনাশ-কালে নানাবিধ দেব-সঙ্কল্পিত অদ্ভুত সংঘটন ঘটিয়াছিল। তবে এ স্থলে সুপণ্ডিত

যোর্টন্ সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হওয়া আমাদের নিতান্ত উচিত যথা, "যাদৃশ জোসীফস্ ও টা-সিটস খ্রীষ্টের পূর্ব্বোল্লেখের সত্যতা প্রতিপন্ন করে তাদৃশ খ্রীষ্টের পূর্ব্বোল্লেখ ঐ ইতিহাসবেত্তাদ্বয়ের রচনা অবিকল ও সত্য প্রমাণিত করে।"

উক্ত বিষম কাল সংক্রান্ত প্রভুর উত্থাপিত আর একটী বিশেষ চিহ্ন আছে; তিনি কহিলেন, "আর তাবজ্জাতীয় লোকের প্রতি সাক্ষ্য হইবার নিমিত্তে রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় জগতে প্রচার করা যাইবে, পরে যুগান্ত উপস্থিত হইবে:" মথি ২৪; ১৪। এ লক্ষণটী অতি বিচিত্র ও আমা-দের সম্পূর্ণ বিবেচ্য। প্রভু য়েশু যে এমন বিষয় কখনো প্রসঙ্গ করিলেন ইহা অতিশয় বিস্ময়জনক এবং তাঁহার এই বাক্যটী যে সম্যক্-রূপে সিদ্ধ হইল এ দুই বিষয় অবি-শ্বাসিদের পক্ষে নিতান্ত কঠিন ও অপ্রতিবাদনীয়।

প্রভুর উক্ত আর একটী বিচিত্র লক্ষণ।

তৎপ্রসঙ্গকালে খ্রীষ্টের কিরূপ দশা ছিল। তাঁহার জীবনান্ত প্রায় উপস্থিত ছিল; তেত্রিশ বৎসরা-বধি তিনি যিহূদা দেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিত্র এমন নিশ্ছিদ্র ও নির্দোষ ছিল যে কেহ কখনো তাঁহার কলঙ্ক দেখাইতে পারিল না; এবং তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশ এমত সুন্দর ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল যে তাঁহার বিপক্ষগণ

পর্য্যন্ত স্বীকার করিল যে “তাঁহার মুখহইতে নির্গত যে বাক্য কোন মনুষ্য কখনো এমন উত্তম বাক্য প্রয়োগ করে নাই।” কিন্তু এ সকলের কি ফল দর্শিয়াছিল? প্রভু কি লোকসমাজে সম্মানিত হইয়াছিলেন? এবং তিনি যে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, সে ধর্ম্ম কি তাৎকালিক লোকদের গ্রাহ্য ও প্রীতিকর হইয়াছিল? তাহা দূরে থাকুক, ত্রাণকর্ত্তা আপনি তৎসময়ে অধিকাংশ লোকের অবজ্ঞাভাজন ছিলেন, কতিপয় দীনহীন সামান্য শিষ্য ব্যতিরেকে তাঁহার পক্ষীয় ও মান্যকারী আর কেহই ছিল না; অধিকন্তু প্রভুর প্রচারিত ত্রাণদায়ক ধর্ম্মের প্রতি প্রায় তাবৎ যিহূদীরা অপরিসীম বিদ্বেষ করিয়া তাহা উচ্ছিন্ন করণে প্রাণপণ করিল। তবে কেমন? খ্রীষ্ট আপনি যাবজ্জীবনে যে কার্য্য সাধন করিতে অক্ষম ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে অন্যেরা উঠিয়া তাঁহার পক্ষে তাহা সম্পন্ন করিবে, কি কেহ এরূপ আশা করিতে পারিত? অতঃপর যেশু আপনি যিহূদী হইয়াও আপনার প্রতি স্বজাতীয়দের বিশ্বাস ও অনুরাগ জন্মাইতে অক্ষম ছিলেন, তবে ভিন্নজাতীয় উদ্ধত ও অভিমানী গ্রীক এবং রোমীয়েরা ভক্তিভাবে তাঁহাকে গ্রাহ্য করিবে ইহার সম্ভাবনা কি? যিহূদীরা তাঁহাকে অগ্রাহ্য

করিয়া ক্রুশার্পণ করিয়াছে, তবে অপর জাতীয়েরা ঐ অভিশপ্ত ক্রুশার্পিত ব্যক্তিকে ঈশ্বরজ্ঞানে সমাদর করিবে, কেহ কি সপ্নেও এমন কখনো দেখিয়াছে? সে যাহা হউক, ঐ তাড়িত পরিত্যক্ত ঘৃণাস্পদ যে য়েশু, তিনি অকুতোভয়ে ও মুক্তকণ্ঠে ইহা প্রচার করিলেন যে যিরূশালমের ধ্বংস না হইতে হইতেই তাঁহার ধর্ম্ম "তাবজ্জাতীয়দের নিকটে ও সমুদয় জগতের মধ্যে ঘোষিত হইবে।" তিনি অনিশ্চিতভাবে কি অস্পষ্টরূপে ইহা প্রস্তাব করেন তাহা নয়: "অবশ্যই হইবে" তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ইহা কহিলেন; আরো তিনি অত্যন্ত ভবিষ্যৎ কোন কাল নির্দ্দেশ করেন নাই; ৩৭ বৎসর মাত্র উপলক্ষিত আছে, অর্থাৎ তাঁহার মরণ অবধি যিরূশালমের ধ্বংস পর্য্যন্ত যে কাল এতৎকালের মধ্যে ত্রাণসূচক মঙ্গলবার্ত্তা সর্ব্বত্রে প্রচারিত হইবে। কিন্তু অদ্ভুতের অদ্ভুত এই, যাহাদের উদ্যোগদ্বারা তাঁহার ধর্ম্ম এত অল্পকালের মধ্যে সর্ব্বদেশে ব্যাপিবে, প্রভু তাঁহার শিষ্যগণকে এরূপ সম্বোধন করিয়া চেতনা দিলেন, "লোকেরা তোমাদিগকে শত্রুহস্তগত করিবে; এবং বধও করিবে; আর আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা তাবজ্জাতীয় লোকের নিকটে ঘৃণাস্পদ হইবে।" মথি ২৪; ৯।

এই শেষ কথাতে য়েশুর পূর্ব্বোক্তি যার পর নাই সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব প্রকটিত হইতেছে; তিনি বলিতেছেন যে তদীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ অপমানিত ও নিপাতিত হইবেক, তবুও উক্ত ধর্ম্ম অবশ্য সমুদয় জগতে প্রচারিত হইবে। বোধ করি প্রভুর শিষ্যগণ আপনারাই এতাবৎ বিষয় পরস্পর বিরুদ্ধ ও অসম্ভাবিত জ্ঞান করিলেন। তবে আমাদের সিদ্ধান্ত কি? ফলতঃ, সকল পাঠকের স্বীকার্য্য এই, যে উক্ত বাণী কখনো সাধারণ অনুভবের উক্তি হইতে পারে না, সুতরাং ঈদৃশ বাণী ঘটনানুক্রমে সফল হইলেই খ্রীষ্ট ভবিষ্যৎ জ্ঞানানুসারে তাহা ব্যক্ত করিলেন সন্দেহ নাই।

উক্ত অসম্ভাবিত প্রস্তাবটী সিদ্ধ হইল।

এ বিষয়ে পুরাবৃত্তে কীদৃশ প্রমাণ পাওয়া যায়? উহাতে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে যিরূশালমের পতন হইবার পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সূরিয়া, ক্ষুদ্র আশিয়া, গ্রীস্, ইটালি, স্পেন্ প্রভৃতি অনেক দেশের প্রায় সর্ব্বাংশে প্রচারিত হইয়াছিল; শুদ্ধ তাহা নয়, কিন্তু দক্ষিণ দিক্স্থিত আফ্রিকা খণ্ড ও উত্তরাঞ্চলস্থ স্কূথিয়া নামক জনপদ ও পূর্ব্ব দিকের অতি দূরস্থ পার্থীয় ও ভারতবর্ষ এ সমুদয় ভিন্ন ও অত্যন্ত বিস্তীর্ণ দেশ পর্য্যন্ত পরিত্রাণের মনো-

রঞ্জক দৈববাণী মানবগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তৎসময়ে পৃথিবীর যত অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তৎসমুদয় স্থলে সুসমাচাররূপ প্রতিধ্বনি শুনা গেল।

সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী যে রোম নগর তথায় মঙ্গলবার্ত্তা কেবল প্রচারিত হয় নাই, ভূরি২ লোক তাহা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং নির্ভয়ে আপনাদিগকে খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। অবশেষে তন্নগরনিবাসিদের মধ্যে খ্রীষ্টীয়ান সমাজের এত সমৃদ্ধি হইতে লাগিল যে রাজকীয় লোকেরা তাহার জন্যে অতিশয় ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। পরে যখন দুষ্ট নীরো নামক সম্রাট আপনি রাজধানী দগ্ধ করিতে উপক্রম করিয়াছিল, তখন সে আত্মদোষ লুকাইবার জন্যে ঐ ঘৃণিত বহুসংখ্যক খ্রীষ্টীয়ানদের উপর দোষারোপ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অতি ভীষণ তাড়নানল প্রজ্বলিত করিল। এতাবৎ সংঘটন যিরূশালমের বিনাশ হইবার পূর্ব্বেই ঘটিল। *

* বিথুনায় প্রদেশের শাসনকর্ত্তা যে প্লিনি, তিনি যিরূশালমের ধ্বংসের ২৩ বৎসর পরে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও আমাদের বিবেচ্য। তিনি রোমীয় সম্রাটের প্রতি খ্রীষ্টীয়ানদের বিষয়ে এক পত্র লিখিয়া বলেন যে “আমার অধিকারের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ বহুসংখ্যক লোক তম্মতাবলম্বী হইয়াছে; এবং উক্ত ধর্ম্ম কেবল

অধিকন্তু, সাধু পৌলও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিতেছেন। তিনি যিরূশালম ভূমিসাৎ হওনের ৫, ৬ বৎসর পূর্ব্বে কলসীয় মণ্ডলীর প্রতি এরূপ লেখেন যে "ঐ সুসমাচার আকাশমণ্ডলের নীচস্থ তাবৎ জগজ্জনের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে।" কলস ১; ২৩। তাহার ৪, ৫ বৎসর অগ্রে তিনি রোমীয়দের প্রতি পত্র লিখিয়াছিলেন; ধর্ম্মপ্রচারক ও শ্রোতৃবর্গের বিষয়ে তিনি এরূপ উক্তি প্রয়োগ করেন, "তবে আমি বলি, তাহারা কি শুনিতে পায় নাই? অবশ্য শুনিয়াছে, যেহেতুক তাহাদের স্বর সর্ব্ব দেশে, ও তাহাদের বক্তৃতা পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়াছে।" রোম ১০; ১৮। এতাবৎ প্রমাণে আমরা বিলক্ষণ অবগত হইতেছি যে প্রভুর পূর্ব্বোল্লেখ যত অসম্ভব বোধ হউক না কেন, তাহা অবিকলরূপে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

এতদ্বিষয়ে সাধু পৌল প্রদত্ত প্রমাণ।

প্রধান ২ নগরে সংস্থাপিত হয় নাই, পল্লীগ্রাম পর্য্যন্তই উহার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।" ইহা সকলের বিদিত আছে যে কোন নূতন মত কি জনরব উত্থাপিত হইলে তাহা আদৌ প্রসিদ্ধ নগর সমুদয়ের মধ্যে ব্যাপে তৎপশ্চাৎ উহা ক্ষুদ্র ২ গ্রামে শ্রুত হইয়া যায়; তবে প্লিনির উল্লিখিত বাক্যের ভাব এই যে, ঐ খ্রীষ্টীয় মত দূরস্থিত ও দুর্গম্য গ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছে বলিয়া সম্রাট অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন যে সর্ব্বত্রেই তাহার অসামান্য প্রাদুর্ভাব অবশ্য ঘটিয়া থাকিবে।

আমরা যিহূদী বংশ সম্বলিত যে সকল ভবিষ্যদ্বাণীর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে পাঠকগণের নানাবিধ শিক্ষা ও চেতনা জন্মিতে পারে। প্রথমে, ঈশ্বরোক্তি সকল কেমন দৃঢ়, অক্ষয়ণীয়, এবং চিরস্থায়ী, এই বিষয়টী যেন অতি প্রখর ও তেজস্বী অক্ষরে বিরচিত হইয়া আমাদের দৃষ্টিপথে প্রকাশমান হইতেছে। অধিকন্তু, এতাবৎ ব্যাপারের মধ্যে ঈশ্বরের অনুপম দয়া এবং যথার্থতা অত্যন্ত চমৎকার রূপে উপলক্ষিত হইয়াছে। তিনি অন্য সকল জাতির মধ্যহইতে ইস্রায়েল বংশকে মনোনীত করিয়া অশেষ ভাবে তাহাদের প্রতি তদীয় প্রণয় ও প্রসন্নতা প্রকাশ করিলেন। তিনি তাহাদিগের কৌটিল্যের নিবারণার্থে ও তাহাদের কুস্বভাব সংশোধনার্থে কত বার কত প্রকার উপায় নিয়োগ করিলেন! এবং ১৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি ক্ষান্তশীল হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। তাহাদিগের মন উৎকর্ষ ও চেতনাযুক্ত করিবার জন্য তিনি বারম্বার সুভক্ত ও ঈশ্বরপরায়ণ প্রবাচকগণকে প্রেরণ করিলেন; কখনো বা তিনি তাহাদের শাসনার্থে উহাদিগকে নিদারুণ ও নৃশংস শত্রুদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু তাহারা শেষ পর্য্যন্ত অবাধ্য ও বিপথ-

পূর্ব্ব প্রস্তাবিত বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের কি চেতনা জন্মে।

গত ১৮০০ বৎসরের মধ্যে যিহুদীদের কি চমৎকার গতি!

গামী রহিল। ক্রমশঃ উহাদিগের পাপ-পরিমাণের অশেষ বৃদ্ধি হইতে লাগিল; পরিশেষে তাহারা গৌরবান্বিত মশীহ ত্রাণকর্ত্তাকে ক্রুশার্পণ করাতেই আপনাদের পাপ পরিপূর্ণ করিল ও ঐশ্বরিক ধৈর্য্যের সীমাও অতিক্রম করিল; তৎপরে তাহারা ঈশ্বরত্যক্ত ও অভিশপ্ত বংশের তুল্য হইয়া এ ১৮০০ বৎসর অবধি সমুদায় দেশে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক যথোচিত দণ্ড ভোগ করিয়া আসিতেছে। এতাবৎ কালের মধ্যে তাহাদের কি অদ্ভুত গতি! তাহারা পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপিয়াছে; সর্ব্বত্রে তাহাদের অবস্থিতি হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্রে তাহারা বিদেশী; তাহারা কোন দেশ স্বদেশ বলিয়া মানে না; তাহারা জগজ্জনের তাবৎ বংশের মধ্যবর্ত্তী এবং সকলের সহিত তাহারা ব্যবসায় বাণিজ্যাদি সাধন করে, কিন্তু তাহারা বংশপরম্পরায় পৃথক্‌ভাবে রহিয়াছে, অন্য কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশ্রিত হয় নাই। পুরাবৃত্তপাঠে আমরা অবগত হইতেছি যে তাহারা প্রায় সতত সর্ব্বলোকের অবজ্ঞাভাজন, এবং পুনঃপুনঃ তাহাদের বিরুদ্ধে অতি বিষম নাশজনক তাড়না ঘটিয়াছে, তবুও তাহারা বিনষ্ট হয় নাই; তাহারা ইদানীন্তন বিদ্যমান থাকাতে ঈশ্বরের যথার্থ

ক্রোধস্বরূপ চিহ্ন হইয়া ভূমণ্ডলস্থ মানবজাতি সকলের উপদেশ প্রদানার্থক দৃষ্টান্ত নিযুক্ত হইয়াছে।* হায়, যেন ইস্রায়েলীয়দের ঘটিত

---

* অসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী উত্থাপন করা আমাদের অভিপ্রায় নহে; কিন্তু আমাদের অবশ্য বক্তব্য এই যে উপরিলিখিত কারণ ব্যতীত যিহূদীদের বর্ত্তমান থাকনের আরো গুরুতর হেতু আছে। ঈশ্বর যে তাহাদিগকে এমন আশ্চর্য্যরূপে এখন পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছেন ইহাতে তাহাদের প্রতি তাঁহার দয়াসূচক অভিসন্ধি প্রকটিত হইতেছে সন্দেহ নাই। ঐ যে সকল পুরাকালীয় জাতিবর্গ যিহূদিগণকে তাড়না করিয়াছিল তাহারা কোথায়? আর যে সকল ঐশর্য্যবান ও সুখ্যাত্যাপন্ন সাম্রাজ্য পূর্ব্বে অবনীমণ্ডলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিত তাহারাই বা কোথায়? মিস্রীয়, অসুরীয়, বাবিলোনীয়,রোমীয় এ সমুদয় প্রগল্ভিত ও অভিমানী জাতিবৃন্দের কি চিহ্ন রহিয়াছে? তাহারা ও তদ্রাজ্যসমূহ লোপ হইয়াছে। উক্ত জাতিগণের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে; তাহারা অপর জাতিদের সহিত মিশাইয়া পূর্ব্বকালীন বংশীয় সম্বন্ধ একেবারে নিরাকরণ করিয়াছে। কিন্তু কি অদ্ভুত! যে জাতির বিনাশসাধনে সকলে প্রাণপণ করিয়াছে ও যে জাতি ১৮০০ বৎসরাবধি বিপক্ষগণের মধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া নিত্য বিনাশের সম্মুখস্থ রহিয়াছে সেই জাতি নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে! সমুদ্রের শৈলের উপর স্থাপিত স্তম্ভ যেমন চিরদিন প্রচণ্ড বায়ু ও অস্থির তরঙ্গের মধ্যে নিশ্চল ও সুস্থির থাকে, তদ্রূপ যিহূদী বংশ পৃথিবীস্থ অন্যান্য বিচলিত ও উচ্ছিন্ন জাতিবর্গের মধ্যে অপরিবর্ত্তিত এবং অবিনাশ্য থাকে। ঈশ্বর ভাবিকালীন কোন প্রসিদ্ধ কারণে উহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন,আর তিনি তাহাদিগের প্রতি ও তাহাদিগের দ্বারা আপনার অতি বিচিত্র কল্পনা ইহার পরে সম্পন্ন করিবেন সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে আর একটী ভবিষ্যদ্বাণী অবিকলরূপে সম্পাদিত হইতেছে। ঈশ্বর ২৩০০ বৎসর পূর্ব্বে এই উক্তি উচ্চারণ করিলেন, "হে আমার দাস যাকূব, তুমি ভয় করিও না, কেননা আমি তোমার সঙ্গে২ থাকিব; আমি

ভীষণ দণ্ডের সন্দর্শনে প্রত্যেক পাঠক সতর্ক ও প্রবুদ্ধ হইয়া উঠেন, "পাছে তিনিও এমন অবিশ্বাসের উদাহরণ রূপে পতিত হন।" ইব্রীয় ৪; ১১।

যিহূদা দেশ।

ইতিপূর্ব্বে আমরা কেবল যিহূদী বংশ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু উক্ত বংশ ব্যতীত তদীয় দেশ বিষয়ক অনেকানেক ভাবীসূচক বাক্য অতি বিচিত্ররূপে সম্পূর্ণ করা হইয়াছে; ঐ তাবৎ উক্তির উচ্চারণ ও ব্যাখ্যা না করিয়া এ অধ্যায় সমাপ্ত করা বিহিত বোধ হইতেছে না।

আদৌ ঈশ্বর যাদৃশ আমাদের আদি পিতামাতার পাপ প্রযুক্ত ভূমির অভিসম্পাত নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাদৃশ তিনি অনাজ্ঞাবহ ও দুরাচারি ইস্রায়েলদিগের দোষের উপলক্ষে তাহাদের দেশের উপর নানাবিধ অভিশাপ বিধান করিলেন। যিহূদীরা উহাদের জন্মভূমিহইতে বহিষ্কৃত হইলে পরে যেমন পুরুষে২ দণ্ডের চিহ্নে

যে সকল জাতিদের মধ্যে তোমাকে দূর করিয়াছি তাহাদের সর্ব্বনাশ করিব, কিন্তু তোমার সর্ব্বনাশ করিব না; তথাপি তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি দিব, অদণ্ডিত রাখিব না।" যিরিমিয় ৪৬; ২৮।

চিহ্নিত হইবে, তদ্রূপ ঐ যে দেশে তাহাদের ভয়ঙ্কর পাপ সম্পাদিত হইয়াছিল সেই দেশেরও নিত্য ২ অভিশাপের লক্ষণ প্রত্যক্ষ থাকিবে, ঈশ্বর নানা ভবিষ্যদ্বাণীতে ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পালেষ্টাইন দেশের পূর্ব্বকালীন সৌন্দর্য্য ও উৎকৃষ্টতা।

যে সময়ে ইস্রায়েলেরা অধিকারার্থে পালেষ্টাইন দেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তৎসময়ে উহা কেমন উর্ব্বরা ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা ধর্ম্মগ্রন্থে অতি বিলক্ষণরূপে প্রকাশিত আছে। এক স্থলে তাহা "দুগ্ধ মধু প্রবাহি দেশ বলিয়া বিখ্যাত হয়।" আর বার লেখা আছে যে "সেই দেশের প্রতি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের মনোযোগ আছে, এবং তাহার প্রতি বৎসরের প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত নিরন্তর তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের দৃষ্টি থাকে।" দ্বিতীয় বিবরণ ১১; ১২।

অধিকন্তু, ইস্রায়েল বংশ ঈদৃশ সুন্দর দেশে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে যখন তাহারা প্রান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছিল, এমন সময়ে ঈশ্বর এরূপ চেতনাদায়ক বাক্য প্রয়োগ করিলেন, "পরমেশ্বর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে ও তাহাদের বংশকে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছিলেন, সেই দুগ্ধ মধু প্রবাহি দেশে তোমাদের দীর্ঘকাল অব-

ঐ দেশ বিষয়ক চেতনা-প্রদায়ী বাক্য।

স্থিতি হইবে। আর আমি অদ্য তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিতেছি, তোমরা যদি মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা পালন করিয়া আপন সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সহিত আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম ও সেবা কর, তবে আমি উপযুক্ত সময়ে, অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষাতে তোমাদের দেশে বৃষ্টি দান করিব, তাহাতে তোমরা আপন২ শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈল সংগ্রহ করিতে পারিবা; এবং তোমাদের পশুগণের নিমিত্তে ক্ষেত্রে তৃণ দিব; তাহাতে তোমরা ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হইবা; সাবধান, তোমাদের মন ভ্রান্ত না হউক, তোমরা পথ ছাড়িয়া ইতর দেবগণের সেবা করিয়া তাহাদিগকে প্রণাম করিও না, করিলে পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া আকাশ রোধ করিবেন, তাহাতে বৃষ্টি হইবে না, ও ভূমি নিজ ফল প্রদান করিবে না, এবং তোমরা পরমেশ্বরদত্ত সেই উত্তম দেশহইতে ত্বরায় উচ্ছিন্ন হইবা।" দ্বিতীয় বিবরণ ১১; ৯, ১৩—১৭।

এ কেমন গম্ভীর বক্তৃতা! এ কি অসাধারণ হিতোপদেশ! ইহাতে দয়া ও ক্রোধরূপ বিভিন্ন শব্দ যেন পার্শ্বে২ প্রতিধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতেছে। হায়! ইস্রায়েলের সন্তানগণ যদি এই ঐশ্বরিক

শিক্ষানুসারে সাবধান হইয়া ধর্ম্মপথগামী হইত, তাহা হইলে তাহারা প্রতিশ্রুত মঙ্গল সকল ভোগ করিয়া উত্থাপিত অমঙ্গলহইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত থাকিত। কিন্তু তাহারা পরাঙ্মুখ হইল, এবং ঈশ্বর-প্রদত্ত তাবৎ চেতনা অবহেলা পূর্ব্বক পাপময় বিনাশ-যোগ্য পথে ধাবমান হইল; তাহাতে পূর্ব্বোক্ত অমঙ্গল সকল তাহাদের ও তাহাদের দেশের প্রতি সফল হইয়া উঠিল।

তবে আইস, ঈশ্বরোক্ত অভিসম্পাত সকল ঐ পরমসুন্দর কিনান্ দেশের প্রতি কি অদ্ভুত-রূপে সাধিত ও সম্পূর্ণ হইল তাহা দেখি।

প্রথমতঃ, সেই রমণীয় জনপদ তন্নিবাসিদের পাপ হেতুক শূন্য, বিশ্রী, ও ভ্রষ্টাবস্থায় পতিত হইবেক, পরমেশ্বর নিম্নলিখিত কথায় ইহা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিলেন

দেশ শূন্য ও বিশ্রী হইবে।

যথা "আমি তোমাদের নগর শূন্য করিব, ও তোমাদের পবিত্র স্থান সকল অরণ্য করিব, ও তোমাদের সৌগন্ধির গন্ধ ঘ্রাণ করিব না, এবং তোমাদের দেশ মরুভূমি করিব, ও তদ্দেশবাসি তোমাদের শত্রুগণ তদ্বিষয়ে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবে।" লেবীয় ২৬; ৩১, ৩২।

ঈশ্বর-বক্তৃস্বরূপ যে মুসা তিনি ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে এ বাক্যটী উল্লেখ করিয়াছিলেন; তবে এ উক্তির

সহিত ঐ দেশের সংঘটন ও দশা কি পর্য্যন্ত মিলে? বাস্তবিক, সম্পূর্ণ এবং অবিকল সংমিলন আমাদের দৃষ্টিপথে আইসে; ঐ বচনরূপ চিত্রপটের সহিত পালিষ্টাইন দেশের বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা দিলে একেবারে আশ্চর্য্য ঐক্য ও সাদৃশ্য প্রকটিত হয়।

পাঠকগণের স্মরণে রাখা আবশ্যক যে পূর্ব্বকালে উক্ত দেশ সমুদয়, বিশেষতঃ তন্মধ্যস্থিত যিহূদা প্রদেশ, অত্যন্ত ফলবান ও লোকাকীর্ণ ছিল; এবং তাহার মধ্যে অসাধারণ গৌরব ও সৌষ্ঠব বিশিষ্ট ভূরি২ এমন গুরুতর নগর সংস্থাপিত ছিল। ইদানীন্তন ঐ তাবৎ শহরের পূর্ব্বকালীন ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের যথেষ্ট চিহ্ন প্রকাশমান হইতেছে; কিন্তু এ সকল চিহ্ন কেমন ও কিরূপ? তাহা এই; চতুর্দ্দিগে যত দূর অবধি দৃষ্টিক্ষেপ হয়, তথায় অতি বিস্তীর্ণভাবে ঐ নগর সমূহের সুনির্ম্মিত স্তম্ভ ও প্রাচীরাদি রাশীকৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। পর্য্যটনকারী সকলে একচিত্তে স্বীকার করেন যে প্রস্তাবিত ভবিষ্যদ্বাণী যেমন বলে যে "তোমাদের নগর সকল শূন্য হইবে ও তোমাদের দেশ মরুভূমি হইবে।" ঠিক তদ্রূপ ঘটিয়াছে। অনেকানেক সুপ্রসিদ্ধ নগর এমন শূন্য হইয়াছে যে তাহাদের চিহ্নমাত্র কিছুই আর

রহিল না, এবং কোথায় বা তাহারা স্থাপিত ছিল ইহা নিতান্ত অনিশ্চয় ও বিতণ্ডার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। কফর্নাহূম, বৈথেসদা, গাডারা, কোরাসীন্ প্রভৃতির তাদৃশ লোপ হইয়াছে। নায়ীন্ ও লুদ্দা নগরদ্বয়ের পুরাকালীন সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে কতিপয় জঘন্য কুঁড়িয়া ঘর মাত্র রহিয়াছে; অরিমথীয় নগর পূর্ব্বে আড়াই ক্রোশ ব্যাপিয়াছিল, তাহা এককালে বিলুপ্ত হইয়াছে; কৈসরীয় অতীব খ্যাত্যাপন্ন ও ঐশ্বর্য্যশালী বৃহৎ নগর ছিল, তাহার বর্ত্তমান কি দুর্দশা হইয়াছে ইহা পাঠকগণ অত্রস্থ চিত্রপট সন্দর্শনে অবগত হইতে পারেন; তিবিরীয় নগরও প্রায় জনশূন্য ও ভস্মরাশি হইয়াছে; যিরীহ নগরের ভগ্নাংশ সকল অর্দ্ধেক ক্রোশ ব্যাপিয়া নির্ণীত হইতেছে, কিন্তু তন্নিকটবর্ত্তি জমি সকল এমন নির্জন এবং অনুর্ব্বরা যে কি বৃক্ষ, কি ঝোপ, কি জীব, প্রায় কিছুই কুত্রাপি দেখা যায় না; সত্যই সেই দেশ "মরুভূমি" হইয়াছে।

অনেক নগর শূন্য এবং উচ্ছিন্ন হইয়াছে।

অধুনা অনেক ভদ্র ও বিদ্বান লোকেরা কিনান্ দেশের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া তন্মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিলে পরে তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন; উক্ত মহোদয়গণের মধ্যে বল্নী নামক ফ্রান্স দেশীয়

কৈসরীয়ের বর্ত্তমান দুর্দশা।

এক জন আছেন; আমরা যে এই ব্যক্তিকে অন্য সকলের মধ্যহইতে মনোনীত করিয়া তদ্দত্ত প্রমাণ শ্রেষ্ঠ ও গুরুতর বলিয়া মানি তাহার কারণ এই, তিনি নাস্তিকের তুল্য ছিলেন; ধর্ম্মশাস্ত্রের ঐশিকতায়, কি খ্রীষ্টে, কি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে, কিছুতেই তাঁহার বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল না; বরং তিনি ঐ সকল বিষয়েতে অবিশ্বাস করিতেন বলিয়া তাহা অতিশয় শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করিতেন। তবে এমন ব্যক্তি যে পক্ষপাতী হইয়া জানিয়া শুনিয়া বাইবেলের সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহা দূরে থাকুক। বোধ করি তিনি ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন; যদিও তিনি অবগত হইতেন তাহা হইলে তিনি কখনো ঐ সকল বাণীর সফলতা এমন বিলক্ষণরূপে প্রমাণিত করিতেন না। তবে বল্‌নী সাহেব পালিষ্টাইন দেশের আধুনিক দুর্দশার বিষয়ে কি লিখিয়াছেন? তাঁহার কথা এই, "এতদ্দেশের মন্দির সকল ভূমিসাৎ হইল; ইহার রাজকীয় অট্টালিকা সকলও ভস্মরাশি হইল; ইহার সমুদয় বন্দর প্রায় পরিপূরিত ও অগম্য হইয়াছে; ইহার নগরও উচ্ছিন্ন হইল, এবং এ তাবৎ ভূমি প্রায় জনশূন্য হওয়াতে এক অতি ভয়ঙ্কর কবর স্থানের তুল্য হইয়াছে*" এ কি চমৎকার সাক্ষ্য!

এক জন নাস্তিকের সাক্ষ্য।

৩০০০ বৎসর গত হইল ঈশ্বর ইস্রায়েলীয় অবাধ্য সন্তানগণকে বলিয়াছিলেন, "আমি তোমাদের নগর শূন্য করিব, ও তোমাদের পবিত্র স্থান সকল অরণ্য করিব, এবং তোমাদের দেশ মরুভূমি করিব।" এই ঈশ্বরোক্তির সহিত বল্‌নীর বাক্যের তুলনা দিলে সম্পূর্ণ মিলন প্রকটিত হইতেছে, এবং এক জন নাস্তিক অজ্ঞাতসারে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতার বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ দিতেছে ইহা পাঠকগণ স্পষ্টই দেখিতে পারেন।

অধিকন্তু, ঐ ধর্ম্মনিন্দকের আর একটী প্রসঙ্গ উল্লেখ না করিলে ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। তিনি কীনান দেশের এতদ্রূপ বিনাশ ও বিকৃতি দেখিতে২ অশেষ চিন্তাকুল ও শোকান্বিত হইতে লাগিলেন; তাঁহার চিন্তার ও ব্যাকুলতার বেগ যেন ক্রমশঃ এমন প্রবল হইয়া উঠে যে তদুচ্চারণ না করিলে নয়, তাহাতে তিনি অগত্যা এরূপ আক্ষেপ শব্দ নিঃসৃত করেন "হায়, কি পরীতাপ! এমন ভীষণ উৎপাটন হইয়াছে কেন? কি কারণই বা এই দেশের ঈদৃশ দুর্ভাগ্যরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে? কেন বা এত বহুসংখ্যক নগর ধ্বংস হইয়াছে? আর পূর্ব্বকালে এ জনপদ অগণ্য লোকাকীর্ণ ছিল সেই অশেষ প্রজাবৃন্দ অদ্যাপি বিদ্যমান হইতেছে না কেন? আমি দেশ প্রদেশ সমু-

দয় পর্য্যটন করিয়াছি; আমি মনে২ কহিলাম যে এই যে সুরীয়া আধুনিক প্রায় জনশূন্য হইয়াছে, পুরাকালে এক শত বৃহৎ ও ঐশ্বর্য্যশালী শহর বিশিষ্ট ছিল, আর তদ্ব্যতীত ভূরি২ নগর গ্রাম ইত্যাদিতে বিভূষিত ছিল! ঐ মনুষ্য-সঙ্কল্পিত ও সংঘটিত কার্য্য সকলের লোপ এবং ঐ পূর্ব্বতন সম্পত্তি ও জীবন্ধপ ঐশ্বর্য্যের এবম্প্রকার ক্ষয় হইয়াছে ইহার তাৎপর্য্য কি?

হায়! ঐ ধর্ম্মহীন ও অবিশ্বাসী ব্যক্তি যদি নম্রভাবে ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিত, তাহা হইলে উহার তাৎপর্য্য কি, ইহার বিষয়ে তাঁহার মন আর সংশয়িত থাকিত না; তাহা করিলে তিনি স্পষ্টই টের পাইতেন যে যে সকল বিষম ব্যাপারে তাঁহার এত অপরিসীম বিস্ময় জন্মিয়াছিল তাহাতে ঈশ্বরের পূর্ব্বনিরূপিত ও পূর্ব্বস্ফুট অভিসন্ধির সমাধান হইল। আর কি চমৎকার! তিনি এক জন বিদেশী পর্য্যটনকারী তদ্দর্শনে এমন চমকিত হইয়া উঠিলেন, এই সংঘটনটীও ঐশিক শাস্ত্রেতে পূর্ব্বলক্ষিত হইয়াছিল। ঐ যে অধ্যায়ে যিহূদাদেশের অভিসম্পাতের বার্ত্তা পাওয়া যায় তাহার মধ্যে এরূপ প্রসঙ্গও পাঠিত হইতেছে “পরমেশ্বর এ দেশের উপর যে সকল

ঐ নাস্তিকের আশ্চর্য্য বোধও পূর্ব্ব লক্ষিত হইয়াছিল।

আঘাত ও রোগ আনিবেন, তাহা যখন দূরদেশ-হইতে আগত বিদেশী লোক দেখিবে, তখন সমস্ত জাতীয়েরা এই কথা কহিবে, পরমেশ্বর এ দেশের প্রতি কেন এমত করিলেন? তাঁহার এতদ্রূপ মহাক্রোধ প্রজ্বলিত হওনের কারণ কি?” দ্বিতীয় বিবরণ ২৯; ২২, ২৪।

এই ঈশ্বরোক্তির সহিত বল্নী সাহেবের উচ্চারিত বাক্যের তুলনা দিলে কে না আশ্চর্য্যান্বিত হইবে? তিনি কিনানের উৎপাত বিষয়ক যাহা বর্ণন করিয়াছেন, ও সেই উৎপাত-জনিত যে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন, এ দুই পক্ষে তিনি বাইবেল শাস্ত্রের ঐশিকতার সাক্ষী হইয়া উঠিয়াছেন।

কিনান দেশ অত্যন্ত অনুর্ব্বরা হইবে।

আর একটী ভবিষ্যদ্বাণী এ স্থলে উত্থাপন করি। যিশায়িয়ের ৩২ অধ্যায়ের ১২, ১৩ পদে এরূপ লেখা আছে “তোমরা স্তনের ও মনোরম্য ক্ষেত্রের ও ফলবান দ্রাক্ষাক্ষেত্রের জন্যে রোদন কর। আমার লোকদের ভূমি কাঁটার ও শেয়ালকাঁটার বন হইবে।”

এই উক্তিতে স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে পালিষ্টাইন যৎপরোনাস্তি অনুর্ব্বরা ভূমি হইবে; উহা কাঁটাল বনস্বরূপ হইবে; বাস্তবিক তদ্রূপ হই-

য়াছে; উক্ত দেশ-দর্শনকারী সকলে বলেন, যে তাহার মধ্যে কাঁটালের আশ্চর্য্য প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ডাক্তর ক্লার্ক সাহেব উদ্ভিদ্ বিষয়ে তত্ত্ব করণার্থ পালিষ্টাইনে গমন করেন, তিনি তদনুসন্ধানে দেশ সমুদয় পরিভ্রমণ করিলেন; তবে তাঁহার সাক্ষ্য কি? তিনি লিখিয়াছেন যে তত্রস্থ ভূমি সর্ব্বত্রে কণ্টকাবৃত আছে; এবং অন্যত্রে যাহা কখনো দেখা যায় নাই, তিনি তথায় কাঁটালের এমন ছয়টী নূতন২ জাতি প্রকাশ করিয়াছেন।

দেশ তাদৃশ বিশ্রী ও অনুর্ব্বরা হইয়াছে।

কোন ব্যক্তি যিরূশালমের নিকটবর্ত্তি কোন পর্ব্বত আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিগে নিরীক্ষণ করিলে, এক অতি শুষ্ক, নিষ্ফল, নির্জীব, ও পাষাণময় প্রান্তর মাত্রে তাহার দৃষ্টিক্ষেপ হইবে; তথায় কি বৃক্ষশোভিত কানন, কি পশুপালাকীর্ণ সুরম্য চরাণি মাঠ, কি পরিপক্ক শস্য বিশিষ্ট উপত্যকা, কি বহুমূল্য ও সর্ব্ববাঞ্ছনীয় দ্রাক্ষাক্ষেত্র, কুত্রাপি প্রায় ইহার কিছু দেখা যায় না। যে যৎকিঞ্চিৎ শস্য হয় তাহা অতিশয় নিস্তেজ ও নিকৃষ্ট, এবং যে স্বল্পপরিমাণের দ্রাক্ষারস পাওয়া যায় তাহাও এমন কদর্য্য যে এক বার পান করিলে আর বার পান করিবার স্বাভিলাষ আর থাকিবে না। ফলতঃ, ঐ দেশ এতাদৃশ বিশ্রী ও বিকৃত

হইয়াছে যে উহা পূর্ব্বে "মধু ও দুগ্ধ প্রবাহিত দেশ" বলিয়া বিখ্যাত ছিল, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বোধ হইতেছে।

কিন্তু বাস্তবিক উহার পূর্ব্বাবস্থা এমনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল তাহা অনেক বর্ত্তমান চিহ্নদ্বারা লক্ষিত হইতেছে। পূর্ব্বকালে তাবৎ উপত্যকার মধ্যে অসংখ্য ফল ফুল ইত্যাদি উৎপন্ন হইত তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে; কেবল তাহা নয়, কিন্তু পর্ব্বত ও গিরিসমূহ অতি বিচিত্ররূপে পুষ্পশোভিত ছিল, এবং তদানীন্তন ব্যক্তিরা উক্ত পর্ব্বত সকল অবলোকন করিয়া দেখিতে পাইতেন যে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পর্ব্বতের পার্শ্বে, দ্রাক্ষা, ডুম্বুর, দাড়িম, জলপাইর প্রভৃতি নানাবিধ মূল্যবান ও অভিলষিত বৃক্ষ প্রচুরভাবে ফলবন্ত হইতেছিল। ঐ পর্ব্বত সকল পুরাকালে তল অবধি শৃঙ্গ পর্য্যন্ত চসিত ছিল, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ এখনও রহিয়াছে।

পালিষ্টাইন যে এমন অনুর্ব্বরা ও ফলরহিত হইয়াছে তাহার বিশেষ কারণ এই, যে বহুকাল ব্যাপিয়া নিয়মিত বর্ষাকালে ক্রমশঃ বৃষ্টির এত স্বল্পতা হইয়াছে যে ভূমির সেচন না হওয়াতে তাহা এককালে শুষ্ক মরুভূমির তুল্য হইয়াছে।

এরূপ জলাভাবের প্রাকৃতিক কারণ কি, তাহা

উক্তির স্পষ্টতা হইয়াছে।

বলা দুষ্কর, কিন্তু ইহাতে আর একটী প্রাক্কালীন বাক্য সিদ্ধ হইতেছে; ঈশ্বর অবাধ্য যিহূদীদিগকে ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের পাপ হেতুক তিনি কিনান দেশ "নির্জ্জল উদ্যানের ন্যায় করিবেন।" যিশায়িয় ১; ৩০।

শেষোক্ত ভবিষ্যদ্বক্তার আর একটী বাক্য উত্থাপন করা উচিত, তিনি বলেন "রাজপথ সকল নরশূন্য হইয়াছে, পথিকমাত্র নাই" যিশায়িয় ৩৩; ৮। উক্ত প্রবাচক খ্রীষ্টের ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা কহিয়াছিলেন; তৎসময়ে প্রস্তাবিত ব্যাপারে দেশের কিরূপ দশা ছিল তাহা তিনি অন্য

রাজপথ শূন্য হইবে।

স্থলে ইঙ্গিত করেন; তিনি বলেন "সে দেশ অশ্বেতে পরিপূর্ণ ও তাহাতে কত রথ, তাহার সংখ্যা নাই।" যিশায়িয় ২; ৭। সুতরাং তদুক্ত এ দুই বাক্য পরস্পর বিভিন্ন, তবে কি তাঁহার ভাবিকালীন বাক্যটী সিদ্ধ হইয়াছে? তাহা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইল।

আধুনিক, পালিষ্টাইনে পূর্ব্বকালীন অনেক সুন্দর২ রাজপথের চিহ্ন রহিয়াছে, এবং পুরাকালীয় কতিপয় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে সমবেত চারিশত ক্রোশ ব্যাপিয়া সেই দেশের চতুর্দ্দিগে সর্ব্বশুদ্ধ ৪২টী প্রশস্ত ও সুনির্ম্মিত রাজপথ ছিল।

তবে আইস, আমরা এই স্থলে পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত বল্‌নী সাহেব প্রদত্ত সাক্ষ্য শ্রবণ করি; তিনি লিখেন "ঐ দেশের মধ্যে কোন রাজপথ আর নাই; তথায় কোন খালও নাই; এবং তত্রস্থ নদ নদী পার হইবার জন্যে প্রায় সেতুও নাই; পথিমধ্যে ডাক বাঙ্গালা নাই, ডাক গাড়িও কোথায় পাওয়া যায় না; এ সমুদয় সূরীয় দেশের মধ্যে প্রায় একটী রথ কি গাড়ি থাকে না এ কি চমৎকার বিষয়! আরো এ দেশে যাত্রিকের জন্য কোন অতিথিশালাও নাই।"

বল্‌নী সাহেব পুনর্ব্বার সাক্ষ্য দিতেছেন।

তবে "রাজপথ সকল নরশূন্য হইয়াছে, পথিকমাত্রও নাই" এই বচনটী অবিকলরূপে সম্পাদিত হইল ঐ নাস্তিক ইহার সাক্ষী হইয়া উঠিয়াছে।

অবশেষে, যিহিষ্কেলের একটী বাণী শ্রবণ করি। ঈশ্বর তাহার দ্বারা এরূপ পূর্ব্বোল্লেখ উত্থাপন করিয়াছিলেন; তিনি কিনান দেশ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দস্যুগণ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা অপবিত্র করিবে; দেশ বধে পূর্ণ আছে, ও নগর দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ আছে।" যিহিষ্কেল৭; ২২,২৩।

দস্যুদলের বৃদ্ধি এবং অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব হইবে।

পাঠকগণ ইহার পূর্ব্বে দেখিয়া থাকিবেন, যে সর্ব্বজ্ঞ ও ভাবিদর্শী পরমেশ্বরের যে সকল বাক্য

উত্থাপিত হইয়াছে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে: তাহা কেবল মহৎ ও গুরুতর বিষয়ে নয়, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র ও সামান্য বিষয় পর্য্যন্ত সম্পাদিত হইয়াছে। এ উক্তিতে ঈশ্বর প্রকাশ করিতেছেন, যে তদ্দেশের অভিসম্পাতের সময়ে দস্যুদলের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইবে এবং তাহাদের অত্যাচারে দেশ পরিপূর্ণ হইবে; এ কথাটী কি পর্য্যন্ত সফল হইয়াছে, তাহা আর এক জন পর্য্যটনকারী ব্যক্ত করিবেন; ওয়েল্‌সন সাহেব এরূপ লিখিয়াছেন, "পালিষ্টাইনের পর্ব্বতময় দেশে যাত্রা করা দুষ্কর: দুর্ভগা যাত্রিককে পদে২ দুষ্ট ও দুর্বৃত্ত দস্যুদলে বেষ্টিত হইয়া গমন করিতে হয়; উহারা এক পয়সার লাভে তাহার গলায় ছুরিকা দিবে, এবং তাহার সম্পত্তিতে উহাদের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও তাহারা চৌর্য্য বৃত্তিতে এমন অভ্যস্ত হইয়াছে যে অবশ্য তৎসমুদয় অপহরণ করিবে।"

তবে "দস্যুগণ দেশের মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং তাহা দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ হইবে," এ দৈববাণী চমৎকার সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল, ইহা সকলের স্বীকার্য্য; আর ঈশ্বরোক্তি সকল কেমন নিশ্চয়, চিরস্থায়ী, এবং অপরিবর্ত্তনীয়, ইহা মনুষ্যমাত্রই উপলব্ধি করিতে পারে।

৩ অধ্যায়।

ইস্রায়েল রাজ্য ও শোমিরোণ রাজধানী বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী।

যিহূদী বংশের দ্বাদশ গোষ্ঠী কিনান দেশে প্রবিষ্ট হওনাবধি ৪৫০ বৎসর পর্য্যন্ত ঈশ্বর-নিয়োজিত বিশেষ২ বিচারকর্ত্তৃগণদ্বারা শাসিত হইত। তৎকালে ঈশ্বর ভিন্ন তাহাদের আর কোন রাজা ছিলেন না; ঐ সকল বিচারকগণ তাঁহারই প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া উহাদিগকে রক্ষা ও প্রতিপালন করিতেন এবং সময়ে২ অসাধারণ বীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে শত্রুগণের হস্ত-হইতে উদ্ধার করিলেন।

যিহূদীদের আদিম কালীন শাসনকর্তৃগণ।

অতঃপর, যিহূদীরা নিকটবর্ত্তি জাতিগণের ন্যায় স্বজাতীয় কোন রাজার অধীনস্থ হইতে মানস করিতে লাগিল। সিমূয়েল ভবিষ্যদ্বক্তা তাহাদিগকে এ কল্পনাহইতে বিরত করিতে চেষ্টা করেন; কারণ, সাধারণ রাজাকে নিযুক্ত করিতে গেলে তাহাদের স্বর্গীয় রাজা পরমেশ্বরকে অবজ্ঞা করা হয়; সে যাহা হউক, উহারা সর্ব্বদা অবাধ্য ও স্বেচ্ছাচারী; তজ্জন্য ঐ ধা-

র্ম্মিকের অনুরোধে অসম্মত হইয়া "আমাদের উপরে এক জন রাজাকে নিযুক্ত কর," তাহারা এ মাত্র চেঁচাইয়া উঠিল। ঈশ্বর উহাদের সেই অসদিচ্ছাতে এক প্রকার অনুমতি প্রদান করাতে সিমূয়েল বিন্যামীন্ গোষ্ঠী উদ্ভূত শৌল নামক ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষেক করিলেন। এ সং-ঘটন খ্রীষ্টের জন্মের ন্যূনাধিক ১০৯৫ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিল। শৌলের পরে দায়ূদ, ও দায়ূদের পশ্চাতে সুলেমান রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। ইহা-দিগের কর্ত্তৃত্বকালে দ্বাদশ গোষ্ঠী সকল এক রাজ্যে ভুক্ত হইয়া এক বিধি-সংকলনানুসারে বিচারিত ও পরিচালিত হইত।

সুলেমান রাজা অলৌকিক জ্ঞান বিশিষ্ট হওত ক্ষণেক কালের জন্যে অতি প্রশংসনীয় ও উৎ-কৃষ্ট প্রণাল্যনুক্রমে প্রজাগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করি-তেন। তাহার পরে তিনি অপরিসীম ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া অত্যন্ত স্বার্থপর ও সুখাভিলাষী হইয়া উঠিলেন; তাহাতে তাঁহার রাজত্বের মধ্যে বি-শৃঙ্খলতা, অন্যায়, এবং দৌরাত্ম্যের প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল। * বস্তুতঃ, সুলেমানের মৃত্যুর

---

* সুলেমান রাজা ভীষণ পাপাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন বটে" কিন্তু তিনি যে এমন্ ভয়ানক অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করিলেন বোধ করি তাহা নয়। যদিও তাঁহার অনুতাপ ও মনঃপরিবর্ত্তনের বৃত্তান্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লেখিত হয় নাই, তথাচ তিনি যে বার্দ্ধক্য কালে আপ-

অনেক পূর্ব্বে প্রজারা অতিশয় বিরক্ত ও অস্থির হইয়াছিল। পরিশেষে, তাহার পুত্র রিহবিয়াম সিংহাসনারূঢ় হওয়াতে তাবৎ লোক তাহার নিকটে সমাগত হইয়া উহাদের ভার যৎকিঞ্চিৎ লঘু করিতে তাহাকে প্রার্থনা করে। রাজা উহাদের নিবেদন অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দুঃখ সম্বর্দ্ধন করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। তৎক্ষণাৎ রাজ্য-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ইস্রায়েলদের দ্বাদশ গোষ্ঠী দুই ভাগে ভুক্ত হইয়া যায়। দশ গোষ্ঠী যারবিয়াম নামক ব্যক্তিকে আপনাদের উপরে রাজা নিযুক্ত করে। তৎপরে কেবল যিহূদা ও বিন্‌য়ামীন এ দুই গোষ্ঠী রিহবিয়ামের অধীনস্থ থাকে; এই রাজ্য তাহার পরে যিহূদা রাজ্য নামে বিখ্যাত ছিল। পূর্ব্বোক্ত দশ গোষ্ঠী ইস্রায়েল নামক রাজ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। শেষ অধ্যায়ে যিহূদা রাজ্যের বিবরণ প্রসঙ্গ করা হইয়াছে; এক্ষণে আমরা ইস্রায়েল রাজ্যের ও তদীয় রাজধানীর সংঘটন বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

দ্বাদশ গোষ্ঠী দুই ভিন্ন রাজ্যে ভুক্ত হইয়া যায়।

উল্লিখিত রাজ্য-ভেদ খ্রীষ্টের ৯৭৫ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। তাহার ৫০ বৎসর পরে অম্রী নামা

নার পূর্ব্বকৃত দুশ্চারত্রের বিষয়ে পরামনন করিয়া ধর্ম্মপথে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইলেন, তদ্রচিত "উপদেশক" নামক গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

শোমিরোণ।
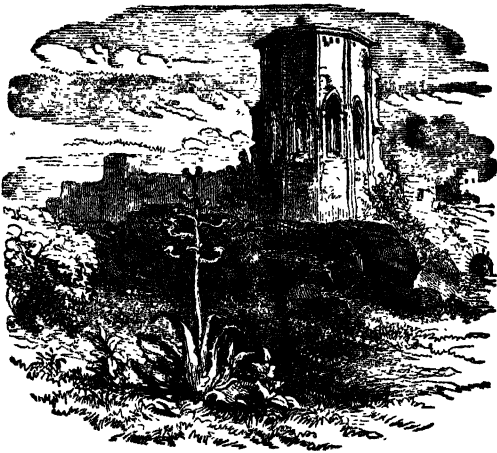
ইস্রায়েলের এক রাজা শেমর নামক ব্যক্তির নিকটে এক অতি সুন্দর পর্ব্বত ও তন্নিকটবর্ত্তি ভূমি সকল ক্রয় করেন; ঐ পর্ব্বত পালিষ্টাইনের ঠিক্ মধ্যস্থলে স্থাপিত আছে। অম্রী তদুপরি এক অতীব বৃহৎ ও রমণীয় নগর নির্ম্মাণ করেন; তৎপরে উক্ত নগর ইস্রায়েল রাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী হইয়া উঠিল; এবং অম্রী রাজা ঐ পর্ব্বতের পূর্ব্বাধিকারীর স্মরণার্থে তাহা শোমিরোণ নামে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

শোমিরোণ পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য।

এক জন পর্য্যটনকারী উহার বর্ণন ও প্রশংসাবাদ করিয়া এরূপ লেখেন, "ঐ পর্ব্বত রাজধানীর সংস্থাপনার্থে এমন উপযুক্ত যে তদপেক্ষা বিহিত ও যোগ্য স্থল পাওয়া দুষ্কর। তাহা এমত অজেয় শক্তি ও অনুপম সৌষ্ঠব বিশিষ্ট, যে উভয় পক্ষে তাহা সর্ব্বতোভাবে অতুল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। উক্ত পর্ব্বতের অবয়ব ও তন্নিকটবর্ত্তি অঞ্চল সকল সম্পূর্ণ বিচিত্র; তাহা পরিমাণে দীর্ঘ এবং আকারে বহুবিধ চমৎকার ভাবে গঠিত। তাহার উপরিভাগ সমান; এবং তাহা যেন চতুর্দ্দিক্স্থ উর্ব্বরা উপত্যকার ভূপতি নিযুক্ত হইয়া রাজ-অধিষ্ঠানের জন্যে অতিশয় লোভনীয় দুর্গ-কোট প্রদর্শন করিতেছে। এক দিগে

অনতিদূরে ঐ রমণীয় উপত্যকা এক গিরি-শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ আছে; তাহা ক্রমশঃ সমভূমি ছাড়াইয়া ধীরে২ উচ্চ হইয়া যায়; তাহা তল অবধি শিখর পর্য্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সম্পূর্ণ চষিত ছিল; বোধ হয়, বাবিলোণের অদ্ভুত ঝুলিত উদ্যানের সৌন্দর্য্য ঐ অঞ্চলের ঐশ্বর্য্যের নিকটে যেন এক কাল নিস্তেজ হইয়া যাইত। শোমিরোণ পর্ব্বতের অপর দিগে এক অতি বিস্তীর্ণ চিত্র বিচিত্র ও সম্যকরূপে উর্ব্বরা দেশ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা এমন ফলবান ও শোভান্বিত যে আমরা তাহা ইস্রায়েল রাজ্যের পূর্ব্বতন অপরিসীম ঐশ্বর্য্য প্রদর্শক উদাহরণ বলিলেই বলিতে পারি।" *

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে উক্ত রাজ্যস্থ লোকেরা আপনাদের দেশের উৎকৃষ্টতা ও রাজধানীর বৈচিত্র্য প্রযুক্ত যে পরিমাণে সুখ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিল, উহাদের দুশ্চরিত্র প্রযুক্ত তাহারা অধিকতর অখ্যাতির যোগ্য হইয়া উঠিল। উহাদের রাজগণ প্রায় সকলে অত্যন্ত দুরন্ত এবং ধর্ম্মহীন ছিল। অধিকন্তু, প্রজাগণ উহাদের পদানুবর্ত্তী হইয়া

ইস্রায়েল লোকদের কুস্বভাব ও ভ্রষ্টাচার।

---

* কাথ্ সাহেবের ইংরাজী ভাষায় প্রণীত "ভবিষ্যদ্বাণীর সাক্ষ্য" নামক পুস্তকহইতে উদ্ধৃত। ৫ অধ্যায় ১৫৩ পৃষ্ঠ।

তাদৃশ ভ্রষ্টাবস্থায় লিপ্ত হইয়াছিল। সমুদয় দেশে সত্য ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে কুৎসিত দেবগণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; ঈশ্বরের বেদি সকল পরিত্যক্ত হইল, এবং সর্ব্বত্রে তাঁহার পবিত্র নাম অবমানিত হইল। ঐ দুরাচারী বংশের এমন দুর্দ্দশা ঘটিয়া উঠিল, যে তদীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেশ অত্যাচার, দৌরাত্ম্য, লম্পটতা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পাপে প্লাবিত হইতে লাগিল।

পরমেশ্বর বারম্বার তাহাদের নিকটে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে চেতনা দিলেন, ও যাহাতে তাহারা পাপ ও তদুপযুক্ত প্রতিফল এড়াইতে প্রবৃত্ত হয়, তিনি এমন অশেষ সাধ্যসাধনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সহিষ্ণুতা ও চেষ্টা সকলই বৃথা; ঐ কুটিল বংশ উত্তরোত্তর স্বীয় ভ্রষ্টাচারে আরো অগ্রসর ও কঠিন হইয়া গেল। অবশেষে, উহাদের আগামী নিরূপিত দণ্ডের বিস্ময়জনক শব্দ উহাদের কর্ণকুহরে উচ্চারিত হইতে লাগিল। হোশেয় প্রবাচকদ্বারা ঈশ্বর এবম্প্রকার ভীষণ অমঙ্গলসূচক বাক্য প্রয়োগ করেন, "অল্প দিন পরে আমি ইস্রায়েল রাজ্য উচ্ছিন্ন করিব, এবং সেই দিনে যিষ্রিয়েল্ প্রান্তরে ইস্রায়েলের ধনু ভগ্ন করিব।

উহাদের দণ্ডসূচক পূর্ব্বোল্লেখ।

ইস্রায়েলের অহঙ্কার তাহার সা-

ক্ষাতে প্রমাণ দিতেছে; অতএব ইস্রায়েল ও ইফ্রয়িম আপনাদের অপরাধে নিপাতিত হইবে। তাহারা গিবিয়ার সময়ের মত অত্যন্ত ভ্রষ্ট হইয়াছে; তিনি তাহাদের অপরাধ স্মরণ করিবেন, ও তাহাদের প্রতিফল দিবেন। শোমিরোণ আপন ঈশ্বরের বিপরীতাচারী হইয়াছে, এ জন্যে দণ্ড ভোগ করিবে, ও তাহার লোকেরা খড়্গে পতিত হইবে, ও তাহাদের বালকগণ আছাড়েতে নষ্ট হইবে, ও তাহাদের গর্ব্ভবতী স্ত্রীদের উদর বিদীর্ণ হইবে।” হোশেয় ১; ৪। ৫; ৫। ৯; ৯। ১৩; ১৬।

পরমেশ্বর যে এই অভিসম্পাত ঘটিবার অনেক পূর্ব্বে তাহা প্রচার করিয়াছিলেন, ইহাতে কেবল তাঁহার বিলক্ষণ দয়া নির্ণীত হইতেছে; তাহারা ঐ পূর্ব্ব ইঙ্গিত নিদারুণ দণ্ডের ভয়ে চেতনাযুক্ত হইয়া পরিত্রাণ পায়, তাঁহার এরূপ কৃপালু অভিসন্ধি প্রকটিত হইতেছে। কিন্তু তাহারা পাষণ্ডের ন্যায় ঈশ্বর প্রেরিত দূতগণকে ও তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা অভিমান সহকারে অগ্রাহ্য করিল; তাহাতে তাহাদের সমুচিত প্রতিফল অতি শীঘ্রই সম্পাদিত হইল। “আমি ইস্রায়েল রাজ্য উচ্ছিন্ন করিব” এ দৈববাণী ঘটনানুক্রমে কেমন সিদ্ধ করা হইয়াছে তাহা দেখি।

তাহার সম্পূর্ণ সিদ্ধি হওনের বৃত্তান্ত।

অসূরিয়া দেশের প্রতাপান্বিত ও পরাক্রমী

শল্মনেষর নামক রাজা প্রথমে শোমিরোণের উপর আক্রমণ করেন। ইহা খ্রীষ্টের জন্মের ৭২৪ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। তিনি সমুদয় ইস্রায়েল দেশ হস্তগত করিলে পরে তাহার সুপ্রসিদ্ধ রাজ-ধানী পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অবরোধ করেন। কিন্তু ঐ গিরি-স্থাপিত শহর এমন অভেদ্য ও শক্ত যে তিন বৎসর ব্যাপিয়া উক্ত দিগ্বিজয়ী ভূপতিকে তাহা অধিকার করণার্থে অনবরত উদ্যোগ করিতে হইল। অবশেষে তিনি চরিতার্থ হন, এবং শোমিরোণ নগর ও তন্নিবাসী সকলে তাঁহার অধীনস্থ হইল।

শোমিরোণ নগর অসূরিয়দের হস্তে পতিত হয়।

শল্মনেষর একেবারে বিধান করিলেন যে ইস্রায়েল রাজ্যের যাবৎ লোক দেশচ্যুত হইয়া বন্দির অবস্থায় অসূরিয়া দেশে নীত হইবে। রাজার সেই কঠিন আজ্ঞা অবিলম্বে সম্পন্ন করা গেল; ইস্রায়েল লোকেরা আপনাদের উৎকৃষ্ট ও প্রিয়তম জন্মদেশ হইতে উচ্ছিন্ন হইয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া অজানিত শত্রু দেশে গমন করিল। হায়! প্রস্থানকালে যখন তাহারা অকথ্য দুঃখ সহকারে ও অশ্রুপূর্ণ নেত্রদ্বয়ে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক আপনাদের সুন্দর দেশের নিকটে বিদায় লইয়াছিল, তৎসময়ে বুঝি তাহাদের কাহারো২ কর্ণে ঈশ্ব-

ইস্রায়েল বন্দির অবস্থায় নীত হইয়াছিল।

রোক্ত এই বাণী পুনঃ২ শ্রুত হইতেছিল, যথা, “অল্প দিন পরে আমি ইস্রায়েল রাজ্য উচ্ছিন্ন করিব। শোমিরোণ আপন ঈশ্বরের বিপরীতাচারী হইয়াছে, এ জন্যে দণ্ডভোগ করিবে; তিনি তাহাদের অপরাধ স্মরণ করিবেন ও তাহাদের প্রতিফল দিবেন।”

ঐ বিপন্ন ও দুঃখগ্রস্ত ইস্রায়েলের দশ গোষ্ঠী এতাদৃশভাবে আপনাদের নিজ অধিকারে বঞ্চিত হইয়া গেল। অপিচ, তাহারা যৎকালে দেশহইতে তাড়িত হইয়াছিল তৎপরে তাহাদের ঘটনাদি প্রায় কিছুই বর্ণিত হয় নাই; এ মাত্র নিশ্চয়, যে তাহারা আর নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইল না, এবং আর কখন আপনাদের মনোহর দেশে পদার্পণ করিতে পারিল না। উহাদের চিহ্নমাত্র আর রহিল না। এই গত ২৫০০ বৎসরাবধি তাহারা এমন তিরোহিত অবস্থায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে যে তাহাদের সন্ধান আর পাওয়া যায় না। তাহাদের লোপ হয় নাই আমরা ইহা নিশ্চয় বলিলে বলিতে পারি; ঐ পুরাকালীন ছিন্নভিন্ন দশ গোষ্ঠীর উত্তরাধিকারী পুত্রগণ ভূমণ্ডলের কোন না কোন অঞ্চলে অপ্রকাশরূপে অবস্থিতি করিতেছে সন্দেহ নাই। তাহারা ইতি-

তাহারা স্বদেশে আর প্রত্যাগত হইল না, এবং তাহাদের সন্ধানও আর পাওয়া যায় না।

মধ্যে অনবরত সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের দৃষ্টিপথে রহিয়াছে; তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদিগকে বিস্মৃত হন নাই; এবং তাঁহার নিরূপিত কাল উপনীত হইলে তিনি আপন প্রতিজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে সপ্রকাশ করত আপনাদের দেশে পুনশ্চ সংগ্রহ করিবেন।

খ্রীষ্টের ৭৮৭ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত এক বাণী এই স্থলে ব্যাখ্যা করা উচিত। সেই বাক্যটী অতি বিচিত্ররূপে ইস্রায়েলীয়দের দুর্গতির সময় নির্দ্দেশ করে। আমোস্ ভবিষ্যদ্বক্তা উহাদিগের প্রতি এরূপ বচন প্রয়োগ করেন, "যাহারা প্রথমে বন্দিত্বাবস্থায় গমন করিবে, তোমরা তাহাদিগের সঙ্গে ২ গমন করিবা।" আমোস্ ৬; ৭। "যাহারা প্রথমে বন্দিত্বাবস্থায় গমন করিবে," এ উক্তিতে স্পষ্টই উপলক্ষিত হয় যে, এতদ্রূপ দুর্ঘটনা ভিন্ন ২ সময়ে ঘটিবে, অর্থাৎ কাহারা ২ অগ্রে ও কাহারা ২ পশ্চাৎ বন্দিত্বাবস্থায় গমন করিবে। ইহার তাৎপর্য্য কি? বাস্তবিক, আমোস্ এ কথাদ্বারা ইস্রায়েল ও যিহূদা এ দুই রাজ্যের সংঘটন লক্ষ্য করিতেছেন।

উহাদের দেশান্তর তখন কাল পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট ছিল।

তিনি যৎকালে ঐ উপরোক্তি রচনা করিয়াছিলেন তাহার ৬৬ বৎসর পরে ইস্রায়েলের দশ গোষ্ঠী অসূরিয় দেশে বন্দিত্বাবস্থায় নীত হইয়াছিল; এবং আরো ১২২ বৎসর

উক্ত বাণীর তাৎপর্য্য ও সিদ্ধি।

অতীত হইলে পরে নিবূখদ্‌নিৎসরদ্বারা যিহূদা রাজ্যস্থ সমুদয় লোক তাদৃশ বাবিলোণ দেশে বন্দিত্বাবস্থায় নীত হইয়াছিল। তবে ইস্রায়েল প্রজাগণ "প্রথমে বন্দিত্বাবস্থায় গমন করিবে।" প্রবাচকের এই উক্তি অবিকল সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু তিনি কি প্রকারে তৎসময়ে এরূপ বাক্য প্রসঙ্গ করিতে পারিলেন ইহা পাঠকগণের বিবেচিতব্য। তৎকালে অসূরিয় সাম্রাজ্য ভিন্ন পৃথিবীর মধ্যে ঐশ্বর্য্যশালী ও পরাক্রান্ত আর কোন রাজ্য ছিল না। আমোসের বর্ত্তমানকালে বাবিলোণ রাজ্যের উদয় হয় নাই; উহা তখনই অসূরিয় অপরিসীম সাম্রাজ্যের এক সামান্য প্রদেশ মাত্র ছিল, এবং বাবিলোণ নিবাসী সকলে প্রতাপান্বিত অসূরিয় সম্রাটের অধীনস্থ হইয়া কম্পিত কলেবরে তাঁহার ব্যবস্থা বিধান শিরোধার্য্য করিত। তৎকালীন ক্ষুদ্র ও নিস্তেজ বাবিলোণ প্রদেশ যে ভবিষ্যদ্বক্তার ১০৮ বৎসর পরে অন্য তাবৎ দেশের উপর আপন প্রাধান্য স্থাপন করত অন্যান্য বলিষ্ঠ জাতিকে বন্দি করিয়া রাখিবে, কেহ স্বপ্নেও ইহা কখন দেখিত না। সে যাহা হউক, এ সংঘটন যত অসম্ভাবিত হউক না কেন, উহা যথোচিত সময়ে সফল হইয়া গেল।

আমোসের বর্ত্তমান সময়ে তদুক্তি নিতান্ত অসম্ভব ছিল।

আর একটী ভবিষ্যদ্বাণী শোমিরোণের অন্তিমকালীন দুরবস্থা ইঙ্গিত করে। মীখা প্রবাচক খ্রীষ্টের ৭৫০ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ লিখিলেন, "আমি শোমিরোণকে ক্ষেত্রস্থ প্রস্তরঢিবি ও দ্রাক্ষালতার উদ্যান করিব, ও তাহার প্রস্তর নিম্ন ভূমিতে ফেলিয়া তাহার ভিত্তিমূল অনাবৃত করিব, ও তাহার তাবৎ খোদিত প্রতিমাকে খণ্ড২ করিব।" মীখা ১; ৬, ৭।

মীখা শোমিরোণের শেষগতি নির্দ্দেশ করেন।

এই বচনটী যদ্যপি শোমিরোণের শেষ দশায় সম্পূর্ণ সিদ্ধি পাইল, তথাপি আশু তাহার সফলতা হইল না। বাস্তবিক, উক্ত নগরের এমন নিকৃষ্ট ও বিনাশসূচক দুরবস্থা হইবে, ইহা বহুকাল পর্য্যন্ত নিতান্ত অসম্ভব বোধ হইল। ঐ সুন্দর ও খ্যাত্যাপন্ন রাজধানী কখন বিনাশগ্রাসে পতিত হইবে না, উহার আনুক্রমিক ঘটনার সন্দর্শনে এরূপ অনুভব হইত। "আমি শোমিরোণকে প্রস্তরঢিবি করিব।" ঈশ্বরের এই উক্তি অনেক বিলম্বে সম্পন্ন হইল। শত২ বৎসর ব্যাপিয়া এই বাক্যটী অসিদ্ধ ও নিষ্ফল রহিল। এতদ্রূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের দৃষ্টিপথে আসিবেক; তবে ইহা বিষয়ক ঈশ্বরোক্ত এক প্রসিদ্ধ বাণীতে

সেই উক্তি বহুকাল পর্য্যন্ত অসিদ্ধ রহিল।

এই স্থলে অবধান করা বিধেয়। তিনি হবক্কূক ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা কহেন, "এই দর্শন নিরূপিত ভাবিকাল বিষয়ক, তথাপি পরিণামের আকাঙ্ক্ষা করে, মিথ্যা হইবে না; তাহার বিলম্ব হইলেও তাহার অপেক্ষা কর, কেননা তাহা অবশ্য উপস্থিত হইবে, অবিদ্যমান থাকিবে না।" হবক্কূক ২; ৩।

অসূরিয় দেশের অধিপতি ইস্রায়েল লোকদিগকে স্থানান্তর করিবার পরে তাহাদের পরিবর্ত্তে অনেকানেক ভিন্নজাতীয়দিগকে আনিয়া ইস্রায়েল দেশে স্থাপন করিলেন। উহারা অবিলম্বে শোমিরোণ নগরের ভগ্ন গৃহ প্রাচীরাদিকে সারাইয়া তন্মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। কিন্তু উহারা পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া আপন২ মতানুসারে কাল্পনিক দেবতার পূজা করিত। পরমেশ্বর তাহাদের কুপ্রথাতে ক্রুদ্ধ হওত তাহাদের মধ্যে সিংহগণের প্রাদুর্ভাব করাইলেন; উহাদের অনেক লোক ঐ হিংস্রক পশুগণদ্বারা বিনষ্ট হইলে অবশিষ্ট ব্যক্তিরা এরূপ অনুভব করিতে লাগিল যে, "আমরা এই দেশের দেবকে না জানাতে এবং তাঁহার সন্তোষজনক উপাসনা না করাতে আমাদিগের এই ভয়ঙ্কর উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে।"

ভিন্ন জাতীয়েরা শোমিরোণে অধিষ্ঠান করিতে আরম্ভ করে।

উহাদের ভীষণ উৎপাত ঘটে।

তাঁহাদের ঈদৃশ চেতনা হওয়াতে তাহারা অসূরিয় সম্রাটের নিকটে এবম্প্রকার আবেদন করে যে, "আপনি আমাদিগকে ইস্রায়েলীয় ধর্ম্ম শিখাইবার জন্য তজ্জাতীয় এক জন যাজককে আমাদের নিকটে প্রেরণ করিবেন।" রাজা উহাদের প্রার্থনানুক্রমে এমন এক জনকে পাঠাইলেন; এবং তিনি পরিশ্রমপূর্ব্বক ঐ অজ্ঞ, দুঃখী দেবপূজকগণকে সত্যময় ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিষয় বিজ্ঞাত করিলেন। আরো তিনি উহাদিগকে মুসার বিধি অনুসারে ঈশ্বরের ভজনা করিতে শিখাইলেন।

তাহাদের নিস্কৃতির উপায়।

কিন্তু উক্ত জাতিগণ যে একেবারে আপনাদের উপধর্ম্ম সকল বিসর্জ্জন করিল তাহা নয়; তাহারা সত্য ঈশ্বরের নাম ভিন্ন আরো অনেক দেবতার নাম সমাদর করিত; এবং ঐশিক ধর্ম্মের পবিত্র রীতির সঙ্গে কল্পিত ধর্ম্মের নানাবিধ জঘন্য নিয়ম মিশাইয়া দিল। তাহারা কত কাল পর্য্যন্ত এমন দ্বিবিধ ও মিশ্রিত মতের পোষকতা করিল তাহা নিশ্চয় নাই; কিন্তু ২০০ বৎসর পরে, অর্থাৎ যে সময়ে যিহূদীরা বাবিলোণ দেশহইতে প্রত্যাগমন করিল, তৎকালে, বোধ হয়, শোমিরোণ নিবাসীরা কোন ঠাকুরের নাম আর উল্লেখ করিল না।

তাহাদের অবলম্বিত ধর্ম্মের ভাব।

তাহাদের ধর্ম্ম অনেক দূর পর্য্যন্ত সংশোধিত হইয়াছিল। তাহারা মুসার প্রণীত পঞ্চ গ্রন্থ ঈশ্বরদত্ত স্বীকার করিত; তাহারা যিহূদার ন্যায় মুসার নিরূপিত রীতি, বলিদান, পর্ব্ব প্রভৃতি পালন করিত; এবং যখন যিহূদীরা তাহাদিগকে যিরূশালমস্থ মন্দিরে কোন অধিকার দিতে অসম্মত হইল, তখন তাহারা শোমিরোণ দেশে গিরিষীম পর্ব্বতের উপরে ঈশ্বরোদ্দেশে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিল। শোমিরোণীয় নামক বংশের এরূপ উৎপত্তি হইয়াছিল। ২ রাজাবলি ১৭; ২৪-৩৩ ও ইস্রা ৪; ১, ২।

শোমিরোণীয়েরা ৩০০ বৎসর পর্য্যন্ত নিরাপদে ইস্রায়েলদের পরিত্যক্ত মনোহর দেশে অবস্থিতি করিল। অবশেষে খ্রীষ্টের জন্মের ১০০ বৎসর পূর্ব্বে উহারা শোমিরোণ নগর নিবাসী কএক যিহূদীগণের উপর দৌরাত্ম্য করে। ইহাতে হুর্কেনস্ নামা যিহূদা দেশের শাসনকর্ত্তা ও মহাযাজক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং প্রতিহিংসা সাধনার্থে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করত শোমিরোণ নগরকে অবরুদ্ধ করিলেন। তিনি দুই দৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া উক্ত শহর পরিবেষ্টন করিলেন। এক বৎসর অতীত হইলে ঐ সুখ্যাত ও

হুর্কেনস্ শোমিরোণকে অবরুদ্ধ করেন।

রমণীয় রাজধানী তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি পূর্ব্বে নগরের বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তৎসাধনে এমন চরিতার্থ হইলেন, যে শোমিরোণের পূর্ব্বতন সৌন্দর্য্যের প্রায় চিহ্নমাত্র লোপ হইল।

কিন্তু "আমি শোমিরোণকে প্রস্তররাশি করিব।" এই ঈশ্বরোক্তির সফলতার সময় তখনই উপস্থিত হয় নাই। পরে, রোমীয়েরা আপনাদের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের মধ্যে সমুদয় পালিষ্টাইন দেশ পরিগণিত করিলেন। রোম রাজার নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা গাবিনিয়স্ উক্ত নগরকে বিনাশ-গ্রাসহইতে উদ্ধার করিয়া পুনর্নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে মহা হেরোদ্, যিহূদা দেশের অধিপতি, তাহা পরিমাণে এবং ঐশ্বর্য্যে বর্দ্ধিষ্ণু করেন; অথচ তিনি তাহা অতিশয় সম্মানিত করণার্থে রোমীয় সম্রাটের উপলক্ষে তাহার "সেবাষ্টি" নাম রাখিলেন।

গাবিনিয়স্ ও মহা হেরোদ শোমিরোণকে পুনঃ নির্ম্মাণ করেন।

ফলতঃ, শোমিরোণের বৃত্তান্ত সন্দর্শনে এমন প্রতীত হইতেছে যেন ভূপতিগণ তন্নগরের রক্ষণে এক চিত্তে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন। তাহার এককালে ধ্বংস না হয় অনেকে এমন যত্ন করিল। কিন্তু মনুষ্যের চেষ্টায় যে ঐশ্বিরক বাণীর অন্যথা হইতে পারে এমন নয়; বিলম্বে হউক কি শীঘ্র হউক, ঈশ্বরোক্তি সকল অবশ্যই সিদ্ধ হইবে।

শোমিরোণ বিষয়ক পূর্ব্বোল্লেখ সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে, ইদানীন্তন পর্য্যটনকারীরা ইহার সাক্ষী। ইহাঁরা বলেন যে, সম্প্রতি এক ক্ষুদ্র ও অতি নিকৃষ্ট গ্রাম ব্যতীত শোমিরোণে মনুষ্যের আর কোন আবাস নাই। ঐ গ্রামস্থ লোকেরা কৃষিকর্ম্ম করিয়া অতি কষ্টে উপজীবিকা নির্ব্বাহ করে; তাহারা পর্ব্বতপার্শ্বে ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে ভূমিখণ্ড পরিষ্কার করত তন্মধ্যে নানা প্রকার শস্য ও দ্রাক্ষাফল উৎপন্ন করে। কিন্তু ঐ জমি সকল অত্যন্ত পাষাণময় হওয়াতে সময়ে২ প্রস্তরগুলাকে কুঁড়িয়া স্থানান্তর করা সম্পূর্ণ আবশ্যক। তাহারা ঐ প্রস্তর সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষেত্রের বিশেষ২ স্থলে রাশীকৃত করে। দেশভ্রমণকারীরা বলেন যে শোমিরোণ পর্ব্বতের উপরে দণ্ডায়মান হইয়া চতুষ্পার্শ্বে দৃষ্টি করিলে মীখার উক্তি, অর্থাৎ ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যে বাণীর উল্লেখ হইয়াছিল, তাহা একেবারে স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া যায়, যথা, "আমি শোমিরোণকে ক্ষেত্রস্থ প্রস্তরঢিবি ও দ্রাক্ষালতার উদ্যান করিব।"

শোমিরোণের বর্ত্তমান দশা।

অধুনা, উক্ত পর্ব্বত আরোহণ করিবার জন্য এক বিশেষ পথ আছে। সেই পথের উভয় পার্শ্বে প্রস্তর গুলির শ্রেণী আছে; তাহার তল অবধি উপরিভাগ পর্য্যন্ত অসংখ্য প্রস্তরগুলা নিক্ষিপ্ত

হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। উহা কোন্ সময়ে তথায় স্থাপিত হইয়াছিল তাহা কেহই অবগত নহে; কিন্তু কোথাহইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার বিষয়ে কিছুই সংশয় নাই; তাহা অতি পুরাতন ও খোদিত প্রস্তর গুলি; তাহার মধ্যে ভগ্ন মূর্ত্তি, স্তম্ভ, মাথলা ইত্যাদি খণ্ড২ হইয়া লণ্ডভণ্ডভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। ঐ রমণীয় পর্ব্বতের উপরে যে ঐশ্বর্য্যশালী রাজধানী ছিল, সেই প্রস্তর সকল তাহার অবশিষ্টাংশ সন্দেহ নাই। তবে কেমন? এ ব্যাপারে কি কোন দৈববাণী সিদ্ধি পাইতেছে? পাইতেছে বটে। ঈশ্বরের আবির্ভাবদ্বারা মীখা ভবিষ্যদ্বক্তা শোমিরোণকে লক্ষ্য করিয়া স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, "আমি তাহার প্রস্তর নিম্নভূমিতে ফেলিয়া দিব ও তাহার খোদিত প্রতিমাকে খণ্ড২ করিব।" মীখা ১; ৬।

শোমিরোণের প্রস্তর গুলি নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

পর্ব্বতের উপরিভাগে পৌঁছিলে দর্শকেরা কি দেখেন? স্থানে২ স্বতন্ত্রভাবে কতিপয় ভগ্ন ও জীর্ণ স্তম্ভ রহিয়াছে; কোন্২ স্থলে পূর্ব্বকালে মনোহর অট্টালিকা স্থাপিত ছিল উক্ত স্তম্ভ সকল তাহা নির্দ্দেশ করে। কিন্তু ঐ রাজকীয় নিকেতনের গৌরব সব গেল, এবং উক্ত গৃহ সকল মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইয়াছে। ঐ পুরাকালীন খ্যা-

ত্যাপন্ন রাজধানীর এক প্রাচীর মাত্রও অদ্যাপি রহিল না। কিন্তু এক বিষয় বিলক্ষণ প্রতীয়মান আছে; তাহা এই, সর্ব্বত্রে তন্নগরের পূর্ব্বতন গৃহের ভিত্তিমূল দৃষ্ট হইতেছে; এমন কি? ঐ প্রত্যক্ষ ভিত্তির রেখা-সমূহ ঠিক যেন নক্‌শার ন্যায় শোমিরোণের পূর্ব্ব আকৃতি প্রদর্শন করিতেছে। তবে পুনর্ব্বার আমাদের জিজ্ঞাস্য এই—এ বিষয়ে কি কোন ভাবী উক্তি সফলতা প্রাপ্ত হইল? হইল বটে! পাঠকগণ পুনশ্চ কর্ণপাত করিয়া শুনুন! পরমেশ্বর আবার এই সঙ্ঘটন লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমি শোমিরোণের ভিত্তিমূল অনাবৃত করিব।" মীখা ১; ৩।

শোমিরোণের ভিত্তিমূল অনাবৃত হইয়াছে।

কেহ২ এ স্থলে এরূপ আপত্তি করিলে করিতে পারে, যে "ঐ তাবৎ ক্ষুদ্র২ ব্যাপারকে পূর্ব্ব নির্দ্দেশ করা অনর্থক। উক্ত নগরের শেষাবস্থা কিরূপ হইবে, অথবা তাহার প্রস্তরগুলা কোথায় বা কীদৃশভাবে নিপতিত হইবে, ইহা জানিবার ও প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কি? ইহাতে মনুষ্যের হিতাহিত কিছুই তো ফলিতেছে না।"

এক বিশেষ আপত্তি।

এক সামান্য দৃষ্টান্তদ্বারা ইহার প্রত্যুত্তর দেওয়া যাইতেছে। কখন২ জুয়াচোর দুঃসাহসী হইয়া কৃত্রিম নোট্ কল্পনা করে; সে অশেষ

যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক প্রকৃত নোট্ নিরীক্ষণ সহকারে তদনুরূপ রচনা করিতে চেষ্টা করে। ঐ আদর্শের আকৃতি, প্রধান২ ভাব ও চিহ্ন সকলের অনুরূপ করা বড় কঠিন নহে। এ তাবৎ বিষয়ে জুয়াচোর অতি ভাবিত নহে; কি জানি, প্রকৃত নোটের সহিত উহার কল্পিত নোটের বাহ্যিক এমন সমতুলনা হয় যে অধিকাংশ লোকই তাহাতে প্রবঞ্চিত হইতে পারে। কিন্তু ঐ প্রতারক উত্তমরূপে জানে যে প্রকৃত নোটের বিশেষ২ ক্ষুদ্র চিহ্ন ও লক্ষণ আছে যাহার অনুরূপ করা অতিশয় দুরূহ; এ সকল বিষয়ে তাহার চিন্তা ও আশঙ্কা আছে; এ ক্ষুদ্র বিষয়ে যদি চরিতার্থ হইতে পারে তাহা হইলে আর কিছুতে তাহার ভাবনা নাই। বাস্তবিক, প্রায় সর্ব্বদা ঐ ক্ষুদ্রতম বিষয়ে কোন না কোন ত্রুটি থাকাতে সুনিপুণ পরীক্ষক অনায়াসে কৃত্রিম নোট প্রকাশ করিতে পারেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই, ভবিষ্যদ্বাণী সকল যে কেবল অতি প্রসিদ্ধ ও গুরুতর ঘটনাতে সিদ্ধ হইয়াছে তাহা নয়। উহা আরো অধিকতর সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে; উহা অকিঞ্চিৎকর, যৎসামান্য, ও ক্ষুদ্রতম গতিদ্বারা অদ্ভুত সিদ্ধি বিশিষ্ট হইয়াছে। উহা পুঙ্খানুপুঙ্খে এমন সফল হইয়া উঠিয়াছে

যে অবিশ্বাসীর উত্তর দিবার পথ আর রহিল না। বৃহৎ ও প্রধান সংঘটনেতে ভবিষ্যদ্বাণীর ঐশিকতা যে পরিমাণে প্রমাণিত হইয়াছে ক্ষুদ্রতম ঘটনাতে তাহার সমধিক প্রমাণ উৎপন্ন হয়; কারণ এমন ক্ষুদ্র২ ব্যাপার ঘটিবেই কোন প্রাণী পূর্ব্বে তাহা অনুভবানুক্রমে উল্লেখ করিয়াছে তাহা নিতান্ত অসম্ভব সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মশাস্ত্রের রচকেরা যদি জুয়াচোরের ন্যায় কৃত্রিম ভবিষ্যদ্বাক্য কল্পনা করিত তাহা হইলে তাহারা ঈদৃশ ক্ষুদ্রতম বিষয় নির্দ্দেশ করিত না; যদিও তাহারা সাহস করিয়া নির্দ্দেশ করিত তবে তাহাদের উক্তি নিশ্চয়ই কোন না কোন স্থলে বৃথা হইয়া আপনার কৃত্রিমতা প্রদর্শন করিত। কিন্তু বাইবেল শাস্ত্র ঈশ্বরোক্তি; এবং তৎসমুদয়ের বাণী, ক্ষুদ্র, বড়, উভয়ই সত্য। যিনি প্রাকৃতির স্রষ্টা হইয়া আকাশমণ্ডলস্থ অতি প্রকাণ্ড পদার্থে আপন সৃষ্টিকৌশল প্রকাশ করেন, তিনি তাদৃশ পৃথিবীস্থ ক্ষুদ্র২ কীটেও তাহা বিলক্ষণরূপে প্রদর্শন করেন। প্রাকৃতির ও বাইবেলের পরস্পরের ভাব ও ভঙ্গীতে এমত চমৎকার সাদৃশ্য প্রকটিত আছে যে বিবেচক লোকমাত্রে স্বীকার করিবেন, যে উভয়ের একমাত্র রচক, এবং তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, ও সর্ব্বশক্তিমান, অদ্বিতীয় ঈশ্বর।

---

৪ অধ্যায়।

মোয়াব দেশ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী।

ইতিপূর্ব্বে আমরা যিহূদী লোক সম্বলিত পূর্ব্বোল্লেখ ব্যাখ্যা করিয়াছি। পরন্তু, এ পুস্তকের অবশিষ্ট যে কএকটী অধ্যায়,তন্মধ্যে নানা ভিন্নজাতি বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য প্রস্তাবিত হইবে। সুতরাং এইস্থলে এক বিশেষ আপত্তির খণ্ডনার্থে যৎকিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ করা বিহিত বোধ হইতেছে।

এক বিশেষ আপত্তি ও তদুত্তর।

উক্ত আপত্তি এই; কেহ২ বলে যে, "বাইবেলে পরমেশ্বর সম্পূর্ণ পক্ষপাতির ন্যায় প্রদর্শিত হন, যেহেতুক তিনি সর্ব্বজাতির সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও সকলের প্রতি সমভাবী নহেন, বরঞ্চ বাইবেলানুসারে তিনি যিহূদি বংশ ব্যতীত অন্য তাবৎ বংশকে এককালে ত্যাগ করত আপন২ ইচ্ছানুক্রমে ঘোরতর পাপ ও ভ্রান্তির পথে গমন করিতে দিলেন।"

বাস্তবিক, অবিবেচক ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অনভিজ্ঞ লোক ব্যতিরেকে আর কেহ কখন এরূপ আপত্তি উল্লেখ করিবে না; কারণ উক্ত শাস্ত্রের অনুশীলন করিলে ঠিক অন্য প্রকার প্রমাণ উদ্ভূত হইবে

সন্দেহ নাই। ঈশ্বর মানবজাতিকে কদাচ পরিত্যাগ করেন নাই; বস্তুতঃ, মানবজাতি ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়াছে। যদবধি মনুষ্য স্বীয় দোষেতে আদিম উৎকৃষ্টাবস্থাহইতে পতিত হইয়াছিল তদবধি মানবজাতি যেন ঈশ্বরকে অবহেলা করিয়া বিপথগামী হইয়াছে। মনুষ্যের যেমন বৃদ্ধি হইতে লাগিল তেমনি বিনাশার্থক ভ্রম ও কুসংস্কার বাড়িয়া উঠিল। আদিকালীন যে ধর্ম্ম-জ্ঞান-আলোক ছিল তাহা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইল, এবং তৎপরিবর্ত্তে জাতিরন্দ অজ্ঞানতারূপ ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া গেল। মনুষ্য আপনার ভ্রষ্টাবস্থায় নানাবিধ ঐশিক নিয়ম রক্ষা ও প্রতিপালন করে বটে; কিন্তু ঈশ্বর যে অভিপ্রায়ে তাহা নিরূপণ করিয়াছিলেন তাহা বিস্মৃত হইয়া অতি নিকৃষ্ট উপলক্ষে তাহার বাহ্যিক সম্পাদন করিয়া আসিতেছে। অসঙ্খ্য বেদি বলিদেয় পশুর রক্তে রুধিরাক্ত হইয়াছে বটে, এবং অনবরত স্থলে২ মেঘমালারূপ সুগন্ধ ধূপের ধূম ঊর্দ্ধগমন করিয়াছে; কিন্তু ঐ সকল যজ্ঞ সত্য ঈশ্বরের উপাসনার্থে ও খ্রীষ্টকৃত পাপনাশার্থক প্রায়শ্চিত্তের উপলক্ষে উৎসৃষ্ট না হইয়া কেবল জঘন্য ও ঘৃণার্হ দেবতার উদ্দেশে সম্পাদিত হইত।

ঈশ্বর মনুষ্যকে নহে, পরন্তু মনুষ্য ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়াছে।

প্রায় ২০০০ বৎসর ব্যাপিয়া জগতের দশা উত্তরোত্তর আরো নিকৃষ্ট ও দণ্ডনীয় হইয়া গেল; এবং এতাবৎ কালে পরমেশ্বর আপনার ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। অবশেষে মনুষ্যের দুষ্টতা ঈশ্বরের অদ্ভুত সহিষ্ণুতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিল; লেখা আছে, "তৎকালে পৃথিবী ঈশ্বরের সাক্ষাতে ভ্রষ্ট এবং দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ ছিল। কেননা পৃথিবীস্থ তাবৎ প্রাণী ভ্রষ্টাচারী হইয়াছিল; তখন ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, আমার গোচরে সকল প্রাণীর অন্তিমকাল উপস্থিত; দেখ, আমি পৃথিবীর সহিত তাহাদিগকে বিনাশ করিব।" আদি ৬; ১১-১৩।

ঈশ্বরের অদ্ভুত ধৈর্য্য।

পরমেশ্বর এতদ্রূপে আগামী দণ্ড প্রচার করিলেন; কিন্তু কি অদ্ভুত! তৎকালে একমাত্র পরিবার তাঁহার সেবাতে রত ছিল; অন্য সকলে ঈশ্বরত্যাগী হইয়াছিল; তবুও তিনি আরো অধিক ধৈর্য্য করেন। যৎকালে তিনি দণ্ড বিধান ও প্রচার করিলেন, তদবধি তিনি আর ১২০ বৎসর অপেক্ষা করিলেন। ইতিমধ্যে ধার্ম্মিক নোহ অবিশ্রান্ত হইয়া ঈশ্বর বিষয়ক সাক্ষ্য দিয়া পাপিগণকে চেতনা দান করিলেন। কিন্তু তদানীন্তন ভ্রষ্টগণের পক্ষে ঐ সকল উপায় ব্যর্থ; তাহারা আপনাদের

জলপ্লাবনদ্বারা জগতের বিনাশ।

চক্ষু ও কর্ণ রুদ্ধ করত অতি বেগে বিনাশ-পথে ধাবমান হইল; তাহাতে পূর্ব্বোক্ত নিদারুণ দণ্ড ঘটিল। জলপ্লাবনদ্বারা পৃথিবীস্থ প্রাণীমাত্র মৃত্যু-কবলে নিপতিত হইল। ঐ ধার্ম্মিকের পরিবার ভিন্ন আর কেহ নিষ্কৃতি পাইল না। জলপ্লাবনের পরে ঈশ্বর স্বপরিবার নোহের সহিত ধর্ম্মরূপ সম্বন্ধ পুনঃস্থাপন করিলেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদে উহাদিগের লোকজনের অসাধারণ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তবে কেমন? ঐ নব জাতিবৃন্দ কি পূর্ব্বতন লোকদের অপেক্ষা ধর্ম্মশীল ও ঈশ্বরপরায়ণ ছিল? না, তাহা নয়; অনতিবিলম্বে তাহারা পূর্ব্ব ঘটিত ভীষণ দণ্ড ও ঈশ্বরনিরূপিত ধর্ম্মবিধিসমূহ বিস্মৃত হইয়া গেল। ১৫০ বৎসর অতীত না হইতে হইতেই ঈশ্বর পুনর্ব্বার আপনাকে আপন সৃষ্ট নরগণদ্বারা অবমানিত ও ত্যক্ত হইতে দেখিলেন।

জলপ্লাবনের পরেও মনুষ্য দুরাচারী হয়।

এবার পরমেশ্বর কি উপায় অবলম্বন করিলেন? জলপ্লাবনদ্বারা জগতের আর ধ্বংস হইবে না, তিনি নোহকে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; কিন্তু সমুদয় জগতে তাঁহার উপাসনার লোপ হইলে অন্য কোন প্রকারে তাহার বিনাশ অবশ্যই ঘটিত। তবে মনুষ্য তিষ্ঠিতে পারে, ও ভূমণ্ডলে ধর্ম্মরূপ

দীপ্তি রক্ষা হয়, কৃপালু ও দীর্ঘসহিষ্ণু পরমেশ্বর এমন দয়াসূচক উপায় সঙ্কলন করিলেন। তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকটে অগ্রাহ্য হইয়াছেন বলিয়া সর্ব্বজাতির মধ্যহইতে এক ব্যক্তিকে মনোনীত করেন। তিনি আব্রাহাম ও তদীয় বংশকে এক চিরস্থায়ী নিয়মদ্বারা ঐশিক ধর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করেন। উহারা ত্রাণদায়ক ধর্ম্ম রক্ষা করত স্বতন্ত্র তাহার ফল ভোগ করিবে ঈশ্বরের ঈদৃশ অসম্পূর্ণ অভিপ্রায় ছিল না। পাঠকগণ যিহূদিগণের বিধি-সঙ্কলন আলোচনা করিলে বিলক্ষণ দেখিবেন, যে ঈশ্বর তন্মধ্যে ভিন্নজাতীয়দেরও ত্রাণোপায় যোগাইয়া দিয়াছেন। তিনি তাবল্লোকের পাপান্ধকার ঘুচাইবার দীপ্তি ও মনোবিকার নিবারণার্থক ঔষধ, এ দুই প্রতিকার, যিহূদিগণের হস্তগত করিলেন। উহারা দীপ্তির কিরণ বিস্তার, আর ধর্ম্মরূপ ঔষধ বিতরণ করে ঈশ্বরের এরূপ অভিসন্ধি ছিল।

ঈশ্বর যিহূদিগণকে নিয়োগ করেন।

ইহাতে ঈশ্বরের মুখ্য অভিপ্রায় কি?

ঈশ্বর আব্রাহামের আহ্বানকালে এই ভাব স্পষ্টই প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "তোমার বংশেতে তাবৎ জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।" এ উক্তির তাৎপর্য্য কি, আর কি পর্য্যন্ত ইহার সিদ্ধি হইয়াছে, তাহা প্রথম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা

করা হইয়াছে; তবে এ স্থলে এমাত্র বলা আবশ্যক, যে এই প্রতিজ্ঞাটী বিলক্ষণ প্রকাশ করিতেছে, যে যিহূদী জাতিকে মনোনীত করাতে ঈশ্বর তাবৎ জাতির মঙ্গল লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টের আগমন পর্য্যন্ত যিহূদী ও ভিন্নজাতির মধ্যে বৈলক্ষণ্য ও প্রভেদ রহিল বটে; কিন্তু তিনি আসিয়া আপনাতে উভয়কে সংমিলনপূর্ব্বক বিচ্ছেদমাত্র বিসর্জ্জন করিবেন, ঈশ্বর সুসমাচারে এ রূপ উদ্দেশ্য প্রদর্শন করিতেছেন।

তবে "বাইবেলে পরমেশ্বর পক্ষপাতির মূর্ত্তিমান," কেহ যেন কখনো ঈদৃশ আপত্তি না করে। অধিকাংশ জাতি ধর্ম্মহীন ও ভ্রষ্টাবস্থায় পতিত, সন্দেহ নাই; অধিকন্তু, যিহূদীরা অবিশ্বস্ত ভাণ্ডারীর তুল্য অমূল্য ধর্ম্মধন অপব্যয় করিয়া আপনাদের জন্যে নয় অথবা অপর জাতির জন্যে ব্যবহার করিল না। কিন্তু এ তাবৎ কুব্যাপারে যেন ঈশ্বরের দোষারোপ না হয়; ফলতঃ, তিনি অসীম দয়া সহকারে যৎপরোনাস্তি উদ্যোগ পূর্ব্বক মানবজাতির পরিত্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন; কেবল মনুষ্য আত্মঘাতকের ন্যায় ঈশ্বরপ্রদত্ত উপায় অবজ্ঞা করিয়া আপনি আপনাকে নষ্ট করিয়াছে।

ধর্ম্মগ্রন্থের অনেকানেক স্থলে ভিন্নজাতীয়দের

বার্ত্তা আছে; ইহাতেও স্পষ্টই প্রকটিত হইতেছে, যে পরমেশ্বর সমুদয় মনুষ্যগণের তত্ত্বাবধারণ করেন। ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ঈশ্বরের আবির্ভাবদ্বারা যিহূদী ভিন্ন কত গোষ্ঠীর ও দেশের ভাবী ঘটনা প্রসঙ্গ করিয়াছেন! কত বার বা তিনি স্বীয় নিরূপিত দণ্ডদ্বারা, কি দয়াসূচক উপকারদ্বারা, কি চেতনাদায়ক সংবাদদ্বারা, উহাদিগের হিতানুসন্ধান করিয়াছেন! সত্যই, তাঁহার শাসন-প্রণালী সকলের উপর নিযুক্ত এবং সকলের প্রতি সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে।

ভিন্নজাতি বিষয়ক অনেক ভবিষ্যদ্বাণী আছে।

কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের স্মর্ত্তব্য এই যে, যে সকল ভিন্নজাতির কথা এক্ষণে প্রস্তাবিত হইবে, উহারা সকলে যিহূদী লোকদের নিকটবর্ত্তী ছিল; যিহূদিগণের সহিত উহাদের আলাপ, সমাগম ও ব্যবহারাদি হইত; তবে প্রকৃত ও সনাতন ধর্ম্মের বিষয়ে অবগত হওনের সুযোগ তাহাদিগকে দত্ত হইয়াছিল। এই বিষয়টী স্মরণ করিলে আমরা দেখিব, যে উহাদের প্রতি প্রয়োজিত বাণী সকল অতিশয় গুরুতর ও সঙ্গত ছিল। ঈশ্বর সম্পূর্ণ ন্যায়বান; তিনি অতি বিচক্ষণরূপে মনুষ্যের বিচার করেন। আমাদিগকে যে পরিমাণে জ্ঞান

উক্ত জাতি সমুদয় যিহূদা দেশের নিকটবর্ত্তী ছিল।

ও শিক্ষা দত্ত হইয়াছে, তিনি তদনুযায়ী আমাদিগের বিচার করিবেন, "যাহাকে অধিক দত্ত হইয়াছে, তাহার নিকটে অধিকের অনুসন্ধান করা যাইবে।" লুক ১২; ৪৮।

তবে এতদ্দেশে যে ধর্ম্মদীপ্তি উদয় হইয়াছে, পাঠকগণ সকলে কৃতজ্ঞতা সহকারে ও বিনীত ভাবে তাহা গ্রহণ করুন! উক্ত দীপ্তিতে যদি দীপ্তিময় হন তাহা হইলে ভাল; কিন্তু এতদ্রূপ দীপ্তিতে বেষ্টিত হইয়াও যদি অন্ধকারাবৃত থাকেন, তবে তাহাদিগকে ধিক্; তাহাদের জন্ম না হইলে তাহাদের পক্ষে ভাল হইত।

ইহাতে এক গুরুতর উপদেশ জন্মে।

মোয়াব দেশ যিহূদা দেশের পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে স্থিত। মৃত সমুদ্র উক্ত দুই দেশের মধ্যবর্ত্তী। মোয়াবীয় আর অম্মোনীয় জাতিদ্বয় আব্রাহামের ভ্রাতুষ্পুত্র লোটের বংশজ। (আদি ১৯; ৩৭, ৩৮) তবে ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের সঙ্গে উহাদের অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু এত সম্বন্ধ থাকিলেও উহারা যিহূদিগণের প্রতি অত্যন্ত বৈরভাব ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিত। বিশেষতঃ

যিহূদিগণের সহিত মোয়াবীয়দের নিকট সম্বন্ধ ছিল।

ইস্রায়েলীয়দের দুর্ভাগ্য সময়ে মোয়াবীয় লোকেরা অতিশয় দর্প পূর্ব্বক জয়োল্লাস করিল। অভিমান এবং আত্মশ্লাঘা উহাদের বিশেষ পাপ ছিল; ইহার জন্যে উহাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের যথার্থ ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এক জন প্রবাচক তদ্বিষয়ক এরূপ লিখিয়াছেন, যথা, "আমরা মোয়াবের দর্প ও অত্যন্ত গর্ব্ব ও দাম্ভিকতা ও অভিমান ও অহঙ্কার ও মনের উন্নতির কথা শুনিয়াছি। পরমেশ্বর কহেন, আমি তাহার ক্রোধ জানি; তাহার ছলবাক্য মিথ্যা এবং তাহার আচরণ অযথার্থ।" যিরিমিয় ৪৮; ২৯, ৩০।

উহাদের বিশেষ দোষ ও কলঙ্ক।

বোধ হয়, মোয়াব দেশের সৌন্দর্য্য ও সুখসম্বর্দ্ধনের অপরিশেষ উপায় প্রযুক্ত তন্নিবাসীরা এবম্প্রকার উদ্ধত ও অভিমানী হইয়া উঠিল। উহারা সৌভাগ্য-রসে মত্ত হইয়া উহাদের মঙ্গলদাতা ঈশ্বরের প্রতি অবমাননা করত আত্মশ্লাঘা করিল। উক্ত দেশের পূর্ব্বকালীন অসাধারণ ঐশ্বর্য্য ও উন্নতি ছিল, তাহার বর্ত্তমান অনেক লক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে। উহার মৃত্তিকা এত উর্ব্বরা যে তাহার সমতুল্য ভূমি পাওয়া দুষ্কর, এবং উহাতে যে পরিমাণে ফল ও শস্য উৎপন্ন করণের শক্তি ছিল,

মোয়াবের পূর্ব্বতন সৌন্দর্য্য।

তাহা বর্ণন করিলে প্রায় পাঠকগণ তাহা অসম্ভব বোধ করিতেন। পূর্ব্বে যাদৃশ ছিল তাহা তাদৃশ আর নাই বটে; তবুও পর্য্যটনকারীরা বলেন যে অধুনা মোয়াবের কোন২ স্থলে গোমের অতি প্রকাণ্ড শীষ উৎপন্ন হয়; এবং অন্যত্র সাধারণ শীষে যে শস্য হয় তদপেক্ষা দ্বিগুণ শস্য মোয়াব-দেশজনিত শীষে পাওয়া যায়।

অধিকন্তু, উক্ত দেশের ভূমি অপরিসীমভাবে উর্ব্বরা ছিল শুদ্ধ তাহা নয়; উহার নানাবিধ অবশিষ্ট চিহ্নদ্বারা স্পষ্ট উপলক্ষিত হইতেছে যে তাহা অগণ্য লোকাকীর্ণও ছিল। বাস্তবিক, এতদ্বিষয়েও মোয়াবের সহিত ইদানীন্তন প্রায় কোন দেশের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে না। ঐ দেশের সর্ব্বত্রে মনুষ্যের আবাস ছিল; কি অপেক্ষাকৃত উচ্চ গিরি, কি জলস্রোতের পার্শ্ববর্ত্তী জমী, কি রমণীয় উপত্যকার ভূমি, সর্ব্বাঞ্চলে অসংখ্য নগর ও গ্রাম স্থাপিত ছিল। এক জন ভ্রমণকারী মোয়াবের মধ্য দিয়া গমন করাতে অনায়াসে ৫০ টী সুপ্রসিদ্ধ নগরের চিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছেন; তবে অন্যত্রে তাঁহার অদৃশ্য আর কত নগর রহিয়াছে তাহা নির্দ্দেশ করা দুরূহ। উক্ত মহোদয় ঐ দেশের অবস্থা ও ভাব বিষয়ক

তন্মধ্যে অসংখ্য লোক জন ছিল।

মোয়াবের বর্ত্তমান ভাব বিষয়ক

এক জন পর্য্যটনকারীর সাক্ষ্য।

এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "তথায় অতি প্রকাণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত মন্দির, কবর, গৃহাদির অবশিষ্টাংশ রহিয়াছে। এক গৃহের কতকগুলি প্রস্তর ১৩ হস্ত দীর্ঘের ন্যূন নহে, এবং তাহা এমন স্থূল যে একখান প্রস্তরে প্রাচীরের আয়তনের জন্য যথেষ্ট। তথাকার পূর্ব্বকালীন ঝুলিত উদ্যানের চিহ্ন স্থানে২ নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন২ স্থলে অতিশয় লম্বা এবং দুই হস্ত স্থূল প্রস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভও পড়িয়া রহিয়াছে; আর, এতদ্ভিন্ন চতুর্দ্দিগে অনেক ক্ষুদ্র স্তম্ভের ভগ্নাংশ উপলক্ষিত আছে। আরো, শৈলমধ্যহইতে খোদিত এমন অনেকানেক পুষ্করিণী অদ্যাপি রহিয়াছে।" *

যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তা আপনার রচিত গ্রন্থের এক বিশেষ অধ্যায়ে, ঈশ্বরের আবির্ভাবদ্বারা অতি ভীষণ ভাবে মোয়াবের আগামী দণ্ড প্রসঙ্গ করিতেছেন; আইস, আমরা মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার রব শ্রবণ করি, "ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর মোয়াব বিষয়ক এই কথা কহেন; হায়২! নিবো উচ্ছিন্ন হইবে, এবং কিরিয়াথয়িম লজ্জিত হইয়া

মোয়াব বিষয়ক যিরিমিয়ের উক্তি।

* কীথ সাহেব প্রণীত ভবিষ্যদ্বাণী সাক্ষ্য বিষয়ক গ্রন্থ, ১৮৬ পৃষ্ঠে।

ধৃত হইবে, ও মিস্‌গব লজ্জিত হইয়া উদ্বিগ্ন হইবে। মোয়াব হিশবোনের আর শ্লাঘা করিবে না, কেননা লোকেরা তাহার অমঙ্গল করিতে মন্ত্রণা করিয়া কহিবে, ‘ আইস, আমরা তাহাদিকে উচ্ছিন্ন করি, এই জাতি নষ্ট হউক।’ হে মদ্‌মেনা, তুমিও উচ্ছিন্ন হইবা, ও খড়্গ তোমার পশ্চাদ্‌গামী হইবে। হোরোণয়িম্‌হইতে ক্রন্দন ও উপদ্রব ও বড় উৎপাতের শব্দ শুনা যাইবে। মোয়াব বিনষ্ট হওয়াতে তাহার ক্ষুদ্র বালকদের ক্রন্দন শুনা যাইবে। প্রত্যেক নগরের উপরে বিনাশকারী আসিবে, তাহাতে কোন নগর রক্ষা পাইবে না; পরমেশ্বরের কথানুসারে উপত্যকা বিনষ্ট হইবে, ও সমভূমি উচ্ছিন্ন হইবে। মোয়াব যেন উড়িয়া যাইতে পারে, এ জন্যে তাহাকে পক্ষ দেও, কারণ তাহার নগর উচ্ছিন্ন ও নরশূন্য হইবে।” যিরিমিয় ৪৮; ১-৯।

ঐ যে অধ্যায়হইতে উপরোক্ত বাণী সকল উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে মোয়াব দেশের প্রধান ২ নগরের নাম ও ভাবী ঘটনা প্রণাল্যনুক্রমে বর্ণিত আছে। প্রত্যেক শহরের কি২ গতি হইবে এবং শেষে তাহার কিরূপ দুর্দশা হইবে, ভবিষ্যদ্বক্তা ইহা অতি বিচিত্ররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তৎসমুদায়ের মধ্যে প্রভেদ ও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়

বটে, কিন্তু এক বিষয়ে উক্ত নগরসমূহের পরিণাম একই প্রকটিত হইতেছে, যথা, সকলেরই সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটিবে। যিরিমিয় সমুদয় নগরের প্রতি এরূপ বিষম বাক্য প্রয়োগ করেন, "প্রত্যেক নগরের উপরে বিনাশকারী আসিবে, তাহাতে কোন নগর রক্ষা পাইবে না; তাহা উচ্ছিন্ন ও নরশূন্য হইবে।"

ইহার দুই বিশেষ উক্তিতে অবধান করা আবশ্যক। প্রবাচকের মুখদ্বারা ঈশ্বর স্পষ্টই কহিতেছেন যে, "কোন একটী নগর রক্ষা পাইবে না।" আর বার উক্ত আছে, যে "সকলেই নরশূন্য হইবে।" এই বাক্যদ্বয় সম্পূর্ণ এবং অবিকল সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। পুরাকালে মোয়াব দেশ যে বহুসংখ্যক, বৃহৎ, ও ঐশ্বর্য্যশালী নগরে শোভান্বিত ছিল, তাহার ঐ শোভার এককালে হ্রাস ও লোপ হইল, যেহেতুক ঐশিক বাণী অনুসারে "তাহার নগর সকল উচ্ছিন্ন হইল, কোন একটী নগর রক্ষা পাইল না।"

পূর্ব্বোল্লেখানুসারে একটীও নগর রক্ষা পাইল না।

অধিকন্তু, প্রাক্কালে ঐ তাবৎ প্রসিদ্ধ নগরের মধ্যে অগণ্য লোক জন অধিষ্ঠান করিত; এবং অনবরত তন্মধ্যে সুখের, কি শোকের, কি ক্রোধের মহাশব্দ, কল্লোলধ্বনির ন্যায় উঠিয়া শ্রুত হইত।

অধুনা কেমন হইয়াছে? হায়! মনুষ্যকৃত শব্দ মোয়াবের নষ্ট ও পরিত্যক্ত নগরের মধ্যে আর শুনা যায় না; কারণ, মানবজাতির একমাত্র প্রাণী আর রহিল না; কেবল ব্যাঘ্র, শৃগাল প্রভৃতি পশু উহার ভগ্ন মন্দির ও অট্টালিকার মধ্যে আশ্রয় পাইতেছে, এবং উহাদের গর্জ্জন ও চীৎকার ব্যতীত আর কোন শব্দ পর্য্যটনকারীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় না। ইহাতেও দৈব-বাণীর সফলতা প্রকাশ হইতেছে, যথা, "তাহার নগর সকল নরশূন্য হইবে।"

এবং সকলেই নর-শূন্য হইয়াছে।

কিন্তু একটী অদ্ভুত ও স্মরণীয় বিষয় এই যে, উক্ত নগর সকলের এরূপ ধ্বংস ও লোপ হইলেও তাহাদের নাম লোপ হয় নাই। যিরিমিয় মোয়াব দেশস্থ নগরের অনেক নাম উল্লেখ করিয়াছেন; এবং পর্য্যটনকারীগণ প্রায় ঐ তাবৎ নগরের স্থল এক্ষণে নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ; কারণ, পূর্ব্বতন নগরের যে ২ নাম ছিল, তদ্দ্বারা উহাদের স্থল সকল অদ্যাপি নির্দ্দিষ্ট আছে। কেহ ভ্রমণকারী কোন আরবীয়কে জিজ্ঞাসা করিলে সে একেবারে যিরিমিয়ের উক্ত ইলিয়ালী, হিশবোন, মেদিবা, বৈৎমিয়োন, দীবণ, রব্বা, নিবো, ইত্যাদি নানা নগরকে নামোচ্চারণদ্বারা ইঙ্গিত করিবে। কি

নগর সমুদয়ের লোপ হইয়াছে, কিন্তু উহাদের পূর্ব্বতন নামাদি বর্ত্তমানে ব্যবহৃত।

চমৎকার! ঐ পুরাকালীন নগরের বিনাশ হওনের শত২ বৎসর পরে উহাদের নাম সকল উত্থাপিত হইতেছে; এবং যে অসভ্য ও অনভিজ্ঞ আরবীয়েরা উক্ত নামসমূহ ব্যবহার করে তাহারা বাইবেলের কোন এক উক্তি অবগত নহে; তবে যিরিমিয়ের প্রস্তাবিত নগর সকল বাস্তবিক, কল্পিত নহে, ইহা সকলের স্বীকার্য্য সন্দেহ নাই। অপিচ, তিনি যাদৃশ অবিকলরূপে নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাদৃশ তিনি ঐ নগরের ভাবী ঘটনা ঈশ্বরের আবির্ভাবদ্বারা নির্দ্দেশ করিলেন, ঐ তাবৎ নগরের বর্ত্তমান দুর্দশা ইহারই সাক্ষ্য। ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা ২৪০০ বৎসর পূর্ব্বে মোয়াব সংক্রান্ত বার্ত্তা প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন এবং আমাদের বর্ত্তমান কালে তদুক্তি সকল প্রত্যক্ষ ভাবে সিদ্ধ হইতেছে।

আর একটী বিষয় আমাদের আন্দোলনীয়। পূর্ব্বোক্ত প্রবাচক আর এক স্থলে বলেন, "হে মোয়াব নিবাসী সকল, তোমরা নগর ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে গিয়া বাস কর, এবং গর্ত্তের মুখে বাসাকারী কপোতের ন্যায় হও।" যিরিমিয় ৪৮; ২৮। ইতি পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে তদ্দেশের প্রাক্‌কালীন নগর সকল বি-

অবশিষ্ট লোকদের বাসস্থান পূর্ব্বে নিরূপিত ছিল।

নষ্ট ও নরশূন্য হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও মোয়াব দেশ একেবারে নির্জন হইয়া যায় নাই; তন্মধ্যে অল্পসংখ্য লোকই অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বাস্তবিক, কতিপয় লোক থাকিবেই, যিরিমিয়ের উপরোক্তি ইহা নির্দ্দেশ করে: এবং ঐ অবশিষ্ট জনেরা কোথায় অধিষ্ঠান করিবে তিনি ইহাও অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ করেন: তিনি কহিতেছেন, "তোমরা নগর ত্যাগ কর।" তাহারা তাহাই করিয়াছে বটে: নগর সকল নরশূন্য হইয়াছে। অধিকন্তু তিনি বলেন, "তোমরা পর্ব্বতে গিয়া গর্ত্তের মুখে বাস কর।"

আমরা পূর্ব্বে বলনী সাহেব প্রদত্ত সাক্ষ্য শ্রবণ করিয়াছি। তবে পুনর্ব্বার আমরা সেই নাস্তিকের কথায় অবধান করি। তিনি মোয়াব দেশে পর্য্যটন করিলেন; এবং তন্নিবাসীদের বিষয়ে তিনি এরূপ লেখেন, "ঐ অভাগা কৃষকেরা পরিশ্রমপূর্ব্বক যে সকল শস্য উৎপন্ন করে, পাছে দস্যুগণদ্বারা তাহাতে বঞ্চিত হয় এজন্য নিত্য ভয়াকুল থাকে; এবং শস্যচ্ছেদন হইবামাত্র তাহারা তাড়াতাড়ি করিয়া আপনাদের সমুদয় শস্য গুপ্ত স্থানে সঞ্চয় করত আপনা-

ইহার সিদ্ধি বিষয়ক প্রমাণ তিন জনের নিকটে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রাই মৃত সমুদ্রের তীরস্থ পর্ব্বতের মধ্যে আশ্রয় লয়।”

সীট্‌সেন নামক আর এক জন পর্য্যটনকারী লিখিয়াছেন যে, তিনি তথায় পর্ব্বতের পার্শ্বে খোদিত অনেক কুঠরী দেখিয়াছিলেন, এবং তন্মধ্যে অনেক পরিবারও তৎসময়ে অধিষ্ঠান করিতেছিল; তিনি তদ্রচিত বিবরণে উহাদিগকে “পর্ব্বতনিবাসী” বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। একদা এর্‌বী ও মাঙ্গল্‌স নামে দুই জন সাহেব সমভিব্যাহারে উক্ত দেশে ভ্রমণ করিলেন, তাঁহারা এরূপ বর্ণন করিয়াছেন, “হিশবোন নগরের অনতিদূরে এক অতি বৃহৎ ও উচ্চকায় পর্ব্বতশ্রেণী আছে; তন্মধ্যে বহুসংখ্যক গহ্বর আছে; এবং তথাকার কোন২ গহ্বরের ভিতরে বিশেষ কুঠরী ও শয়নগৃহ প্রত্যক্ষ হয়।”

তবে “তোমরা পর্ব্বতে গিয়া গর্ত্তের মুখে বাস কর,” যিরিমিয়ের এই উক্তি অবিকলরূপে সম্পন্ন হইয়াছে, এ বিষয় তিন জন সাক্ষীদ্বারা প্রতিপন্ন করা হইল।

শোমিরোণ বিষয়ক দণ্ড-বাণী যাদৃশ অনেক বিলম্বে সফল হইল, তাদৃশ মোয়াবের নিরূপিত দণ্ড যেন ধীরে২ আসিয়া অতি দূরস্থ ভবিষ্যতে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল। রোমীয় লোকেরা যৎকালে

ভূমণ্ডলের উপর প্রভুত্ব করিতেছিল, তৎকালে মোয়াব দেশ ও তদীয় অধিকারীগণ খ্যাত্যাপন্ন ও প্রতাপান্বিত ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, রোমীয়দের কৃত অনেক রাজপথ ও ভগ্ন অট্টালিকা অদ্যাপি তদ্দেশে লক্ষিত আছে।

পূর্ব্বোক্ত দণ্ড অতি বিলম্বে ঘটিল ইহার তাৎপর্য্য কি ?

তবে যিরিমিয় প্রবাচকের ৭০০ বৎসর পরে তাহার বাক্য সকল অসিদ্ধ রহিল; তখনি মোয়াব উচ্ছিন্ন হয় নাই, এবং তাহার নগর নরশূন্য হয় নাই। সত্যই, আমাদের ঈশ্বর "ক্রোধে ধীর এবং অনুগ্রহেতে মহান্।" তিনি দুষ্টগণের পরামনন সাধনার্থে কতই ধৈর্য্যাবলম্বন করেন!

কিন্তু ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী এত বিলম্বে সিদ্ধ হইল ইহাতে আর এক বিষয় লক্ষ্য করিতে হয়। যিরিমিয় জীবদ্দশায় মোয়াবের ভাবী দুরবস্থার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুর ১০০০ বৎসরের অধিক কাল পরে সম্পাদিত হইয়াছে; তিনি যেন এক বাক্যরূপ চিত্রপট রচনা করিয়া গমন করিলেন; এবং তাঁহার গমনের এত দীর্ঘকাল বিলম্বে ঐ দেশের অবয়বে সে চিত্রপটের ভাব ও ভঙ্গি ঠিক নিদর্শিত হইতেছে! তবে কি বলিব? চিত্রকর কে? কি যিরিমিয় স্বীয় বুদ্ধিকৌশল অথবা দীর্ঘদৃষ্টি সহকারে উহা রচনা

করিয়াছেন? তাহা দূরে থাকুক! মনুষ্যমাত্রে এমন কর্ম্মে নিতান্ত অপারক। তবে অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকালদর্শী পরমেশ্বর ঐ তাবৎ বিষয় প্রকাশ না করিলে নয়, অবশ্যই বিবেচক ও বুদ্ধিমান পাঠকগণ ইহা স্বীকার করিবেন।

---

৫ অধ্যায়।

ইদোম্ দেশ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী।

ইদোম্ দেশ যিহূদা এবং মোয়াব দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে স্থিত। উহা পূর্ব্বদিগে আরবীয়া পিত্রীয়াদ্বারা ও দক্ষিণ দিগে সুফ্ সাগরের প্রান্তদ্বারা সীমাবদ্ধ।

ইদোমীয় বংশ আব্রাহামের প্রপৌত্র ও যাকূবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এশৌহইতে উদ্ভূত হইল। সুতরাং যিহূদিগণের সহিত ইদোমীয়দের বিশেষ কুটুম্বতা ছিল। কিন্তু এ জাতিদ্বয়ের আদিপিতৃগণের মধ্যে যে বৈরিভাব উৎপন্ন হইয়াছিল (আদিপুস্তক ২৭) তাহা যেন বংশ পরম্পরায় উহাদের সন্তানগণের মধ্যে সতেজস্বী হইয়া রহিল। বিশেষতঃ, যিহূদিগণের প্রতি ইদোমীয়েরা অত্যন্ত হিংসাপন্ন ছিল।

ইদোমীয়েরা এশৌর বংশজ।

এশৌর প্রতি যাকূবের অসদ্ব্যবহার যখন আমরা বিবেচনা করি তখন এশৌর অপরিসীম ক্রোধে আমাদের আর বিস্ময় থাকিবে না; এবং তাহার বংশীয়েরা পুরুষে২ আপনাদের অন্তরে ঐ পৈ-

ত্রিক ঈর্ষ্যাগ্নি রক্ষা করিয়াছিল, ইহাও সম্পূর্ণ সম্ভাব্যরূপে ঘটিল। বাস্তবিক, এ তাবৎ ব্যাপার মানবীয় স্বভাবসিদ্ধ ঘটনা, সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। কিন্তু স্বাভাবিক এমন অনেক সংস্কার ও গতি আছে যাহা কোন প্রকারে ন্যায্য ও কর্ত্তব্য বলিতে নাই। আমাদের স্বভাব সৃষ্টিকালে যাদৃশ উৎকৃষ্ট ও নির্দ্দোষ ছিল, যদি সতত তাদৃশ থাকিত, তাহা হইলে আমাদের স্বভাবজনিত ভাব ও প্রবৃত্তি সকল উত্তম হইত, এবং তদনুযায়ী ব্যবহার করিলে আমরা কখনো অত্যাচারী হইতাম না। কিন্তু কি পরিতাপ! আমরা আর তদ্রূপ নহি; আমাদের স্বাভাবিক ভ্রংশ হইয়াছে বলিয়া নিত্য আপনাদের নৈসর্গিক কুপ্রবৃত্তি নিবারণার্থে উদ্যোগ করিতে হয়।

য়িহূদিগণের প্রতি ইদোমীয়দের বৈরিভাব।

প্রতিহিংসা সাধনে মনুষ্যের বিশেষ স্পৃহা আছে। এ কুসংস্কার আমাদের হৃৎভূমিতে এমত শক্তরূপে বদ্ধমূল হইয়াছে, যে তাহা উপড়াইয়া ফেলা যার পর নাই কঠিন বোধ হয়। প্রভু য়েশু এ বিষয়ে আমাদিগকে কি সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা দিয়াছেন! "তোমরা শত্রুকে প্রেম কর।" প্রভুর পূর্ব্বে ঈদৃশ অসাধারণ উপদেশ কখনো কুত্রাপি শুনা

প্রতিহিংসার বিষয়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সদুপদেশ।

যায় নাই; এ বিষয়ে ধর্ম্মগ্রন্থের অন্তভাগ আদি-ভাগের অনেক অগ্রসর প্রত্যক্ষ হইতেছে। "শত্রুর হিংসা করিও না; ও শত্রুর দুর্ঘটনাতে শ্লাঘা করিও না," এতাদৃশী শিক্ষা পুরাতন নিয়মে পাওয়া যায় বটে: কিন্তু শত্রুকে প্রেম করা উচিত, তদানীন্তন নীতিশিক্ষা ইহা উল্লেখ করে নাই। ধন্য ত্রাণকর্ত্তা য়েশু! তিনিই এই সর্ব্বোত্তম উপদেশ

এতদ্বিষয়ে খ্রীষ্টই আমাদিগের আদর্শ।

দান করিয়াছেন: আর কেবল তাহা নয়, তিনি আপনি এ বিষয়ে আমাদের আদর্শও হইয়াছেন; যেহেতুক তিনি ক্রুশার্পিত হইয়া "হে পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কর।" আপনার হত্যাকারিদের জন্যে এ রূপ প্রার্থনা করিলেন।

এতদ্বিষয়ে সুলেমানের এক প্রসিদ্ধ উক্তি এই, "তোমার শত্রুর পতন হইলে হৃষ্ট হইও না, এবং সে বিঘ্ন পাইলে তোমার মন আনন্দিত না হউক; পাছে পরমেশ্বর তাহা দেখিয়া অসন্তুষ্ট হন।" হিতোপদেশ ২৪; ১৭, ১৮। এ বিষয়ে ইদোমীয়েরা অত্যন্ত দোষী ছিল: উহারা যিহূদিগণের দুর্ভাগ্যেতে যৎপরোনাস্তি আনন্দ করিল, এবং যথাসাধ্য তাহার বৃদ্ধিও করিতে উদ্যত হইল। পরমেশ্বর তাহা দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি নিম্নলিখিত বাক্যদ্বারা উহাদের প্রতি আপনার

ক্রোধ প্রদর্শন করিলেন, "তোমার ভ্রাতা যাকূ-বের প্রতি তোমার দৌরাত্ম্য করণ প্রযুক্ত তুমি লজ্জাতে আচ্ছন্ন হইবা ও চিরকাল উচ্ছিন্ন থাকিবা। তাহার সম্মুখে তোমার দণ্ডায়মান হওনের দিনে ও শত্রুগণকর্ত্তৃক তাহার সৈন্যের বন্দিরূপে দেশান্তরে নীত হও-নের দিনে যখন অন্যজাতীয়েরা তাহার নগরদ্বারে প্রবেশ করিল, ও যিরূশালমের উপরে গুলিবাঁট করিল, তখন তুমিও তাহাদের একের সদৃশ হইলা। কিন্তু তোমার ভ্রাতার বিপদ সময়ে ও তাহার বিদেশী হওন সময়ে তাহার দর্শনে তৃপ্ত হওয়া এবং যিহূদা বংশের বিনাশের দিনে তাহার বি-ষয়ে আনন্দিত হওয়া ও তাহার বিপদকালে দর্প কথা কহা তোমার উচিত ছিল না। এবং তাহাদের পলাতকদিগকে বধ করিতে দ্বিমস্তক পথে দণ্ডায়-মান হওয়া এবং দুঃখের দিনে তাহাদের অবশিষ্ট লোকদিগকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করা তোমার উচিত ছিল না; কেননা তাবৎ ভিন্নজাতীয়দের বিরুদ্ধে পরমেশ্বরের দিন সন্নিকট; তুমি যেরূপ করি-য়াছ, তোমার প্রতিও তদ্রূপ করা যাইবে, ও তো-মার কর্ম্মের ফল তোমার মস্তকে বর্ত্তিবে।" ওব-দিয় ১০-১৫।

ওবদিয় ভবিষ্য-দ্বক্তার উক্তি।

উপরোক্ত বাণীর সিদ্ধি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে

ইদোমীয় বংশ বিষয়ক আর একটী ভবিষ্যদ্বাক্য উত্থাপন করা বিহিত বোধ হইতেছে। ইহা উক্ত বংশ সংক্রান্ত বাক্যসমূহের সর্ব্বাগ্রে উল্লেখিত হইয়াছিল। এশৌর পিতা বৃদ্ধ ইস্‌হাক ইহার বক্তা। যৎকালে এশৌ যাকূবদ্বারা মহৎ আশীর্ব্বাদে বঞ্চিত হইয়া অন্য এক ক্ষুদ্রতম বর চাহিয়াছিল, তৎকালে ইস্‌হাক উহার বংশের ভাবিকালীন দশা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "উর্ব্বরা ভূমি ও আকাশের শিশির বিশিষ্ট দেশে তোমার বসতি হইবে: তুমি খড়্গাজীবী এবং আপন ভ্রাতার অধীন হইবা; কিন্তু যখন বন্ধন ভেদ করিবা, তখন আপন গ্রীবাহইতে তাহার যোঁয়ালি ভাঙ্গিবা।" আদিপুস্তক ২৭; ৩৯,৪০।

ইদোম্ বিষয়ক ইস্‌হাকের পূর্ব্বোল্লেখ।

এ বাক্যের মধ্যে মঙ্গল এবং অমঙ্গলসূচক ভাব উভয় পাওয়া যায়। ইদোম্ বংশ উর্ব্বরা ভূমি অধিকার করিবে এবং উহার সাংসারিক সুখ ও পরাক্রম সম্বর্দ্ধিত হইবে, ঈদৃশ মঙ্গল উপলক্ষিত আছে। অনতিবিলম্বে পূর্ব্বোল্লেখের এই অংশটী সম্পন্ন করা হইল। ইদোম্ বংশ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; এবং তাহারা বিশেষ২ গোষ্ঠীতে ভুক্ত হইয়া ইদোম্ দেশ অধিকার করণ পূর্ব্বক এক২

ঐ উক্তির এক অংশ অতি শীঘ্র সম্পন্ন হইল।

গোষ্ঠী এক২ পরাক্রমী রাজা কর্তৃক শাসিত হইতে লাগিল। তাহারা অত্যন্ত বীর ও যুদ্ধপ্রিয় ছিল; তাহাদের আনুক্রমিক বৃত্তান্তে ইস্‌হাকের পূর্ব্বোক্তি স্পষ্টই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যথা, "তুমি খড়্গাজীবী হইবা।"

ইদোমের বর্ত্তমান সম্পূর্ণ নিস্তেজ ও নিকৃষ্ট অবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু উহা পূর্ব্বে ইস্‌হাকের বাক্যানুসারে "উর্ব্বরা ও আকাশের শিশির বিশিষ্ট দেশ" ছিল, ইহার আধুনিক ভূরি২ প্রমাণ ও লক্ষণ রহিয়াছে। লার্ড ক্লাদ্ হামিল্‌টন নামক প্রসিদ্ধ পর্য্যটনকারী উক্ত দেশে পরিভ্রমণ করিলে পরে তদ্বিষয়ে এরূপ লিখিয়াছেন, "ইদোম্ দেশের রাজধানীর নাট্যশালার নিকটস্থ ভূমিতে এবং তত্রস্থ জলস্রোতের অঞ্চলে স্থলে২ অপরিসীমভাবে উদ্ভিদাদি উৎপন্ন হয়। তথায় ডুম্বুর প্রভৃতি বিশেষ২ ফলের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইতেছে; এবং তৎসমুদায়ের সন্দর্শনে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, যদিও সম্প্রতি ইদোমের অধিকাংশ শুষ্ক ও পাষাণময় দেশের তুল্য, অথাচ যৎকিঞ্চিৎ পরিশ্রম সহকারে তাহার পূর্ব্বতন সৌষ্ঠব অনায়াসে পুনর্দৃষ্ট হইত; এবং তৎকালে যেমন শৈল সকল, সুসেচিত উর্ব্বরা ভূমিতে আচ্ছাদিত হওত, প্রচুর শস্যাদিতে

ইদোমের বর্ত্তমান কীদৃশ ভাব।

আবৃত ছিল, এবং অসঙ্খ্য পুষ্পশোভিত উদ্যানে বিভূষিত ছিল, এক্ষণেও তদ্রূপ সৌন্দর্য্যের পুনঃস্থাপন সম্ভব হইত। হায়! ঐ রাজধানীর সৌভাগ্যের সময়ে, যৎকালে তাহা ঐশ্বর্য্যান্বিত অট্টালিকা ও ঝুলিত উদ্যানে পরিবৃত ছিল, তৎকালে তাহার কি অনুপম ও মনোহর ভাব ছিল!"

তবে মহর্ষি ইস্‌হাক্ ইদোমের ঐহিক সুখ সম্বর্দ্ধনের বিষয়ে যাহা উক্ত করিয়াছিলেন তাহা বিলক্ষণরূপে সম্পাদিত হইল। কিন্তু তিনি তদ্ভিন্ন আর একটী গম্ভীর ও সন্তাপজনক গতিও নির্দ্দেশ করিলেন, তাহা এই "তুমি আপন ভ্রাতার অধীন হইবা।" এই উক্তিতে ইস্‌হাক্ ইহা প্রকাশ করিলেন যে ভাবীকালে এশৌর বংশ যাকূবের বংশের সমীপে প্রণিপাত করিয়া তাহাদের কর্তৃত্ব স্বীকার করিবে।

ইদোমের অধীনতার উক্তি।

এ বচনটী বহুকালের জন্যে একান্ত অসম্ভব ও অসঙ্গত বোধ হইল; আর ইহা কদাপি সফল করা যাইবে, আদৌ প্রায় কাহারো এরূপ বিশ্বাস হইত না। যে সময়ে ইস্রায়েল লোকেরা মিসর দেশে বন্দিত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আর্ত্তস্বর করিতেছিল, তৎকালে ইদোমীয়েরা অশেষ ঐশ্বর্য্য ও মর্য্যাদা বিশিষ্ট হইয়া স্বচ্ছন্দভাবে আত্মদেশে অধিষ্ঠান করিতেছিল।

তদুক্তির সম্পাদন অতিশয় অসম্ভব।

এবং ইস্রায়েলীয়দের মিসরহইতে মুক্ত হইবার ২০০ বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বেই ইদোমীয়েরা আপনাদের উন্নতি সাধন করিয়াছিল। অথচ, যাকূবের বংশ কিনান দেশ অধিকার করিলে পরেও দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তাহারা এমন দীনহীন ও নিকৃষ্ট অবস্থায় রহিল, যে ইদোমের পরাক্রমী ও সম্ভ্রান্ত বংশের কাছে তাহারা অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছনীয় জাতি অনুভূত হইত। সে যাহা হউক; শীঘ্র কি বিলম্বে হউক, ঈশ্বরোক্তি সকল অবশ্যই সম্পন্ন হইবে। দায়ূদ রাজার সময়ে প্রস্তাবিত বাক্য সম্পাদিত হইল। উক্ত যিহূদী পরাক্রান্ত ও দিগ্বিজয়ী ভূপতি কিনান দেশের চতুষ্পার্শ্বস্থ বিপক্ষ জাতি সমুদয়কে পরাস্ত করিয়া আপনার অধীনে রাখিলেন। ঐ অধীনস্থ জাতিগণের মধ্যে ইদোম্ বংশ পরিগণিত ছিল। তদ্বিষয়ে এরূপ লেখা আছে,

তবুও দায়ূদের সময়ে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইল।

"পরে দায়ূদ ইদোমে দুর্গ স্থাপন করিলেন, অর্থাৎ তিনি ইদোমের সর্ব্বত্রে দুর্গ স্থাপন করিলেন, এবং ইদোমীয় সকল লোক দায়ূদের দাস হইল।" ২ শিমূয়েল, ৮; ১৪। কি চমৎকার! "তুমি আপন ভ্রাতার অধীন হইবা," এ বাক্যটী ৭০০ বৎসরের অপেক্ষা করিলে পরে সম্পূর্ণ সিদ্ধি বিশিষ্ট হইল।

কিন্তু ইস্‌হাক ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে আর একটী বিশেষ সংঘটন নির্দ্দেশ করেন। তিনি কহিলেন, "কিন্তু তুমি যখন বন্ধন ভেদ করিবা, তখন তুমি আপন গ্রীবাহইতে তাহার যোঁয়ালি ভাঙ্গিবে।" এরূপে উপলক্ষিত আছে, যে ইদোম বংশ চিরকাল যাকুব বংশের অধীনে থাকিবে না; তাহারা পুনর্ব্বার বীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক ঐ যোঁয়ালিরূপ বন্ধন ছেদনে সমর্থ হইবে।

ইদোমের বিমুক্ত হওনের বার্ত্তা।

ন্যূনাতিরেক ১৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ইদোমীয়েরা যিহূদিগণের অধীনতা স্বীকার করিল। তৎসময়ে যিহূদা রাজার নিযুক্ত অধিপতি তাহার প্রতিনিধিস্বরূপে উহাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিত। তৎপরে, যখন দুরন্ত যিহোরাম্ যিহূদার সিংহাসনোপবিষ্ট হইল, তখন ইদোমীয়েরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। অতি ভীষণ সংগ্রাম হইলে পরে তাহারা কৃতকার্য্য হইল; তাহারা যিহূদী শাসনকর্ত্তাকে তাড়াইয়া তৎপরিবর্ত্তে স্বদেশীয় এক জনকে রাজ্যাভিষেক করিল। ঈদৃশভাবে ইস্‌হাকের শেষোক্তিও সম্পন্ন হইল, যথা, ইদোম যাকুবের "বন্ধন ভেদ করিল এবং তাহার গ্রীবাহইতে যোঁয়ালি ভাঙ্গিল।"

তাহা দুরন্ত যিহোরামের সময়ে সম্পাদিত হইল।

বিমুক্ত হইলে পরে ইদোমীয়েরা অসাধারণ

পৌরুষত্তা, ব্যগ্রতা, ও বুদ্ধিকৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক আপনাদের উন্নতি সাধন করিতে লাগিল। তাহাদের সঙ্কল্প ও চেষ্টাসমূহ আশীঃপ্রাপ্ত হইল; অনতিবিলম্বে তাহারা নিকটবর্ত্তী তাবৎ জাতির উপরে প্রধান হইয়া উঠিল; কি বিদ্যানুশীলনে, কি ধনোপার্জ্জনে, কি মান ও গৌরব সম্বর্দ্ধনে, সর্ব্ব বিষয়ে উহারা অগ্রগণ্য হইল। কিন্তু কি পরিতাপ! উহাদের যত সাংসারিক উন্নতি হয়, ততই উহাদের স্বাভাবিক নিকৃষ্টতাও প্রকটিত হয়; উহারা ঈশ্বর-দত্ত সৌভাগ্যে কৃতজ্ঞ না হইয়া উত্তরোত্তর তজ্জন্যে অভিমানী ও গর্ব্বিত হইয়া উঠিল। এতন্নিমিত্তে পরমেশ্বরের যথার্থ ক্রোধ উহাদের বিরুদ্ধে প্রজ্বলিত হইল। ঈশ্বর উহাদের প্রতি কেমন গম্ভীর ও ভয়ানক উক্তি প্রয়োগ করেন তাহা শুনি; "হে শৈলের গুহানিবাসী, হে পর্ব্বতের শৃঙ্গাবলম্বী; তোমার ভয়ঙ্করতা ও তোমার অন্তঃকরণের অহঙ্কার তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছে; পরমেশ্বর কহেন, তুমি যদ্যপি উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় উচ্চস্থানে আপন বাসা কর, তথাপি আমি তোমাকে তথাহইতে নামাইব। এবং ইদোম চমৎকারের পাত্র হইবে, ও তাহার নিকট দিয়া গমনকারী সকলে বিস্ময়াপন্ন হইবে

উহাদের অভিমান, এবং তৎপ্রযুক্ত ঈশ্বরনিরূপিত দণ্ড।

ও তাহার বিপদের সময়ে শীষ দিবে; পরমেশ্বর কহেন, সিদোমের ও অমোরার ও তাহার চতুর্দিক্স্থিত নগরের ন্যায় তাহার উৎপাটন হইবে; কোন ব্যক্তি তাহার মধ্যে থাকিবে না, এবং কোন মানুষের বংশ তাহার মধ্যে প্রবাস করিবে না।" যিরিমিয় ৪৯; ১৭-১৮।

যিহিস্কেল প্রবাচকও ইদোমের ভবিষ্যৎ দণ্ড ও তাহার কারণ প্রসঙ্গ করিয়া বলেন, "প্রভু পরমেশ্বর এ কথা কহেন, ইদোম্ যিহূদা বংশকে হিংসাভাবে প্রতিফল দিয়াছে; সে তাহাকে প্রতিফল দেওয়াতে বড় অপরাধ করিয়াছে। অতএব প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি ইদোমের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার মধ্যহইতে মনুষ্য ও পশুকে উচ্ছিন্ন করিব ও তৈমন অবধি দিদন্ পর্য্যন্ত দেশ নরশূন্য করিব, ও লোকেরা খড়্গদ্বারা পতিত হইবে; এবং আমি আপন প্রজা ইস্রায়েল লোকদ্বারা ইদোমকে প্রতিফল দিব; তাহারা ইদোমের প্রতি আমার কোপ ও ক্রোধানুসারে আচরণ করিবে, তাহাতে তাহারা আমার দত্ত প্রতিফল জ্ঞাত হইবে।" যিহিস্কেল ২৫; ১২-১৪।

যিহিস্কেলের পূর্ব্বোল্লেখ।

এ তাবৎ দণ্ডসূচক বাক্যের বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই; এ সকল বাক্য প্রয়োগে ঈশ্বরের

অনন্য কৃপালু সদভিপ্রায় ছিল; তিনি যে পাপিগণের অপরিবর্ত্তনীয় দণ্ড নিরূপণ করত তাহাদের নৈরাশ্য জন্মাইবার জন্যে উহা প্রচার করেন এমন নয়; বস্তুতঃ, দোষিগণ আগামী দণ্ডের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অনুতাপপূর্ব্বক দোষ বিসর্জ্জন করে, সর্ব্বদয়াময়ের এরূপ উদ্দেশ্য আছে। এতদ্বিষয়ে ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত এই, "'তুমি অবশ্য মরিবা' আমি কোন দুষ্টকে এরূপ কহিলে, সে যদি আপন পাপহইতে ফিরিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করে, তাহা হইলে সে অবশ্য বাঁচিবে, মরিবে না।" যিহিস্কেল ৩৩; ১৪।

ঐ দণ্ডসূচক বাক্য-প্রযোগে ঈশ্বরের অভিসন্ধি কি?

এ দয়ালু অভিসন্ধির একটী বিলক্ষণ চিহ্ন এই যে, প্রস্তাবিত দণ্ডসমূহ অনেক বিলম্বে সিদ্ধ হইয়া উঠিল। জলপ্লাবন ঘটিবার ১২০ বৎসর পূর্ব্বে তাহা ঘোষিত হইয়াছিল: এবং নিনিবী নগরের ধ্বংসের কথা এরূপ ভাবে প্রচারিত হইল, "আর চল্লিশ দিন গত হইলে নিনিবী উৎপাটিত হইবে।" যূনস্ ৩; ৪। ইস্রায়েল লোকদেরও নিরূপিত দণ্ডের কত অধিক কাল বিলম্ব হইল! তদ্রূপ ইদোম্ বিষয়ক উপরোক্ত বিষম ক্রোধসূচক বাণী দীর্ঘকালের অপেক্ষা করিল, এবং তাহা একেবারে এক সময়ে সম্পন্ন না হইয়া, আনুক্রমিক বিশেষ ঘটনাদ্বারা সম্পাদিত হইল।

বাবিলোণের রাজা নিবুখদ্‌নিৎসর সকলের অগ্রে ইদোমের উৎপাত সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

নিবুখদ্‌নিৎসর প্রথমে ইদোমের উপর আক্রমণ করেন।

যিরূশালমের ধ্বংস করিবার পরে তিনি সূরিয়ার অন্তঃপাতী তাবৎ জাতির উপর অতি প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেন; তৎকালেও তিনি সৈন্য সমভিব্যাহারে ইদোমে প্রবেশ করিয়া তাহার যৎপরোনাস্তি উৎপাত করিলেন। এই দুর্ঘটনাতে ইদোমের ঐশ্বর্য্য ও গৌরবের অত্যন্ত লাঘব দর্শিল সন্দেহ নাই; কিন্তু উহাদের বিনাশ হয় নাই; এবং বোধ হয়, উহাদের উদ্ধত স্বভাব উক্ত শাস্তিতে কিছুমাত্র অবনত হয় নাই।

উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে এই উক্তি আছে, "আমি আপন প্রজা ইস্রায়েল লোকদ্বারা ইদোমকে প্রতিফল দিব।" ইহাতে স্পষ্টই নির্দ্দিষ্ট আছে যে, কোন না কোন সময়ে যিহূদীরা ইদোমের

ইস্রায়েল লোকেরাও উহাদের দণ্ড সম্পাদন করে।

নিরূপিত দণ্ড নির্ব্বাহ করিবে। আর এক জন প্রবাচক ইহা লক্ষ্য করিয়া বলেন, "যাকূবের বংশ অগ্নিস্বরূপ ও যূষফের বংশ বহ্নিশিখাস্বরূপ হইবে; এবং এশৌর বংশ নাড়াস্বরূপ হইবে; তাহার মধ্যে সে সকল জ্বলিয়া তাহাকে ভস্ম করিবে; তাহাতে এশৌর বংশে কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না।" ওবদিয় ১৮।

ঈশ্বর যে এমন নিরূপণ করিয়াছিলেন, যে ইস্রায়েল লোকেরা ইদোমের দণ্ড সম্পাদন করিবে, ইহার বিশেষ কারণ ছিল, এবং শেষোক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা ঐ কারণটী উল্লেখ করেন। যৎকালে বিজয়ী ও নিষ্ঠুর নিবুখদ্নিৎসর যিহূদীগণকে পরাস্ত করিয়া বন্দিত্ব-শৃঙ্খলে বন্ধন পূর্ব্বক বাবিলোণ দেশে লইয়া গেলেন, তৎকালে ইদোমীয়েরা উহাদের ঐ দুর্ভাগ্য-দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইয়া উঠিল;

ইদোমীয়েরা ইস্রায়েলদের বিপদ সময়ে উহাদের প্রতি কি অত্যাচার করিল।

তাহারা আপনাদের ভ্রাতৃগণের বিনাশে আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিল; শুদ্ধ তাহা নয়, তাহারা আরো অধিকতর নৃশংস ব্যবহার করিল; দীনহীন, দুঃখী যিহূদীদের অনেকে পথিমধ্যে শত্রুগণের হস্ত ছাড়াইয়া আত্মরক্ষার নিমিত্তে পলায়নপর হইল। উহারা ইদোমের মধ্য দিয়া গমন পূর্ব্বক স্বদেশে যাইবার উপক্রম করে; কিন্তু নির্দ্দয় ইদোমীয়েরা ঘাঁটি বসাইয়া ঐ অনাশ্রয় পলাতকগণকে বধ করিল। তাহাদের এমন অনুভব ছিল, যে যিহূদীরা এককালে আপনাদের রমণীয় দেশহইতে উন্মূলিত হইয়াছিল। ফলতঃ, তাহা হয় নাই; ঈশ্বর উহাদের পাপ বিনাশার্থে উহাদিগকে শত্রুহস্তগত করিলেন বটে, কিন্তু ৭০ বৎসর অতীত হইলে তিনি উহাদিগকে

মুক্ত করত পবিত্র কিনান দেশে পুনশ্চ স্থাপন করিলেন।

কালক্রমে ইদোমের প্রতিফল নিষ্পাদনের সময় উপস্থিত হইল। খ্রীষ্টের ১৬৫ বর্ষ পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ মহাবীর যিহূদা মকাবীস্, যিহূদী সৈন্য সমভিব্যাহারে উহাদের উপর আক্রমণ পূর্ব্বক যিহিষ্কেল এবং ওবদিয়ের উক্তি সকল সিদ্ধ করিলেন। তদ্বিষয়ে মকাবীস্ নামক পুরাতন গ্রন্থে এরূপ পুরাবৃত্ত লেখা আছে, "এশৌর সন্তানগণ ইস্রায়েল লোকদিগকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া যিহূদা মকাবীস্ ইদোমের আক্রোবাটীন্ নগরে উহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন; এবং তিনি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইলেন। উহারা পূর্ব্বে ইস্রায়েলদের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাহাদের ফাঁদ ও বিঘ্নস্বরূপ হইয়াছিল, এবং তাহাদের বিনাশার্থে পথে ঘাঁটি বসাইয়াছিল, তিনি ইহা স্মরণ করিলেন; তজ্জন্যে তিনি উহাদিগকে অবরোধ পূর্ব্বক আপন ২ নগরে বদ্ধ করিয়াছিলেন; তাহার পর তিনি নগর, লোক শুদ্ধ, অগ্নিদাহদ্বারা ধ্বংস করিলেন। তৎপরে তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত ইদোমের দক্ষিণ অঞ্চলে গমন করিয়া তথায় এশৌর সন্তানগণের সঙ্গে যুদ্ধ করি-

যিহূদা মকাবীস উক্ত অত্যাচারের প্রতিফল দেন।

লেন; এবং তিনি তথাকার চতুষ্পার্শ্বস্থ নগর সকল দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।" ২ মকাবীস্ ৫; ৩-৫,৩৫।

তবে, উল্লিখিত সংঘটনে পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী বিলক্ষণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল, যথা, "আমি আপন প্রজা ইস্রায়েলদ্বারা ইদোমকে প্রতিফল দিব।" এবং "যাকুবের বংশ অগ্নিস্বরূপ ও যূষফের বংশ বহ্নিশিখাস্বরূপ হইবে; এবং এশৌর বংশ নাড়াস্বরূপ হইবে, তাহার মধ্যে সে জ্বলিয়া তাহাকে ভস্ম করিবে।"

তাহাতে ভবিষ্যদ্বাণীর সিদ্ধি হয়।

কিন্তু তৎকালেও ইদোমের লোপ হয় নাই; উহার নগরবৃন্দ পুনর্নির্ম্মিত হইল, এবং যিহূদিগণের প্রতি ইদোমীয়দের হিংসানল অধিকতর জ্বলিয়া উঠিল। উহাদের উপরোক্ত শাসনের ২৩৫ বৎসর পরে যিহূদিগণের ভীষণ বিপদ আর বার উপস্থিত হয়। রোমীয় সৈন্য যিহূদা দেশের সর্ব্বত্রে ভয়ানক উৎপাত করিলে পর যিরূশালমের অভিমুখে গমন করিতেছিল; ইতিমধ্যে ২০০০০ দুরন্ত ইদোমীয়েরা অকস্মাৎ উক্ত শহরে প্রবিষ্ট হইয়া বিপন্ন ও ভয়াকুল যিহূদীদের প্রতি অতি জঘন্য ও যৎপরোনাস্তি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিল। জোসীফস্ তদ্বৃত্তান্তের মধ্যে এ রূপ প্রসঙ্গ বর্ণন করেন, "ইদোমীয়েরা কাহারো প্রতি কিছু মমতা করিল

ইদোমীয়েরা যিরূশালমের ধ্বংসকালে আর বার দৌরাত্ম্য করে।

না; তাহারা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্যে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিল, এবং দিনাবসান হইলে তথায় ৮৫০০ হত লোকের শব পতিত হইয়া দৃষ্ট হইল। কিন্তু ইহাতেই ইদোমীয়দের ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাণ হয় নাই; মন্দির ত্যাগ করত তাহারা নগরের গৃহে২ প্রবেশ পূর্ব্বক যাহা ইচ্ছা তাহা অপহরণ করে, এবং যাহাদের দেখা পায় তাহাদের প্রত্যেক জনকে সংহার করে।”

হায়! ঐ দুর্ঘটনাতে যিহিষ্কেলের ৬০০ বৎসরের পূর্ব্বোক্তি কেমন বিস্ময়জনক সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল! ঈশ্বর ইদোমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তোমার জাতক্রোধ হওয়াতে তুমি ইস্রায়েলের বিপদকালে, অর্থাৎ তাহার অপরাধ সম্পূর্ণ হওন সময়ে, তাহার সন্তানদিগকে খড়্গের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলা।” যিহিষ্কেল ৩৫; ৫।

কিন্তু আমাদের ঈশ্বর ন্যায়বান ও প্রতিফলদাতা। তিনি ইস্রায়েল লোকদের দণ্ড প্রদানার্থে ইদোমের হস্তদ্বারা তাহাদিগকে নিপাত করিলেন বটে; কিন্তু, কি চমৎকার! যৎকালে তিনি ইদোমকৃত দৌরাত্ম্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তৎকালেও তিনি বিলক্ষণরূপে উহার প্রতিফলও নিরূপণ করিলেন; তাঁহার উক্তি এই, “প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যদি অমর হই,

তবে তোমাকে রক্তময় করিব, এবং রক্তধারা তোমার পশ্চাৎ ধাবমান হইবে। আমি সেয়ীর পর্ব্বতকে নষ্ট ও নরশূন্য করিব, এবং গমনাগমনকারী লোকদিগকে তাহার মধ্যে নষ্ট করিব; ও তাহার হত লোকেতে তাহার তাবৎ পর্ব্বত পরিপূর্ণ করিব; আমি তোমাকে অনন্তকালার্থে নরশূন্য করিয়া রাখিব, তোমার নগরে কখনো বসতি হইবে না।" যিহিস্কেল ৩৫; ৬, ৭, ৯।

উঁহাদের যথোচিত দণ্ড নিরূপিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত ভয়ানক অভিশাপ কোন্ সময়ে এবং কীদৃশ প্রণাল্যনুক্রমে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত পুরাবৃত্তের মধ্যে পাওয়া যায় নাই; এ মাত্র নিশ্চয় আছে যে, ইদোমের বিনাশসূচক ভবিষ্যদ্বাণী সকল অতি বিচিত্র রূপে সম্পন্ন করা হইয়াছে। দৈববাণী ২৩০০ বৎসর পূর্ব্বে যাদৃশ ইদোমের ভাবী দুর্দশা উল্লেখ করিয়াছিল, তাহার আধুনিক তাদৃশ দুর্দশা প্রতীয়মান হইতেছে, কিছুমাত্র প্রভেদ কি বৈলক্ষণ্য নাই।

ঈশ্বর কহিলেন, "আমি তোমার তাবৎ নগর উচ্ছিন্ন করিব।" তাহা হইয়াছে; ইদোমের নগর সমুদয় উচ্ছিন্ন ও বিনষ্ট হইয়াছে, একটিই রক্ষা পায় নাই। ঈশ্বর আবার কহিলেন, "আমি তোমাকে নরশূন্য করিব; এবং এশোর বংশের এক

জনও অবশিষ্ট থাকিবে না।” তাহাও সিদ্ধ হইল। ইদোমীয়েরা পুরাকালে অতি সমাদরপূর্ব্বক মৃতগণের সমাধি ক্রিয়া সম্পাদন করিত, এবং উহাদের স্মরণার্থে শৈল-পার্শ্বে কবর খনন করিয়া তাহা অসাধারণ কৌশলদ্বারা বিভূষিত করিত। হায়! উহাদের কবর সকল রহিয়াছে, এবং তন্মধ্যে তদানীন্তন লোকদের অস্থিও বিকীর্ণভাবে পড়িয়া রহিয়াছে; কিন্তু ইদোম্‌ দেশ এককালে নরশূন্য হইয়াছে, এবং এশৌর বংশের এক জনও জীবিত অবশিষ্ট রহিল না। অধিকন্তু, ঈশ্বরের উক্তি এই, “আমি অনন্তকালার্থে তোমাকে নরশূন্য করিব, তোমার নগরে আর কখনো বসতি হইবে না।” তবে শুদ্ধ এশৌর বংশ নয়, কিন্তু অন্য কোন জাতি কখনো তদীয় দেশে অবস্থিতি করিবে না; তাহা চিরকালার্থে পরিত্যক্ত ও নরশূন্য থাকিবে, এরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বাস্তবিক, ইদোমের কুত্রাপি কেহ থাকে না; তথায় কোন জাতির বসতি আর নাই; তাহা একেবারে ত্যক্ত ও লোকশূন্য হইয়া গিয়াছে। ভ্রমণকারী আরবীয় লোকেরা কখনো২ তন্মধ্য দিয়া গমন করে, কিন্তু তাহারা কোন প্রকারে সেখানে অবস্থিতি করিবে

পূর্ব্বোক্ত অভিশাপ সকল সম্পূর্ণ রূপে সফল হইয়াছে।

ইদোম এককালে নরশূন্য ও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

না; আর যদ্যপি অগত্যা ঐ অভিশপ্ত ও নির্জন দেশে এক রাত্রিও যাপন করিতে হয়, তাহারা সশঙ্কিত ভাবে ঐ রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রত্যূষে হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করে।

যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা ইদোমের ভ্রষ্টাবস্থার দুই একটী বিশেষ চিহ্ন ব্যক্ত করিয়াছেন; ইহারও অবিকল সিদ্ধি হইয়াছে; পরমেশ্বর তদ্দ্বারা কহিলেন, "সে স্থানে কালপেচা ও দাঁড়কাক বাস করিবে।" যিশায়িয় ৩৪; ১১। যত পর্য্যটনকারীরা উক্ত দেশে রাত্রি ক্ষেপণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বলেন, যে অনবরত অসঙ্খ্য কালপেচার কর্কশ শব্দ উঠিয়া নিদ্রাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে বিরক্ত করে। আর বার প্রবাচক বলেন, "তাহার অট্টালিকা কণ্টকে, ও তাহার দুর্গ সকল বিছুটী ও শেয়ালকাঁটাতে ব্যাপ্ত হইবে।" যিশায়িয় ৩৪; ১৩। এ লক্ষণটিও দৃশ্যমান হইতেছে। অনেকে বর্ণন করিয়াছেন যে, ইদোমের ভ্রষ্ট ও জনশূন্য নগর গুলির মধ্যে নানা প্রকার কণ্টক ও শেয়ালকাঁটা অতি প্রচুরভাবে উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ, ঐ দেশ সর্ব্বত্রে এমত কণ্টকময়, যে ভ্রমণকারী আরবীয় লোকেরা ইদোমে গমন করিলে উহাদের চরণহইতে কণ্টক বিসর্জ্জন

তন্মধ্যে কালপেচার ও কণ্টকের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

করিবার জন্য এক খান সাঁড়াশি সর্ব্বদা সঙ্গে লইয়া যায়।

প্রাক্‌কালে ইদোমীয়েরা নানাবিধ পাণ্ডিত্যের বিষয়ে অতিশয় ব্যুৎপন্ন ছিল; ফলতঃ, সুপ্রসিদ্ধ মহাপণ্ডিত সর্ ইস্‌হাক নিউটন্ অনুভব করেন, যে ইদোম্ বিদ্যানুশীলনের উৎপত্তিস্থান ছিল, এবং তাহাদের নিকটহইতে বিদ্যালোক নির্গত হওয়াতে অন্ধকারাবৃত মিসর, কস্‌দিয়া, আশীয়া, ইউরোপ প্রভৃতি দেশ তাহাতে আলোকময় হইয়া উঠিল।

ইদোম্ নানাবিধ বিদ্যার উৎপত্তিস্থান ছিল।

এ বিষয়ও ভবিষ্যদ্বাণীতে নির্দ্দিষ্ট আছে, এক স্থলে এরূপ উক্তি আছে, "পরমেশ্বর কহেন, সে দিনে আমি কি ইদোমের জ্ঞানবানদিগকে বিনষ্ট করিব না? ও এশৌর পর্ব্বতহইতে কি বুদ্ধি দূর করিব না?" ওবদিয় ৮। অন্যত্রে এরূপ লেখা আছে, "সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তৈমনে * কি আর প্রজ্ঞা নাই? ও

* তৈমন ইদোম্ দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের বিশেষ নাম ছিল। অতি পুরাকালে ইহা প্রচলিত ছিল। এশৌর এক জন পৌত্রের সেই নাম ছিল; বোধ হয়, তাহাহইতে দেশের ঐ রূপ সংজ্ঞা উৎপন্ন হইল। আয়ুবের দুর্ভাগ্য সময়ে যে তিন জন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইলেন, উহাঁদের এক জন তৈমনীয় ইলিফস্ নামে বিখ্যাত; তিনি ইদোমীয় ছিলেন; এবং তিনি, ও তাৎকালিক ইদোমীয় পণ্ডিতগণ, কি পর্য্যন্ত শাস্ত্রজ্ঞ ও বুদ্ধিমান হইয়াছিলেন, তাহা আয়ুবের ৪; ৫; এবং ২২ অধ্যায় পাঠে বিলক্ষণরূপে অনুভূত হইবে।

বুদ্ধিমানদের মধ্যে কি পরামর্শের লোপ হইয়াছে? ও তাহাদের জ্ঞান কি বিকৃত হইয়াছে?" যিরিমিয় ৪৯; ৭।

কেমন উহার বিদ্যার ও বিদ্বান্‌গণের লোপ হইয়াছে!

তাহা বিকৃত হইয়াছে বটে, এবং ঐ বিদ্বানগণের বিদ্যাড়ম্বরও নিস্তব্ধ হইয়াছে; তাহারা এবং তাহাদের কৃত সঙ্কল্প সকলেরই লোপ হইয়াছে; সত্যই, আমাদের ঈশ্বরের বাক্য বিজয়ী এবং চিরকালস্থায়ী!

ইদোমের রাজধানীর তিনটী বিশেষ নাম ছিল। তাহা গ্রীক ভাষায় পেত্রা, ও ইব্রীয় ভাষায় সেলা, এবং আরবীয় ভাষায় হাজিরা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত। কিন্তু ঐ তিন শব্দের অর্থ একই, অর্থাৎ "প্রস্তর"। উক্ত প্রসিদ্ধ নগর অতি প্রকাণ্ড শৈলে পরিবেষ্টিত ছিল বলিয়া, তাবৎ জাতি তাহার ঐ রূপ নাম নিরূপণ করিয়াছিল। কথিত আছে, যে উহার সৌষ্ঠবকালে উহা পূর্ব্বদিকস্থ সমুদয় দেশের আড়ম্বরূপ ছিল; এবং সম্বৎসরে ভিন্ন২ জাতীয়েরা বাণিজ্যের উপলক্ষে তথায় গমন করিত। হায়! উহার কি পর্য্যন্ত অধঃপতন ও বিকার হইয়াছে! উহাকে এক্ষণে মৃত্যুচ্ছায়ারূপ উপত্যকা বলিবার যোগ্য, এ মাত্র। উহা এমন বিলুপ্ত হইয়াছিল যে, শত২ বৎসরা-

ইদোমের রাজধানীর তিনটী নাম।

উহা পূর্ব্বদিকস্থ দেশ সমুদয়ের আড়ম্ব ছিল।

বধি উহার প্রকৃত স্থল সকলেরই অবিদিত ছিল; এবং আধুনিক দর্শনাকাঙ্ক্ষী মহোদয়গণ তাহা সপ্রকাশ না করিলে, তাহা অদ্যাপিও অনিশ্চিত থাকিত।

অধুনা, দুই জন পর্য্যটনকারী ইদোমের রাজধানীর মধ্যে দুই দিবস অবস্থিতি করিয়াছেন; তাঁহারা ঐ অদ্ভুত শহরের ভাব ও দশা বিস্তাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন; উহাঁদের প্রস্তাবের সারার্থ এই—পেত্রায় প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে এক ক্রোশ দীর্ঘ এক অতি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাইতে হইল; তাহার উভয় পার্শ্বে বৃহৎ পর্ব্বতশ্রেণী ছিল। তাহার প্রান্তে উপস্থিত হইবামাত্রে অকস্মাৎ ঐ পূর্ব্বকালীন যশস্বী নগরে তাহাদের বিস্মিত দৃষ্টিক্ষেপ হয়। উহার মধ্যস্থলে এক অতি বিস্তারিত সমভূমি প্রকটিত হইল; এবং তাহা, উত্তর-পূর্ব্বদিগ্ ছাড়া, অন্যত্রে অতি উচ্চকায় ও বৃহদাকার শৈলে সম্পূর্ণ বেষ্টিত আছে। উক্ত শৈলের সম্মুখভাগ তলাবধি শিখর পর্য্যন্ত অত্যন্ত বিচিত্রভাবে খোদিত হইয়াছে। তদুপরে স্তম্ভশ্রেণী, পশুর মূর্ত্তি প্রভৃতি, অতি চমৎকার রূপে বিরচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বহুসংখ্যক কুঠরীও খোদিত হইয়াছে; উহা তালানুক্রমে নির্ম্মিত এবং নিম্ন-

তাহার বর্ত্তমান ভাব ও অবয়ব কি রূপ।

ভূমিহইতে গগণস্পর্শি শিখর পর্য্যন্ত উঠে; একটী কুঠরীর পরিমাণ ১৫ হস্তের ন্যূন নহে। প্রত্যেক তালার কুঠরী সকল এক খোদিত দীর্ঘ বারাণ্ডাতে সংযুক্ত আছে। তথায় পূর্ব্বতন ধনাঢ্য লোকদের বৃহৎ ও চিত্র বিচিত্র গৃহ দৃষ্ট হইতেছে; এবং অন্যত্রে দীনহীন দরিদ্রদের ক্ষুদ্র ও যৎসামান্য আবাসও উপলক্ষিত আছে। তৎসমুদায় প্রস্তরে খোদিত। স্থানে২ মৃতগণের স্মরণার্থে অতি সুন্দর ও কৌশলসিদ্ধ খোদিত কবরও দৃশ্যমান হইতেছে। স্থলে২ প্রস্তরময় যজ্ঞবেদিও নির্ণীত আছে। জল বিস্তার করণার্থক খোদিত নর্দ্দমাও সর্ব্বত্রে দেখা যায়। ঐ পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে যেখানে২ বিস্তীর্ণ জুলী ছিল, তথায় প্রস্তর নির্ম্মিত সেতুর ভগ্নাংশ স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে।

হায়! এতদ্দর্শনে ভবিষ্যদ্বক্তার নিম্নলিখিত বাক্যচয় কেমন প্রগাঢ় ও সঙ্গত উপলব্ধ হইতেছে! "হে শৈলের গুহানিবাসি, হে উচ্চ স্থানে বাসকারি, তোমার অন্তঃকরণের অহঙ্কার তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছে; তুমি মনে২ কহিতেছ, কে আমাকে ভূমিতে নামাইবে? পরমেশ্বর কহেন, তুমি যদ্যপি উৎক্রোশ পক্ষীর ন্যায় উচ্চ স্থানে আশ্রয় লও, ও তারাগণের মধ্যে আপন বাসা কর, তথাপি আমি

ভবিষ্যয়ক ওবদিয়ের প্রগাঢ় উক্তি।

তোমাকে তথাহইতে নামাইব। তুমি কেমন উচ্ছিন্ন হইবা!” ওবদিয় ৩-৫।

ইদানীন্তন ইদোমের পরিত্যক্ত প্রস্তরময় রাজধানীতে মনুষ্যকৃত কোন শব্দ শ্রুত হইতেছে না বটে; কিন্তু বাস্তবিক, তন্মধ্যহইতে উচ্চারিত এক বিশেষ রব যেন বুদ্ধিমান পাঠকগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া কহিতেছে, “সত্যই, পৃথিবী এবং আকাশের লোপ হইবে, কিন্তু ঈশ্বরের মুখহইতে নির্গত বাক্যের বিন্দুমাত্র লোপ হইবে না।”

পেত্রায় নিত্য শ্রুত শব্দ কীদৃশ?

৬ অধ্যায়।

সোর্ নগর বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী।

সোর্ পুরাকালীন ফৈনীকিয়া দেশের রাজধানী ছিল। উক্ত দেশ পালেষ্টাইনের উত্তরাঞ্চলে স্থিত। উহা ৫০ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ৬ ক্রোশ মাত্র প্রস্থ ছিল। উহা পশ্চিমে মেদিটরেণীয়ান্ সমুদ্রে ও উত্তর-পূর্ব্ব দিগে প্রকাণ্ড লিবাণোন্ পর্ব্বতশ্রেণীতে সীমাবদ্ধ ছিল।

বোধ হয়, ফৈনীকিয়া বংশ নোহের অভিশপ্ত পুত্র হাম্‌হইতে উৎপন্ন হইল।* সুতরাং, যাহাদের বিনাশ ঈশ্বরদ্বারা নিরূপিত হইয়াছিল, উহারা ঐ দণ্ডনীয় ও ভ্রষ্ট কিনানীয় বংশের এক গোষ্ঠী ছিল। তবুও তাহারা, হয় তো ঈশ্বরের দয়াতে নয় তো যিহূদিগণের শৈথিল্যে, রক্ষা পাইল। অন্যান্য কিনানীয়দের ধ্বংস হওনের অনেক কাল পরেই ফৈনীকিয়েরা অপ-

ফৈনীকিয়েরা হাম্‌হইতে উৎপন্ন হইল।

---

* সীদোন্‌ও ফৈনীকিয়ার আর একটী প্রসিদ্ধ নগর ছিল। হামের এক জন পৌত্র সীদোন্ নামে বিখ্যাত ছিল; উক্ত নগরের নাম তাহাহইতে প্রাপ্ত হইল, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব। আদিপুস্তক, ৯; ২৫, ও ১০; ১৫।

রিসীম সুখ, সম্পত্তি, ও গৌরব বিশিষ্ট হইয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বাধিকারে অবস্থিতি করিল।

দেশের সৌন্দর্য্য ও উৎকৃষ্টতা।

ফৈনীকিয় দেশ সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট ও রমণীয়; তাহার ভাব, অবয়ব, লক্ষণ এবং স্বজনিত দ্রব্যাদি এমত চিত্র বিচিত্র ও মনোহর, যে অন্যত্রে তাদৃশ সুন্দর দেশ পাওয়া দুষ্কর। এক দিগে হিমাচ্ছন্ন গগণস্পার্শী লিবাণোন্ পর্ব্বতশৃঙ্গ দর্শকের বিস্ময় জন্মায়। পর্ব্বত-শ্রেণীর শিখরদেশ অবধি তল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রে অপরিশেষ রূপে বৃক্ষ, তৃণ, শস্য, ফুল ফলাদি ভূষণ প্রতীয়মান হইতেছে। পর্ব্বত গুলির ঢাল অতি সহজ ও ধীর; সুতরাং তদীয় পার্শ্বস্থ ভূমি এক অতীব বিস্তীর্ণ ও ঈষৎ গড়ানিয়া ক্ষেত্রস্বরূপ অনুভূত হয়। তাহার বৈচিত্র্যের এক লক্ষণ এই, যে তদুপরে এক সময়ে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সম্বৎসরের তাবৎ ঋতুর জনিত পদার্থ প্রকটিত হইতেছে। ঊর্দ্ধস্থ হিমানীশৃঙ্গের নিম্ন ভূমিতে ক্ষণেক দূর ব্যাপিয়া বসন্তকালীন উদ্ভিদাদি নির্ণীত; ক্রমশঃ যেমন জমী অবনত হইয়া সমভূমির সহিত সংমিলিত হইয়া যায়, তেমনি গ্রীষ্মকাল ও শরৎকালের স্বতন্ত্র রেখাদ্বয় উপলব্ধ হয়, এবং উভয়জনিত বিবিধবর্ণ মুকুল, কি লোভনীয় পরিপক্ক ফল, চক্ষুর তৃপ্তি সম্পাদন করে। অথচ, উক্ত পর্ব্বত-

শ্রেণীর তল অবধি সমুদ্রতীরস্থ্ সীমা পর্য্যন্ত ঐ রমণীয় জনপদ সর্ব্বস্থানে ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রাকৃতিক ধনে ধনাঢ্য ভাবে মূর্ত্তিমান প্রত্যক্ষ হইতেছে।

কিন্তু ফৈনীকিয়দের দেশ ঈদৃশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইলেও, উহাদের অতুল ও জগদ্ব্যাপি যশ ও মর্য্যাদার অন্য একটী বিশেষ হেতু ছিল। উহারা ইদোমীয়দের ন্যায় অতি প্রাক্কালে বিদ্যাচর্চ্চাতে অত্যন্ত উৎসুক ও পারদর্শী হইয়া উঠিল; বিশেষতঃ, তাহারা গণিত ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার বিষয়ে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিত। অধিকন্তু, তাহারা শিল্পবিদ্যার উৎপাদনার্থে সতত যত্নবান ও পরিশ্রমী ছিল; এবং তাহারা উক্ত বিষয়ে এমত অনুপম দক্ষতা ও কৌশল দর্শাইল, যে উহাদের কীর্ত্তি ত্বরায় ভূমণ্ডলস্থ তাবৎ দেশে বিস্তারিত হইল। উহাদের দ্রাক্ষারস, ও পরিচ্ছদার্থক বস্ত্র, ও কাষ্ঠে বা প্রস্তরে রচিত বিশেষ দ্রব্য, এবং নীল, সিন্দূরাদি *

বিদ্যার বিষয়ে উহাদের বিশেষ উন্নতি।

শিল্পকার্য্যে উহাদের অসাধারণ পটুতা।

* ফৈনীকিয়দের কৃত্ত উপরোক্ত রঙ্গের একটী বিশেষ গুণ এই; তাহা প্রায় চিরস্থায়ী এবং অলোপনীয় ছিল; তাহার তেজ ও বর্ণ প্রায় কিছুতেই নষ্ট হইতে পারিত না। পরমেশ্বর অবাধ্য ও পাপিষ্ঠ যিহূদীগণকে সম্বোধন করাতে অবশ্যই তদ্দেশজনিত রঙ্গ এরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন, যথা, "আইস, আমরা উত্তর প্রত্যুত্তর করি, তোমাদের পাপ রক্তবর্ণ হইলেও হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইবে,

কল্পিত তেজস্বী রঙ্গ প্রভৃতি অনেকানেক বস্তু, পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত মান্য ও প্রশংসিত ছিল।

বাণিজ্যাদি ব্যাপারে উহাদের উদ্যোগ ও নৈপুণ্য।

বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কার্য্যে উহাদের অপরিসীম আগ্রহ ও পটুতা ছিল। বাস্তবিক, ইহা উহাদের এত অপূর্ব্ব সম্ভ্রম ও সম্পত্তির বিশেষ কারণ ছিল। উহারা বহুসংখ্যক অতিশয় বৃহৎ ও দৃঢ় জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া, সমুদয় দেশে গমনাগমন করিত; যথায় পূর্ব্বে কেহ কখনো যায় নাই, উহারা এমন দুর্গম ও অপরিচিত জনপদে সমুদ্রপথে যাতায়াত করিত; এবং তাহারা যাদৃশ স্বদেশজনিত দ্রব্যাদি বিক্রয় করাতে অশেষ অর্থ উপার্জ্জন করিত, তাদৃশ বিদেশজনিত সামগ্রী গুলিন লাভ করিয়া আপনাদের অভিলষিত সুখ ও জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্য সম্বর্দ্ধন করিত। থ্রেস্ দেশস্থ সমুদ্রতটে উহাদের কতিপয় বহুমূল্য স্বর্ণাকর ছিল; কৃষ্ণ সমুদ্রতীরে স্থানে২ উহাদের আড়ঙ্গগৃহ স্থাপিত ছিল; ইস্পেন্ দেশহইতে উহারা রৌপ্য, টিন, সীসা, লৌহ প্রভৃতি বিশেষ ধাতু এবং তৈল প্রাপ্ত

এবং সিন্দূরবর্ণের ন্যায় রাঙ্গা হইলেও, মেষলোমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইবে।” যিশায়িয়, ১; ১৮। ইহার তাৎপর্য্য এই, যে যদিও তোমাদের পাপ ফৈনীকিয়দের রঙ্গের তুল্য মনুষ্যের পক্ষে অলোপনীয়, তবুও আমিই সেই প্রগাঢ় পাপ সকল লোপ করণে সমর্থ।

সোরের সম্মুখস্থ সমুদ্রতট।

হইত; প্রুসীয়া দেশহইতে উহাদের আরব নীত হইত; এবং তাৎকালিক অসভ্য ও নগ্ন বৃটেন দেশনিবাসীদের সহিত উহাদের ব্যবসায়াদি আলাপ হইত। কি অদ্ভুত! আমাদের প্রায় ৩৫০০ বর্ষ পূর্ব্বে ঐ ফৈনীকিয় স্পৃহান্বিত ও কার্য্যতৎপর জনেরা অর্ণবপোতে তদানীন্তন আফ্রিকা, আশিয়া এবং ইউরোপীয় অসভ্যগণের সহিত ঐ রূপ ব্যবহার করিতেছিল। অধিকন্তু, পুরাবৃত্ত পাঠে অনেকের এমন অনুভব হইয়াছে যে, উহারা তৎসময়ে দিক্‌নিরূপণ যন্ত্রও বিদিত ছিল। আরো, কথিত আছে, যে তাহারা আমেরিকা দেশের সন্ধান পাইয়া তথায়ও যাতায়াত করিত।

ফৈনীকিয়েরা যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রাবল্যদ্বারা জগজ্জনের উপর প্রাধান্য সংস্থাপন না করিয়া, আপনাদের বুদ্ধিকৌশল ও বিদ্যার উৎকৃষ্টতাদ্বারাই তাহা সম্পন্ন করিল। ফলতঃ, উহাদের এবম্প্রকার গুণ স্বত্বে উহারা অনায়াসে ও নির্ব্বিরোধে সর্ব্বত্রে আপনাদের কর্তৃত্ব বিস্তার করিল। তাহারা বাণিজ্যের উপলক্ষ্যে সর্ব্ব দেশের সুপ্রসিদ্ধ অঞ্চলে স্বজাতীয়দের বসতি স্থাপন করিল। কালক্রমে, স্থলে২ উক্ত বসতি অগণ্য লোকে পরিপূরিত, এবং নানাবিধ ঐশ্বর্য্যে মহিমান্বিত হইয়া উঠিল। উহাদের স্থাপিত তাবৎ জনপদের মধ্যে আফ্রিকা দেশস্থ

উহাদের স্থাপিত প্রসিদ্ধ কার্থেজ্ নগরের বার্ত্তা।

কার্থেজ্ নামক নগরকে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিতে হয়। রোম্ সাম্রাজ্যের ইতিহাস অধ্যয়নে উক্ত পরাক্রান্ত শহরনিবাসীরা রোমীয়দের সহিত সংগ্রামকালে কি অসাধারণ ধৈর্য্য, বীর্য্য, এবং কৌশল প্রদর্শন করিল, তাহা পাঠকগণ সহজে অবগত হইতে পারিবেন। বস্তুতঃ, কার্থেজের জননীস্বরূপ পুরাতন সোর্ নগরের ধ্বংস হইবার অনেক পরে, উহা তদীয় অপরিসীম বিভব ও পৌরুষতাদ্বারা ভূমণ্ডলের বিস্ময়ের বিশেষ কারণ হইল।

উহাদের নিকৃষ্ট ধর্ম্ম।

সনাতন ও ঐশিক ধর্ম্ম বিহীন যে সকল জাতি, ধর্ম্মের বিষয়ে উহাদের সহিত ফৈনীকিয়দের বিশেষ সম্পর্ক প্রকটিত হয়; অর্থাৎ, উহারা পুত্তলিকাপূজা ও ঘৃণার্হ কল্পিত দেব দেবীর সেবাতে রত হইয়া সত্য ঈশ্বর ও ত্রাণদায়ক ধর্ম্মের বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিল। পাঠকগণের ইহাতে মনোনিবেশ করা বিধেয়। এতদ্দেশের নূতন মতাবলম্বী যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে কথিত হইতেছে যে, ঈশ্বর সমুদয় মানবজাতির অন্তরে তদ্বিষয়ক শুদ্ধ-সত্ত্ব প্রজ্ঞা দান করিয়াছেন; সুতরাং, উক্ত সহজ জ্ঞানানুসারে তাবৎ মনুষ্যই ঈশ্বরের গ্রাহ্য উপাসনা অনায়াসে সাধন করিতে

পারে। ঈদৃশ লোকেরা স্বীকার করেন বটে, যে যদ্যপি ধর্ম্মরূপ বীজ সকলের হৃদয়ে সমান রূপে রোপিত হইয়াছে, তথাপি উহা সকল জাতির মধ্যে সমান রূপে প্রস্ফুটিত ও ফলবান হইয়া উঠে নাই; বস্তুতঃ, কেবল সভ্য ও বিদ্যানুরক্ত জনেরা উহার উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করিতে পারে। তবে কেমন? পুরাবৃত্ত এই বিষয়ে কীদৃশ প্রমাণ দিতেছে? ফৈনীকীয়, মিশ্রীয়, অশূরিয়া, গ্রীক, রোমীয়; এ তাবৎ জাতি বিদ্যাসংক্রান্ত ব্যাপারে কতই অগ্রসর হইয়াছিল! উহাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রজ্ঞগণ কি অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতেন! এবং এই ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বকালীন শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিতগণ, উহারাও সভ্যতা ও বিদ্যারূপ ভূষণে বা কি পর্য্যন্ত ভূষিত হইয়াছিলেন! কিন্তু ধর্ম্মের বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত জাতিবৃন্দের কি রূপ দশা ছিল? হায়! উহাদের কেমন নিকৃষ্ট ও শোচনীয় দুরবস্থা প্রকাশ পাইতেছে! উহারা প্রকৃতির তত্ত্বে ও বিদ্যার আলোচনায় জ্ঞানবান বীরের তুল্য ছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতির স্রষ্টা ও সনাতন ধর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞানে উহারা ক্ষীণবুদ্ধি ও শিশুবৎ মূর্খ প্রতীয়মান হইতেছেন। বাস্তবিক, এতদ্বিষয়ে সভ্য কি অসভ্য, জ্ঞানী কি অজ্ঞান, তাবৎ জাতি প্রায়

বুদ্ধি কৌশলদ্বারা কি সহজজ্ঞানানুসারে ঈশ্বরের পরিচয়, কি ত্রাণদায়ক ধর্ম্মের তত্ত্ব পাওয়া যায় না।

সমভাবে অপরিজ্ঞাত ও ভ্রমান্ধ ছিল। তবে আবার আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, যাহার প্রশংসা ও কীর্ত্তি সকলেই করিতেছেন, ঐ নির্ম্মল, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ও নিষ্কলঙ্ক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম কোন্ জাতির মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছে? উহা কি অতি প্রসিদ্ধ ও বিদ্বান জাতি ছিল? তাহা দূরে থাকুক! উপরলিখিত অন্যান্য জাতিগণের সহিত যিহূদীদের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রভেদ দেখা যায়। ঐ ভিন্নজাতীয় মহোদয়গণ ঐহিক বিষয়ে উৎকৃষ্ট, কিন্তু ঐশিক বিষয়ে নিকৃষ্ট ছিলেন; যিহূদীরা ঐহিক বিষয়ে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ছিল; সাংসারিক বিদ্যাতে কি পাণ্ডিত্যে উহাদের কখনো উন্নতি হয় নাই; কিন্তু কি চমৎকার! এই সামান্য ও অবিদ্বান জাতি এমন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ও বিধি-সঙ্কলন প্রদর্শন করিয়াছেন, যে বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী, সকলেই তাহার প্রশংসাবাদ করে, ও তাহা অপূর্ব্ব ও সর্ব্বতোভাবে উত্তম স্বীকার করে। তবে, আমাদের সিদ্ধান্ত কি? অজ্ঞ যিহূদীরা কি আপনাদের বুদ্ধিকৌশল নিবন্ধন ঈদৃশ অনুপম ধর্ম্ম উদ্ভাবন করিয়াছেন? যদি এমন হয়, তবে উহাদের অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান জাতিগণ কেনই বা তদ্রূপ করেন নাই?

বিদ্যার বিষয়ে যিহূদীরা যৎসামান্য জাতি ছিল; তবে উহারা কোথা হইতে এমত উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে?

সীদোন্।

সত্যই, জ্ঞানবান পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন, যে এমন ধর্ম্ম ঈশ্বরপ্রদত্ত, বুদ্ধির উদ্ভূত নহে।

ফৈনীকিয়দের উপাস্য অনেক ঠাকুর ছিল; কিন্তু সকলের মধ্যে বাল্ ও অস্তারোৎ প্রধান ছিল। সোর্ নগর বাল্ দেবের বিশেষ পূজার স্থান ছিল, এবং সীদোন্ নিবাসীরা অস্তারোৎ দেবীকে সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয় বলিয়া মানিত। সকলে বাল্ দেবকে সূর্য্যের প্রতিরূপ অনুভব করিত; এবং সূর্য্যের যেমন মঙ্গলসূচক কার্য্য ভিন্ন কথনো২ অনিষ্টজনক গতি হয়, তদ্রূপ উহারা বাল্ দেবকে হিত এবং অহিতের কারক বুঝিয়া তাহার সেবা করিত; উহারা এক বার তাহার হিংসা নিবারণার্থে, আর বার তাহার অনুকম্পা জন্মাইবার জন্যে সতত তাহার আরাধনা করিত।

বাল্ এবং অস্তারোৎ দেব দেবী।

ফৈনীকিয়েরা যিহূদিগণের প্রতিবাসী ছিল, এবং ইহাদের সঙ্গে উহাদের এমত নিয়ত আলাপ হইত যে, সত্য ধর্ম্মের বিষয় অবগত হওনের বিশেষ সুযোগ তাহাদিগকে দত্ত হইল। আর ধর্ম্মশাস্ত্রে স্পষ্টই প্রকটিত আছে যে, উক্ত জাতিদ্বয়ের মধ্যে বাণিজ্য সম্বলিত আলাপ ভিন্ন, ধর্ম্ম সংক্রান্ত আলাপও হইত। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়!

উহারা সত্য ধর্ম্ম অবগত হইতে পারিত।

উহারা যিহূদিগণের নিকটে ঐশ্বরিক ধর্ম্ম শিখিতে যত উদ্যোগ না করিত, যিহূদীরা উহাদের নিকটে কল্পিত ও জঘন্য উপধর্ম্ম শিখিতে তত উদ্যোগ করিল।

যৎকালে প্রতাপান্বিত ও জ্ঞানবান সুলেমান্ রাজা ইস্রায়েলীয়দের ভূপতি ছিলেন, তৎকালে হীরাম নামক অধীশ্বর ফৈনীকিয়দের উপর কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। উক্ত দুই রাজার মধ্যে বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিল, এবং উভয়ের প্রজাগণের পরস্পরের ধর্ম্ম বিষয়ক সম্ভাষণও হইতে লাগিল। যখন সুলেমান্ ঈশ্বরোদ্দেশে মন্দির নির্ম্মাণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন তিনি হীরাম রাজার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। হীরাম তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া, স্বদেশজনিত কাষ্ঠ, প্রস্তর ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্য মন্দির নির্ম্মাণার্থে প্রদান করিলেন। তিনি ঐ সকল দ্রব্য আয়োজন ও প্রস্তুত করিবার জন্যে আপনার সহস্র ২ প্রজাদিগকে নিযুক্ত করিলেন। অপিচ, উক্ত ধর্ম্মালয় বিচিত্রভাবে গ্রথিত হয়, এতদর্থে তিনি সোর্ নগরনিবাসী শিল্পবিদ্যাতে নিপুণ ও তৎপর কতকগুলি লোককে সুলেমানের নিকটে প্রেরণ করিলেন। ঐ

সুলেমান ও হীরাম্ রাজাদ্বয়ের পরস্পরের বন্ধুতা।

ফৈনীকিয়েরা মন্দির নির্ম্মাণে সাহায্য করে।

রূপে ৮, ৯ বৎসর ব্যাপিয়া ঈশ্বরের লোকদের সহিত ফৈনীকিয়দের অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল। ঐ তাবৎ কালে উহারা যিহূদী ধর্ম্মের কি পর্য্যন্ত পরিচয় প্রাপ্ত হইল, তাহা আমাদের বিদিত নহে; কিন্তু পরমেশ্বর উহাদিগকে তৎকালে দয়াসূচক সুযোগ দান করিলেন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, হী-রাম রাজার প্রস্তাবিত উক্তিচয়ের মধ্যে সত্য ধর্ম্মের উপলক্ষিত নানা প্রকার চিহ্ন আছে, যা-হাতে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, যে উক্ত ঐশিক ধর্ম্ম অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁহার পরিচিত হইয়া উঠিল। (২ বংশাবলি ২। ১ রাজাবলি ৫)

পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গটী আমাদের বিশেষ স্মর্ত্তব্য। এ পুস্তকে ভবিষ্যদ্বাণীর আশ্চর্য্য সিদ্ধি প্রদর্শন করাই আমাদের মুখ্য অভিপ্রায়: কিন্তু পাঠক-গণের ইহাতে যেন ভ্রান্তি না জন্মে। ভবিষ্যদ্বাণী ভবিষ্যতে সিদ্ধি বিশিষ্ট হওয়াতে ঈশ্বরোক্তি প্রতিপন্ন করা হয়, ইহা ঈশ্বরের একটী প্রধান সঙ্কল্প। কিন্তু, এতদ্ব্যতীত ভবি-ষ্যদ্বাক্যের আরো অনেক প্রগাঢ় উদ্দেশ্য আছে। ঐ তাবৎ ঐশ্বরিক উক্তি, নির্দ্দিষ্ট সংঘটনে, বহুকাল পর্য্যন্ত সিদ্ধ হয় নাই বটে; কিন্তু উহাদের সিদ্ধিসময় যাবৎ উপস্থিত না হয়, তাবৎ যেন অনবরত ঐ বচন-

ভবিষ্যদ্বাণীর বহু-বিধ প্রগাঢ় উদ্দেশ্য আছে।

গুলি ঈশ্বরের ন্যায়, ও যথার্থতা, ও অনুকম্পা, ও ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ বিষয়ক সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে। ঐ পূর্ব্বোল্লেখ সকল যেমন ঈশ্বরের আবির্ভাবদ্বারা আদৌ উচ্চারিত হইয়াছিল, তদ্রূপ উহা তাঁহার আবির্ভাবানুসারে গ্রন্থে রচিত হইয়া বংশপরম্পরায় পাঠিত হইয়া আসিতেছে। তবে, ঐ সমুদয় উক্তি যুগ যুগান্তে মানবজাতির নীতিশিক্ষা ও মঙ্গলদায়ক চেতনা প্রদর্শন করে, ঈশ্বরের এই গুরুতর অভিসন্ধি, সন্দেহ নাই। অমুক ২ ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটিবেই, সুধু ইহা প্রচারিত হয় নাই; কিন্তু ঐ সকল ঘটনা ঘটিবার কারণও বর্ণিত হইয়াছে; দুষ্টতার দমন, কি অন্যায়ের প্রতিষেধ, কি কুক্রিয়ার প্রতিফল, কি সৎক্রিয়ার উত্তেজনা ও পুরস্কার ইত্যাদি, এই তাবৎ হেতু ও উদ্দেশ্য প্রদর্শিত হইতেছে; তবে ভবিষ্যদ্বাণীকলাপে যেন ঈশ্বরের চিরস্থায়ী বিধি-সঙ্কলন বিরচিত হইয়া দেদীপ্যমান রহিয়াছে: এবং মনুষ্যেরা কালক্রমে তাহা অধ্যয়ন করাতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া সদাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া উঠে, পরমেশ্বরের এই বিস্তারিত ও হিতজনক অভিপ্রায় বিলক্ষণ নির্ণীত হইতেছে।

ভাবী উক্তিচয় ঐশিক নীতি ব্যবস্থার প্রদর্শক।

মোয়াব এবং ইদোম্ যে২ পাপের নিমিত্তে

অভিশপ্ত হইয়াছিল, সোর্ নগর নিবাসীদেরও ঠিক তাদৃশ দোষ উল্লিখিত হইল; আর, উক্ত জাতিত্রয়ের অপরাধ যেমন সমানরূপে নির্দ্দিষ্ট, তদ্রূপ উহাদের নিরূপিত দণ্ডের মধ্যে সমতুলনা দেখা যায়। আমোস্ প্রবাচক ঈদৃশ বাণী প্রয়োগ করেন, "পরমেশ্বর কহেন, সোরের তিন বরং চারি দুষ্ক্রিয়া প্রযুক্ত আমি তাহার দণ্ড নিবারণ করিব না, কেননা তাহারা ভ্রাতৃনিয়ম স্মরণ না করিয়া তাবৎ বন্দিকে ইদোমের হস্তে সমর্পণ করিল, অতএব আমি সোরের প্রাচীরে অগ্নি নিক্ষেপ করিব, তাহা তাহার তাবৎ রাজপুরী গ্রাস করিবে।" আমোস ১; ৯, ১০। অন্য এক স্থলে এরূপ লেখা আছে, "পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যের সন্তান, সোর্ নগর যিরূশালমের বিরুদ্ধে এই কথা কহিয়াছে; আহা! যে নগর লোকদের দ্বারস্বরূপ ছিল, সে ভগ্ন হইয়াছে; (তাহার বাণিজ্য) আমাতে আসিবে, ও সে শূন্য হওয়াতে আমি পূর্ণ হইব। এই জন্যে প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, হে সোর্, দেখ, আমি তোমার প্রতিকূল আছি; সমুদ্র যেমন আপন তরঙ্গ চালন করে, তদ্রূপ আমি তোমার বিরুদ্ধে জাতিগণকে চালন করিব।

সোর্ নিবাসীদের দোষ ও নিরূপিত দণ্ডের প্রসঙ্গ।

তাহারা সোরের প্রাচীর বিনষ্ট করিবে, ও তাহার দুর্গ ভগ্ন করিবে, এবং আমি তাহার মধ্যহইতে তাহার মৃত্তিকা চাঁচিব, ও তাহাকে অনাবৃত শৈল করিব ; সে সমুদ্রের মধ্যে জাল বিস্তার করণের স্থান হইবে ; প্রভু পরমেশ্বর কহেন, এই কথা আমি কহিতেছি ; সে অন্যদেশীয়দের লুট দ্রব্য-স্বরূপ হইবে।” যিহিস্কেল ২৬ ; ১,৫।

বুঝি, উপরোক্ত “ভ্রাতৃনিয়ম” শব্দটীর অর্থ এই ; সুলেমান্ ও হীরাম রাজারা আপনাদের এবং আপনাদের প্রজাগণের পক্ষে পরস্পরে প্রণয়ের ও মিত্রতার নির্ব্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন ; কিন্তু সোর্নিবাসীরা ঐ নিয়ম স্মরণ ও রক্ষা না করিয়া যিহূদিগণের বিপাক সময়ে উহাদের প্রতি বিষম শত্রুতা প্রদর্শন করিল। তৎসময়ে অনেক যিহূদীরা সোরের অঞ্চলে আশ্রয় লইয়াছিল ; তাহাতে ঐ দুরন্ত ফৈনীকিয়েরা জঘন্য বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় উহাদিগকে ক্রূরস্বভাবী ইদোমীয়দের হস্তে সমর্পণ করিল। আর বার, যখন তাহারা যিরূশালমের ধ্বংসের সময়ে উহার ঘোরতর দুর্দশা দেখিয়াছিল, তখন তাহারা যার পর নাই আনন্দিত হইয়া শ্লাঘা করিতে লাগিল। হবে, যে ন্যায়বান ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের এমত ভয়ঙ্কর দণ্ড

. উহারা যিহূদীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতক ও নির্দ্দয়ের তুল্য ব্যবহার করে।

দিয়াছিলেন, তিনি ঐ নিষ্ঠুর ও গর্ব্বকারী ফৈনী-কিয়দের প্রতি অতিশয় রুষ্ট হইয়া উহাদেরও যথোচিত দণ্ড বিধান করিলেন।

উহাদের অপরিসীম গর্ব্বের আর একটী কারণ অন্যত্রে ব্যক্ত আছে, যথা, "তুমি আপন জ্ঞান ও বুদ্ধিতে ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়া আপন ভাণ্ডারে সুবর্ণ ও রূপা রাখিয়াছ; তুমি প্রচুর জ্ঞান প্রযুক্ত বাণিজ্যদ্বারা আপন ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছ, এবং ঐশ্বর্য্যেতে তোমার অন্তঃকরণ গর্ব্বিত হইয়াছে।" যিহিষ্কেল ২৮; ৪-৫। হায়! কি পরিতাপ! মনুষ্য-মাত্রেই বা কেমন দুর্ব্বল! উহারা জ্ঞানের, সুখের এবং ঐশ্বর্য্যের অনু-সন্ধান করিয়াছিল; উহারা স্বার্থসিদ্ধি করিয়া উক্ত অভিলষিত বিষয় সকল আত্মসাৎ করিল; কিন্তু কি চমৎকার! তাহারা ঐ তাবতের মঙ্গল-দাতাকে এককালে অবমাননা করিয়া তাঁহার সা-ক্ষাতে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিল। বাস্তবিক, যাহারা কেবল ঐহিক উন্নতিতে প্রয়াস করে, তা-হাদের প্রায় সর্ব্বদাই এরূপ কুসংস্কার প্রকটিত হয়। যদি চরিতার্থ হয়, তাহা হইলে তাহারা দাম্ভিক ও কৃতঘ্ন হইয়া উঠে; অথবা, অকৃতার্থ হইলে তাহারা বিধাতার সহিত বিরোধ করিতে উদ্যত হয়। এবম্বিধ দোষ প্রযুক্ত সোর্ নগর

উহাদের অহঙ্কার ও দাম্ভিকতা।

ও তন্নিবাসীদের উপর ঐশিক অভিসম্পাত নিপতিত হইল।

পূর্ব্বোক্ত নিদারুণ দণ্ড সকল যাদৃশ ঈশ্বরদ্বারা নিরূপিত হইল, তাদৃশ উহার সম্পাদনের কাল এবং প্রণালীও তদ্দ্বারা নিষ্পন্ন করা হইল। প্রস্তাবিত উৎপাতে কে প্রথমে হস্তক্ষেপ করিবে, যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা ইহাই উল্লেখ করেন; তাঁহার উক্তি এই, "যে কস্‌দীয় লোকেরা অগণ্যের মধ্যে ছিল, তাহাদের দেশ দেখ; অশূরীয় লোক বনবাসীদের হস্তে তাহা অর্পণ করিয়াছিল; তাহারাই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সোরের অট্টালিকার প্রতি আক্রমণ করিবে ও তাহা সমভূমি করিয়া উচ্ছিন্ন করিবে।" যিশায়িয় ২৩; ১৩।

কস্‌দীয় লোকেরা উৎপাতের প্রারম্ভ করিবে।

এ বাক্যটী অতি বিচিত্র, আর ইহা পাঠকগণের মনোনিবেশের বিশেষ যোগ্য। যিশায়িয় স্পষ্টই কহিতেছেন যে কস্‌দীয় লোকেরা সোর্ নগরকে উৎপাটন করিবে। কিন্তু যে সময়ে প্রবাচক এই প্রসঙ্গটী রচনা করিয়াছিলেন, তৎকালে উহা সম্পাদিত হওয়াই যৎপরোনাস্তি অসম্ভব বোধ হইত। কস্‌দীয় লোকেরা যিশায়িয়ের ক্ষণেককাল পূর্ব্বে অসভ্য বনবাসী জাতি ছিল; তিনি যেমন বলেন, "উহারা অগণ্যের মধ্যে ছিল।" অশূরিয়া

দেশের প্রতাপান্বিত ভূপতি উহাদিগের নিবাসার্থে বাবিলোণ নগর দান করিলেন। তাহার পর ক্রমশঃ উহাদের উন্নতি হইতে লাগিল। কিন্তু উক্ত ভবিষ্যদ্বক্তার সময়ে উহারা পরাধীন ছিল; অশূরীয় পরাক্রমী সম্রাট্ অতি কঠোররূপে উহাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিত। তৎকালে বাবিলোণ এমন হীনবল, নিস্তেজ, এবং সামান্য নগর ছিল, যে কেহ কদাচ ঐশ্বর্য্যশালী সোরের সহিত তাহার তুলনা দিত না। তবে ঐ কস্দীয় লোকেরা যে ঐ দৃঢ় ও খ্যাত্যাপন্ন নগরের উপর প্রভুত্ব করিবে ও তাহা ভূমিসাৎ করিবে, যিশায়িয়ের বর্ত্তমান কালে কেহ স্বপ্নেও ইহা কখনো দেখিত না।

এমন সংঘটন যিশায়িয়ের সময়ে নিতান্ত অসম্ভব ছিল।

বাস্তবিক, ঐ অসম্ভব সংঘটন পূর্ব্বোক্ত্যনুসারেই ঘটিল। পুরাকালীন কতিপয় বিশ্বাস্য গ্রন্থকার ইহার সাক্ষী। ক্রমশঃ, যেমন অশূরিয়ার বিভব হ্রাস পাইতে লাগিল, তেমনি বাবিলোণের তেজ ও প্রতাপ বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া উঠিল। অবশেষে, যিশায়িয়ের ন্যূনাধিক ১৩০ বৎসর পরে, বাবিলোণের গৌরবান্বিত মহীপাল নিবুখদ্নিৎসর, সৈন্য সমভিব্যাহারে সোর নগরের সমীপে উপনীত হইলেন। তিনি শিবির স্থাপন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন যে,

তবুও উহা নিরূপিত সময়ে সিদ্ধ হইল।

"যাবৎ ঐ লোভনীয় ও মনোহর নগর আমার হস্তগত না হয়, তাবৎ আমি এই স্থানহইতে প্রস্থান করিব না।" কিন্তু তিনি এত সহজে আপনার অভীষ্ট সাধন করিতে পারিলেন না। সোর্ এমন দৃঢ় ও অজেয় ছিল যে আক্রমণপূর্ব্বক তাহা পরাস্ত করণের চেষ্টা সকল বৃথা হইল। তাহাতে নিবুখদ্‌নিৎসর তাহা অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু কি চমৎকার! তাঁহাকে অনবরত ১৩ বর্ষ কাল অপেক্ষা করিতে হইল। অবশেষে তিনি চরিতার্থ হন; নগর নিবাসীদের সংখ্যা, বীর্য্য, এবং ঔৎসুক্যের এত ক্ষয় হইয়াছিল, যে উহারা আত্মরক্ষায় নিরাশ হওয়াতে আপনাদের শহর, সর্ব্বস্ব সুদ্ধ, বিজয়ী শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিল। বাবিলোণের উদ্ধত অধিরাজ একেবারে ঐ বৃহৎ ও শোভান্বিত নগর নিঃশেষে উৎপাটন করিলেন। যিশায়িয় যদ্রূপ বলিলেন, যথা, "তাহারা সোরের অট্টালিকার প্রতি আক্রমণ করিবে, ও তাহা সমভূমি করিয়া উচ্ছিন্ন করিবে;" ঠিক তদ্রূপ সম্পাদিত হইল।

নিবুখদ্‌নিৎসর ১৩ বৎসর সোরকে অবরোধ করেন; পরে তাহা হস্তগত করিয়া বিনাশ করেন।

কিন্তু তখনই সোরের অন্তিমকাল উপস্থিত হয় নাই। উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা উহার ধ্বংস যাদৃশ বিলক্ষণ রূপে নির্দ্দেশ করিলেন, তিনি তাদৃশ

সোর্ পুনঃ স্থাপিত হয়। উহার পুনঃস্থাপনের প্রসঙ্গটীও স্পষ্ট উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "সেই সময়ে এক রাজার সময়ানুসারে সোর্ সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত বিস্মৃত থাকিবে, এবং সত্তর বৎসরের শেষে সোর বেশ্যার ন্যায় গান করিবে। সত্তর বৎসরের শেষে পরমেশ্বর সোরের তত্ত্বানুসন্ধান করিবেন; পরে সে পুনর্ব্বার আপনার লাভজনক ব্যবসায়েতে প্রবৃত্ত হইবে, এবং পৃথিবীস্থ তাবৎ রাজ্যের সহিত সাধারণ ব্যবহার করিবে।" যিশায়িয় ২৩; ১৫,১৭।

এক্ষণে যে নগরের বার্ত্তা বর্ণিত হইতেছে, তাহা পুরাবৃত্তে "নব সোর্" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। পুরাতন সোর্ সমুদ্রতীরে স্থাপিত ছিল; তথায় ফৈনীকিয়েরা আর কখনো কোন নগর নির্ম্মাণ করে নাই। কিন্তু সমুদ্রের কূলহইতে এক পোয়া অন্তরিত একটী উপদ্বীপ আছে: নব সোর্ তথায় স্থাপিত হইয়াছিল। তন্নিবাসীরা কস্‌দীয় লোকদের দুর্ব্বাহ্য অধীনতা-যোঁয়ালী বহিয়া নিত্য আর্ত্তস্বর করিত; উহাদের উন্নতি সাধনার্থক উপায় আর রহিল না। নব সোরের কিয়ৎকালের জন্যে এমন ক্ষীণাবস্থা ছিল, যে তদানীন্তন ইতিহাসের মধ্যে উহার নামমাত্র প্রায় উত্থাপিত হয় নাই। "তুমি বিস্মৃত থাকিবে," এই ঈশ্বরোক্তি তৎকালে

নব সোরের সংস্থাপন ও তদীয় ক্ষীণাবস্থা।

ঈদৃশ সফলতা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু উপর লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী উহার বিস্মরণের সময়কেও বিলক্ষণ রূপে নিরূপণ করে, যথা, "সত্তর বৎসরের শেষে পরমেশ্বর সোরের তত্ত্বানুসন্ধান করিবেন, এবং সে পুনর্ব্বার আপন লাভজনক ব্যবসায়েতে প্রবৃত্ত হইবে, এবং পৃথিবীস্থ তাবৎ রাজ্যের সহিত সাধারণ ব্যবহার করিবে।" ঘটনানুক্রমে ইহারও অবিকল সিদ্ধি সম্পাদিত হইল। পূর্ব্বতন সোর্ ধ্বংস হওনের সত্তর বৎসর পরে দিগ্বিজয়ী খস্র কস্দীয় লোকদিগকে পরাস্ত করিয়া উহাদের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য অধিকার করিলেন। খস্র অত্যন্ত বদান্য ও উদারস্বভাব ভূপতি ছিলেন। তিনি বাবিলোণের অধীনস্থ অনেক জাতিকে মুক্ত করিলেন; উহাদের মধ্যে সোর নিবাসীরাও গণিত ছিল; তৎসময়ে নব সোর্ স্বাধীন হইয়া উঠিল।

সত্তর বৎসর পরে খস্রদ্বারা বিমুক্ত হয়।

ফৈনীকিয়েরা ত্বরায় আপনাদের আদিম ঔৎসুক্য ও পটুতা পুনশ্চ প্রদর্শন করিতে লাগিল। উহারা অসঙ্খ্য জাহাজ নির্ম্মাণ করত পুনর্ব্বার বাণিজ্যের উপলক্ষে তাবৎ দেশে প্রেরণ করিয়া আপনাদের পূর্ব্বতন মর্য্যাদা সংস্থাপন করিল। বস্তুতঃ, এমন কথিত আছে, যে নব সোর্ পুরাতন সোরের অপেক্ষা অধিকতর উন্নতিশালী হইয়া

উঠিল। সে যাহা হউক; যিশায়িয়ের পূর্ব্বোল্লেখ স্পষ্টই সিদ্ধ হইল, যথা, "সত্তর বৎসর পরে সে পুনর্ব্বার আপন লাভজনক ব্যবসায়েতে প্রবৃত্ত হইবে, এবং পৃথিবীস্থ তাবৎ রাজ্যের সহিত সাধারণ ব্যবহার করিবে।" তবে এ তাবৎ ব্যাপার নিরীক্ষণে কি বলিব? উচ্চারিত উক্তি সকল কি দৈববাণী বলিয়া স্বীকার করিব না? যিশায়িয়ের বার্ত্তা আপনার বর্ত্তমানের ১৩০ বৎসর পরে সিদ্ধ হইল; কস্‌দীয় লোকেরা সোরকে উচ্ছিন্ন করিল। আর বার তিনি বলেন, তাহার ধ্বংসের পরে উহা সত্তর বর্ষ ব্যাপিয়া বিস্মৃত থাকিবে। উহা ঠিক সত্তর বৎসর বিস্মৃত রহিল। অধিকন্তু, ঐ সত্তর বৎসর পরে উহা পুরাকালীন ঐশ্বর্য্যে পুনশ্চ বিরাজমান হইবে, তিনি ইহাও নির্দ্দেশ করেন; এবং এই বাক্যটার সফলতা বিলক্ষণ সম্পাদিত হইল। তবে, "এ সমুদয় ঘটনা দৈবাৎ ঘটিয়াছে," কোন ব্যক্তি কি মুখহইতে এরূপ ওজর নিঃসারণ করিতে পারেন?

যিশায়িয়ের উক্তি সকল অবিকল সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

নব সোর্ পুরাতন সোর্ অপেক্ষা অধিকতর সবল ছিল। উহা সমুদ্রের তরঙ্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সুরক্ষিত ছিল; নিকটবর্ত্তি ভূমির সহিত সেতুদ্বারা সংযুক্ত না হওত উহা একেবারে স্বতন্ত্র

নব সোরের দৃঢ়তা।

ও পৃথক্ ছিল। উহার উপর আক্রমণ করা যার পর নাই কঠিন ও দুঃসাধ্য হইত। কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তি অপেক্ষা উহার আরো অনেক কল্পিত দৃঢ়তা ছিল; তন্নিবাসীরা আপনাদের ঐ উপ-দ্বীপস্থ বলিষ্ঠ শহর অতি শক্ত ও এক শত হস্ত উচ্চ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টন করিল। তদ্ভিন্ন, উহাদের অসঙ্খ্য ও দৃঢ় জাহাজ যেন নিত্য প্রহরীর ন্যায় ঐ উপ-দ্বীপের রক্ষা করিত। বস্তুতঃ তাৎকালিক প্রায় তাবল্লোকের অনুভবানুসারে নব সোর্ নিতান্ত অজেয় নগর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইত।

কিন্তু পূর্ব্বতন নগরের যে সকল কলঙ্ক ও দোষ ছিল, নূতন সোরেরও তদ্রূপ দোষ প্রকটিত হইল; এবং পুরাতন সোরের উপরে যাদৃশ ঈশ্বরের অভি-সম্পাত পতিত হইয়াছিল, তাদৃশ নব সোরেরও উপরে তাহা নিপতিত হইল। বাস্তবিক পূর্ব্বোক্ত নগরদ্বয় ভবিষ্যদ্বক্তাদের বোধেতে একই মাত্র ছিল, এবং উহাদের পূর্ব্বোল্লেখ উভয়ের প্রতি প্রয়োজিত হওত উভয়ের সংঘটনে উহাদের বার্ত্তা সম্পূর্ণ সিদ্ধি বিশিষ্ট হইয়াছে। তবে এ বিষয়টী স্মরণে রা-

নব সোর্ সংক্রান্ত যিহিস্কেলের ভবি-ষ্যদ্বাণী।

খিয়া আমরা নিম্নলিখিত বাক্যেতে অবধান করি। পরমেশ্বর যিহি-স্কেল প্রবাচকদ্বারা এ রূপ উক্তি করেন, “প্রভু পরমেশ্বর এ রূপ কথা কহেন, হে

সোর্, দেখ, আমি তোমার প্রতিকূল আছি; সমুদ্র যেমন আপন তরঙ্গ চালন করে, তদ্রূপ আমি তোমার বিরুদ্ধে জাতিগণকে চালন করিব; তাহারা সোরের প্রাচীর বিনষ্ট করিবে, এবং আমি তাহার মধ্য হইতে তাহার মৃত্তিকা চাঁচিব, ও তাহাকে অনাবৃত শৈল করিব। তাহারা তোমার ধন লুট করিবে, ও তোমার বাণিজ্যদ্রব্য হরণ করিবে, ও তোমার প্রাচীর ভগ্ন করিবে, ও তোমার রম্য গৃহ বিনষ্ট করিবে, ও তোমার প্রস্তর ও কাষ্ঠ ও মৃত্তিকা জলের মধ্যে ফেলিয়া দিবে।" যিহিস্কেল ২৬; ৩, ৪, ১২।

"আমি তোমার বিরুদ্ধে জাতিগণকে চালন করিব," এই শব্দটী আমাদিগকে জানাইতেছে, যে সুধু এক জাতি নহে, কিন্তু বহু জাতিকে সোরের প্রতিকূল হইতে হইবে। তাহাই সিদ্ধ হইল। কস্‌দীয় জাতি সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া পুরাতন সোরে আঘাত করিল; উহারা তাহার প্রাচীর বিনষ্ট ও তাহার দুর্গ ভগ্ন করিল। তাহার ২৭০ বৎসর পরে আর এক ভীষণ যুদ্ধপ্রিয় জাতি নব সোরের বিপক্ষে উপস্থিত হইল। প্রতাপান্বিত বিশ্বজেতা সিকন্দর রাজা বিক্রমী গ্রীক জাতির সৈন্যের সমভিব্যাহারে ফৈনীকিয় দেশে গমন

সিকন্দর রাজা সোরকে আক্রমণ করেন।

করিলেন। তিনি সোরের সমক্ষে সমুদ্রতীরে শিবির স্থাপন করিলেন। তিনি ও তাঁহার উদ্ধত বিজয়ী সেনাগণ অনুমান করেন, যে শীঘ্রই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে: কিন্তু বাস্তবিক তাহা হইল না; ঐ সাহসী দ্বীপনিবাসিগণ অসাধারণ পৌরুষতাপূর্ব্বক সংগ্রাম করত আত্মরক্ষা করিল, এবং উহাদের আক্রমণকারীদের সংকল্প সকল নিরর্থক করিল। সৈন্যেরা বারম্বার নৌকাযোগে পার হইয়া উপদ্বীপস্থ নগরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করে; কিন্তু সে সকল চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র, এবং তাহাতে কেবল আপনাদেরই বিঘ্ন জন্মিল। পরিশেষে, সেনারা ভগ্নাশ হইয়া উঠে; ঐ অজেয় শহর কখনো আমাদের হস্তগত হইবে না বুঝিয়া, তাহারা সিকন্দরকে উহা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে যাইতে অনুরোধ করে। কিন্তু সিকন্দর এমন যোদ্ধা নহেন যে তিনি অকৃতার্থ হইয়া প্রস্থান করেন; বরং উহাদের নিরুৎসাহসূচক অনুরোধে তাঁহারই অধিকতর উৎসাহ প্রস্ফুটিত হইল।

তিনি একটী অদ্ভুত সংকল্প অবধারণ করিলেন; তিনি স্পষ্ট দেখিলেন যে, কোন কল্পিত পথ অবলম্বন করিয়া সোরের উপর আক্রমণ না করিলে নয়; তাহাতে তিনি সৈন্যদিগকে সেই দুরূহ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তাহারা দিবারাত্রি

অতীব পরিশ্রম সহকারে পুরাতন সোরের ভগ্নাংশ সকল সঞ্চয় করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। ক্রমশঃ, ঐ রাশীকৃত জঞ্জাল সমুদ্রের তলহইতে উঠিলে এক দীর্ঘ ও সুগম পথ দৃশ্যমান হইতে লাগিল। এই ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বক্তার পূর্ব্বোক্তি অতি বিচিত্ররূপে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল। পুরাতন সোরকে সম্বোধন করত তিনি বলিলেন, "তাহারা তোমার প্রস্তর ও কাষ্ঠ ও মৃত্তিকা জলের মধ্যে ফেলিয়া দিবে।" কিন্তু দৈববাণীর আর এক শব্দটী সফল হইতে হইল। ঐ জাঙ্গাল সমাপ্ত প্রায় হইল, এবং গ্রীকেরা তদুপরে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময়ে অতি ভয়ঙ্কর ঝড় উপস্থিত হইল: ইহা ফৈনীকিয়দের সহকারী হইল; সেতুর অধিকাংশ বিনষ্ট ও জলমগ্ন হইয়া গেল। কিন্তু বিব্রত হইলেও সিকন্দর কদাচ নিরাশ হইলেন না, তিনি অবিলম্বে ভগ্ন জাঙ্গাল সারাইতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে তিনি পুরাতন সোরের প্রস্তর, কাষ্ঠ প্রভৃতি, সমুদয় দ্রব্য জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তবে এবার তাঁহাকে কি করিতে হইল? তিনি ঐ উৎপাটিত নগরের মৃত্তিকা সকল চাঁচিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিলেন। তাহাতে সেতু পুনর্নির্ম্মিত হইল; এবং ঈদৃশ সংঘটনে নির্দ্দিষ্ট বাক্যটী চমৎকার সিদ্ধি বিশিষ্ট হইল, যথা,

গ্রীকেরা সমুদ্রে সেতু বাঁধিল।

"আমি তাহার মধ্যহইতে তাহার মৃত্তিকা চাঁচিব, ও তাহা জলের মধ্যে ফেলিয়া দিব।"

সেতু এক বার প্রস্তুত হইলে, সৈন্যগণ শীঘ্রই সোরের সমীপবর্ত্তী হইল, এবং নগর পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাহা হস্তগত করিতে উদ্যোগ করিল। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অতি বিষম সমর হয়; নগরের ভিতরে ও বাহিরে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে বিজয়ী গ্রীকেরা চরিতার্থ হইয়া উঠে; তাহারা নগরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সর্ব্বত্রে অভাগা ফৈনীকিয়গণকে নিপাত করে। ১৫০০০ পলাতকগণ জাহাজে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা সাধন করিল; এবং গ্রীকেরা অবশিষ্ট ৩০০০০ লোকদিগকে ধরিয়া চিরদিনের বন্দিত্বে নিযুক্ত করাতে ভিন্ন ২ দেশে উহাদিগকে প্রেরণ করিল। তৎপরে, সিকন্দর প্রবাচকের বাক্যানুসারে সোরের "প্রাচীর ও দুর্গ সকল ভগ্ন করিলেন," তাহার পর তিনি সমুদয় নগরকে অগ্নিদ্বারা ভস্মরাশি করিয়া ফেলিলেন।*

সোর্ উহাদের হস্তগত হইলে উহারা কি রূপ উৎপাত করে।

* আমরা কি প্রকারে উপরোক্ত তাবৎ সংঘটনের বিষয়ে অবগত হইয়াছি, যদি কোন পাঠক ইহা প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে, আমাদের প্রত্যুত্তর এই, প্রস্তাবিত ব্যাপার সকল পুরাবৃত্তের অবিকল উক্তি; এবং ঐ পুরাবৃত্তের প্রণেতা সকলে দেবতার উপাসক ছিলেন; উহাদের প্রধান তিন জনের নাম এই, ডিয়ডরস্, ও ক্বিণ্টুস্ করষীয়স, এবং আরীয়ান। ইহাঁরা ধর্ম্মগ্রন্থের

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে পুরাতন ও নব সোরের ধ্বংসের বৃত্তান্তে দৈববাণী যেন পুঙ্খানুপুঙ্খে সফল হইয়াছে। তবে শেষোক্ত গতি, অর্থাৎ অগ্নিদাহ, তাহাও কি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল? হইয়াছিল বটে। আমরা যিহিষ্কেলের কথা শুনি, তিনি সোরকে বলেন, "তুমি তোমার প্রচুর অপরাধ ও বাণিজ্যের অধর্ম্মদ্বারা আপনার পবিত্র বস্তু সকল অপবিত্র করিয়াছ; এ জন্যে আমি তোমার মধ্যহইতে অগ্নি নির্গত করিব; তাহা তোমাকে দগ্ধ করিবে; এবং আমি তোমার নিরীক্ষণকারী লোকদের সাক্ষাতে তোমাকে ভূমিতে ভস্মসাৎ করিব।" যিহিষ্কেল, ২৮; ১৮।

সোর্ সংঘটিত অগ্নিদাহ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ছিল।

অধিকন্তু, সিকন্দর সোর্ নিবাসীদিগকে বন্দিত্বে বিক্রয় পূর্ব্বক সমর্পণ করিলেন; ইহাও স্পষ্টই পূর্ব্বলক্ষিত হইয়াছিল। ফৈনীকিয়েরা কোন না কোন সময়ে কএক যিহূদিগণকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া গ্রীক লোকদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল। যোয়েল ভবিষ্যদ্বক্তা উক্ত দৌরাত্ম্য নিবন্ধন ইহা উল্লেখ করিতেছেন, "তুমি যিহূদা ও যিরূশা-

সোর্ নিবাসীদের বন্দিত্বে সমর্পণ করিবার পূর্ব্বোক্তি।

কোন এক উক্তি জানিতেন না; তবে তাঁহারা যে সকল ঘটনা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যদ্বাণীচয় এমন আশ্চর্য্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল।

রূমের পুত্রগণকে উহাদের সীমাহইতে দূর করণার্থে গ্রীকগণের কাছে বিক্রয় করিয়াছ; কিন্তু দেখ, তোমরা যে স্থানে উহাদিগকে বিক্রয় করিয়াছ, তথাহইতে আমি উহাদিগকে উদ্ধার করিব, এবং তোমাদের কর্ম্মের ফল তোমাদের মস্তকে বর্ত্তাইব; এবং আমি তোমাদের পুত্র কন্যাগণকেও যিহূদা বংশের হস্তে বিক্রয় করিব, তাহারা তাহাদিগকে শিবায়ীয় প্রভৃতি দূরস্থ লোকদের কাছে বিক্রয় করিবে, ইহা পরমেশ্বর কহেন।” যোয়েল ৩; ৬-৮। সিকন্দরের প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে, যোয়েল এমন বিচিত্ররূপে তৎকৃত কার্য্য প্রসঙ্গ করিলেন। তবে “ইহা পরমেশ্বরই কহেন,” তাঁহার প্রসঙ্গের এই শেষ বাক্যটী সত্য এবং সকলেরই স্বীকার্য্য, সন্দেহ নাই।

কিন্তু “আমি তোমার বিরুদ্ধে বহু জাতিকে প্রেরণ করিব,” এ উক্তি যেন অধিকতর সিদ্ধি প্রতীক্ষা করিতেছে। কস্‌দীয় এবং গ্রীক এ দুই জাতি সোরের বিরুদ্ধে উপনীত হইয়াছে; উহারা আপনাদের নিরূপিত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে; এবং দুই বার ঐ অভিসম্পাতিত শহর সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে বটে; কিন্তু উহার চরম অবস্থা এখনও উপস্থিত হয় নাই; তদ্বিষয়ক আর কএকটী বাণী সমাধিত হইতে হইল; এবং ঐ দুই জাতি

ভিন্ন আর কতিপয় জাতিকে উহার বিপক্ষগণের মধ্যে পরিগণিত হইতে হইল।

সোর্ নিবাসীদের অবশিষ্ট জনেরা ত্বরায় আপনাদের উৎপাটিত দ্বীপস্থ পুরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইল। তাহারা অসাধারণ আগ্রহ ও পরিশ্রম সহকারে তাহা পুনশ্চ নির্ম্মাণ করিল। তাহারা এমন কৃতকার্য্য হইয়াছিল, যে বিংশতি বর্ষ অতিবাহিত হইলে সোর্ আপনার পূর্ব্বতন ঐশ্বর্য্যে আর বার দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। তৎকালে সিকন্দরের এক জন উত্তরাধিকারী আণ্টিগনুস নামক ভূপতি উহাকে আক্রমণ করে; কিন্তু সোর্ এমত সবল ছিল যে, তাহাতে ১৫ মাস পর্য্যন্ত আণ্টিগনুসের অসঙ্খ্য সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজ সকল নিবারিত হইল।

সোর্ তৃতীয় বার সংস্থাপিত হয়।

কালক্রমে মিস্রীয়েরা সোরের প্রতিকূলাচারী প্রত্যক্ষ হইল। তাহারা ঐ তেজস্বী ও ধনাঢ্য নগর আপনাদের অধিকারের মধ্যে ভুক্ত করিল, এবং তাহারা উহার উপরে বহুকালের জন্যে প্রভুত্ব করিল। তৎপরে, সুরিয়া দেশের অধিপতিগণ মিস্রীয়দের হস্তহইতে তাহা অপহরণ করিল। আর কিয়ৎক্ষণ পরে জগজ্জয়ী রোমীয়গণ আপনাদের বিস্তারিত সাম্রাজ্যের মধ্যে সোরকে পরি-

মিস্রীয় প্রভৃতি আর কএক জাতি কালক্রমে উহার বিরুদ্ধে উঠে।

গ্রহ করিলেন। অপিচ, বিক্রমশালী রোমের কর্তৃত্ব উচ্ছিন্ন হইলে পরে, সারাসীয় জাতি সোরের অধিরাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার ক্ষণেক কাল বিলম্বে, অর্থাৎ ১২২৪ খ্রীষ্টাব্দে, উহা খ্রীষ্টীয়ান যোদ্ধাগণের হস্তগত হইল। তাহার ১৬৩ বৎসর পরে মিসর নিবাসী মেম্লুক জাতি উহা আত্মসাৎ করিল। ইহারা ঐ বিচিত্র নগর নিঃশেষে উৎপাটন করিল। এই গত ৫৭৬ বৎসর ফৈনীকিয় সমবেত সমুদয় পালেষ্টাইন দেশ তুরকদের অধীনস্থ হইয়া আসিতেছে। তবে "আমি তোমার বিরুদ্ধে বহু জাতিকে প্রেরণ করিব।" এই ঈশ্বরোক্তি বিলক্ষণ সিদ্ধ হইয়াছে, সকলেই নির্ব্বিরোধে ইহা স্বীকার করিবেন।

সোরের বর্ত্তমান অবস্থা কেমন নিকৃষ্ট ও নিস্তেজ, ইহা পর্য্যটনকারীরা স্পষ্টই বর্ণন করিয়াছেন। মান্ড্রিল্ সাহেব তদ্বিষয়ে এরূপ সংবাদ দিতেছেন, "যাহাতে সোর্ পুরাকালে এমত খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিল, উহার ঐ পূর্ব্বতন ঐশ্বর্য্যের চিহ্নমাত্র এখন প্রতীয়মান হইতেছে না। উহা সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট ও তাহার গাথনি সকল লণ্ডভণ্ড হইয়াছে; তন্মধ্যে কেবল ভগ্ন প্রাচীর, স্তম্ভ ও কবর প্রত্যক্ষ হইতেছে। যে কতিপয় দুঃখী, অভাগা লোকেরা সম্প্রতি

সোরের বর্ত্তমান কিরূপ দুর্দশা।
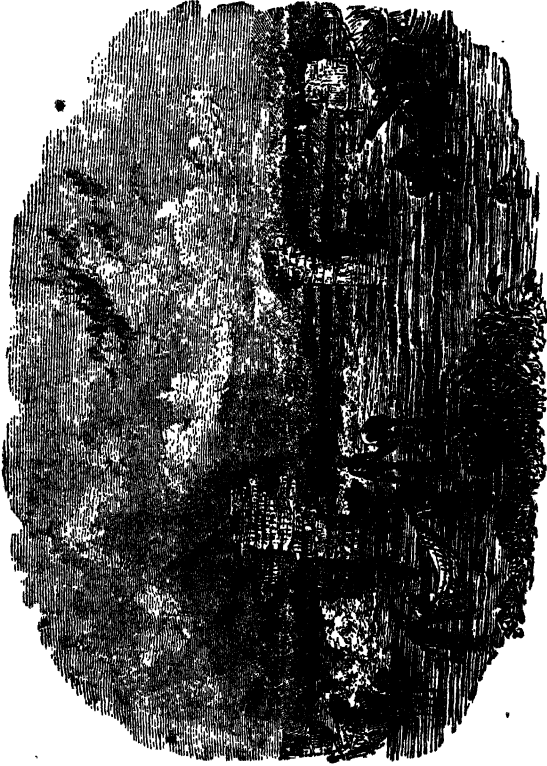
গোড়ের বর্ত্তমান দুর্দশা।

সোরে অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা ঐ জীর্ণ কবর স্থানে আশ্রয় পায়, এবং মৎস্য ধারণ করিয়া আপনাদের উপজীবিকা নির্ব্বাহ করে।” সাহা সাহেব নামে আর এক জন লিখেন যে, “ঐ পূর্ব্বকালীন বিস্তীর্ণ ও যশস্বান্ সোর্ বন্দর ক্রমশঃ বালুকাতে ও রাশীকৃত জঞ্জালে এমত পরিপূরিত হইয়াছে, যে ইদানীন্তন মৎস্যধারীগণ, যাহারা সোরের শৈলের উপর আপনাদের জাল বিস্তার করে, উহাদের ক্ষুদ্র ২ নৌকা অতি কষ্টে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে।”

তবে আমাদিগেরই সময়ে সোর্ সম্বলিত প্রাগুক্তি অতিশয় বিচিত্ররূপে সম্পাদিত হইতেছে। ২৪০০ বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর সোরের প্রতি এই বাক্যটী প্রয়োগ করিয়াছিলেন, যথা, “আমি তোমাকে অনারৃত শৈল করিব, ও তুমি জাল বিস্তার করণের স্থান হইবে, তুমি পুনরায় নির্ম্মিত হইবে না।” যিহিষ্কেল ২৬; ১৪। ইহাতে সোরের শেষগতি উপলক্ষিত হইতেছে, এবং উহার যে ঠিক তাদৃশ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, উপরোক্ত দুই জন, এবং তদ্ভিন্ন আরো অনেক বিশ্বস্ত সাক্ষীগণ ঈদৃশী প্রমাণ দিয়াছেন। তবে ঈশ্বরের বাক্য যথার্থ এবং চিরকাল অপরিবর্ত্তনীয়, পাঠকগণ অবশ্যই উৎসুক মনে ইহা আবার স্বীকার করিবেন।

উহার শেষ গতিতে দৈববাণীর সফলতা প্রত্যক্ষ হইতেছে।

৭ অধ্যায়।

নিনিবী বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী।

নিনিবী নগর অশূরিয় সাম্রাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী ছিল। উহার বৃত্তান্ত সর্ব্বতোভাবে বিচিত্র ও বিস্ময়জনক। তাহার আলোচনাতে বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিরা অনেক দূর পর্য্যন্ত আপনাদের তত্ত্ব সার্থক ও আপনাদের মনস্কামনা তৃপ্ত করেন। কিন্তু যাঁহারা বাইবেল সংক্রান্ত ইতিহাসে তত্ত্ব করেন, উহাঁদের পক্ষে নিনিবীয় অদ্ভুত সংঘটনের বর্ণনা বিশেষরূপে গুরুতর ও ফলদায়ক।

কবরশায়ী নিনিবী অধুনা পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে।

এ বিষয়ে ইদানীন্তন লোকেরা বিশেষ ভাগ্যবান্ হইয়াছে। ঐ যে পুরাকালীন নিনিবী কবরশায়ী হইয়া যুগযুগান্তে মৃতের ন্যায় বিস্মৃত ও লুপ্ত রহিয়াছে, উহা আমাদিগের সময়ে যেন পুনর্জ্জীবিত হওত আপনার বিষয়ে চমৎকার সাক্ষ্য দিতেছে; এখনও উহার অনাবৃত গৃহ, মূর্ত্তি এবং খোদিত প্রস্তর গুলি যেন বাক্শক্তি বিশিষ্ট হইয়া পূর্ব্বে অশ্রুত শব্দ নিঃসারণ করিতেছে। ঐ শব্দেতে পা-

যণ্ডেরা অপ্রতিভ ও নীরব হইতেছে, কিন্তু ভক্ত বিশ্বাসীদের তাহাতে অপরিসীম আনন্দ ও উৎসাহ জন্মিতেছে।*

---

* নিনিবী নগরের আবিষ্ক্রিয়া হওনের বার্ত্তা এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার, যে তাহা প্রসঙ্গ না করাই অবিধেয় বোধ হইতেছে। গত ২০০০ বৎসরাবধি নিনিবী সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। ঐ পুরাকালীন রম্য ও তেজীয়ান শহর কোথায় স্থাপিত ছিল, এ বিষয়েও মনুষ্যেরা পুরুষে২ সন্দিহান হইয়া বিতণ্ডা করিয়া আসিতেছে। কেহ২ বলিত, যে উহা টীগৃস্ নদীর তীরস্থ ছিল; অথচ, কেহ২ বলিত যে, "না, উহা ফরাৎ নদীর তটবর্ত্তী ছিল।" ঐ তিমিররূপ সংশয় সকল আশ্চয্যরূপে ঘুচিয়া গেল, এবং তৎপরিবর্ত্তে সকলই জ্ঞানালোকে আলোকময় হইয়াছে। ঐ সংঘটনের প্রণালী এই; ৫০ বর্ষ গত হইল, কএক জন শিল্পকর টীগৃসের পার্শ্বস্থ মসূল নগরের একটী পুল সারাইতেছিল। উহারা প্রস্তর পাইবার আশাতে নিম্নে খনন করিতে আরম্ভ করে। কিয়ৎক্ষণ পরে উহারা অমনি একটী গৃহের ছাত প্রকাশ করিল। তন্মধ্য দিয়া প্রবিষ্ট হওয়াতে তাহারা ঐ কুঠরীর ভিতরে কতকগুলি মানবীয় অস্থি, এবং নানাবিধ স্বর্ণ ও রৌপ্যময় অলঙ্কারাদি প্রাপ্ত হইল। তাহারা একখান প্রস্তরের উপরে খোদিত লেখা অবলোকন করিল, কিন্তু উহার অক্ষরমালা নিতান্ত অপরিচিত হওয়াতে কেহই উহার ভাব উপলব্ধি করিতে পারিল না। ক্রমশঃ, ঐ তাবৎ ব্যাপার প্রায় বিলুপ্ত ও বিস্মৃত হইয়া যায়। কিন্তু ২০ বৎসর অতীত হইলে, ফ্রান্স দেশীয় বট্টা নামক দর্শনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হন। তিনি নিকটবর্ত্তি একটী ঢিবি লক্ষ্য করিলেন; তিনি এরূপ ভাবিলেন, "উহা কোন প্রকারে প্রাকৃতিক ঢিবি নহে, উহা কালক্রমে রাশীকৃত হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে খনন করিলে অদ্ভুত বিষয় প্রকটিত হইতে পারিবে।" তিনি স্বীয় মানস পূর্ণ করণার্থে অনেক মজুরকে নিযুক্ত করেন; তাহারা একটী কুপ খনন করাতে অনতিবিলম্বে কোন গৃহের ছাত দেখিতে পাইল। তাহাতে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিগে অতি সুন্দররূপে গ্রথিত কতকগুলি ঘর প্রত্যক্ষ

এই অধ্যায়ে আমাদের ঈদৃশ উদ্দেশ্য হইবে; আমরা কিছু বিস্তাররূপে নিনিবীর পুরাবৃত্ত বর্ণন

হইল; ঐ সকল ঘরে গমনাগমনের জন্য বিশেষ পথও ছিল। এবং প্রত্যেক ঘরের প্রাচীর বহুমুল্য মর্ম্মর প্রস্তরে মণ্ডিত ছিল; ঐ তাবৎ প্রস্তরের উপরে অত্যন্ত চমৎকার মূর্ত্তি বিরচিত হইয়াছে; এবং তদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত অবিদিত অক্ষরে অনেক লেখা নির্ণীত হইল; সেই লেখার অর্থ সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন রহিল; কিন্তু ঐ মূর্ত্তির ভাব ও ভঙ্গি দেখিয়া সকলেই জানিতে পারিল, যে উহাতে পুরাকালীন অশূরিয়গণের ঘটনাদি চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। তৎপরে নিনিবীর ভূমিখণ্ডের বিষয়ে সন্দেহমাত্র অপসারিত হইল। তাহার কএক বৎসর পরে লেইয়ার্দ্ নামে এক জন ইঙ্গেজী মহোদয় তথায় গমন করিয়া যথাসাধ্য ঐ কবরশায়ী নগরের অনুসন্ধান করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। তিনি ১৮৪৫ শালে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি অনেক কাল ঐ মরুভূমিতে অবস্থিতি পূর্ব্বক অনবরত আপনার সংকল্প সাধনে নিবিষ্ট ছিলেন। তত্রস্থ অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও স্তূপাকার একটী ঢিবি আছে; পুরুষে২ উহা "নিম্রোদ" নামে বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে। লেইয়ার্দ্ সাহেব উহার অন্তরে চমৎকার বিষয় রহিয়াছে বুঝিয়া, তাহা ছেদন করিবার জন্যে শত২ লোককে নিযুক্ত করেন। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া উহাদের শ্রম যেন পণ্ডশ্রম হয়, এবং ঐ মহোদয়ের অশেষ অর্থব্যয় যেন অনর্থক ও নিষ্ফল বোধ হয়। তবুও তিনি নিবৃত্ত হইলেন না। পরিশেষে, তিনি যথোচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন; হঠাৎ মজুরগণ একটী গৃহ প্রকাশ করে; এবং উহা সামান্য গৃহ নহে; বাস্তবিক, উহা রাজবাটী ছিল। কি অদ্ভুত! আমাদের এই ২৭০০ বৎসর পূর্ব্বে যথায় নিনিবীর উদ্ধত ও ঐশ্বর্য্যশালী অধীশ্বরগণ অধিষ্ঠান করিতেন, ঐ রমণীয় অট্টালিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে! তন্মধ্যে অতি প্রকাণ্ড প্রস্তরময় মূর্ত্তি গুলি দৃষ্ট হইল; উহা নিনিবী নিবাসীদের উপাস্য দেবগণ ছিল; উহাদের আকার অতিশয় বিচিত্র ও বিস্ময়জনক। এই অধ্যায়ের অন্যত্রে পাঠকগণ উহাদের একটির চিত্রপট দেখিতে পারেন। লেইয়ার্দ সাহেব কতকগুলি মূর্ত্তি ও প্রস্তরখান জাহাজযোগে লন্দন নগরে আনয়ন

করিব; এবং অধুনা, তন্নগরের সপ্রকাশ হওনের বৃত্তান্তে যে২ স্থলে ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রমাণ কি প্রতিপাদক উক্তি পাওয়া যায়, তাহাও প্রসঙ্গ করা আমাদের অভিসন্ধি আছে; কারণ যদ্যপি ভবিষ্যদ্বাণীর সিদ্ধি প্রকাশ করিতে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাধ্য; তথাচ, প্রকারান্তরে, নানাবিধ প্রমাণের প্রয়োগদ্বারা বাইবেলকে সত্য ও অবিকল ও বিশ্বসনীয় সাব্যস্ত করাই আমাদের মুখ্য অভিপ্রায় ও প্রার্থিত সংকল্প।

ধর্ম্মপুস্তকের প্রথমাংশে আমরা নিনিবীর উৎপত্তির বিষয় অবগত হইতেছি; তথায় এরূপ

করিলেন; ঐ সকলই এখন তথাকার "বৃটিষ্ মিউসীউম্" নামক দর্শন-গৃহে স্থাপিত আছে। উক্ত প্রস্তরগুলিন সর্ব্বাংশে ঐ অপরিচিত অক্ষরে বিরচিত আছে। তদ্দর্শনে বিদ্বান মহোদয়গণ ঐ লেখার ভাব জানিতে অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু উহা যৎপরোনাস্তি কঠিন ও দুঃসাধ্য কর্ম্ম। সে যাহা হউক, যত্নশীল পণ্ডিতগণ সতত এই বিষয়ে আগ্রহ ও উদ্যোগ করিলেন। অবশেষে, কতিপয় প্রাক্কালীন জাতিদের অক্ষরমালা সংগ্রহ হওত উহাদের পরস্পরের মিলনে ও তুলনা দেওনে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান উৎপন্ন হইল। ক্রমশঃ, যেমন বিদ্বানেরা ধৈর্য্য সহকারে আলোচনা করেন তেমনি উত্তরোত্তর ঐ চমৎকার ও অনর্থক অক্ষর সার্থক হইয়া উঠিল। এবম্প্রকারে অন্বেষকদিগের প্রগাঢ় উদ্দেশ্য সফল হইয়া আসিতেছে; পণ্ডিতগণ এত পর্য্যন্ত চরিতার্থ হইয়াছেন যে, তাহারা এ ২০০০ বর্ষ কালের বিলুপ্ত প্রস্তরগুলির খোদিত বৃত্তান্তের অধিকাংশ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠকগণ এই অধ্যায় পাঠে দেখিবেন যে, ঐ তর্জ্জমাতে বাইবেলের উক্তিচয় অনেক বিষয়ে আশ্চর্য্যরূপে প্রতিপন্ন করা হইল।

মূসা নিনিবীর পত্তনের বৃত্তান্ত ও কাল বর্ণন করেন।

লেখা আছে, "নিম্রোদ্ কূশের পুত্র; সে পৃথিবীর মধ্যে পরাক্রমী হইতে লাগিল; ও পরমেশ্বরের সাক্ষাতে পরাক্রান্ত ব্যাধ হইল; অতএব লোকেরা অদ্যাপি এই দৃষ্টান্ত কহে, 'পরমেশ্বরের সাক্ষাতে নিম্রোদের তুল্য পরাক্রান্ত ব্যাধ।' এবং শিনিয়র দেশে বাবিলোণ ও এরেক্ ও অক্কদ ও কল্নী, এই সকল নগর তাহার প্রথম রাজ্য হইল; সেই দেশহইতে অশূর নির্গত হইয়া নিনিবী ও রিহোবোৎ ও কেলহ্ এবং নিনিবী ও কেলহের মধ্যস্থিত রেষন, এই সকল নগরের পত্তন করিল।" আদি, ১০; ৮-১২।

ধর্ম্মগ্রন্থের উপরোক্তি অনুসারে আমরা নিনিবীর পত্তনকাল নিরূপণ করিতে পারি। উহা ন্যূনাতিরেক খ্রীষ্টের জন্মের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে সংস্থাপিত হইয়াছিল। বাস্তবিক, যদি বাইবেল এ বিষয় প্রকাশ না করিত, তাহা হইলে আমরা ইহার বিষয়ে নিতান্ত অপরিজ্ঞাত থাকিতাম; কারণ বাইবেলের উক্তি ভিন্ন, যথার্থ ইতিহাস সংক্রান্ত কোন উপাখ্যান খ্রীষ্টের ৪০০ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে রচিত হয় নাই, যদিও রচিত হইয়া থাকে, তবে তাহা এককালে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মূসা উপরলিখিত প্রসঙ্গেতে সত্য ও

অবিকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, ইহা ভূরি২ অকাট্য প্রমাণদ্বারা নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে।

বিরোসস্ এক কস্‌দীয় গ্রন্থকার মূসার বাক্য সাব্যস্ত করেন।

বিরোসস্ নামক এক কস্‌দীয় গ্রন্থকার খ্রীষ্টের ৩৪০ বর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন; তিনি তদানীন্তন বিশেষ লক্ষণ ও জনরব আলোচনা করত অশূরিয়া রাজ্যের উৎপত্তির সময় অনুসন্ধান করিলেন; এবং তিনি যে সময়কে নির্দ্দেশ করেন, তাহা মূসার নিরূপিত কালের সহিত প্রায় ঠিক মিলে। অধিকন্তু, মূসা নিনিবী ব্যতিরেকে আরো সাতটা বিশেষ নগরের নাম উল্লেখ করেন; ঐ সকল প্রকৃত নগর, কল্পিত নহে, তাহার প্রমাণ এই, যে ঐ পূর্ব্বকালীন নগর গুলির মধ্যে পাঁচটা নগরের চিহ্ন এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অপিচ, মূসা কহেন যে, নিম্রোদ্ নামক মহাবীর ঐ সাতটা নগরের চারি নগরের পত্তনকারী ছিলেন; ইহাও বিশ্বাস্য ও প্রমাণিত হইয়াছে, যেহেতুক তদ্দেশে "নিম্রোদ্" শব্দ সর্ব্বত্রে অত্যন্ত প্রচলিত, এবং অদ্যাপি তত্রত্য অনেক স্থলের সেই নাম ব্যবহৃত হইতেছে; পরন্তু, ঐ দেশের বর্ত্তমান লোকদের কিম্বদন্তীদ্বারাও ইহা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে; উহারা আপনাদের পুত্র পৌত্রাদিদিগের নিকটে অতি সমাদর

নিম্রোদ্ মহাবীর বিষয়ক মূসার উক্তি সপ্রমাণ হইয়াছে।

পূর্ব্বক ঐ পরাক্রমী ব্যাধের বিষয়ে অগণ্য বিস্ময়-জনক গল্প বর্ণনা করিয়া থাকে। অধিকন্তু, মূসা কহেন যে, নিনিবী বিখ্যাত শহর অশূরদ্বারা সংস্থাপিত হইল; এ বাক্যটী তদ্রূপ আধুনিক প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা বিলক্ষণ সাব্যস্ত করা হইতেছে। পূর্ব্বতন নিনিবী নিবাসীরা অন্যান্য উপধর্ম্মাবলম্বীদের ন্যায় অসঙ্খ্য দেবতাকে ভজনা করিত, কিন্তু উহাদের প্রধান ও সর্ব্বতঃ মাননীয় দেবের নাম অশূর ছিল। উহারা অশূরকে অপর সমুদয় দেবগণের পিতা বলিয়া মান্য করিত।

উহার বাক্যানুসারে কূশীয় লোকেরা তদ্দেশের আদিম নিবাসী ছিল।

এতদ্ব্যতীত আর একটী বিষয় পাঠকগণের বিশেষ আন্দোলনীয়। মূসার প্রণীত বৃত্তান্তে স্পষ্টই উপলক্ষিত হইতেছে যে, কূশ বংশীয় লোকেরা ঐ দেশের আদিম নিবাসী ছিল। কিন্তু, ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়টী নিতান্ত কঠিন ও অসম্ভব অনুভূত হইয়াছে, কারণ কস্‌দীয়া দেশের নানাবিধ লক্ষণদ্বারা বিলক্ষণ প্রতীত হইয়াছে, যে উহাতে পূর্ব্বকালে শাম বংশজ জনেরা অবস্থিতি করিত; কিন্তু কূশীয় লোক শামের নহে, উহারা হামের বংশ। তবে মূসার উক্তি, আর অবশিষ্ট লক্ষণচয় যেন পরস্পর বিপরীত ও অমেল। এ বিষয়ে যে সকল পণ্ডিতগণ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ২ বলিয়া-

ছেন যে, “অবশ্য ইহাতে ভ্রম আছে; হয়, মূসা ভ্রান্ত হইয়া এরূপ লিখিয়াছেন, নয়, অন্যে পরে মূসার অবিকল রচনা ভ্রান্তিযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছে।” তদ্ভিন্ন আর কএক জন নম্র ও ভক্তিশীল পণ্ডিতগণ বলেন যে, “না, বাইবেলের কোন ভুল নাই; ঐ যে কতকগুলি লক্ষণ আমাদের দৃশ্যমান হইয়াছে, কি জানি, কালক্রমে তদ্ব্যতীত আর কএকটী নূতন চিহ্ন প্রত্যক্ষ হইবে, যাহাতে এ সমুদায় ব্যাপার সুপরিষ্কার রূপে ভঞ্জন করা যাইবে।” এই প্রজ্ঞগণের উদ্ভাবন সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে। অধুনা, কস্দীয় দেশে যে প্রস্তরগুলি পাওয়া যাইতেছে, তন্মধ্যে অতি প্রাচীনকালের খোদিত প্রস্তর আছে; বস্তুতঃ, তদ্দেশের আদিম প্রজাগণদ্বারা গ্রথিত যে প্রস্তর, তাহা সেই; তবে সিদ্ধান্ত কি? উক্ত প্রস্তর গুলাতে বিশেষ রচনা আছে; ঐ বাক্যকলাপ কোন্ ভাষা সম্বলিত, উহা কি শামীয় না কূশীয়? আমরা ইহার উত্তর নিঃসংশয়িত মনে দান করিতেছি; উহা কূশীয় ভাষা, শামীয় নহে। তবে, এ বিষয়ে বিতণ্ডা ও সন্দেহ মাত্র উঠিয়া গিয়াছে; সকলেই এখন স্বীকার করিতেছেন যে, মূসা সত্যই লিখিয়াছেন; ফলতঃ, আদৌ কেবল কূশীয় জাতি তদ্দেশে অবস্থিতি করিত।

পরন্তু, অন্যান্য প্রস্তর গুলাতে যে শামীয় লক্ষণ রহিয়াছে, ইহারও তাৎপর্য্য স্পষ্টই নিরূপিত হইল। কূশীয়েরা কস্‌দীয়া জনপদে কিয়ৎকাল স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান করিয়াছিল; তৎপরে, বহুসঙ্খ্যক শামীয় ও আরীয়া লোকেরা উহাদের উপর আক্রমণ করে; কূশীয়গণ আক্রমণকারীদিগকে পরাস্ত করিতে না পারাতে অগত্যা উহাদের সহিত সংমিলিত হইতে লাগিল; ক্রমশঃ, পারদর্শী ও স্পৃহান্বিত শামীয়েরা কূশীয়দের পুরোবর্ত্তী হওয়াতে কূশীয় ভাষা লুপ্ত হইয়াছিল এবং তৎপরিবর্ত্তে শামীয় ভাষার প্রাদুর্ভাব হইল।

শামীয় বংশ পরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাদের প্রাধান্য স্থাপন করে।

মূসা আবার বলেন যে, নিনিবী বাবিলোণের পশ্চাৎ স্থাপিত হইল, এ বিষয়ও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে; বাবিলোণের গাঁথনি, মূর্ত্তি, খোদিত প্রস্তর প্রভৃতিতে যে শিল্প-কৌশল প্রকটিত হয়, নিনিবীর গ্রথিত অংশাদিতে তদপেক্ষা অধিকতর নৈপুণ্য ও কৌশল প্রতীয়মান হইতেছে। তবে, এ লক্ষণটী স্পষ্টই প্রকাশ করিতেছে, যে যৎকালে মনুষ্য শিল্পবিদ্যাতে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর হইয়াছিল, তৎকালে সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিনিবী সংস্থাপিত হইল; তবুও নিনিবীর অঙ্কিত প্রস্তরে স্থলে২

মূসা সত্যই বলেন যে নিনিবী বাবিলোণের পরে স্থাপিত হয়।

আদিম কালীন কূশীয় ভাষার বিলক্ষণ চিহ্ন পাওয়া দিয়াছে।

অধিকন্তু, মূসা ঐ সমুদায় দেশে এক বিশেষ নাম প্রয়োগ করেন; তিনি উহাকে "শিনিয়র দেশ" বলেন। পুরাবৃত্তে ঐ রূপ সংজ্ঞা কুত্রাপি দেখা যাইতেছে না; বাস্তবিক, নিনিবীর ধ্বংসের অনেক পূর্ব্বেই ঐ পদবী বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি যে প্রাক্‌কালীন প্রস্তরচয় আবিষ্কৃত হইতেছে, ঐ সকলের উপরে ঠিক ঐ রূপ নাম বিরচিত আছে; তবে, পরে তদ্দেশের যে প্রকার উপাধি ব্যবহৃত হয় হউক, অতি পুরাকালে উহা "শিনিয়র দেশ" বলিয়া বিখ্যাত হইত, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

"শিনিয়র" অতি পুরাকালে তদ্দেশের প্রচলিত নাম ছিল।

এদন্‌ উদ্যানহইতে যে চারি নদী উৎপন্ন হইয়াছিল, (আদিপুস্তক ২; ১০-১৪) উহাদের দুইটা নদী, অর্থাৎ, ফরাৎ এবং টীগ্রস্‌ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বাঞ্চলের ঐশ্বর্য্যশালিনী কর্ত্তৃপুরী নিনিবী টীগ্রসের পূর্ব্ব তীরে সংস্থাপিত হইয়াছিল।

• নিনিবী টীগ্রস্‌ নদীর তীরবর্ত্তী।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, নিনিবী খ্রীষ্টের ২০০০ বৎসর অগ্রে সংস্থাপিত হইল। কিন্তু যে প্রস্তর গুলি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে অধিকতর প্রাচীন

প্রস্তর যে, তাহা খ্রীষ্টের ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রথিত হয় নাই, এমন বোধ হয়। তবে নিনিবী পত্তন হওনের অনেক পরে উহা নিস্তেজ ও যৎসামান্য নগর ছিল, ইহা অনুভূত হইতেছে। উহা কত কাল এমন নিকৃষ্টাবস্থায় রহিল তাহা নিশ্চয় নহে; কিন্তু ঐ প্রস্তর গুলি সন্দর্শনে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, উহা রচিত হওনের বহুকাল পূর্ব্বে নিনিবী অতিশয় মর্য্যাদাপন্না পুরী হইয়া উঠিয়াছিল। অন্যান্য বিশেষ চিহ্নদ্বারা স্পষ্টই উপলক্ষিত হইতেছে যে, যাহাদের বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র, অথবা অন্য কোন শাস্ত্রে কিছুই লেখা যায় নাই, এমত অতীব বিক্রম ও ঐশ্বর্য্যশালী অধীশ্বরগণ তথায় বিরাজমান ছিল; এবং উহারা আশীয়ার পশ্চিম ভাগস্থ জাতিবৃন্দের উপরে আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। তাৎকালিক রাজগণের বিষয়ে ধর্ম্মগ্রন্থে কোন সংবাদ নাই, তাহার কারণ এই যে, যিহূদী লোকদের সহিত উহাদের সমাগম কি পরস্পরের সংঘটনাদি কিছুই হয় নাই। বাইবেল যে সর্ব্বসাধারণের ইতিহাস প্রসঙ্গ করে এমত নয়; যিহূদীবংশ সম্বলিত পুরাবৃত্ত প্রকাশ করাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য; তবে তন্মধ্যে স্থলে ২ যে ভিন্নজাতীয়দের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহার

নিনিবীর আদিমকালীন রাজবংশ এককালে বিলুপ্ত হইয়াছে।

একমাত্র কারণ এই যে, বিশেষ ঘটনাতে উহাদের ও যিহূদিগণের বিবরণে অগত্যা সংমিলন হইয়া উঠিয়াছে।

মূসা নিনিবী নগরের যে উৎপত্তিকাল নির্দ্দেশ করেন, তৎপরে ১০০০ বৎসর কাল অতিবাহিত হয়, যদ্বিষয়ে কিছুই ব্যক্ত করা হয় নাই, কতিপয় লক্ষণ নিরীক্ষণে প্রতীত হইতেছে যে, উপরোক্ত প্রাক্‌কালীন রাজবংশ একেবারে নিরাকৃত হইয়াছিল। এবং তৎকালে উহাদের রাজ্য রাজধানী সুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত হইল। তবে, ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল নিনিবীর রাজগণের বার্ত্তা বর্ণিত আছে, উহারা পূর্ব্বকালীন রাজবংশহইতে স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন ছিল।

বাইবেলে যাহাদের বার্ত্তা আছে, উহারা ভিন্নও স্বতন্ত্র এক রাজগোষ্ঠী।

ইহারা নিনিবী পুনঃস্থাপন করে, এবং অসীম আগ্রহ সহকারে তদ্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন করিতে লাগিল। অবশেষে, ঐ নবীন রাজপুরী পূর্ব্বতন নিনিবীর অপেক্ষা বৃহৎ ও তেজস্বী হইয়া উঠিল। যূনস্ ভবিষ্যদ্বক্তা উহার পরিমাণ নিরূপণ করেন, তিনি বলেন, “ঐ নিনিবী অলৌকিক মহানগর, উহার (পরিধি) তিন দিনের পথ ছিল।” যূনস্ ৩; ৩। তিনি যিহূদিগণের নিয়মানুসারে ঐ রূপ

যূনস্ নিনিবীর পরিধি ব্যক্ত করেন।

উক্তি করেন; যিহূদীরা ১০ ক্রোশ পথ এক দিনের পথ বলিয়া মানিত। এ সংখ্যানুযায়ী তিন দিনের পথ ৩০ ক্রোশ হইবে। তবে নিনিবীর ব্যাস ১০ কোশ এবং তাহার পরিধি ৩০ ক্রোশ ছিল। উহা অলৌকিক মহানগর ছিল, কে না স্বীকার করিবে?

এ বিষয়ে যূনসের উক্তি অন্যের নিকটে সাব্যস্ত করা হইয়াছে। ডায়ডরস সিকুলস্ এক জন পৌত্তলিক গ্রন্থকার তদ্বিষয়ে লিখিয়াছেন যে, নিনিবী যে পরিমাণে বিস্তারিত ছিল, কেহ কখনো ঈদৃশ চমৎকার নগর নির্ম্মাণ করে নাই; তিনি আবার বলেন যে, উহার পরিধি ৪৮০ ফর্লং পরিমাণ ছিল। বস্তুতঃ, ইহা ঠিক ৩০ ক্রোশের সমান মাপ। ডায়ডর্স কহেন যে, নিনিবীর প্রাচীর ৭৫ হাত উচ্চ ছিল, এবং উহার এত প্রস্থ ছিল যে, তিনটী শকট পার্শ্বে২ অনায়াসে তদুপরে গমন করিতে পারে। পরন্তু, প্রাচীরোপরে স্থাপিত অতি দৃঢ় ২০০ হস্ত উচ্চ এমন ১৫০০ দুর্গ ছিল।

ডায়ডরস অজ্ঞাতসারে উহার বাক্য প্রতিপন্ন করেন।

যিহিস্কেল ভবিষ্যদ্বক্তা এক স্থলে অশূরিয়ার অপরিসীম গৌরব ও উন্নতি উপমাভাবে প্রসঙ্গ করিতেছেন। তিনি এরস বৃক্ষের সহিত উহার তুলনা

যিহিষ্কেল এরস বৃক্ষের সহিত অশূরিয়ার তুলনা দেন।

দিয়া কহেন, "ক্ষেত্রের তাবৎ বৃক্ষের অপেক্ষা সে অত্যুচ্চ হইয়া উঠিল, এবং জলের বাহুল্যদ্বারা তাহার শাখা উপশাখা অনেক ও দীর্ঘ ও বিস্তারিত হইয়া উঠিল। তাহার শাখাতে আকাশস্থ পক্ষিগণ বাসা করিত ও তাহার ছায়াতে অনেক২ মহাজাতি বাস করিত। এই প্রকারে সে আপন মহত্ত্বে ও শাখার দীর্ঘতাতে অতি সুন্দর হইল, কারণ গভীর জলের নিকটে তাহার মূল ছিল; ঈশ্বরের উদ্যানস্থ এরস বৃক্ষও তাহাকে আচ্ছাদন করিতে পারিত না।" যিহিষ্কেল ৩১; ৫-৭।

অশূরিয় সাম্রাজ্যের ঠিক ঐ রূপ সম্বর্দ্ধনের গতি হইয়াছিল। উহার আদিমাবস্থায় উহা এক ক্ষুদ্রতম বীজের তুল্য ছিল; কিন্তু এক বার অঙ্কুরিত হইলে উহার ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রমরূপ শাখা শীঘ্রই চতুষ্পার্শ্বে এমত বিস্তারিত হইয়া গেল, যে প্রায় তাবৎ জাতীয় মানবগণ পক্ষীর ন্যায় উহাতে আশ্রয় লইল। কিন্তু কি পরিতাপ! অশূ-

অশূরিয়গণের সাংসারিক উন্নতি কিন্তু আত্মিক অধোগতি।

রিয়গণের যত সাংসারিক উন্নতি হইল ততই উহাদের আত্মিক অধোগতি প্রকাশ পাইল। সর্ব্বত্রে ও সর্ব্বকালে মানবীয় ভ্রষ্টতা দৃশ্যমান হইতেছে; এবং মনুষ্যের স্বাভাবিক ভ্রংশ একই প্রকার।

তাহার প্রমাণ এই যে, মনুষ্যের জাতি, ভাষা, বর্ণ, যত বিশেষ হউক না কেন, উহাদের কুসংস্কার ও দুষ্টতার লক্ষণ সতত সমানই। অশূরিয়গণ অত্যন্ত দাম্ভিক ও সুখাভিলাষী ও অন্যায়কারী হইয়া উঠিল; এবং উহারা মনুষ্যদের প্রতি যাদৃশ অপরিশেষ দৌরাত্ম্য করিত, তাদৃশ ঈশ্বরেরও প্রতি অতি ভয়ানক রূপে অবমাননা করিত। উহাদের ধর্ম্মসংক্রান্ত বিধি সকল অতিশয় জঘন্য ও সদ্গুণনাশক ছিল। যে প্রস্তরগুলি অনাবৃত নিনিবী নগরে পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একটীতে পুরাকালীন অশূরিয়গণের দাম্ভিকতা চমৎকার ভাবে প্রদর্শিত হইতেছে। ঐ প্রস্তরখান চতুষ্কোণ ও স্তম্ভস্বরূপ। উহার উপরে পৃথক্ ২ বিংশতি চিত্রপট খোদিত আছে; প্রত্যেকে অতি ভীষণ যুদ্ধকাণ্ড চিত্রিত আছে; এবং সমুদায়ে বিজয়ী অশূরিয় রাজা স্বীয় পরিচারকগণদ্বারা বেষ্টিত হইয়া দণ্ডায়মান আছে; তাহার সম্মুখে বন্দিগণ কম্পিত কলেবরে দণ্ডবৎ হইয়া রহিয়াছে; অন্যত্রে ভিন্ন ২ জাতিরা হস্তে উপঢৌকন ও দাতব্য কর করিয়া ঐ উদ্ধত ও রুষ্টস্বভাব ভূপতির সমীপবর্ত্তী হইতেছে। চিত্রপটের ঊর্দ্ধে ও নিম্নে ঈদৃশী অভিমানসূচক বৃত্তান্ত অঙ্কিত আছে;

অধুনা প্রাপ্ত এক খান প্রস্তর পূর্ব্বকালীন রাজগণের দাম্ভিকতা দর্শায়।

রাজা এরূপে কহিতেছে, “আমি ঐ নগরকে হস্ত-গত করিলাম; আমি আমার সৈন্যাধ্যক্ষগণকে সংগ্রহ করিলাম; আমি অনেক অট্টালিকা ও নগর এবং মন্দির স্থাপন করিলাম; আমি উ-হাকে বদ্ধ করিয়া রাখিলাম; আমি ১১ টা বৃহৎ নগরকে ধরিলাম; আমি তন্মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ২০৫০০ জনকে বধ করিলাম অথবা বন্দিত্বে সমর্পণ করি-লাম; আমি উহাদের অধিপতিগণ ও সৈন্যা-ধ্যক্ষগণ, এবং যোদ্ধাগণ সকলকে লৌহ শৃংখলে বদ্ধ করিয়াছিলাম; আমি আহুনীকে, উহার দেবগণ, মহাযাজকগণ, অশ্বগণ, পুত্র কন্যাগণ, যোদ্ধাগণ সমবেত বন্দি করিয়া আমার এই অশূরিয়া দেশে আনয়ন করিলাম; আমি শৎবে-লহারালকে শৃংখলাবদ্ধ করিয়া উহাকে এবং উহার প্রধান সহচর সকলকে দাসত্বে সমর্পণ করিলাম। আমি ঐ দেশের রাজধানী আমীয়াকে অধিকার করিয়া উহার স্বতন্ত্র ১০০ শহরকে লুট করণার্থে অনুমতি দিলাম। আমি দুষ্টগণকে সংহার করিলাম, এবং উহাদের সম্পত্তি সকল অপহরণ করিলাম।”

ঐ প্রস্তরে খোদিত গর্ব্বোক্তি সিফনিয়ের প্রস্তাবিত বাক্যের সহিত ঠিক মিলে; সেই ভবিষ্যদ্বক্তা নিনিবী নিবাসীদের দর্প লক্ষ্য

সিফনিয়ের উক্তি এবং প্রস্তরোক্তি সমান।

করিয়া এরূপে ঐ রাজধানীর বিনাশ নির্দ্দেশ করিতেছেন, "আনন্দে প্রফুল্ল যে নগরী নিশ্চিন্তে বাস করিত, এবং 'আমি আছি, আমি ভিন্ন আর কেহই নাই ;' এমত কথা কহিত, সে কেমন উচ্ছিন্ন ভূমি ও পশুদের শয়নস্থান হইল! যে কেহ তাহার নিকট দিয়া যাইবে, সে শীষ দিয়া আপন হস্ত লাড়িবে।" সিফনিয় ২ ; ১৫।

আত্মশ্লাঘা ও অভিমান ঈশ্বরের সাক্ষাতে কেমন জঘন্য ও ঘৃণার্হ ! তদ্বিষয়ে ধর্ম্মগ্রন্থের কত স্থলে অতি প্রগাঢ় চেতনাদায়ক উক্তি আছে! এক স্থানে লেখা আছে, "মনে অহঙ্কারি লোক সকল পরমেশ্বরের ঘৃণিত, তাহারা কোন ক্রমে দণ্ড এড়াইবে না।" অন্যত্রে ঈশ্বর কহেন, "বিনাশের পূর্ব্বে অহঙ্কার, ও পতনের পূর্ব্বে মনের গর্ব্ব হয়।" হিতোপদেশ ১৬ ; ৫, ১৮। কোন ব্যক্তি হউক কি জাতি হউক, যখন কাহারো এরূপ অপরিসীম অভিমান প্রকটিত হয়, তখনই উহার পতন সন্নিকট, ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। যৎকালে সিফনিয় প্রবাচক নিনিবীর প্রতি উপরোক্ত বাণী প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার অতি অল্প দিন পরে উহা নিপাতিত হইল।

অভিমান ঈশ্বরের সাক্ষাতে অতি ঘৃণিত ও দণ্ডার্হ পাপ।

কিন্তু পরমেশ্বর দীর্ঘসহিষ্ণু ও পরম দয়ালু; বিনাশ করাই তাঁহার অনিচ্ছার কর্ম্ম। আমরা পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমুদায়ে যাদৃশ দেখিয়াছি তাদৃশ এখনও দেখিব, অর্থাৎ, অপরিণাম ধ্বংস না আসিতে২ নানা প্রকার চেতনাপ্রদায়ক ঘটনাদি পূর্ব্বেই ঘটে। খ্রীষ্টের ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর নিনিবীর নিকটে যূনস ভবিষ্যদ্বক্তাকে প্রেরণ করেন। তিনি বলিলেন, "তুমি উঠিয়া নিনিবী মহানগরে গিয়া তাহার বিরুদ্ধে ঘোষণা কর, কেননা তন্নিবাসীদের দুষ্টতা আমার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়াছে।" পরে লেখা আছে, "যূনস নগরে প্রবেশ করিয়া এক দিনের পথ যাইতে২ উচ্চৈঃস্বরে এই রূপ ঘোষণা করিতে লাগিল, আর চল্লিশ দিন গত হইলে এই নিনিবী নগর উৎপাটিত হইবে।" যূনস ১; ২ এবং ৩; ৪।

যূনস নিনিবীর নিকটে প্রেরিত হন।

নিনিবীর নিকটবর্ত্তী বিনাশ ঈদৃশ ভাবে প্রচারিত হইল; কিন্তু কি কারণে তাহা প্রচারিত হইল? আর কেনই বা ঈশ্বর উহার ঘটিবার সময় প্রকাশ করিলেন? এই প্রশ্নদ্বয়ের কেবল একটীই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে; তিনি ঐ অহঙ্কারী পাতকীগণের প্রতি মমতা করিয়া উহাদিগকে অনুতাপ করণের সুযোগ দান করিলেন। তাঁহার দয়া-

সূচক অভিপ্রায় সফল হইল ; লেখা আছে," তখন নিনিবীয় লোকেরা ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করিয়া উপবাসের কথা প্রচার করিল, এবং মহৎ ও ক্ষুদ্র তাবৎ লোক চট পরিধান করিল ; এবং সেই বার্ত্তা নিনিবীর রাজার নিকটে উপস্থিত হওয়াতে সে আপন সিংহাসনহইতে নামিয়া রাজবস্ত্র ত্যাগ করিয়া চট পরিধান পূর্ব্বক ভস্মে বসিল ; এবং নিনিবীর সর্ব্বত্র রাজার এবং প্রজাগণের নামে এই আজ্ঞা ঘোষণা ও প্রচার করাইল, মনুষ্য ও গোমেষাদি পশু, কেহ কিছুই আস্বাদন কি ভোজন পান না করুক, এবং পশু ও মনুষ্য চট পরিধান করিয়া যথাশক্তি ঈশ্বরের কাছে কাতরোক্তি করুক, ও প্রত্যেক জন আপন২ কুপথ ও হস্তস্থিত দৌরাত্ম্যহইতে বিমুখ হউক ; ইহাতে, কি জানি, ঈশ্বর ক্ষান্ত হইয়া অনুকূল হইবেন, ও আপন প্রজ্বলিত ক্রোধহইতে নিবৃত্ত হইবেন, তাহাতে আমরা বিনষ্ট হইব না।" যূনস ৩; ৫, ৯।

তাঁহার প্রচার শ্রবণে নিনিবীয়েরা অনুতাপ পূর্ব্বক পাপ বিসর্জ্জন করে।

ঐ নিনিবীয় পৌত্তলিকেরা এক জন অপরিচিত যিহূদীর ঘোষণাতে নির্ব্বিরোধে এরূপ আস্থা করে, এবং নিষ্কপট ভাবে অনুতাপ করিতে প্রবর্ত্তিত হয়, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ইহাতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, উহারা ইস্রা-

য়েলায়দের পরাক্রমী ঈশ্বরের বিষয়ে নিতান্ত অপরিজ্ঞাত ছিল না। পরমেশ্বর মিসরে যিহূদিগণের উদ্ধারার্থে যে অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন; এবং কিনান দেশে অবস্থিত হইলে পরে তিনি কত বার কত বিস্ময়জনক ক্রিয়া তাহাদের জন্যে সম্পাদন করিয়াছিলেন, ঐ তাবৎ অদ্ভুত ঘটনার জনরব সমুদয় জাতির মধ্যে শ্রুত হইয়াছিল।

কেন উহারা এত সহজে যূনসের বাক্যে আস্থা করিল।

সেই বিজাতীয়েরা সম্যক্‌রূপে ঈশ্বরের শুদ্ধ সিদ্ধ গুণ না জানিলেও উহারা ইহা নিশ্চয়ই অবগত ছিল যে, ইব্রীয়দের ঈশ্বর অনিবার্য্য ও অদম্য শক্তি বিশিষ্ট; এবং তিনি উহাদের বিপক্ষ হইলে উহাদের সর্ব্বনাশ সম্ভাব্য। বুঝি, এরূপ আন্দোলন করাতেই নিনিবীয়েরা অনুতাপ করণে ও দোষ সংশোধনে প্রবৃত্ত হইয়া উঠিল। পশ্চাৎ ইহা উক্ত আছে, "তখন লোকেরা আপন কুপথ ত্যাগ করিল, ঈশ্বর তাহাদের এমত ব্যবহার দেখিয়া তাহাদের যে অমঙ্গল করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে পরামনন করিয়া তাহা করিলেন না *।" যূনস ৩; ১০।

* "পরমেশ্বর পরামনন করিলেন," এরূপ উক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশেষ ২ স্থলে পাওয়া যায়। এতদ্বিষয়ে কেহ ২ আপত্তি করিয়া বলে যে, "অভ্রান্ত এবং অপরিবর্ত্তনীয় যে ঈশ্বর তিনি কি প্রকারে পরামনন করিতে পারেন?" ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন নহে।

নিনিবীয়েরা যে সুধু আপনাদের পাপ নিরীক্ষণে আত্মগ্লানি করিল, বুঝি তাহা নহে; বরঞ্চ উহারা সমীপবর্ত্তি নিদারুণ দণ্ডে আশঙ্কিত হইয়া বিলাপোক্তি করিল। সে যাহা হউক, উহাদের এক প্রকার অনুতাপ ও দোষ সংশোধন হইল; এবং দয়াবান ও দীর্ঘসহিষ্ণু পরমেশ্বর উহাদের অসিদ্ধ মনোগতিতে প্রসন্ন হইয়া উহাদিগকে বাঁচাইলেন।

কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! নিনিবী নিবাসীরা অনতিবিলম্বে আপনাদের পূর্ব্বতন পাপে আর বার লিপ্ত হইল; উহাদের অপরিসীম অভিমান এবং

পাঠকগণের ইহা স্মরণ করা আবশ্যক, ধর্ম্মগ্রন্থে ঈশ্বরকে মনুষ্যের ভাষা ব্যবহার করিতে হয়; তবে কোন মনুষ্য আপন সংকল্পিত কোন কার্য্য পরিত্যাগ অথবা পরিবর্ত্তন করিলে আমরা যাদৃশ ঐ সংঘটনাতে উহার মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি, তাদৃশ ঈশ্বর কোন কারণে স্বীয় সংকল্পের অন্যথা করিলে উহাকেও পরামনন বলা যায়। বাস্তবিক, ঈশ্বরের মনঃপরিবর্ত্তনের লেশমাত্র হইতে পারে না, কিন্তু তিনি যে কারণে কোন কর্ম্ম করিতে উদ্যত হন, সেই কারণ যদি নিরাকৃত হইয়া যায়, তাহা হইলে তিনি ঐ সংকল্পিত কার্য্যে নিবৃত্ত হন; তাঁহার মনঃকল্পনা নিয়ত উপযুক্ত কারণে নির্ভর করে; করিবার কারণ থাকিলে তিনি স্বভাবতঃ কার্য্য করেন; আর না করিবার কারণ উপস্থিত হইলে তিনি স্বভাবতঃ করেন না। তাঁহারই স্বভাব নিত্য সমানই এবং অপরিবর্ত্তনীয়। উপরোক্ত ব্যাপারে তিনি নিনিবীয়দের পাপ প্রযুক্ত উহাদের বিনাশ নিরূপণ করিলেন; কিন্তু উহারা পাপ ত্যাগ করিলে উহাদের বিনাশ হওনের কারণ গেল, তজ্জন্য তিনি রক্ষা করিলেন, ইহা উপমাভাবে "পরামনন" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আত্মশ্লাঘা পুনর্ব্বার প্রস্ফুটিত হইল; পুনশ্চ উহাদের মুখহইতে অপরিমিত প্রগল্‌ভতাসূচক বাক্য নিঃসৃত হইতে লাগিল; উহারা আবার অত্যন্ত দৌরাত্ম্য ও নিষ্ঠুরতা সহকারে অন্য জাতিগণের উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিল; এবং যূনসের সময়ে সত্য ঈশ্বরের প্রতি উহাদের যে ভয় ও সমাদর ছিল তাহা ক্রমশঃ লোপ হইল। কি জানি, তাহার বিশেষ হেতু সেই, যে পরমেশ্বর উহাদিগকে প্রস্তাবিত ধ্বংসহইতে উদ্ধার করিলেন; বোধ হয়, উহাদের কেহ২ ঐ তাবৎ ব্যাপার প্রলাপমাত্র অনুভব করিতে লাগিল; আর উহারা যে ঐ প্রবঞ্চক গল্পবাদী যিহূদীর কথায় কখনো মনোযোগ করিয়াছিল, ইহা আপনাদের লজ্জা ও পরিহাসের বিষয় অনুমান করিল। কতই এ রূপ দৃষ্টান্ত দৃশ্যমান হইতেছে! কত জন প্রভুর দয়াতে মৃত্যুগ্রাসহইতে উদ্ধৃত হইলে, তৎসময়ে যে অনুতাপ ও প্রার্থনাদি সুলক্ষণ দেখাইল, তদ্বিষয়ে লজ্জান্বিত হওত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুরাচারী হইয়া উঠে; সত্যই, "উহাদের প্রথমাবস্থা অপেক্ষা উহাদের শেষাবস্থা অধিক মন্দ।"

উহাদের অনুতাপ ও সুমতি ক্ষণস্থায়ী মাত্র।

যূনসের সময়ে যে রাজা অশূরিয়গণের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছিল, বুঝি, পূল্ না-

পূল্ রাজা ইস্রা-

যেলদিগকে আক্রমণ করে।

মক রাজা তাহার পরে অভিষিক্ত হইল। সে যর্দ্দন নদীর পূর্ব্বদিক্‌স্থিত ইস্রায়েল লোকদের উপরে আক্রমণ করিল, এবং উহাদের অনেককে বন্দিত্বাবস্থায় লইয়া গেল।

তিগ্‌লৎ-পিলেষর ইস্রায়েল ও যিহূদা এ দুই রাজ্যের উপর আক্রমণ করে।

পূলের উত্তরাধিকারী তিগ্‌লৎ-পিলেষর্ যিহূদা দেশে গমন করিয়া তত্রস্থ রাজ্য সমুদয়কে আপনার অধীন করিল, এবং উহাদের অধীনতার উপলক্ষে উহাদের উপর কর দেওনের বিধি নিরূপণ করিল। অপিচ, পূল্ যে অল্পসংখ্য অভাগা ইস্রায়েল লোককে যর্দ্দনতীরে ত্যাগ করিয়াছিল, তিগ্‌লৎ-পিলেষর উহাদের সকলকে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ পূর্ব্বক স্বদেশে নীত করিল। ঐ নিষ্ঠুর অধীশ্বরের পশ্চাদ্‌বর্ত্তি চতুর্থ শল্‌মনেষর নামক রাজা প্রতিষ্ঠিত হয়। সে ইস্রায়েল দেশকে পরাভূত করিল, এবং সম্বৎসরে কর দান করিতে ইস্রায়েলের রাজাকে স্বীকার করাইল।

শল্‌মনেষর ইস্রায়েল দেশে অত্যন্ত উৎপাত করে।

কিন্তু হোশেয় ইস্রায়েলের অধিপতি, তদীয় মানত পূর্ণ না করিলে শল্‌মনেষর মহাক্রোধে পুনর্ব্বার তদ্দেশে গমন করে; সে সর্ব্বত্রে অতি নৃশংস উৎপাত করে; পরে সে ইস্রায়েল রাজধানী শোমিরোণকে আক্রমণ করে; তাহাকে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ তেজস্বী ও সবল

নগর অবরোধ করিতে হইল; পরে, উহা তাহার হস্তগত হইল। শল্মনেষরের পঞ্চত্ব হইলে পরে সার্গোন্ নামক ব্যক্তি অশূরীয়ার সিংহাসনোপবিষ্ট হইল; তাহার সময়ে ইস্রায়েলদের দুর্গতি পরিপূর্ণ হইল; তাহাদের দেশ আপনাদের হস্তচ্যুত হইল; তাহাদের রমণীয় রাজধানী ভূমিসাৎ হইল, এবং তাহাদের দশ গোষ্ঠীকে সন্তপ্তমনা হইয়া বিপক্ষগণের ঘৃণিত দেশে নীত হইতে হইল। সার্গোন্ উহাদিগকে চিরদিনের বন্দিত্বে সমর্পণ করণান্তর নির্জন ইস্রায়েল দেশে অবস্থিতি করিবার জন্যে বহুসংখ্যক ভিন্ন ২ জাতিকে তথায় প্রেরণ করিল।*

সার্গোন্ নিঃশেষে ইস্রায়েল বংশকে দেশ হইতে উন্মূলিত করে।

তৎপরে সার্গোনের পুত্র সন্‌হেরীব্ অশূরীয়ার অধিষ্ঠাতা নিযুক্ত হইল। সে পিতার সদৃশ অত্যন্ত উদ্ধত ও ক্রূরস্বভাব ছিল; কিন্তু সে পিতার অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান ও কার্য্যতৎপর হইয়া উঠিল; বাস্তবিক, কথিত আছে যে, তাহার রাজত্বকালে অশূরীয়া সাম্রাজ্য যাদৃশ ঐশ্বর্য্যবান ও ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিল, উহা অপর কোন সময়ে তাদৃশ হয় নাই।

ঈশ্বরপরায়ণ হিষ্কিয় তৎকালে যিহূদিগণের উপর রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার রাজত্বের

* ১ বংশাবলি ৫; ২৬। ২ রাজাবলি ১৭; ৬।

১৪ বৎসর অতীত হইলে, সন্‌হেরীব সসৈন্যে সংগ্রামার্থে যিহূদা দেশে গমন করিল। সে ত্বরায় উহার দৃঢ় নগর সকলকে পরাস্ত করিয়া যিরূশালেমের অভিমুখে যাইতেছিল। হিষ্কিয় এমন সময়ে ঐ পবিত্র রাজধানী রক্ষা করণাশয়ে তাহার নিকটে এক বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। তাহা প্রাপ্ত হওয়াতে সন্‌হেরীব পরাঙ্মুখ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। কিন্তু তাহার অপরিসীম অর্থলোভ যে ঐ দানেতে সম্বরণ হইল তাহা দূরে থাকুক; বরঞ্চ ব্যাঘ্র যাদৃশ এক বার মানব রক্ত পান করিলে, পরে তাহাতে নিয়ত পিপাসু হইয়া থাকে, তাদৃশ সন্‌হেরীব যিরূশালেমের সম্পত্তির কিয়দ্দংশ পাইয়া তৎসমুদায় লাভ করিতে অধৈর্য্য আকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠিল। দুই বৎসর গত হইলে সে পুনর্ব্বার যিরূশালেমের সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছিল। সে নগরকে অবরোধ করিয়া শীঘ্রই আপন মানস পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইল। তাহার অনুভব হইল, যে বিনা যুদ্ধে চরিতার্থ হইবে; তাহাতে হিষ্কিয়ের ভয় জন্মাইবার নিমিত্তে একটী পত্র প্রেরণ করে। সেই লিপিতে সে ভয়ানক আস্পার্দ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে

ঐশ্বর্য্যবান ও পরাক্রমী সন্‌হেরীব যিহূদা দেশকে আক্রমণ করে।

সে পুনর্ব্বার আসিয়া যিরূশালমকে অবরোধ করে এবং ঈশ্বরের নিন্দা করে।

নিন্দা করে, এবং তাহার বশীভূত অন্যান্য জাতিগণের কল্পিত দেবতাদের সহিত তাঁহার তুলনা দিয়া বলে, "যিরূশালেম অশূরীয় রাজার হস্তগত হইবে না, তোমার বিশ্বাসভূমি ঈশ্বর তোমার এমত ভ্রান্তি না জন্মাউক, দেখ, নানা দেশ বর্জ্জনীয়রূপে বিনষ্ট ও সর্ব্বতোভাবে উচ্ছিন্ন করিতে অশূরীয় রাজগণ যে রূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তুমি শুনিয়াছ; তবে তুমি কি প্রকারে উদ্ধার পাইবে? ২ রাজাবলি ১৯; ১০, ১১।

ভক্তিশীল হিষ্কেয় রাজা ঐ জঘন্য ও অবজ্ঞাসূচক পত্র পাঠ করিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি হতাশ হইলেন না; তিনি উত্তম রূপে জানেন যে, তাঁহার বিশ্বাসভূমি ঈশ্বর অনায়াসে দীনহীন যিহূদিগণের উদ্ধার করিয়া ঐ গর্ব্বিত দুষ্ট নৃপতির অভিমান চূর্ণ করিতে পারেন; তাহাতে তিনি ঐ পত্র মন্দিরে লইয়া গিয়া ঈশ্বরের সম্মুখে বিস্তার করত প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা অবিলম্বে অতি বিষম রূপে সফল হইল; তদ্বিষয়ে এরূপ লেখা আছে, "পরে সেই রাত্রিতে পরমেশ্বরের দূত অশূরীয়দের শিবিরে গমন করিয়া তাহাদের এক লক্ষ পঁচাশী সহস্র লোককে বিনাশ করিল; অবশিষ্টেরা প্রত্যূষে উঠিলে সমস্ত লোক-

দূতদ্বারা উহার সৈন্য নিপতিত হয়।

কেই মৃত দেখিল।* ২ রাজাবলি, ১৯; ৩৫।

যে প্রস্তর গুলিন নিনিবীহইতে আনীত হইয়াছে, তদুপরে অশূরীয় সাম্রাজ্যের পুরাবৃত্ত বর্ণিত আছে। পণ্ডিতগণ ক্রমশঃ তাহা অনুবাদ করিতেছেন; এবং তাহাতে অনেক আশ্চর্য্য বিষয় প্রকটিত হইতেছে; ঐ সকল অদ্ভুত ব্যাপার বর্ণনা

---

* এ রূপ ভয়ঙ্কর সংঘটনের জনরব বিস্তারিত হইবে এবং ভিন্নজাতিদের মধ্যে প্রকারান্তরে শ্রুত হইবে, ইহা অতি সম্ভব বোধ হইতেছে। বস্তুতঃ, তাহা হইয়াছে; বিশেষতঃ হিরদটস নামক এক জন গ্রীক গ্রন্থকার তাহা নির্দ্দেশ করেন। তিনি সন্‌হেরীবের আড়াই শত বৎসর পরে উক্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন; তবে জনশ্রুতি কালক্রমে যাদৃশ স্থলে২ পরিবর্ত্তিত হয়, এবং নানা কল্পিত গল্পের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, তাদৃশ ঐ দুর্ঘটনার বর্ণনাতে কতক অলীক ও অমূলক বিষয় ভুক্ত হইয়াছে; তবুও প্রকৃত ঘটনার সহিত মূলবাক্যের বিলক্ষণ সংযোগ নির্ণীত হইতেছে। তিনি বলেন যে, তৎকালে সন্‌হেরীব মিস্রীয় লোকদের সহিত সংগ্রাম করিতে উদ্যত হইল। যুদ্ধের প্রারম্ভ না হইতে২ মিস্রীয় ঈশ্বরভক্ত ভূপতি, স্বীয় দেবমন্দিরে গমনপূর্ব্বক, আপনাদের রক্ষা করণের ভার ঈশ্বরের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হইয়া উহাদিগকে উদ্ধার করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। সেই রাত্রি অশূরীয় সৈন্যগণ নিদ্রাগত থাকাতে অসংখ্য মূষিক উহাদের শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের ধনুকের গুণ, ও চামড়া নির্ম্মিত বাণকোষ, ঢাল, প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র কটমটিয়া ছিঁড়িল। পরদিবসে সৈন্যেরা উঠিয়া দেখিল যে, তাহারা নিতান্ত নিরুপায়; যুদ্ধ করিবার কি আত্মরক্ষা করিবার আর শক্তি রহিল না; এবম্প্রকারে তাহারা অগত্যা পরাস্ত হইয়া গেল। পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, রাত্রিযোগে অদৃশ্যভাবে ঈশ্বরের দূত উহাদিগকে নিপাত করিলেন, এই সংঘটন হিরদটসের বর্ণিত উপাখ্যানের মূলপ্রস্তাব, সন্দেহ নাই।

করা আমাদের অভিসন্ধি নহে; কিন্তু তন্মধ্যে যে২ উক্তিতে ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন বৃত্তান্ত প্রতিপন্ন করা হয়, তাহা আমাদিগের সম্পূর্ণ আন্দোলনীয়। আমরা এক্ষণে এবম্বিধ কএকটী দৃষ্টান্ত উত্থাপন করিব।

কএক বিষয়ে বাইবেলের বৃত্তান্ত ও প্রস্তর গুলির উক্তি এক্য।

১। বাইবেলে আমরা অবগত হইতেছি যে, তিগলৎ-পিলেষরের রাজত্বকালে পেকহ শোমিরোণের রাজা, এবং রিৎসীন্ দম্মেষকের রাজা, আপনাদের সৈন্য সংমিলন করিয়া যিহূদা রাজ্যকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। আহস্ যিহূদা দেশের রাজা উক্ত বিপদ সন্দর্শনে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন, এবং রাজ্যের উদ্ধার করিতে আপনাকে অক্ষম জ্ঞান করত অশূরীয় সম্রাটের নিকটে উপঢৌকন প্রেরণ পূর্ব্বক তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তদ্বিষয়ে এরূপ লেখা আছে, "তাহাতে অশূরীয়ার রাজা তাহার কথা গ্রাহ্য করিল, এবং অশূরীয়ার রাজা দম্মেষকের বিরুদ্ধে যাইয়া তাহা হস্তগত করিল, এবং তাহার প্রজাদিগকে বন্দী করিয়া কীরে লইয়া গেল এবং রিৎসীন্‌কে বধ করিল।" ২ রাজাবলি ১৬; ৯।

উপরোক্ত বৃত্তান্ত এক খান প্রস্তরে রচিত হইয়াছে; প্রস্তরটী কালক্রমে অনেক ক্ষয় হইয়াছে

বটে, এবং উহার লেখার অধিকাংশ লোপ হইয়াছে; তবুও অবশিষ্ট লেখাতে ধর্ম্মশাস্ত্রের বাক্যটী স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে। দম্মেষকের ভূপতি রিৎসীনের নাম তাহাতে পঠিত হয়, এবং অশূরীয়ার রাজা তাহাকে পরাস্ত ও বধ করিল, ইহাও পণ্ডিতেরা নিশ্চয়ই পাঠ করিয়াছেন।

রিৎসীনের মৃত্যুর বিবরণ।

২। বাইবেল আমাদিগকে জানাইতেছে যে, যৎকালে সন্‌হেরীব্ প্রথমে যিহূদা দেশের অনিষ্ট করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইল, হিষ্কিয় রাজা তাহার নিকটে দূতগণকে প্রেরণ করিয়া অতি বিনীতভাবে সন্ধির অনুরোধ করিলেন, এবং স্বীকার করিলেন যে, সন্‌হেরীব্ যতই মূল্য নিরূপণ করেন না কেন, তিনি তাহাই দান করিবেন। পরে লেখা আছে "তাহাতে অশূরীয়ার রাজা হিষ্কিয় যিহূদার রাজার তিন শত মণ রূপা ও ত্রিশ মণ স্বর্ণ দণ্ড নিরূপণ করিল। অতএব হিষ্কিয় পরমেশ্বরের গৃহে ও রাজবাটীর ভাণ্ডারে প্রাপ্ত সকল রূপা তাহাকে দিল; ঐ সময়ে হিষ্কিয় পরমেশ্বরের মন্দিরের দ্বারের, ও যিহূদার রাজা হিষ্কিয় যে স্তম্ভ মণ্ডিত করিয়াছিল, তাহারও স্বর্ণ কাটিয়া অশূরীয়ার রাজাকে দিল।" ২ রাজাবলি ১৮; ১৪-১৬।

বাইবেল সন্‌হেরীব ও হিষ্কিয়ের বিষয়ে কি বলে।

উদ্ধত ও দাম্ভিক স্বভাবী সন্‌হেরীব্ যে ঈদৃশ গৌরবার্থক সংঘটন চিরস্মরণীয় জ্ঞান করিয়া প্রস্তরে রচনা করিবে, ইহা নিতান্ত সম্ভব অনুভূত হইতেছে। বাস্তবিক তাহাই হইল, এবং আমাদের ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে সন্‌হেরীব্ যে প্রস্তরে ঐ তাবৎ ব্যাপার বর্ণন করাইল, সেই প্রস্তরখান আমাদের সময়ে প্রকাশিত হওত বাইবেলের সত্যতার সাক্ষিস্বরূপ প্রত্যক্ষ হইতেছে। মহা পণ্ডিত সর্ হেনরী রালিন্‌সন উক্ত প্রস্তরের প্রস্তাবটী এ রূপ অনুবাদ করিয়াছেন। সন্‌হেরীব্ কহিতেছে, "হিস্কিয় আমার অধীনতারূপ যোঁয়ালি অগ্রাহ্য করাতে আমি তাহার বিরুদ্ধে গমন করিয়াছিলাম। আমার বাহুবল ও যোদ্ধাস্ত্র সহকারে আমি তাহার ৪৬ টা দুর্গস্বরূপ নগর হস্তগত করিলাম; তদ্ব্যতিরেকে আমি অন্যত্রস্থ সামান্য অসঙ্খ্য পুরীকে ধরিয়া লুটপাঠ করিলাম। তাহাতে ঐ হিস্কিয় আমার পরাক্রম ও বীর্য্য দেখিয়া অতিশয় ভয়গ্রস্ত হইয়া উঠিল, এবং সে যিরূশালেম নগরের প্রধান ও প্রাচীন লোকদিগকে একত্র করিয়া উহাদের হস্তে আমার নিকটে ত্রিশ মণ স্বর্ণ ও আট শত মণ রূপা, এবং নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্য প্রেরণ করিল। ঐ তাবৎ দ্রব্য আমার

তাহাই একখান প্রস্তরও প্রতিপন্ন করিতেছে।

রাজধানী নিনিবী নগরে আমার নিকটে আনীত হইল। হিষ্কিয় আমার বশীভূত হইয়াছে বলিয়া তাহার উপলক্ষেতে আমার সমীপে ঐ সকল রাজস্ব প্রদান করিল।”

উল্লিখিত অনুবাদটী নানা স্থলে ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত ঠিক মিলে, পাঠকেরা ইহা অনায়াসে উপলব্ধি করিবেন। বাইবেল কহিতেছে যে “হিষ্কিয় রাজার চতুর্দ্দশ বৎসরে অশূরীয়ার রাজা সনহেরীব্ যিহূদার প্রাচীর বেষ্টিত নগর সকলের বিরুদ্ধে আসিয়া তাহা হস্তগত করিল।” ২ রাজাবলি ১৮; ১৩। সনহেরীব্ ঐ প্রস্তরে তদ্রূপ রচনা করিয়াছে যে, “আমি তাহার ৪৬ টা দুর্গস্বরূপ নগর হস্তগত করিলাম।” অধিকন্তু হিষ্কিয়ের ভয় ও তাঁহার প্রেরিত দূতগণ বিষয়ক যে বিবরণ তাহা বাইবেলে ও প্রস্তরে একই; আর

রূপার পরিমাণ বিষয়ক প্রভেদ।

ধর্ম্মপুস্তক যাদৃশ ত্রিশ মণ স্বর্ণের কথা বলে প্রস্তরখানও তাদৃশ মত স্বর্ণের দান নির্দ্দেশ করে। কেবল একটী বিষয়ে বৈলক্ষণ্য দেখা যায়: রূপার পরিমাণ বিষয়ক অমেল প্রত্যক্ষ হইতেছে; এ দিগে বাইবেল বলে যে, “সনহেরীব্ তিন শত মণ রূপা নিরূপণ করিয়াছিল।” কিন্তু প্রস্তরের প্রস্তাবানুসারে “হিষ্কিয় আট শত মণ রূপা প্রেরণ করিল।” কিন্তু

যদ্যপি সাক্ষাৎসম্বন্ধে এই উক্তিদ্বয় পরস্পর বিপরীত বোধ হইতেছে, প্রকারান্তরে আমরা সহজেই উহাদের সংমিলন দেখাইতে পারি। বাইবেল সত্যই বলে যে, সন্‌হেরীব্ কেবল "তিন শত মণ রূপা নিরূপণ করিল।" কিন্তু হিষ্কিয় এমত ভয়াকুল ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন যে, ঐ দুষ্ট ও লোভান্বিত রাজাকে এককালে সন্তুষ্ট করিবার জন্যে তিনি নিরূপিত দানাপেক্ষা আরো অধিক রূপা প্রেরণ করিলেন; ইহাও ধর্ম্মশাস্ত্রে এক প্রকারে নির্দ্দিষ্ট আছে; ঐ অধিকাংশ রূপার বিষয়ে লেখা আছে যে, "হিষ্কিয় পরমেশ্বরের গৃহে ও রাজবাটীর ভাণ্ডারে প্রাপ্ত সকল রূপা তাহাকে দিল।" তবে অন্যান্য তাবৎ বিষয়ে যেমন, তেমনি এই বিষয়েও বাইবেলের ও প্রস্তরখানের উক্তি সমানই।

বাস্তবিক তদ্বিষয়েও সংমিলন নির্দ্দিষ্ট হওয়া যায়।

৩। উপরোক্ত ব্যাপার সংক্রান্ত আর একটী বিষয় প্রকাশ হইয়াছে। যৎকালে হিষ্কিয় সন্‌হেরীবের নিকটে সন্ধির প্রার্থনার্থে দূতগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎকালে সন্‌হেরীব্ সৈন্যসামন্তের সহিত লাখীশ নগর আক্রমণ করিতেছিল। উক্ত নগর যিহূদা দেশের দক্ষিণাঞ্চলে স্থিত ছিল। উহা অত্যন্ত শক্ত ও দৃঢ় ছিল, তাহা শীঘ্রই

লাখীশ্ নগরের বৃত্তান্ত।

অধিকার করা অশূরীয়দের ক্ষমতা ছিল না। ধর্ম্মশাস্ত্র আমাদিগকে জানাইতেছে যে, সন্‌হেরীব্ দুই তিন বৎসর ব্যাপিয়া ঐ নগরকে অবরুদ্ধ করিল। অবশেষে লাখীশের অধিবাসিগণ পরাস্ত হইল এবং তাহাদের নগর দুরন্ত অশূরীয় ভূপতির হস্তগত হইল। (২ রাজাবলি ১৮; ১৪, ১৭ আর ১৩; ৮।)

লাখীশ নগরে এত ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং সন্‌হেরীব্ তথায় অবস্থিতি করাতে হিষ্কিয় নম্রভাবে তাহার বশীভূত হইয়াছিলেন, এ তাবৎ বিষয়ের স্মরণার্থক প্রস্তর অবশ্যই থাকিতে পারে। ফলতঃ উহা পাওয়া গিয়াছে, এবং উহা একখান মাত্র নহে, ঐ ব্যাপার সম্বলিত সর্ব্বশুদ্ধ ১৩ খান প্রস্তর আছে। উহার উপরে সুধু লেখা নাই; প্রত্যেকে বিশেষ২ চিত্রপটও খোদিত হইয়াছে। সন্‌হেরীব্ সম্রাট সিংহাসনে উপবিষ্ট আছে, এবং তাহার সম্মুখে কম্পিত কলেবরে কএক জন বন্দী উপনীত হইতেছে। লেইয়াদ সাহেব তদ্বিষয়ে এরূপ লিখেন "ঐ বন্দী সকলে শুভ্র বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রায় নগ্ন হইয়া রাজার সমীপে দণ্ডায়মান হইতেছে; কিন্তু

তদ্বিষয়ক প্রস্তর গুলিন কি কহিতেছে।

তাহাদের মুখের ভাব ও লক্ষণ দেখিয়া, উহারা যে যিহূদি লোক,

ইহাতে কাহারো কিছুই সন্দেহ আর থাকিবে না। উহারা নিশ্চয়ই পরাস্ত যিহূদি বংশের প্রেরিত দূতগণ; উহারা বিনীতভাবে ঐ উদ্ধত সন্‌হেরীবের সাক্ষাতে হাঁটু পাতিতেছে। সম্রাটের মস্তকোপরে ঈদৃশ লেখা আছে, যথা, অশূরীয়ার পরাক্রমী রাজা, সন্‌হেরীব, এই স্থলে লাখীশ নগরের সম্মুখস্থ বিচারাসনে উপবিষ্ট আছেন; তিনি কহিতেছেন, আমি ইহার ধ্বংস করণার্থে অনুমতি দেতেছি।

৪। ধার্ম্মিক হিষ্কিয় রাজার মৃত্যুর পরে অশূরীয়দের সহিত যিহূদিগণের গতিবিধি সংস্থাপিত হইতে লাগিল। যিহূদিরা উহাদের সৌন্দর্য্য ও সুখসম্ভোগে আসক্ত হইয়া উঠিল; অশূরীয় লোকেরা যাদৃশ ভ্রষ্টাচারী ও সুখাভিলাষী ছিল, যিহূদিগণও তদ্রূপ হইতে স্পৃহান্বিত হইল। যিহিষ্কেল ভবিষ্যদ্বক্তা উপমাভাবে ঐ তাবৎ ব্যাপার ব্যাখ্যা করেন; তিনি দুষ্টা ও নির্লজ্জা স্ত্রীর সহিত যিহূদি লোকদের তুলনা দেন; এমন পাপিষ্ঠা স্ত্রী উপপতিতে যেমন আসক্ত, উহারাই দুরাচারী অশূরীয়দিগেতে তেমনি মোহিত হইতেছিল, তিনি এতদ্রূপ প্রমাণ দিতেছেন।

কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যিহিষ্কেলের উক্ত বিষয় সকল অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং বোধাতীত ছিল; তাহার

যিহিস্কেলের বিশেষ রচনা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

প্রস্তাবের সম্পূর্ণ অর্থ কেহই নিরূপণ করিতে পারে নাই; তাহার কারণ এই যে, যাবৎ নিনিবী আচ্ছন্ন রহিয়াছিল, তাবৎ উহার ভাব কি রূপ, এবং তন্নিবাসিদের সচরাচর কীদৃশ ভূষণ, গতি ও ব্যবহারাদি ছিল, তাহা সকলেরই অজ্ঞাত ছিল; কিন্তু অধুনা, উক্ত নগর সপ্রকাশ হইবামাত্র যিহিস্কেলের সমুদয় বিন্যাস যেন হঠাৎ আলোকময় হইয়া উঠিতেছে। বস্তুতঃ এক্ষণে আমরা দেখিতেছি যে, ঐ ভবিষ্যদ্বক্তার রচনা অবিকল চিত্রপটের তুল্য; তাহার লেখার অর্থ কি তাহা নিনিবীর অনাবৃত গৃহে ও খোদিত প্রস্তরে উপলক্ষিত হইতেছে। যিহিস্কেল যিহূদা বংশকে নির্দ্দেশ করিয়া কহেন যে, "সে আপনার নিকটবর্ত্তি অশূরীয় দেশীয় উত্তম

যিহিস্কেলের নিনিবী বিষয়ক উপাখ্যান।

পরিচ্ছদান্বিত অশ্বারূঢ় ও যৌবনেতে মনোহর সেনাপতি ও অধ্যক্ষগণেতে প্রেমাসক্তা হইল। আর, সে আপন বেশ্যাক্রিয়া অত্যন্ত বৃদ্ধি করিল; কেননা সে ভিত্তিতে লিখিত পুরুষদিগকে, অর্থাৎ সিন্দূরেতে চিত্রীকৃত ও কটিতে পটুকা ও মস্তকে উষ্ণীষধারী এবং কল্‌দীয় দেশজাত বাবিলোণীয়দের ন্যায় রথিদের আকৃতি বিশিষ্ট কল্‌দীয়দের ছবি দেখিল; এবং দেখিবামাত্র প্রেমাসক্তা হইয়া

তাহাদের কাছে কস্‌দীয় দেশে দূত প্রেরণ করিল।” যিহিস্কেল ২৩; ১২, ১৪-১৬।

প্রবাচকটী উপরোক্ত বিবরণে তৎকালীন নিনিবী নগরের আকৃতি ভূষণাদি ব্যাখ্যা করিতেছেন; এবং এক্ষণে তৎসমুদায় লক্ষণ ও চিহ্ন দর্শকের নেত্রপথে প্রত্যক্ষ হইতেছে। যে সকল অট্টালিকা ও গৃহ অনাবৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রাচীরে খোদিত উল্লিখিত মূর্ত্তি সমুদায় দেখা গিয়াছে। তথায় “অশ্বারূঢ় সেনাপতি ও অধ্যক্ষগণ” দৃষ্ট হইতেছে; উহাদের অশ্ব “উত্তম পরিচ্ছদান্বিত” এবং উক্ত সেনাপতিদের অবয়ব অতিশয় “মনোহর” আর প্রত্যেক সেনাপতি “পটুকাতে কটিবন্ধ” আছে। অধিকন্তু তিনি যেমন বলেন যে, “ভিত্তিতে লিখিত পুরুষগণ সিন্দূরেতে চিত্রীকৃত ছিল,” তাহাও প্রমাণিত হইল; যখন প্রথমে ঐ গৃহ সকল প্রকাশিত হইল তখন প্রাচীরের তাবৎ মূর্ত্তিতে সিন্দূরের চিত্র দেখা গেল; কিন্তু ক্ষণেক কাল পরে বায়ুর ও দীপ্তির তেজে উহা বিবর্ণ হইয়া গেল। যিহিস্কেলের আর একটী বচনের বিষয়ে বাদানুবাদ হইয়াছে, যথা, “মস্তকে দীর্ঘ উষ্ণীষধারী,” ইহাতে কীদৃশ আবরণ বুঝান যায় তাহা কেহই পূর্ব্বে জানে নাই; কিন্তু নি-

অনাবৃত নিনিবীর আকৃতিতে উহার মর্ম্ম স্পষ্টই উপলব্ধ করা হইয়াছে।

দিষ্ট মূর্ত্তি অবলোকন করিলেই অনায়াসে জানা যায়। ঐ খোদিত মানবমূর্ত্তির মস্তকোপরি অত্যন্ত ঘন কেশময় আবরণ চিত্রিত আছে; উহাতে দেখা যাইতেছে যে অশূরীয় ভদ্র জনেরা কখন আপনাদের চুল কাটিত না; উহারা টুপির পরিবর্ত্তে দীর্ঘ চাঁচর কেশ পরিধান করিত, এবং এমন অনুভূত হইতেছে, যে আপনাদের নিজের চুল ব্যতিরেকে উহারা মৃত লোকের অনেক কেশও ব্যবহার করিত। তবে উহারা "মস্তকে দীর্ঘ উষ্ণীষধারী" ছিল সন্দেহ নাই।

৫। নাহূম ভবিষ্যদ্বক্তা অশূরীয়দের নির্দ্দয়তার বিষয়ে এতদ্রূপ প্রসঙ্গ করিয়াছেন; তিনি নিদারুণ ও গ্রাসকারী সিংহের সহিত উহাদের তুলনা দিয়া কহেন, "সিংহ আপন শাবকদের জন্যে অনেক পশু বিদীর্ণ করিত, ও আপন সিংহীর নিমিত্তে অনেককে গলাটিপিয়া মারিত, ও আপন গহ্বর হত, ও আপন বাসস্থান বিদীর্ণ পশুতে পরিপূর্ণ করিত। সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, হে নিনিবী, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ হইয়া ধূমযুক্ত অগ্নিতে তোমার তাবৎ রথ দগ্ধ করিব, ও খড়্গদ্বারা তোমার যুব সিংহদিগকে ছেদন করিব, ও পৃথিবীহইতে তোমার লুটকর্ম্ম লোপ করিব;

নাহূম প্রবাচক অশূরীয়দের নিষ্ঠুরতা লক্ষ্য করেন।

তোমার দূতগণের রব আর শুনা যাইবে না।
মিথ্যা কথাতে ও অপহৃত দ্রব্যেতে পরিপূর্ণ যে
নগর ছাড়ে না, সেই রক্তপাতি নগরের সন্তাপ
হইবে।" নাহূম ২; ১২, ১৩ আর ৩; ১।

অশূরীয় লোকেরা উহাদের অভাগা বন্দীগণের
প্রতি ঈদৃশ নৃশংস ব্যবহার করিত, ইহারও যথেষ্ট
প্রমাণ প্রতীত হইয়াছে। নিনিবীর প্রাচারে স্থলে২
অতি ভয়ানক ব্যাপার চিত্রিত আছে। তন্মধ্যে
অশূরীয় সৈন্যেরা উৎসুকভাবে পরাস্তগণকে না-
নাবিধ অসাধারণ যাতনা দিতেছে। উহারা কা-
হাকে২ উত্তোলন পূর্ব্বক কতকগুলি দণ্ডায়মান
খুঁটির উপরে নিক্ষেপ করিতেছে; খুঁটির তীক্ষ্ণ
অগ্রভাগে পতিত হওয়াতে তাহারা অপরিসীম
যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। অন্যত্রে সেনারা হত
শত্রুদিগের দেহ সকল খণ্ড২
করিতেছে; অন্যেরা উহাদের ছে-
দিত মস্তক বহিয়া রাশীকৃত করি-
তেছে; নিকটবর্ত্তি কএক জন নপুংসক ইতিমধ্যে
মস্তক সকল গণিয়া খাতায় উহার সঙ্খ্যা লিখি-
তেছে। অন্য এক প্রস্তরখানির উপরে কতক
জন বন্দী বিচারার্থে আনীত হইতেছে; উহাদের
নাসিকা ও ওষ্ঠে আবদ্ধ এক একটী লৌহময় আঁ-
কড়া আছে, এবং উক্ত আঁকড়াতে রজ্জুবদ্ধ থা-

তদ্বিষয়ে প্রস্তরগুলিন কিরূপ সাক্ষ্য দিতেছে।

কাতে নির্দ্দয় সৈন্যগণ এমনি উহাদিগকে ছিঁছড়িয়া টানিতেছে। আমোস্ ভবিষ্যদ্বক্তা ইস্রায়েল লোকদের অশূরীয়াতে বন্দিত্ব সময়ের উপলক্ষে ঐ রূপ যাতনা নির্দ্দেশ করেন; তিনি বলেন, "প্রভু পরমেশ্বর আপন পবিত্রতায় শপথ করিয়া কহেন, দেখ, তোমাদের প্রতি এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে লোকেরা তোমাদিগকে আঁকড়াদ্বারা ও তোমাদের সন্তানগণকে ধীবরের বড়শীদ্বারা লইয়া যাইবে।" আমোস্ ৪; ২।

উপর লিখিত কএকটী দৃষ্টান্তদ্বারা পাঠকগণ দেখিবেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্রের নিনিবী বিষয়ক উক্তিচয় অনেক দূর পর্য্যন্ত আধুনিক আবিষ্ক্রিয়াদ্বারা প্রতিপন্ন করা হইতেছে। ইহার পরে তদ্ভিন্ন নূতন আর অধিকতর অদ্ভুত দৃষ্টান্ত প্রতীয়মান হইবে, ইহাই সম্পূর্ণ সম্ভব। সম্প্রতি আমরা এক জন গ্রন্থকারের বাক্যানুসারে অবশ্যই বলিতে পারি যে, "অধুনা ধর্ম্মগ্রন্থের উপরে অতি অপূর্ব্ব ও গুরুতর দীপ্তি নিপতিত হইতেছে; এবং ঐ গ্রন্থ দেববাণী বলিয়া নম্র ও আজ্ঞাবহ ভাবে উহার সমুদায় সাক্ষ্য গ্রহণ করা আমাদের বিধেয়, ইহাই প্রতীয়মান হইয়া উঠিতেছে। অশূরীয়ার কবরশায়ী প্রস্তরগুলিন ২০০০ বৎসর পরে পুনরুত্থিত হওয়াতে বিলুপ্ত

ইহার সিদ্ধান্ত কেমন?

জাতিগণ এবং তদীয় অবসন্ন গৌরব বিষয়ে প্রমাণ দিতেছে কেবল তাহা নয়, কিন্তু উহা নিত্যজীবী ঈশ্বরের বাক্য অবিকল ও সত্য ইহাও প্রতিপন্ন করিতেছে; বাস্তবিক, 'বাইবেলের তাবৎ উক্তি সত্য ও বিশ্বাস্য' ঐ প্রস্তরগুলি যেন উচ্চৈঃস্বরে ইহা প্রচার করিতেছে।" *

এক্ষণে আমরা পুনশ্চ অশূরীয়ার আনুক্রমিক সংঘটনা উত্থাপন করি। অভিমানী ও পাষণ্ড সন্‌হেরীব রাজার সৈন্য ঈশ্বরের দূতদ্বারা যিরূশালেম নগর সমীপে কি প্রকারে বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। সন্‌হেরীব ঐ দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া আত্মরক্ষার নিমিত্তে ত্বরায় নিনিবীর নিকটে পলায়ন করিল। কিন্তু উহার যথোচিত দণ্ড উহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। রাজধানীতে উপস্থিত হইবামাত্র সে আপন দেবমন্দিরে গিয়া উপাসনা করিতে লাগিল: বুঝি, স্বীয় দুর্দ্দশায় লজ্জিত ও যিহূদিগণের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া বিঘটনের সংশোধনার্থক শক্তি প্রার্থনা করিতেছিল। কিন্তু হায়! সত্য ঈশ্বর যাহার বিপক্ষ হন তাহার বিনাশ সন্নিকট; তথনই ঐ ঈশ্বরনিন্দকের কাল সমাপ্ত হইল; লেখ

সন্‌হেরীব আপন পুত্ত্রগণদ্বারা বিনষ্ট হইল।

* নিনিবী এবং টীগৃস্ নামক গ্রন্থ। ৭৭ পৃষ্ঠা।

আছে, “তাহার দুই পুত্র মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া খড়্গদ্বারা তাহাকে বিনষ্ট করিল।” ২ রাজাবলি ১৯; ৩৭।

সন্‌হেরীব খ্রীষ্টের ৭১১ বৎসর পূর্ব্বে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তৎপরে নানাবিধ দুর্ভাগ্য ঘটিতে লাগিল। ফলতঃ যদবধি ঐ দুরন্ত সম্রাট্ আস্পর্দ্ধা করিয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে নিন্দা করিল, তদবধি যেন ভয়ঙ্কর অভিসম্পাত অশূরীয়ার উপরে পতিত হইল। সন্‌হেরীবের মৃত্যু হইবামাত্র সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল; অশূরীয়ার অধীনস্থ বিশেষ২ জাতি আপনাদের স্বাধীনতার আশয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া উঠিল, এবং অবশেষে কৃতকার্য্য হইয়া উহারা অশূরীয়ার দুর্ব্বাহ্য বন্ধন সকল ছেদন করিয়া বিমুক্ত হইল। বিশেষতঃ, মাদিয়া লোকেরা তৎকালে স্বাধীনতা লাভ করিল।

অশূরীয়ার হ্রাস ও অধঃপতন।

সন্‌হেরীবের পুত্র এসর্-হদ্দোন্ আপনার পিতার ন্যায় যিহূদি লোকদের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইল; এবং ঈশ্বর উহাদের দুষ্টতা প্রযুক্ত তাহাকে ক্ষণেক কালের জন্যে জয়ী হইতে দিলেন। অশূরীয় ভূপতি যিহূদা দেশের অত্যন্ত উৎপাত করিল, এবং শেষে সে যিহূদার রাজা মিনশিকে ধরিয়া স্বদেশে লইয়া গেল।

সার্দানাপলস্ নামক রাজা সকলের শেষে অশূরীয়গণের উপর রাজত্ব করিল। সে আপনার কর্তৃত্বের প্রারম্ভে অসাধারণ পৌরুষতাপূর্ব্বক সংগ্রাম করিয়া সাম্রাজ্যের পূর্ব্বতন ঐশ্বর্য্য পুনঃস্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। রাজা কিয়ৎকালের জন্যে চরিতার্থ হইল; তাহার শত্রুগণ তাহার সহিত যুদ্ধ করণে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিল। কিন্তু নিনিবীর অন্তিমকাল উপস্থিত, পরমেশ্বর ইহা নিরূপণ করিয়াছিলেন, এবং কেহই উহাকে উদ্ধার করিতে পারিল না। সার্দানাপলস্ বিপক্ষগণকে এক বার পরাস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া অভিলষিত সুখভোগ করিতে লাগিল। সে অনুভব করিল যে, আমার আর বিপদ ঘটিবে না; এবং সৈন্যগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করাতে মত্ত হইয়া গেল। উহারা এমন দুরবস্থায় থাকাতে মাদীয়েরা হঠাৎ উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ছিন্নভিন্ন করিল।

সার্দানাপলস্ অশূরীয়ার শেষ অধিপতি।

তৎপরে কএক বৎসর ব্যাপিয়া সমরানল যেন নির্ব্বাণ রহিল; বাস্তবিক তাহা নহে; ইতিমধ্যে অশূরীয়ার বিপক্ষগণ বিলক্ষণ কৌশলপূর্ব্বক সাংঘাতিক যুদ্ধের নিমিত্তে আয়োজন করিতেছিল। বিশেষতঃ মাদীয় এবং বাবিলোনীয় জাতিদ্বয় সম্মিলিত হইয়া অশূরীয়ার উৎপাটনে কৃতসংকল্প

মাদীয় এবং বাবিলোনীয় লোকেরা নিনিবীকে আক্রমণ করে।

হইল। উহারা অকস্মাৎ নিনিবীর সম্মুখস্থ হইল। নগরের অধিবাসিগণ স্বরক্ষার নিমিত্তে যৎপরোনাস্তি উদ্যোগ করিল; কিন্তু উপস্থিত বিপদে উহাদের প্রায় আশঙ্কা বোধ হইল না; উহারা মনে২ কহিত যে, আমাদের এই দৃঢ় প্রাচীরবেষ্টিত রাজধানী শত্রুগণের পক্ষে নিশ্চয়ই অজেয়। তাহাদের এই রূপ শক্ত বিশ্বাসের আর একটী বিশেষ কারণ ছিল। উহাদের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল অবধি প্রচলিত এক জনশ্রুতি ছিল; উহার ভাব এই যে, যাবৎ টীগৃস্ নদী নিনিবীর বিপক্ষ না হইয়া উঠে, তাবৎ অন্য কোন শত্রুর নিকটে উক্ত পুরীর কিছুই অনিষ্ট ঘটিবে না। ঈদৃশ দৈববাণীতে নির্ভর করাতেই নিনিবীর ভূপতি প্রজাগণ সমবেত শান্তচিত্ত রহিল, কারণ নদী উহাদের বিপক্ষ হয়, ইহার সম্ভাবনা মাত্রই ছিল না। কিন্তু, কি অদ্ভুত! বস্তুতঃ, উহারা যাহা নিতান্ত অসম্ভব জ্ঞান করিত তাহাই ঘটিল। তৎকালে ভারী বৃষ্টি বর্ষণে এবং পর্ব্বতশ্রেণীস্থ তুষার গলিত হওনে অত্যন্ত বন্যা শীঘ্রই উপস্থিত হইল; তাহাতে নদীর জল অতিশয় বৃদ্ধি পাইল; ঐ রাশীকৃত জলের ভারেতে হঠাৎ নিনিবীর প্রাচীর

জনশ্রুতি অনুসারে নদী উহাদের বিপক্ষ হইল।

আক্রান্ত হওয়াতেই তাহা প্রায় ডেড় ক্রোশ পরিমাণে একেবারে নিপতিত হইল। ঐ অনপেক্ষিত দুর্ঘটনা সন্দর্শনে নিনিবীয়েরা মর্ম্মান্তিক বিস্ময়ে অভিভূত হইল; চতুর্দ্দিগে কেবল হাহাকার শব্দ শ্রুত হইল, "নদী আমাদের বিপক্ষ বটে, আর আমাদের উপায় নাই" বলিয়া নিনিবীর অভাগা জনেরা এক সঙ্গে নৈরাশপঙ্কে পতিত হইল। সার্দানাপলস্ ঐ বিপাকের সংবাদ শুনিবামাত্র আপনার রাজবাটীতে প্রবেশপূর্ব্বক উহার দ্বার সকল বন্ধ করিয়া উহাতে আগুন লাগাইয়া আপনি সপরিবারে দাহিত হইয়া গেল।

নিনিবীর উৎপাটন।

বিজয়ী সৈন্যগণ ভগ্ন প্রাচীর দিয়া নগরে গমন করিয়া অবিলম্বেই তাহা উচ্ছিন্ন করিল; উহারা প্রথমে তাহা দগ্ধ করিয়া, পরে তাহার অধিকাংশ গৃহাদি ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল। এই গুরুতর সংঘটন খ্রীষ্টের ৬০৬ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিল।

এবম্প্রকারে অশূরীয় ঐশ্বর্য্যান্বিত সাম্রাজ্য এবং তাহার মনোহর রাজধানী বিলুপ্ত হইয়া গেল! প্রায় ২০০ বৎসর অগ্রেই নিনিবী বিনাশের যোগ্য ছিল, এবং তৎকালে যূনস প্রবাচকদ্বারা উহার দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল। উহার দুরাচারী নিবাসিগণ তৎসময়ে অনুতাপ করাতে মা-

র্জ্জিত হইয়াছিল। ক্ষণেক কাল পরে তাহারা ভ্রষ্টাচারে পুনশ্চ লিপ্ত হইল। অবশেষে, তাহারা ঈশ্বরের ধৈর্য্যতার সীমা অতিক্রমণ করিলে তাহাদের অনিবার্য্য প্রতিফল নিয়োজিত হইল।

তবে আইস, উপরোক্ত বৃত্তান্ত সমুদায়ে ভবিষ্যদ্বাণীচয় কি পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছে তাহা দেখি। নিম্নলিখিত বচন সকল নিনিবীর প্রতি প্রয়োজিত, যথা, "ঈশ্বর প্লাবনকারী বন্যাদ্বারা নিনিবীর স্থান লুপ্ত করিবেন, এবং অন্ধকার তাহার শত্রুগণের পশ্চাৎ ধাবমান হইবে। তোমরা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে কি কল্পনা করিতেছ? তিনি তোমাদিগকে লোপ করিবেন, তোমাদের বিপদ দ্বিতীয় বার উপস্থিত হইবে না। তাহারা সতেজ ও বহুসঙ্খ্যক হইলেও তৃণের ন্যায় ছিন্ন হইবে, কেহ থাকিবে না। হে কূশীয় লোক, তোমরাও তাঁহার খড়্গে হত হইবা। তিনি উত্তরদেশের বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া অশূরীয়াকে বিনষ্ট করিবেন।" নাহূম ১; ৮, ৯, ১১ আর সিফনিয়ের ২; ১৩।

নাহূম এবং সিফনিয়ের ভবিষ্যদ্বাণী।

নাহূম নিনিবীর বিনাশের ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। পাঠকগণ স্পষ্টই দেখিবেন যে, তিনি নিনিবীর বিনাশ পূর্ব্বলক্ষ্য করেন সুধু তাহা নয়; কিন্তু কি প্রকার গতিদ্বারা তাহা সম্পাদিত

হইবে, তিনি তাহাও নির্দ্দেশ করেন, তিনি বলেন "ঈশ্বর প্লাবনকারী বন্যাদ্বারা নিনিবীর স্থান লুপ্ত করিবেন।" কি চমৎকার উক্তি! টীগ্রিস নদী উঠিয়া নিনিবীকে উৎপ্লাবিত করিবে, তাহা নিনিবীর নিবাসিগণ এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই অবগত হইতে পারিল না; তবে নাহূম ১৫০ বর্ষের অগ্রে এমন অসম্ভব সংঘটন কি প্রকারেই নির্ণয় করিতে পারিলেন? কে না স্বীকার করিবে যে, তিনি সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের আবির্ভাবদ্বারাই ঐ চমৎকার উক্তি উত্থাপন করিলেন?

তাঁহার বাক্যানুসারে বন্যাদ্বারা নিনিবীর প্রাচীর পতিত হইল।

আর বার, কথিত আছে যে, নিনিবী "উচ্ছিন্ন ও লুপ্ত হইবে, এবং তাহার কেহই থাকিবে না" ইহারও অবিকল সিদ্ধি হইয়াছে। নিনিবীর এতাদৃশ লোপ হইয়াছে যে লোকেরা তাহার স্থল পর্য্যন্ত নিরূপণ করিতে পারে নাই। পুরুষে২ এই বিষয়ে বিতণ্ডা হইয়া আসিতেছে। আমাদের ১৭০০ বর্ষ পূর্ব্বে লুসীয়ান নামক এক জন গ্রন্থকার ফরাৎ নদী তীরে অবস্থিতি করিতেন। তিনিই তৎকালে এরূপ লিখিয়াছিলেন; "নিনিবীর সম্পূর্ণ বিনাশ হইয়াছে; তাহার কোন একটী চিহ্ন আর রহিল না; এবং উহা কোথায় বা স্থাপিত ছিল, তাহা

নিনিবী বিষয়ক লুসীয়ানের উক্তি।

এখন কেহই বলিতে পারে না।” প্রবাচক কহিলেন, “ঈশ্বর নিনিবীর স্থান লুপ্ত করিবেন।” পুরাকালীন লুসীয়ানের সময়ে উহার স্থান লুপ্ত ছিল; এবং লুসীয়ানের ১৭০০ বৎসর পরেও উহা লুপ্ত রহিয়াছে; তবে অধিক কি? ঈশ্বরোক্তি নিশ্চয়ই সম্পাদিত হইল ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য।

হায়! গত ২০০০ বৎসরের মধ্যে কতই সভ্য এবং অসভ্য পর্য্যটনকারী কবরশায়ী নিনিবীর উপরে গমনাগমন করিয়াছে! কি জানি, তথায় বিশ্রামার্থে কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করাতে, উহাদের কেহ২ চতুর্দ্দিক্স্থ ঢিবি সমুদায় নিরীক্ষণ পূর্ব্বক উহার বিষয়ে আন্দোলন করিয়াছে; আর কি প্রকারে, ও কোন্ সময়ে ঐ গিরি সকল রাশীকৃত হইয়াছিল তাহাও অনুসন্ধান করিয়াছে; কিন্তু উহাদের পদতলের নিম্নে সুপ্রসিদ্ধ নিনিবীর গৃহ, রাজবাটী, মন্দির প্রভৃতি আচ্ছন্ন রহিয়াছে, কেহ স্বপ্নেও তাহা কখন দেখে নাই। বস্তুতঃ, কোন২ নাস্তিক তদ্বিষয়ে আস্পর্দ্ধান্বিত হইয়া কহিয়াছে যে “বাইবেলের নিনিবী বিষয়ক উক্তি সমুদায় প্রলাপমাত্র, উহা কেবল যিহূদীদের কৃত্রিম ও ভ্রান্তিজনক গল্প।” কি চমৎকার! পাষণ্ডেরা ঈদৃশ নিন্দাসূচক দর্প করিতেছে, হঠাৎ ঐ বহুকালীন লুপ্ত ও কবর-

গর্ব্বকারী পাষণ্ডেরা নিস্তব্ধ হইয়াছে।

নিনিবীর এক খোদিত মূর্ত্তি।

প্রাপ্ত পুরী যেন সজীব হইয়া মৃত্যুর বন্ধনচ্ছেদন পূর্ব্বক আত্মপরিচয় দিতেছে, এবং নিন্দাকারী সকলকে অপ্রতিভ ও নিস্তব্ধ করিতেছে।

আমরা পুনর্ব্বার কর্ণ পাতিয়া দৈববাণী শ্রবণ করি; নিনিবীর প্রতি এই রূপ উক্ত হইয়াছিল, "তোমার বিষয়ে পরমেশ্বর এই আজ্ঞা দিলেন, তোমার নামরূপ বীজ আর উপ্ত হইবে না, এবং তোমার দেবমন্দিরহইতে আমি খোদিত ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমাকে দূর করিব, ও তোমার কবর প্রস্তুত করিব, কেননা তুমি অধম।" নাহূম ১; ১৪। এ বাক্যটী ঈদৃশ অদ্ভুত সিদ্ধি বিশিষ্ট হইয়াছে! প্রথমে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেন, "তোমার নামরূপ বীজ আর উপ্ত হইবে না।" উহা সফল হইয়াছে; নিনিবীর বংশরূপ বীজ এককালে লোপ হইয়াছে। অনন্তর তিনি কহেন, "আমি তোমার কবর প্রস্তুত করিব।" তাহাই ঘটিয়াছে; নিনিবী ২০০০ বৎসরাবধি কবরে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অপিচ তিনি বলেন, "আমি তোমার দেবমন্দির হইতে তোমার প্রতিমাকে দূর করিব।" ইহাও এক্ষণে সম্পাদিত হইতেছে, উহার প্রতিমা মন্দিরহইতে উৎপাটিত হইয়া দূর দেশে আনীত হইতেছে।

নিনিবীর বংশ লোপ ও কবর দেওন এবং প্রতিমার অপসারণের পূর্ব্বোল্লেখ।

মদ্যপায়ী সৈন্যের বিনাশোক্তি।

পাঠকগণ স্মরণ করিবেন যে, অশূরীয় সৈন্যেরা মদ্যপানে মত্ত থাকাতে মাদিয়েরা উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট করিল। এই ঘটনাও ভবিষ্যদ্বাক্যেতে স্পষ্টই নির্দ্দিষ্ট আছে; তদ্বিষয়ে ঈশ্বর কহিলেন, "মদ্যপানে মত্ত এই লোকেরা শুষ্ক নাড়ার ন্যায় নিঃশেষে দগ্ধ হইবে।" নাহূম ১; ১০।

রাজবাটীর দগ্ধ হওনের কথা।

আর বার, উক্ত হইয়াছে যে, নদীর প্রাবল্যে নিনিবীর প্রাচীর পতিত হইলে রাজা তদ্দর্শনে নিরাশ হওয়াতে রাজবাটী গিয়া স্বহস্তে আগুণ লাগাইয়া তাহা দগ্ধ করিল। প্রবাচক তাহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তিনি কহেন, "নদীদ্বার মুক্ত হইবে এবং রাজবাটী গলিয়া যাইবে।" নাহূম ২; ৬।

নগরের খড়্গ ও অগ্নিদ্বারা উৎপাটন।

পরে, কথিত হইয়াছে যে, শত্রুরা নিনিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া একেবারে খড়্গাঘাতে লোক সকলকে নিপাত করিল, এবং নগর সমুদায়কে অগ্নিদ্বারা বিনষ্ট করিল। পরমেশ্বর ঈদৃশ সংঘটন উপলক্ষে কহিলেন, "সেখানে অগ্নি তোমাকে গ্রাস করিবে, ও খড়্গ তোমাকে ছেদন করিবে।" নাহূম ৩; ১৫।

তবে পুনর্ব্বার ঈশ্বরোক্তির তেজ আমাদের দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হইয়াছে। এই অস্থায়ী ভূমণ্ডলের

মধ্যে কেবল উহাই স্থায়ী, আর ইহকালীন অসারের মধ্যে কেবল উহাই সার। পার্থিব বিষয়ের অবসান হইবে; মনুষ্য এবং মনুষ্যকৃত তাবৎ কার্য্যের লোপ হইবে; কিন্তু ঈশ্বরের মুখহইতে নির্গত বাক্য সকল অবিকল ও চিরস্থায়ী থাকিবেই। আমাদের বিশ্বস্ত ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক!

---

৮ অধ্যায়।

বাবিলোণ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী।

বাবিলোণ নিনিবীর অগ্রে সংস্থাপিত হইয়াছিল। তবে আমরা নিনিবীর বৃত্তান্তের পরে উহার কথা উত্থাপন করিতেছি; তাহার কারণ এই যে, নিনিবীর ধ্বংস হইবার অনেক পরে বাবিলোণ বিরাজমান রহিল, এবং অশূরীয় রাজধানী লুপ্ত হইলে পরে বাবিলোণ বিষয়ক পূর্ব্বোল্লেখ সমাদিত হইয়াছিল।

বাবিলোণের পত্তন।

উক্ত রাজপূরের সংস্থাপনের বার্ত্তা পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ নিম্রোদ্ উহাকে স্থাপন করিয়াছিলেন। উহার আদিমকালীন গত্যাদির বিষয়ে আমরা অবগত নহি; বোধ করি, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া উহা নিস্তেজ ও সামান্য নগরমাত্র ছিল।

উত্তুঙ্গ স্তম্ভ নির্ম্মাণের সংকল্প।

বাবিলোণের পতন হওনের কিয়ৎক্ষণ পরে তন্নিবাসীগণ একটী গুরুতর সংকল্প উদ্ভাবন করিল, “তাহারা কহিল, আইস, আমরা আপনাদের নিমিত্তে এক

নগর ও গগণস্পর্শি এক উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদের নাম বিখ্যাত করি; তাহাতে আমরা তাবৎ পৃথিবীতে ছিন্নভিন্ন হইব না।” আদিপুস্তক ১১; ৪।

এ বিষয়ে কেহ২ অনুমান করিয়াছেন যে, তাহারা পূর্ব্বঘটিত জলপ্লাবনের উপলক্ষে ইহা সিদ্ধান্ত করিল; অর্থাৎ, সেই রূপ দুর্ঘটনা পুনর্ব্বার ঘটিলে তাহারা ঐ উচ্চগৃহে আশ্রয় লইয়া রক্ষা পাইতে পারিবে। কিন্তু ইহা প্রায় সম্ভব নহে, যেহেতুক তাহাদের এই রূপ অভিসন্ধি থাকিলে, তাহারা নিশ্চয়ই কোন গিরির উপরে সেই গৃহ স্থাপন করিত; কিন্তু ফরাৎ তীরস্থ বাবিলোণ অতি নিম্ন উপত্যকায় ছিল। বোধ হয়, তাহাদের প্রকৃত অভিপ্রায় উহাদের উক্তিতেই প্রকটিত হইতেছে; তাহারা কহিল, “আমরা এই কর্ম্ম করি, যেন তাবৎ পৃথিবীতে ছিন্নভিন্ন না হই।” তাহাদের ঈদৃশ অনুভব ছিল, “আমাদের বংশ পুরুষানুক্রমেই এক স্থানে থাকিলে আমাদের কুলের মর্য্যাদা ও উন্নতি শীঘ্রই সম্পাদিত হইবে; তবে অত্যন্ত দূরহইতে দৃশ্য আমাদের ঐক্যের লক্ষণস্বরূপ একটী উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করি।”

তাহারা কিদৃশভাবে ঐ স্তম্ভ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল।

কিন্তু তাহাদের সেই ভাব ঈশ্বরের মানসের

বিপরীত ছিল। তিনি মানবজাতির অধিবাসের জন্যে তাবৎ ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তিনি বিশেষ দেশ বিশেষ গুণ পদার্থ বিশিষ্ট করিয়াছিলেন; এবং তাহার অভিপ্রায় ছিল যে, মনুষ্যেরা ক্রমশঃ সমুদায় দেশে বিস্তারিত হওয়াতে বাণিজ্যাদি আলাপদ্বারা পরস্পরের সহায়তা করে। তবে ঈশ্বর ঐ অসঙ্গত কল্পনা নিরর্থক করিলেন; লেখা আছে, "ফলতঃ পরমেশ্বর কহিলেন, দেখ, ইহারা সকলে এক জাতি এবং এক ভাষাবাদী; এখন এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল; ইহার পরে যে কিছু করিতে সঙ্কল্প করিবে, তাহাহইতে নিবারিত হইবে না: তবে আইস আমরা নীচে গিয়া তাহারা যেন এক জন অন্যের ভাষা বুঝিতে না পারে, এই জন্যে তাহাদের ভাষার ভেদ জন্মাই।" আদিপুস্তক ১১; ৫-৮।

পরমেশ্বর উহাদের কল্পনা নিবৃত্ত করিলেন।

তৎসময় অবধি মনুষ্যদের মধ্যে বিভিন্ন ভাষা উৎপন্ন হইয়াছিল। পাঠকগণ এই স্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, আদৌ, মনুষ্যের কেবল এক ভাষা ছিল ইহা প্রামাণ্য কি না? তাহা প্রামাণ্য বটে; এতদ্বিষয়ে মহা পণ্ডিতগণ বিশেষ আগ্রহপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের একই সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহা এই যে, প্রথমে অবশ্য

মনুষ্যদের কেবল এক ভাষা ছিল; আর বর্ত্তমান যে অসঙ্খ্য ভিন্ন ভাষা আছে, তাহা সকলে ঐ আদিম মূল ভাষাহইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তবে এই বিষয়ে বাইবেলের উক্তি ও বিদ্বানগণের নিষ্পত্তি একই। কিন্তু এতদ্ব্যতীত আর একটী বিষয়ে সংমীলন প্রকটিত হইয়াছে। উপরোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাবানুসারে ঐ আদিম মূল ভাষা ক্রমশঃ নয়—উহা হঠাৎ, এক দিনেই, ঈশ্বরের বিধান প্রযুক্ত ভগ্ন হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা অনেক আলোচনা করিলে পরে ঠিক এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহারা কহেন যে, অতি পুরাকালীন ভাষাগুলির বিশেষ লক্ষণ নিরীক্ষণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমাদের আদিপুরুষগণের একই ভাষার কোন না কোন প্রকারে অকস্মাৎ ভেদ হইয়াছিল।

ভাষাভেদ বিষয়ক প্রমাণ।

কিন্তু উপর লিখিত সমুদায় ব্যাপারের আর একটী চমৎকার প্রমাণ সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে। অপের্ নামক ফ্রান্স দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৭ বৎসর গেল বাবিলোণের নিকটে গমন করিয়া স্থানে২ খননপূর্ব্বক উহার প্রাক্কালীন চিহ্ন অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যোগ ও পরিশ্রম অদ্ভুতরূপে সফল হইয়া উঠিল; বাবিলোণ নিবাসীরা প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে যথায় উপ-

রোক্ত স্তম্ভের পত্তন করিয়াছিল, তিনি দৈবাৎ তথায় উপস্থিত হওয়াতে তদ্বিষয়ে আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন যে, পূর্ব্বতন স্তম্ভের ভিত্তিমূল এখনও রহিয়াছে; তদুপরে নি-বুখদনিৎসর রাজা একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এবং ঐ মন্দিরের উপরে প্রস্তরে খোদিত একটী শিরোনামা দৃষ্ট হইল; উহার ভাব এই; নিবুখদনিৎসর মিরোদক-নিবো বাবিলোণের একটী প্রধান দেবতা সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, "পূর্ব্বকালীন এক রাজা প্রায় ৪২ যুগ গত হইল এখানে ঐ স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন: কিন্তু তিনি তাহা সমাপ্ত করেন নাই; কারণ মনুষ্যদের বাক্যোচ্চারণ অস্পষ্ট হওয়াতে, তাহারা বহুকাল অবধি ঐ কর্ম্মেতে নিবৃত্ত হইয়াছিল। তাহার পরে ভূমিকম্প ও বজ্রাঘাত দ্বারা কাঁচা ইষ্টক ছিন্নভিন্ন হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের প্রধান দেবতা মিরোদক্ এই গৃহ সারাইতে আমাকে প্রবৃত্ত করিলেন। আমি উহার স্থল পরিবর্ত্তন করি নাই; এবং উহার ভিত্তি প্রস্তরও আমি স্থানান্তর করি নাই। আমি এই ঘরের তাবৎ চাঁদনীতে আপনার নাম রচনা করিলাম; এবং ইহা সমাপ্ত ও উচ্চান্বিত করিবার

বাবিলোণে আধুনিক একটী চমৎকার আবিষ্কার।

নিবুখদ্নিৎসর রচিত শিরোনামা।

বাবিল্ স্তম্ভের অবশিষ্টাংশ।

জন্যে আমি স্বীয় হস্ত বিস্তার করিলাম। পূর্ব্ব-কালে উহার যে রূপ পত্তন হইয়াছিল, আমি তদ্রূপ চূড়ার কল্পনা করিয়াছিলাম, আমি তাদৃশ তাহা সমাপন করিয়াছি। ওহে মিরোদক্! যিনি তোমাকে জন্ম দিয়াছিলেন, তুমি তাঁহার অনু-যায়ী হইয়া আমার এই গাঁথনাকে আশীর্ব্বাদ কর এবং আমার কর্ত্তৃত্বও প্রবল কর। সারাণকারী রাজা যে নিবুখদ্নিৎসর যেন তোমার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইতে পারে।”

নাস্তিকেরা এবম্বিধ প্রমাণে কি আপত্তি করিতে পারে? মূসা আদিপুস্তকে বাবিলের স্তম্ভ ও ভা-ষাভেদের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা যে অমূলক গল্প, উহারা কখনই এমন কথা বলিবে না। ওদিগে আমরা পণ্ডিতগণের সাক্ষ্য শুনি-লাম, তাঁহারা মূসার উক্তি সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন: এবং এদিগে নিবুখদ্নিৎসরের খো-দিত শিরোনামাও তদ্রূপ বিলক্ষণ কহিতেছে যে, উহা নিতান্ত অবিকল ও যথার্থ; অবে এমন অকাট্য প্রমাণ পাইলেও যে ব্যক্তি অবিশ্বাসী থাকিতে পারে, সে যার পর নাই নির্ব্বোধ গণিত হইবে সন্দেহ নাই।

পুরাকালে সিমাইরামিস্ নাম্নী বাবিলোণের অতি ব্যুৎপন্না মহারাণী ছিলেন। তিনি অসা-

ধারণ যত্ন ও বুদ্ধিকৌশলদ্বারা তদীয় রাজধানীর মর্য্যাদা সম্পাদন করিলেন। কথিত আছে, যে তিনি তন্নগরের নির্ম্মাণে ও বিভূষণে এবং অসঙ্খ্য খাল কাটনে বিংশতি লক্ষ মনুষ্যকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নানা দেশে যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্তিতা হইলেন। প্রায় সর্ব্বত্রে তিনি জয়ী হইয়া, অবশেষে আফ্রিকাতে উপনীত হইলেন; তথায় আপনার বীর্য্য প্রদর্শন করিলে পরে তিনি ভারতবর্ষে গমন করিতে মনস্থ করিলেন। উক্ত আছে, যে সিন্ধু নদীতীরে ভারতবর্ষের রাজা সসৈন্যে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সিমাইরামিস্ তাহাকে পরাস্ত করিয়া অনেকখান নৌকা পার্শ্বে২ সংযোগ করাতে নদী পার হইলেন। অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষীয় সৈন্যেরা পুনর্ব্বার সংগ্রামে উদ্যত হইল, এবং তৎকালে তাহারাই জয়ী হইল। সিমাইরামিস্ পরাভূতা হওয়াতে স্বদেশে পলায়ন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে বাবিলোণের লোকেরা তাঁহাকে দেবী বলিয়া তদুপলক্ষে কপোতের আকার প্রতিষ্ঠা করিয়া পুরুষে২ তাঁহার আরাধনা করিত।

সিমাইরামিসের বিবরণ।

অনন্তর সূর্য্যোদয়ে যেমন চন্দ্র নিস্তেজ হইয়া যায়, তাদৃশ প্রতাপান্বিত নিনিবীর উদয়ে বাবি-

বাবিলোন নিনি-বীর অধীনস্থ হয়।

লোণ উত্তরোত্তর ঐশ্বর্য্যহীন অবস্থায় পতিত হইল। শত ২ বৎসরের জন্যে বাবিলোণ দাসীর তুল্য আপনার উদ্ধতা কর্ত্রীস্বরূপ নিনিবীর অধীনতা স্বীকার করিল। তদানীন্তন কএক জন বাবিলোণীয় রাজার বার্ত্তা আছে বটে, কিন্তু তাহারা সকলে অশূরীয় রাজগণের অধীন ছিল।

পরে যখন নিনিবীর গৌরবের অবসান হইতে লাগিল তখন অন্যান্য অধীনস্থ জাতিগণের ন্যায় বাবিলোণীয় প্রজারাও আপনাদের স্বাধীনতা লাভ

নিনিবীর পতনে বাবিলোণ মুক্ত হয়।

করিল। উহারা মাদীয় সৈন্যের সহিত সংমিলিত হইয়া নিনিবীর উপরে আক্রমণ করিল; এবং টীগৃস্ নদী তাহাদের অনুকূল হইলে তাহারা উক্ত নগরকে ভূমিসাৎ করিল। তৎপরে বাবিলোণের বিভব শীঘ্রই বর্দ্ধিত হইল, এবং উহা নিনিবীর পরিবর্ত্তে সমুদায় পূর্ব্বাঞ্চলে আপনার প্রাবল্য স্থাপন করিতে লাগিল।

নিনিবীর ধ্বংস হওন সময়ে নাবপলাসার নামক ব্যক্তি বাবিলোণীয়দের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সংগ্রামে অত্যন্ত বীরতা এবং কার্য্যে অসা-

নাবপলাসার বাবিলোণের প্রথম রাজা।

ধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করিতেন। তিনি নব স্থাপিত সাম্রাজ্যের প্রথম

অধিপতি প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর কতক বর্ষের পূর্ব্বে তাঁহার পুত্র নিবুখদ্‌নিৎসর রাজত্বে পিতার সহাধিকারী নিযুক্ত হইলেন। খ্রীষ্টাব্দের ৬০৪ বৎসর পূর্ব্বে নাবপলাসার মরিলেন, এবং তৎসময় অবধি নিবুখদ্‌নিৎসর একাকী হইয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার সময়ে বাবিলোণের যৎপরোনাস্তি গৌরব ও ঐশ্বর্য্য সম্পাদিত হইল। তিনি সৈন্য সমভিব্যাহারে চতুষ্পার্শ্বে সমরানল প্রজ্বলিত করিলেন; তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে এমন কেহই ছিল না। মিস্রীয়েরা সাহস বান্ধিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করণার্থে ফরাৎ নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল, কিন্তু তাহারা এককালে পরাভূত হইয়া স্বদেশীয় নীল নদী পর্য্যন্ত তাড়িত হইয়াছিল। পরে যিরূশালেম, সোর, ফৈনীকীয়ার তাবৎ নগর, এবং অবশেষে সমুদায় পালেষ্টাইন ও সূরীয়া নিবুখদ্‌নিৎসরের অধীনস্থ হইয়াছিল।

* তাঁহার পুত্র নিবুখদনিৎসর অতিশয় পরাক্রমপূর্ব্বক রাজত্ব করেন।

ঐ বিক্রমশালী ভূপতির দুই স্থিরতর উদ্দেশ্য ছিল; তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন যে, আমি নিতান্ত অপূর্ব্ব বিস্তারিত সাম্রাজ্য স্থাপন করিব, এবং ভূমণ্ডলে কখন দৃষ্ট হয় নাই, এমন সুন্দর ও শোভান্বিত রাজ-

বাবিলোণের অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য।

ধানী নির্ম্মাণ করিব। ফলতঃ উভয় পক্ষে তিনি চরিতার্থ হইলেন; তদীয় রাজ্য অশূরীয়া রাজ্যের অধিকতর বৃহৎ হইল, এবং প্রায় সকলে স্বীকার করেন যে, নিবিবীর যত ঐশ্বর্য্য হউক না কেন, বাবিলোণের তদপেক্ষা অধিক বিভব হইয়াছিল।

পুরাবৃত্তের আদিম গ্রন্থকার যে প্রসিদ্ধ হিরদ-টস্, তিনি উক্ত রাজপুরীর বৃত্তান্ত বিস্তাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি কহেন যে, উহা আকারে ঠিক চতুষ্কোণ ছিল; এবং এক২ পার্শ্বে সাড়ে সাত ক্রোশ পরিমাণে বিস্তারিত ছিল। উহার সম্পূর্ণ ৩০ ক্রোশ পরিধি ছিল। বাবিলোণ ফরাৎ নদীর উভয় তীরে স্থাপিত ছিল, তাহাতে ঐ নদী তন্মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হইত। তাহা চতুর্দ্দিগে অতি উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল, এবং কথিত আছে যে, ঐ প্রাচীর এমত পরিসর ছিল, যে তিনটী শকট অনায়াসে পার্শ্বে২ তদুপরে চালিত হইতে পারিত।

বাবিলোণের আকার ও ভাব বিষয়ক হিরদটসের বৃত্তান্ত।

প্রাচীরের উপরে স্থানে২ বহুসঙ্খ্যক প্রহরীর দুর্গ ছিল। স্থলে২ প্রাচীরে এক শত দৃঢ় খিলান বি-শিষ্ট ফটক ছিল, এবং প্রত্যেক ফটকে এক২ পিত্তলময় দ্বার ঝুলিত ছিল। প্রাচীরের বহির্দ্দিগে একটী প্রশস্ত ও অতিশয় গম্ভীর খাল সমুদয় নগ-রকে পরিবেষ্টন করিত। নগরের অভ্যন্তরে নদীর

দুই ধারেও প্রাচীর ছিল, এবং ঐ প্রাচীরদ্বয়ের আবার অনেকানেক পিত্তলময় দ্বার ছিল; প্রতি দ্বারের সমীপে নদীতে গমন করে এমন একটী সুন্দর ঘাট নির্ম্মিত ছিল। নগরের পথ সকল নিতান্ত সোজা হইয়া প্রাচীরের এক দ্বার অবধি অপর প্রাচীরের সম্মুখ দ্বার পর্য্যন্ত বাড়াইয়া গমন করিত; তাহাতে নগরের যাদৃশ সাড়ে তিন ক্রোশ ব্যাস ছিল, প্রত্যেক মার্গ ততই দীর্ঘ ছিল। কি চমৎকার পথ! ও কি অসাধারণ রাজপুরী! পাঠকগণ বুঝিবেন যে, ঐরূপ দীর্ঘ পথগুলিন দুই দিগে গমন করাতে, তদ্দ্বারা নগর অগত্যা অনেক চতুষ্কোণ অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক অংশের প্রায় এক পোয়া পরিমাণ হইত; কেবল তাহার চারি ধারে প্রজাগণের গৃহ স্থাপিত ছিল, তবে ঐ সকল ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে বিস্তীর্ণ ফলোৎপাদক উদ্যান ও ক্ষেত্র ছিল। ঈদৃশ উপায়দ্বারা প্রাচীরের ভিতরে নগরের অধিবাসীদের প্রতিপালনার্থে প্রায় যথেষ্টই শস্যাদি উৎপন্ন হইত; তাহাতে শত্রুগণদ্বারা নগর অবরুদ্ধ থাকিলেও তাহারা বহু বৎসরের জন্যে বিনা কষ্টে তিষ্ঠিতে পারিত।

নগরের মধ্যস্থলে দুই রাজপ্রাসাদ ছিল; একটী ফরাৎ নদীর পশ্চিম ধারে, আর অন্যটী তাহার

পূর্ব্বদিকস্থ রাজবাটীর অবশিষ্টাংশ।

পূর্ব্ব ধারে স্থাপিত ছিল; এক সেতুদ্বারা উভয়ই সংযুক্ত ছিল। খানিক দূরে পূর্ব্ব তীরে আর একটী রাজবাটীর পত্তন হইয়াছিল। উহা পরিমাণে এবং সৌন্দর্য্যে অপর দুই রাজগৃহের অপেক্ষা অতিশয় উৎকৃষ্ট ছিল। নিবুখদনিৎসর আপনি আপনার আবাসের নিমিত্তে উহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহার বিভব ও মর্য্যাদা সম্বর্দ্ধন করিবার জন্যে বাবিলোণের অপরিসীম সাম্রাজ্যের অতি নিপুণ কর্ম্মকারেরা এবং তদীয় বহুমূল্য পদার্থ তথায় আনীত হইয়াছিল। উক্ত রাজবাটীর ভাব ও অবয়ব সমুদায়ই মনোহর ও প্রীতিকর ছিল; কিন্তু বোধ হয়, উহার তাবৎ অদ্ভুতের মধ্যে একটীকে সকলের অপেক্ষা অধিক বিস্ময়জনক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়; তাহা তত্রস্থ ঝুলিত বাগান; তাহা সুধু একটী নহে; বস্তুতঃ অনেক গুলিন উদ্যান শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এক একটির উপরে নগরের প্রাচীরের ঊর্দ্ধতা পর্য্যন্ত বাড়াইয়া উঠিল। সকলই চতুর্দ্দিকস্থ অতি শক্ত স্তম্ভে নির্ভর করিত। প্রত্যেক উদ্যানের মেজিয়ায় যাহাতে বড়২ বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইতে পারে তৎপরিমাণে মৃত্তিকা রাশীকৃত হইয়াছিল। ঐ সকল বাগানে বিশেষ প্রণাল্যনুক্রমে বিচক্ষণ কৌশল-

বাবিলোণের তিনটী রাজবাটী।

উহার চমৎকার ঝুলিত বাগান।

দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পুষ্পধারী অথবা ফলদায়ক তরু নিয়োজিত হইয়াছিল; ভূমণ্ডলের উদ্ভিদাদির তাবতীয় গৌরব তথায় মিলিয়া প্রদর্শিত হইত, এবং ভিন্ন ২ দেশীয় অতি দুর্লভ্য গাছড়া দর্শকের পরিতোষ সম্পাদন করিত। উদ্যান গুলির সেচনার্থে নিকটবর্ত্তি অতিশয় প্রচণ্ড কল ছিল, সেই বোমাদ্বারা আবশ্যক মতে ঊর্দ্ধস্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত যথোচিত জল উত্তোলিত হইত।

উক্ত রাজপ্রাসাদ, বাগান, ক্ষেত্র প্রভৃতি তিনটী দৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। বহিঃস্থ প্রাচীরটীর প্রায় চারি ক্রোশ পরিধি ছিল। ঐ অদ্ভুত অট্টালিকা অধুনা প্রায় নিশ্চয়ই নির্ণিত করা হইয়াছে; উহার পূর্ব্বতন সৌন্দর্য্যের কিদৃক বিকার হইয়াছে, এবং বর্ত্তমানে উহা কেমন জীর্ণাবস্থায় পতিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা পাঠকগণ অত্রস্থ চিত্রপট সন্দর্শনে অবগত হইবেন।

রাজবাটীর তিনটী প্রাচীর এবং তদীয় পরিধি।

ধর্ম্মশাস্ত্রে ঐ রাজগৃহ বিষয়ক একটী বৃত্তান্ত আছে, এবং তাহা এমত চমৎকার ও চেতনাদায়ক যে তাহার প্রসঙ্গ না করিলে নয়। দানিয়েল প্রবাচকের গ্রন্থে তাহা বর্ণিত আছে; তিনি লিখেন, "বারো মাসের শেষে বাবিলোণের রাজপ্রাসাদের ছাতে গমনাগমন করণ সময়ে নিবুখদ্-

নিৎসর রাজা এই কথা কহিল, আমি আপনার বলের প্রভাবে ও মহিমার ঐশ্বর্য্যে যে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছি, সে কি এই মহা বাবিলোণ নহে? রাজার মুখহইতে এই বাক্য নির্গত হইবামাত্র এই আকাশবাণী হইল: হে নিবুখদনিৎসর রাজন্, তোমার রাজ্য গেল, ইহা তোমাকে কথিত আছে; তুমি মনুষ্যের মধ্যহইতে দূরীকৃত হইবা, ও বন্য পশুদের সহিত বাস করিবা, ও ভোজনার্থে বলদের ন্যায় তোমাকে তৃণ দত্ত হইবে, তোমার এই অবস্থাতে সাত কাল গত হইবে; পরে সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর মনুষ্যের রাজ্যে কর্তৃত্ব করেন, ও যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে তাহা দেন, ইহা জানিবা।" দানিয়েল ৪; ২৯-৩২।

অভিমানী নিবুখদ্‌নিৎসরের ভয়ঙ্কর দণ্ড।

ঐ ভয়ানক দণ্ড ত্বরায় নিবুখদ্‌নিৎসরের প্রতি সফল হইয়া উঠিল; সে সাত বৎসর ব্যাপিয়া হতবুদ্ধি হইয়া আপনাকে পশু জ্ঞান করাতে রাজবাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষেত্রেতে অবস্থিতি করিল, এবং পশুর ন্যায় তৃণাদি দ্রব্য আহার করিত। মেগাস্‌থেনীস্‌ নামক অতি পুরাকালীন গ্রন্থকার রাজার ঈদৃশ উন্মত্ততা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নিবুখদ্‌নিৎসরের অপরিসীম অহঙ্কার তাহার নিদারুণ দণ্ডের কারণই হইল; তাহার বহু বল-

দ্বারা তাহার সাম্রাজ্যের অপূর্ব্ব বৃদ্ধি এবং তাহার বুদ্ধিকৌশল ও সম্পত্তিদ্বারা তাহার রাজধানীর অনুপম ঐশ্বর্য্য হইয়াছিল বলিয়া সে আত্মশ্লাঘা করিতে লাগিল; কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমেশ্বর যে তাহাকে এতাদৃশ বল ও বুদ্ধি ও সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিল না। হায়! আমাদের কত জনই এবম্বিধ দোষে দোষী হয়; আমাদের কায়িক ও মানসিক এবং সাংসারিক যে কিছু আছে, তৎসমুদয় ঈশ্বরেরই দানমাত্র, তাহা নিত্য হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের সহজ কর্ম্ম নহে।

তাহার দণ্ডের কারণ।

কিন্তু ঈশ্বর নিবুখদ্নিৎসরের প্রতি পরম সহিষ্ণু হইয়াছিলেন। তিনি উপরোক্ত দণ্ড প্রেরণ করিবার এক বৎসর পূর্ব্বে তাহাকে একটা চমৎকার স্বপ্নদ্বারা আপনার পাপ ও তদীয় যথোচিত শাস্তির বিষয়ে চেতনা দিয়াছিলেন। দানিয়েল ঐ স্বপ্নের অর্থ রাজাকে জানাইলেন, এবং বোধ করি, ক্ষণেক কালের নিমিত্ত বাবিলোণের উদ্ধত অধীশ্বর আপনার দাম্ভিকতা বিসর্জ্জন করাতে ধীর ও নম্রশীল হইয়াছিল। বারো মাস পরে তাহার স্বাভাবিক দোষ পুনর্ব্বার প্রস্ফুটিত হইল; তাহাতে ঈশ্বরের আদিষ্ট ভয়ানক অভিসম্পাত তাহার উপরে পতিত

সাত বৎসর পরে রাজা সুস্থ হয়।

হইল। কিন্তু সাত বর্ষের পরে পরমেশ্বর আরবার তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে মনে সুস্থ করিলেন। নিবুখদ্‌নিৎসর ঈশ্বর প্রদত্ত শাস্তি-দ্বারা কীদৃশ শিক্ষা প্রাপ্ত হইল, তাহা সুন্দররূপে প্রকাশ হইয়াছে। রাজা নিরোগ হইবামাত্র নিম্ন-লিখিত বিজ্ঞাপন পত্র স্বীয় প্রজাগণের নিকটে প্রচার করিয়াছিল; "ঐ সময়ের শেষে আমি নি-বুখদ্‌নিৎসর স্বর্গের প্রতি উচ্চদৃষ্টি করিলে আ-মার বুদ্ধি আমাতে ফিরিয়া আইল; তাহাতে আমি সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিলাম; তাঁহার কর্তৃত্ব অনন্ত, ও তাঁহার রাজ্য পুরুষানু-ক্রমে স্থায়ী; তাঁহার সাক্ষাতে পৃথিবীনিবাসীগণ অসার স্বরূপ, এবং তিনি স্বর্গের সৈন্যের ও পৃথিবী নিবাসীদের মধ্যে আপন ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করেন; তাঁহার হস্ত কেহ স্থগিত করিতে পারে না। যে সময়ে আমার বুদ্ধি আমাতে ফিরিয়া আইল, সেই সময়ে আমার রাজ্যের প্রভাবের প্রতি আমার সম্ভ্রম ফিরিয়া আইল, এবং আমার তেজ আমাতে ফি-রিয়া আইলে আমার মন্ত্রিগণ ও অমাত্যবর্গ আ-মার অন্বেষণ করিল, এবং আমি আপনার রাজ্যে স্থির হইলাম ও আমার মহিমার বৃদ্ধি হইল; এই জন্যে, আমি নিবুখদ্‌নিৎসর, সেই স্বর্গের রাজাকে

নিবুখদ্‌নিৎসরের বিজ্ঞাপন পত্র।

প্রশংসা ও গুণানুবাদ ও গৌরব করিতেছি, কেননা তাঁহার তাবৎ ক্রিয়া সত্য ও তাঁহার পথ ন্যায্য, এবং গর্ব্বাচারিদিগকে নত করিতে তাঁহার ক্ষমতা আছে।” দানিয়েল ৪ : ৩৪-৩৭। তবে ঈশ্বর জয়ী হইলেন, এবং প্রগল্‌ভ বাবিলোণের অধিরাজ পরাস্ত হইয়া এরূপ বিনীতভাবে তাঁহার কীর্ত্তি করিতে প্রবর্ত্তিত হইল।

উক্ত সংঘটন হওনের কএক বৎসর পূর্ব্বে নিবুখদ্‌নিৎসর যিহূদা দেশকে স্বাধিকারের মধ্যে ভুক্ত করিয়াছিল। তৎকালে যিরূশালেম বিনষ্ট হইল এবং তত্রস্থ সুলেমানকৃত কীর্ত্তিমান মন্দিরও ভূমিসাৎ হইয়াছিল। অনন্তর ঐ পরাক্রান্ত ভূপতি যিহূদার রাজাকে এবং তদীয় প্রজাগণকে বাবিলোণ দেশে লইয়া গেল। তাহারা তদ্দেশে বন্দিত্বাবস্থায় অত্যন্ত যন্ত্রণাভোগ করাতে ৭০ বৎসর অতিবাহিত করিল।

যিহুদিগণকে বাবিলোণে ৭০ বৎসরের বন্দিত্ব ভোগ করিতে হইল।

পরমেশ্বর যিহূদি লোকদের পাপ ও অবাধ্যতা প্রযুক্ত তাহাদিগকে এমন যন্ত্রণায় সমর্পণ করিলেন; তাহাদের শাসনার্থে তিনি নিবুখদ্‌নিৎসরকে তাহাদের উপর প্রবল হইতে দিলেন; কিন্তু বিশ্বমণ্ডলের একাধিপতি ও বিচারক অবশ্য ন্যায় বিচার করিবেন, এবং তিনি যথাসময়ে অপক্ষ-

পাতস্বরূপে দোষী সকলের সমুচিত দণ্ড বিধান করিবেন। বাবিলোণ নিবাসীগণ যিহূদি লোকদের প্রতি এতাদৃশ নৃশংস অত্যাচার করিল, তাহাতে উহাদেরই কুস্বভাবমাত্র প্রকটিত হইল; তাহারা যে ঈশ্বরের খড়্গস্বরূপ হইয়া তাঁহারই অভিসন্ধি নিষ্পাদন করিতেছিল, তাহা অনুভব না করিয়া তাহারা কেবল আপনাদেরই মর্য্যাদার সম্বর্দ্ধনে চেষ্টান্বিত হইয়াছিল। তবে বাবিলোণের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধোক্তি উচ্চারিত হইল, তিনি কহেন, "সিয়োন নিবাসী এই কথা কহিতেছে, আমার প্রতি যে রূপ দৌরাত্ম্য ও উপদ্রব হইয়াছে, বাবিলোণের প্রতি তদ্রূপ ঘটুক; এবং যিরূশালেম কহিতেছে, কস্‌দীয় লোকদের প্রতি আমার রক্তপাতের দণ্ড বর্ত্তুক; অতএব পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার বিচার নিষ্পন্ন করিব, ও তোমার প্রতিফল দিব, এবং আমি তাহার সমুদ্রকে জলশূন্য, ও তাহার উনুইকে শুষ্ক করিব এবং বাবিলোণ প্রস্তরের ঢিবি ও সর্পের বাসস্থান ও বিস্ময়াস্পদ ও নিন্দাস্পদ ও নরশূন্য করিব।" যিরিমিয় ৫১; ৩৫-৩৮।

বাবিলোণের আগামী প্রতিফল নিরূপিত হইল।

যিশায়িয় প্রবাচকদ্বারাও ঈশ্বর তদ্রূপ গম্ভীর বাক্য প্রয়োগ করেন, "আমি আপন প্রজাদের

প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আপন অধিকার অপবিত্র করিয়া তোমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি তাহাদের প্রতি কিছুমাত্র কৃপা কর নাই, বৃদ্ধ লোকদের উপরেও অতি ভারি যোঁয়ালি দিতা, এবং কহিতা, আমি চিরকাল ঠাকুরাণী হইয়া থাকিব, তুমি আপন দুষ্টতাতে নির্ভর করিয়া কহিতা, আমাকে কেহ দেখে না, এবং তুমি নিজ জ্ঞান ও বুদ্ধিদ্বারাতেই বিপথগামী হইয়া মনে২ কহিতা, আমিই আছি, আমাভিন্ন আর কেহই নাই; অতএব তোমার এমত দুর্দ্দশারূপ রাত্রি উপস্থিত হইবে যে, তুমি তাহার প্রভাত দেখিতে পাইবা না, এবং তোমার এমত বিপদ ঘটিবে যে, তুমি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিবা না; এবং তোমার প্রতি হঠাৎ বিনাশ উপস্থিত হইবে, তাহার কিছু অনুভব করিতে পারিবা না।” যিশায়িয় ৪৭; ৬,৭,১০,১১।

যে কারণে ঈশ্বরের অভিসম্পাত নিদুখদ্‌নিৎসরের উপরে পতিত হইয়াছিল, সেই কারণে তাহার প্রজাগণও ঈশ্বরের ক্রোধপাত্র হইল, এবং রাজার যে ভয়ানক বিপাক ঘটিল, তাহাতে বাবিলোণের ভাবী বিনাশের প্রতিরূপও দৃষ্ট হইল।

বাবিলোণ নিবাসীগণ প্রতিমাপূজাতে অতিশয় আসক্ত ছিল; ইহাও উহাদের দণ্ডের আর

একটী বিশেষ কারণ হইয়াছিল। উহাদের প্রধান দেবতা "বেল" নামে বিখ্যাত ছিল; বাবিলোণের মধ্যস্থলে তাহার মন্দির স্থাপিত ছিল, এবং পূর্ব্বোক্ত চমৎকার রাজবাড়ী ভিন্ন ঐ মন্দিরের অপেক্ষা অদ্ভুত ও সুন্দর আর কোন গৃহ ছিল না। উহার ঈদৃশ অবয়ব ছিল; নিম্নে একটী প্রাচীর বেষ্টিত অতি বিস্তারিত উঠান ছিল; তন্মধ্যে মন্দিরের পত্তন হইল। উহা গোলাকার এবং দেখিতে প্রায় গগণস্পর্শী তুল্য ছিল। তাহা সর্ব্বশুদ্ধ আটতালা বিশিষ্ট ছিল। নীচে ব্যাস অতি বিস্তীর্ণ হইয়া তদবধি উপরিভাগ উহার পর্য্যন্ত ক্রমাগত সরু হইয়া উঠিল। অষ্টম তালার গৃহে একটী স্বর্ণময় শয্যা ও মেজ ছিল। ঐ উপরিস্থ ঘর অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া গণিত হইত; তন্মধ্যে যাজকগণ ব্যতিরেকে আর কেহই পাদার্পণ করিতে পারিত না। সাধারণ লোকেরা কেবল সপ্তম তালা পর্য্যন্ত উঠিতে পারিত। উক্ত ঘরেতে উহাদের উপাসনার্থে বেলদেবের একটী স্বর্ণনির্ম্মিত প্রতিমা স্থাপিত ছিল। পাঠকগণ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, উপরিস্থ মহা পবিত্র স্থলে যাজকেরা কীদৃশ ক্রিয়াকাণ্ডে আপনাদের সময় ক্ষেপণ করিত, আমরা তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে সমর্থ নহি; ফলতঃ তাহা ব্যাখ্যা করা-

বেলদেবের মন্দিরের উপাখ্যান।

তেই আমাদের লজ্জাবোধ হইত; পবিত্র কি বি-
শুদ্ধ ধৰ্ম্মসূচক ক্রিয়া থাকুক, বাস্তবিক তথায়
অকথ্য জঘন্য ও অতিশয় ঘৃণার্হ কার্য্য দিনে২
সম্পাদিত হইত।

অবশেষে, ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের উল্লিখিত ভয়ানক
দণ্ড বাবিলোণের প্রতি সফল হইতে লাগিল। সেই
বিস্তারিত ও মহিমান্বিত সাম্রাজ্যের গতি এক
অতীব তেজস্কর উল্কার সহিত তুলনা দেওয়া হই-
য়াছে। রজনীযোগে যেমন হঠাৎ গগণে দ্রুত-
বেগে গমনশীল উল্কা প্রতীত হয়,
বাবিলোণ সামাজ্য তদ্রূপ অক-
স্মাৎ ভূমণ্ডলে উদিত হইয়াছিল;

উল্কার সহিত বা-বিলোণের গতির তু-লনা।

এবং উক্ত প্রখর উল্কা যেমন যাইতে২ ক্রমশঃ
অধিকতর তেজোয়ান্ হইয়া শীঘ্রই নির্ব্বাণ ও নি-
স্তেজ হইয়া যায়, বাবিলোণের তাদৃশ ঘটনা হইল।
নিবুখদ্‌নিৎসরের পিতা সেই রাজ্য স্থাপন করি-
য়াছিল; নিবুখদ্‌নিৎসরের রাজত্বকালে উহা ত্বরায়
অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু শেষোক্ত
প্রসিদ্ধ রাজার মৃত্যুর পরে ৩০ বৎসর অতীত
না হইতে হইতেই কস্‌দীয় সাম্রাজ্যের নাম পর্য্যন্ত
বিলুপ্ত হইল, এবং তদীয় অদ্ভুত রাজধানীতে ভিন্ন-
বংশজ রাজারা অধিরূঢ় হইয়াছিল।

এই স্থলে আমরা যিশায়িয়ের ভবিষ্যদ্বাণী উত্থা-

পান করিব। ঐ পবিত্র প্রবাচক বাবিলোণ আক্রান্ত হওনের ১৫০ বর্ষের অগ্রেই ঈদৃশ বাক্য রচনা করিয়াছিলেন; উহার আক্রমণকারীরা কে হইবে, এবং উহার ভাবিকালীন কিরূপ দুরবস্থা হইবে, তিনি এই দুই বিষয় বিলক্ষণ নির্দ্দেশ করেন। পরমেশ্বর তাঁহার মুখদ্বারা কহিয়াছিলেন "দেখ, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে মাদীয় লোকদিগকে উঠাইব; তাহারা রৌপ্য তুচ্ছ করিবে, ও সুবর্ণেতে সন্তোষ পাইবে না। তাহারা ধনুর্ব্বাণদ্বারা যুবগণকে বধ করিবে, গর্ব্ভস্থ শিশুদের প্রতিও কৃপা করিবে না, ও বালকদিগের প্রতি চক্ষুর লজ্জা করিবে না। যে বাবিলোণ নগর তাবৎ রাজ্যের রত্ন ও কস্‌দীয়দের দর্পজনক ভূষণস্বরূপ, সে ঈশ্বরকর্ত্তৃক উৎপাটিত সিদোম্‌ ও অমোরার সদৃশ হইবে। তাহার মধ্যে আর কখন বসতি হইবে না; পুরুষ পুরুষানুক্রমে তাহাতে কেহই বাস করিবে না, এবং আরবীয় লোকেরাও সেই স্থানে তাম্বু স্থাপন করিবে না, এবং মেষপালকেরাও সেখানে মেষের খোঁয়াড় আর করিবে না; কিন্তু সেই স্থানে বন্য পশুগণ বাস করিবে, ও তাহার গৃহ সকল চীৎকারেতে পরিপূর্ণ হইবে, ও উষ্ট্রপক্ষী তথায় বাসা করিবে, ও বন্য ছাগ

যিশায়িয় বাবিলোণের আক্রমণকারীগণকে ও তদীয় শেষাবস্থাকে নির্দ্দেশ করেন।

নৃত্য করিবে; তাহার সময় শীঘ্র উপস্থিত হইবে; তাহার দিন অবিলম্বে আসিবে। আমার কাছে এক শঙ্কাদায়ক দর্শন প্রকাশিত হয়; শঠেরা শঠতা করিবে, ও বিনাশকেরা বিনাশ করিবে; হে এলম্, তুমি উপস্থিত হও; ও হে মাদীয়া তুমি নগর বেষ্টন কর।" যিশায়িয় ১৩; ১৭-২১ আর ২১; ২।

তদ্বিষয়ে যিরিমিয়ের ও উক্তি।

যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তাও বাবিলোণের ধ্বংসকারীগণকে লক্ষ্য করেন "পরমেশ্বর মাদীয় রাজগণের মনে প্রবৃত্তি দিতেছেন, কেননা বাবিলোণ নগর উচ্ছিন্ন করিতে তাঁহার অভিপ্রায় আছে। তাহার প্রতিকূলে নানা জাতীয়দিগকে প্রস্তুত কর, ও তাহার বিপক্ষে অরারট, ও মিন্নি ও অস্কিনস্ রাজ্যের লোকদিগকে আহ্বান কর, তাহার বিরুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত কর।" যিরিমিয় ৫১; ১১, ১৭।

যিশায়িয় বাবিলোণের বিপক্ষগণের দুই বিশেষ জাতিকে লক্ষ্য করেন; তাহারা মাদীয়া ও এলম্ নিবাসী। এলম শব্দদ্বারা পারস্ দেশকে বুঝায়, ইহা তদ্দেশের পূর্ব্বতন উপাধি ছিল। ভবিষ্যদ্বক্তা আবার প্রকাশ করেন যে, উক্ত জাতিদ্বয় সংযুক্ত হইয়া বাবিলোণকে আক্রমণ করিবে। তাহাই সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছিল। মাদীয় ও এলমীয়

মাদীয় এবং এলমীয় বংশদ্বয় সংযুক্ত হইয়া বাবিলোণকে আক্রমণ করেন।

লোকেরা নিবুখদ্‌নিৎসরের প্রবল হস্তদ্বারা পরাভূত হওয়াতে তাহার অধীনতার কষ্টদায়ক যোঁয়ালি বহন করিয়াছিল; কিন্তু ঐ দিগ্বিজয়ী সম্রাটের মৃত্যু হইলে পর তাহারা স্বীয় স্বাধীনতার সাধনে উৎসাহান্বিত হইয়া উঠিল। দুই জাতির মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক ছিল, এবং উভয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল; সুতরাং তাহারা আপনাদের স্বতন্ত্র সৈন্য এক বৃহৎ সৈন্যে সংমিলিত করাই যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করিল। সেই সৈন্য এক উপযুক্ত সেনাপতির আজ্ঞাধীন হইয়া বাবিলোণকে অবরুদ্ধ করিল। কি চমৎকার! উহারা স্বেচ্ছানুসারে যে কর্ম্ম করিয়াছিল, পরমেশ্বর ডেড় শত বৎসর পূর্ব্বে উহাদিগকে সেই কর্ম্মেতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যথা, “হে এলম্‌ তুমি উপস্থিত হও, ও হে মাদিয়া তুমি বাবিলোণ বেষ্টন কর।” যিশায়িয় ২১; ২।

যিশায়িয়ের উক্ত্যনুসারে মাদীয় লোকদের একটী অদ্ভুত ও অসাধারণ চিহ্ন ছিল, তিনি বলেন যে, “তাহারা রৌপ্য তুচ্ছ করিবে, ও সুবর্ণেতে তাহারা সন্তোষ পাইবে না।” এ অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা সন্দেহ নাই, আর বুঝি, পাঠকগণের মনে এরূপ অনুভব হইতে পারে যে, ঈদৃশ

নির্লোভ ও অর্থত্যাগি বংশ কুত্রাপি জগতের মধ্যে অধিষ্ঠান করে নাই। কিন্তু যিশায়িয়ের বাক্য যত অসম্ভব বোধ হউক, তাহা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হইয়াছে। সেনফন্ নামক পুরাকালীন গ্রীক গ্রন্থকার মাদীয় লোকদের ইতিহাস বর্ণন করিয়াছেন, এবং তাহাদের সমুদয় গুণের মধ্যে তিনি ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া তাহাদের প্রশংসা করেন, তিনি ঠিক প্রবাচকের ন্যায় বলেন যে, তাহারা স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধন অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া পরিহার করিত।

মাদীয়দের একটী অসাধারণ লক্ষণ।

কিন্তু যিরিমিয়ের উত্থাপিত বচনে উপরোক্ত দুই জাতি ভিন্ন আর কএক জাতি নির্দ্দিষ্ট আছে। ঈশ্বর এই রূপ আদেশ করিতেছেন, "বাবিলোণের প্রতিকূলে নানা জাতিগণকে প্রস্তুত কর; এবং তাহার বিপক্ষে আরারট ও মিন্নি ও অস্কিনসের লোকদিগকে আহ্বান কর।" যিরিমিয় ৫১; ১৭। অরারট শব্দে অরারট পর্ব্বত নিকটবর্ত্তি লোকদিগকে বুঝায়; মিন্নির অর্থ অর্মনীয় দেশ নিবাসীগণ; এবং বোধ হয়, অস্কিনস শব্দে ফ্রিজিয়া দেশস্থ লোকজন উপলক্ষিত আছে। বস্তুতঃ সেনফনদ্বারা এই বিষয়ও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে; তিনি লিখিয়াছেন যে, বাবিলোণের ধ্বংস সময়ে

যিরিমিয়ের আর তিনটী নির্দ্দিষ্ট জাতি সেনফনদ্বারা প্রতিপন্ন হইল।

ঐ প্রস্তাবিত তিন জাতি উপস্থিত হইয়া মাদীয় ও পারসীয় লোকদের সহায়তা করিল।* ঈশ্বরোক্তি কেমন অবিকল ও নির্দোষ! যত দূর অবধি আমাদের চর্চ্চা হয় তত দূর অবধি ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ প্রতীত হইতেছে। ওদিগে যিশায়িয় ও যিরিমিয় বাবিলোণের ধ্বংসের অনেক পূর্ব্বে উহার আক্রমণকারীদের বিশেষ২ জাতিকে স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; আর এদিগে সেনফন্ উক্ত সংঘটনের অনেক পরেই তদ্বৃত্তান্তের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সমুদয় জাতির উপস্থিতির বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন; কিন্তু সেনফন্ পৌত্তলিক গ্রন্থকার ছিলেন, এবং ঐ ভবিষ্যদ্বক্তৃদ্বয়ের নাম পর্য্যন্ত কখনই তাঁহার শ্রুত হয় নাই, ইহা প্রায় নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে।

যিশায়িয়ের আর একটী চমৎকার বাণী।

আমরা আর একটী আশ্চর্য্য দৈববাণীতে কর্ণপাত করি; যিশায়িয় লিখেন "পরমেশ্বর আপন অভিষিক্ত খস্রের বিষয়ে এই কথা কহেন, আমি তোমার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া তোমার সম্মুখে অন্য জাতীয়গণকে পরাস্ত করিব, ও রাজগণের কটিবন্ধন মুক্ত করিব, ও তোমার অগ্রে দুই কপাট বিশিষ্ট দ্বার মুক্ত করিব, তাহাতে সেই দ্বার আর বন্ধ

* সেনফনের গ্রীক্ ভাষায় রচিত পঞ্চম পুস্তের ২৮৯ পৃষ্ঠা।

হইবে না। আমি তোমার অগ্রে যাইয়া উচ্চনীচ পথ সরল করিব, ও পিত্তলের কপাট ভগ্ন করিব, ও লৌহহুড়কা ছেদন করিব; এবং তোমাকে অন্ধকারাবৃত নিধি ও গুপ্ত স্থানে সঞ্চিত ধন দিব; তাহাতে তোমার নামদাতা যে আমি, আমি পরমেশ্বর ইস্রায়েলের ঈশ্বর, ইহা তুমি জানিতে পারিবা। আমার দাস যাকূবের ও আমার মনোনীত ইস্রায়েলের নিমিত্তে আমি তোমার নাম রাখিয়াছি; তুমি আমাকে না জানিলেও আমি তোমাকে উপাধি দিয়াছি; আমিই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, আমাভিন্ন আর কোন ঈশ্বর নাই; তুমি আমাকে না জানিলেও আমি তোমার কটিবন্ধন করিয়াছি।” যিশায়িয় ৪৫; ১-৫।

ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়জনক ভবিষ্যদ্বাক্য নাই। ইতিপূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছে যে, প্রবাচকগণদ্বারা বাবিলোণের আক্রমী সৈন্যের জাতিবৃন্দ উল্লেখিত হইয়াছিল; এখানে আমরা দেখিতেছি যে, যিশায়িয় উক্ত সৈন্যের অধ্যক্ষকেও স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন; এবং শুধু তাহা নয়, কিন্তু সেই সেনাপতির জন্মের এক শত বৎসর পূর্ব্বেই তিনি তাহার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে লক্ষ্য করেন।

তিনি নামোল্লেখদ্বারাই খস্রকে নির্দ্দেশ করেন।

খস্র পারস্ দেশীয় লোক ছিলেন; তিনি মাদীয়া রাজা দারার ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, এবং তিনি উক্ত রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। খস্র যৌবনকালে মাদীয় রাজধানীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সল্লোক ছিলেন; তিনি সমুদায় প্রজাগণের প্রতি এতাদৃশ শিষ্টাচার ও সৌহার্দ্দ দর্শাইতেন, যে কি ভদ্র, কি অভদ্র, কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞান, সকলেই তাঁহাতে একান্ত আসক্ত হইয়া উঠিল।

সদাচারী খস্র মাদীয়দের প্রীতিভাজন হন।

কিন্তু প্রজারা তাঁহাকে কেবল সদাচারী বলিয়া মানিত তাহা নয়; তিনি যুবক হইয়াও সময়ে২ সংগ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং তিনি যুদ্ধে এমত অসাধারণ দক্ষতা ও পৌরুষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যে সকলে তাঁহাকে প্রকৃত বীর বলিয়া সমাদর করিত। কালক্রমে খস্রের বিলক্ষণ পারিদর্শিতা ও বীর্য্যদ্বারা মাদীয় ও পারস জাতিদ্বয়ের অপূর্ব্ব মর্য্যাদা ও উন্নতি সম্পাদিত হইতে লাগিল। পরিশেষে যখন উভয় জাতি বাবিলোণের আক্রমণে কৃতসংকল্প হইয়াছিল, তখন তাহারা একচিত্ত হইয়া খস্রকে উহাদের সৈন্যের অধ্যক্ষ করিয়া নিযুক্ত করিল। কি অদ্ভুত! যাহারা ঐ মহাত্মাকে নিযুক্ত করিয়াছিল, এবং যিনি তাহাদের কর্তৃক নিযুক্ত হইলেন,

তাহাদের সেই ক্রিয়াদ্বারা যিশায়িয়ের এক শত বৎসরের পূর্ব্বোক্তি সফল হইতেছিল, তাহা কেহই স্বপ্নেও কখন দেখে নাই। আর খস্রের পিতামাতা যখন শিশুসন্তানের সেই নাম রাখিয়াছিলেন, তখন, উহাদের সেই সিদ্ধান্তের এক শত বর্ষের অগ্রেই যে ঐ শিশুটীর ঠিক সেই নাম নিরূপিত হইয়াছিল, ইহাও তাহাদের মনে উদ্ভাবিত হয় নাই। কিন্তু বাস্তবিক তাহাই হইয়াছিল; ঐ শিশুর জন্মের এত কাল পূর্ব্বেই সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি তোমার নাম রাখিয়াছি; তুমি আমাকে না জানিলেও আমি তোমাকে উপাধি দিয়াছি।" যিশায়িয় ৪৫; ৪।

দুই পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণীর চমৎকার সিদ্ধি হয়।

এক্ষণে পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিলে করিতে পারেন যে, "ঈদৃশভাবে খস্রকে লক্ষ্য করাতে ঈশ্বরের কি উদ্দেশ্য প্রকটিত হয়?" অবশ্যই ইহার যুক্তিসিদ্ধ কারণ ছিল; সেই কারণও উক্ত আছে; ঈশ্বর কহেন, "আমার দাস যাকূবের ও আমার মনোনীত ইস্রায়েলের নিমিত্তে আমি তোমার নাম রাখিয়াছি।" ইহাতেই আমরা অবগত হইতেছি যে কেনই খস্র "পরমেশ্বরের অভিষিক্ত" নামে

ঈশ্বর কি উদ্দেশে তাঁহাকে সেই মতে নির্দ্দেশ করিলেন।

বিখ্যাত হইলেন! ঈশ্বর যিহূদি লোকদিগকে মুক্ত করণার্থে তাঁহাকে পূর্ব্বনিরূপণ করিয়াছিলেন; তাহারা বাবিলোণে সত্তর বৎসরের দুঃখভোগে সমর্পিত হইয়াছিল, কিন্তু উক্ত সময় অতীত হইলে মহোদয় খস্র তাহাদিগের বন্ধন চ্ছেদনপূর্ব্বক স্বদেশে উপনীত করাইবেন, ইস্রায়েলের ঈশ্বর ইহা নিরূপণ করিয়াছিলেন।

ইহাতে পরমেশ্বর আপনার অবাধ্য ও ব্যাকুলিত সন্তানদের প্রতি বিলক্ষণ মমতা দেখাইলেন। হায়! কত বার ঐ সত্তর বৎসরে তাহারা অশ্রুপূর্ণলোচনে যিরূশালেমের অভিমুখে দৃষ্টি করিয়াছিল! কত বার বা উহারা প্রগাঢ় আর্ত্তস্বরপূর্ব্বক তথায় প্রত্যাগমন করিতে লালসা করিয়াছিল!

বাবিলোণে যিহূদিগণের বিলাপসূচক সঙ্গীত।

তদ্বিষয়ে উহাদের নিম্নলিখিত সঙ্গীত পাঠ করাতে কাহার মন না আর্দ্র হইবে? "আমরা বাবিলোণের নদীতীরে বসিয়া সিয়োনকে স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতেছিলাম! এবং তাহার মধ্যে বাইশীরক্ষে আপনাদের বীণা টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলাম; তৎকালে আমাদের দাসত্বকারীগণ আমাদের নিকটে গীতের শব্দ শুনিতে চাহিয়া কহিত, 'আমাদের কাছে সিয়োনের কোন গীত গাও।' আমরা বিদেশে থাকিয়া কেমন করিয়া পরমেশ্বরের গীত গান

করিব? হে যিরূশালেম, আমি যদি তোমাকে বিস্মৃত হই, তবে আমার দক্ষিণ হস্ত আপন কৌশল বিস্মৃত হউক, এবং যদি তোমাকে মনে না করি, ও আপন পরমানন্দহইতে যিরূশালেমকে অধিক ভাল না বাসি, তবে আমার জিহ্বা তালুতে সংলগ্ন হউক!” গীত ১৩৭; ১-৬।

তবে, এমন উদ্বেগের সময়ে যিহূদিরা এককালে নিরাশ না হয়, আর উহাদের দুঃখরূপ রজনীতে আশানক্ষত্র উদিত হয়, এতদর্থে কৃপাময় পরমেশ্বর তাহাদের উদ্ধারের কথা পূর্ব্বে প্রচার করিয়াছিলেন; এবং তাহারা কোন্ সময়ে আর কাহার দ্বারা উদ্ধারিত হইবে, ইহা জানাইবার জন্যে তিনি তাহাদের উদ্ধারকর্ত্তার নামেরও পরিচয় দিয়াছিলেন। যিহূদিরা উক্ত পূর্ব্বোল্লেখ নিরীক্ষণে আপনাদের মন আপ্যায়িত করিত; বিশেষতঃ তাহারা আপনাদের নিরূপিত মুক্তিদাতার আগমনে অপরিসীম আকাঙ্ক্ষা করিত। যখন প্রথমে খস্রের নাম তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, তখন বুঝি তাহাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না; এবং শেষে, যখন তাহারা সেই খস্রকে সৈন্যের সমভিব্যাহারে বাবিলোণের সমীপবর্ত্তী হইতে দেখিল, তখন, আমাদের মুক্তি উপস্থিত বলিয়া তাহারা অবশ্যই সুখসাগরে নিমগ্ন হইল।

কিন্তু তাহাদের এবং খস্রের অভিসন্ধি এত ত্বরায় সম্পন্ন হয় নাই। ঐ প্রসিদ্ধ সেনাপতি প্রথমে বাবিলোণের বিস্তৃত ও দৃঢ় প্রাচীর প্রদক্ষিণ করিয়া, কোন্ স্থানে আক্রমণ করাতেই কৃতার্থ হইতে পারেন, ইহার অনুসন্ধান করিলেন। তাঁহার অভিলাষ ছিল যে, তন্নগরে অবিলম্বেই প্রবিষ্ট হইয়া তাহা অধিকার করেন; কিন্তু যতই তিনি অনুসন্ধান করিলেন ততই তাঁহার সেই আশা দূরীভূত হইল। বাস্তবিক, বাবিলোণ সর্ব্বত্রে এমত শক্ত ও সুরক্ষিত ছিল, যে তাহা অকস্মাৎ হস্তগত করা একান্ত অসম্ভব বোধ হইল; সুতরাং খস্র মনে স্থির করিলেন যে, শিবির স্থাপন পূর্ব্বক সুযোগের অপেক্ষা করিতে হয়।

খস্র নগর অবরুদ্ধ করিতে সিদ্ধান্ত করিলেন।

এই বিষয়ে খস্র যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন উহাও পূর্ব্বলক্ষিত হইয়াছিল। খস্র যৎকালে শিবির স্থাপন ও নগর অবরুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন, তাহার অধিক কাল পূর্ব্বে পরমেশ্বর এই রূপ আদেশ দিয়াছিলেন "হে ধনুর্দ্ধর সকল, তোমরা চারি দিগে নগরের বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন কর, কাহাকেও রক্ষা পাইতে দিও না।" যিরিমিয় ৫০; ২৯। খস্রের নিয়োগ ও নাম দেওন যাদৃশ তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে

তাহাও পূর্ব্বলক্ষিত হইয়াছিল।

নিরূপিত হইয়াছিল, তাদৃশ তৎকর্ত্তৃক বাবিলো-ণের পরাভূত হওনের বৃত্তান্ত পদে২ ভবিষ্যদ্বাণী-দ্বারা উপলক্ষিত হইয়াছে। ইহা আমরা ক্রমাগত উপলব্ধি করিব।

নগরের সম্মুখে অবস্থিতি করাতে প্রায় দুই বৎসর অতীত হয়, আর সেই পর্য্যন্ত খস্রের তাবৎ চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল হইয়াছিল। হিরদটস্ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, যে তৎসময়ে নগরের মধ্যে ২০ বৎসরের জন্য যথেষ্ট আহারীয় দ্রব্য আয়োজিত ছিল: তবে নগর নিবাসীরা দুর্ভিক্ষ সহকারে পরাজিত হইবে তাহার কিছুই সম্ভাবনা ছিল না।

দুই বৎসর নিরর্থকভাবে অতিবাহিত হয়।

খস্র অস্থির হওয়াতে বারম্বার নানাবিধ কৌশলদ্বারা উহাদিগকে বাহিরে আসিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি চরিতার্থ হইলেন না। হিরদটস্ ও সেনফন্ উভয়ে বর্ণন করিয়াছেন যে, বাবিলোণীয় সৈন্যগণ খস্রের ভয়ে এমন অভিভূত হইয়াছিল যে, তাহারা এক বারও নগরের বহির্দ্দিগে যাইতে কি বিপক্ষগণের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে সাহসী হইল না। তাহারা স্ত্রীর তুল্য নিতান্ত কা-

বাবিলোণীয় সৈন্যগণের ভয় ও কাপুরুষতা।

পুরুষতা প্রদর্শন করিল। তবে কেমন, ঐ দুই পুরাকালীন গ্রন্থকারদ্বারা প্রস্তাবিত যে লক্ষণটী, উহা কি পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল? পাঠকগণ কর্ণ-পাত করিয়া শুনুন। যিরিমিয় প্রবাচক এরূপ উক্তি প্রকাশ করিলেন "বাবিলোণের বীরগণ যুদ্ধে বিরত হইয়া গড়ের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিবে ও স্ত্রীর ন্যায় দুর্ব্বল হইবে।" যিরিমিয় ৫১,৩০।

অনন্তর খস্র অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া অনুমান করি-লেন যে, কি জানি, বাবিলোণের রাজা আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে হইতে পারে। তাহাতে খস্র উক্ত সম্রাটের নিকটে এরূপ আবেদন অনু-রোধ করিলেন, যে, "আপনি সাহস বান্ধিয়া আ-ইসুন; আমরা দুই জন স্বতন্ত্র যুদ্ধ করিয়া এই বিষয় নিষ্পান্ন করি।" কিন্তু তাহাও হইল না; বস্তুতঃ, সৈন্যগণ যেরূপ শঙ্কাযুক্ত ছিল রাজাও তদ্রূপ ছিল; সে খস্রের নিমন্ত্রণে অসম্মত হইল। এই স্থলে পুনশ্চ দৈববাণী আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হই-তেছে; যিরিমিয় ঈদৃশ সংঘটন উপলক্ষে কহি-লেন "তাহাদের সমাচার শুনিলে বাবিলোণের রাজার হস্ত দুর্ব্বল হইবে, ও স্ত্রীর প্রসববেদনার ন্যায় তাহাকে বেদনা ও যন্ত্রণা ধরিবে।" যিরি-মিয় ৫০; ৪৩।

খস্র আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে সম্রাটকে আহ্বান করেন।

এই সকল সংকল্প অনর্থক দেখিয়া মহোদয় খস্র একটী চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। বাবিলোণের এক প্রসিদ্ধা মহারাণী পূর্ব্বে নগরের নিকটবর্ত্তি এক অতি বিস্তীর্ণ হ্রদ খনন করিয়াছিলেন; সেই কর্ম্মের কারণ এই, যৎকালে নগরের অন্তরস্থ কএকটী পুল নির্ম্মিত হইতেছিল, তৎকালে নদীর জলেতে কর্ম্মের ব্যাঘাত না হয়, এতদর্থে সে সকল জল নিকটস্থ হ্রদে কিয়ৎকালের জন্যে গৃহীত হইল। তবে খস্রের কল্পনা এই; তিনি অনুভব করিলেন যে, যদি কোন প্রকারে ঐ জল পুনর্ব্বার লোকদের অজ্ঞাতসারে সেই হ্রদে পাতিত হইতে পারে, তাহা হইলে, তিনি সসৈন্যে নদীর শুষ্ক তল দিয়া নগরে প্রবেশ করণের সুযোগ পাইবেন। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যের প্রত্যক্ষবৎ এমত বহুতর বাধা ছিল যে, খস্র ভিন্ন প্রায় অন্য কেহই তৎসাধনে প্রবর্ত্তিত হইত না। প্রথমে, লোকদের অজ্ঞাতসারে নদীর সমুদায় জল বাহির করাই যার পর নাই অসম্ভব বোধ হইত। আবার, যদিও তাহা সম্পন্ন হইত, তবে আর একটী প্রতিবন্ধক উল্লংঘন করিবার প্রয়োজন ছিল; যথায় ফরাৎ নদী নগরের প্রাচীরের মধ্যদিয়া প্রবিষ্ট হইত, তথায় প্রাচীর অবধি

তিনি নদীর জল বাহির করিতে সঙ্কল্প করেন।

তৎসাধনে দুই প্রকার প্রতিবন্ধক।

নদীর তল পর্য্যন্ত দীর্ঘ ও অতি শক্ত এক দ্বার ছিল; আর, নগরের অপর পার্শ্বে, যেখানে নদী আর বার বহির্গত হইত, তথায়ও তদ্রূপ দ্বার স্থাপিত ছিল। তবে নদী শুষ্ক হইলেও সৈন্যেরা কি প্রকারে ঐ দুই দ্বার অতিক্রম করিতে পারিবে?

সে যাহা হউক, খস্র কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি শুভসময় অন্বেষণ করিলেন; তিনি অবগত হইলেন যে, সম্বৎসরে এক বিশেষ ধর্ম্ম-মহোৎসব সম্পাদিত হইত; তৎকালে লোক সকল দিবারাত্রি অন্যান্য তাবৎ কার্য্য বিসর্জ্জনে কেবল মত্ততা ও রঙ্গ রসাদি প্রমোদে নিমগ্ন হইয়া থাকিত। খস্র স্বাভিলাষ সম্পাদনের জন্যে সেই রাত্রি স্থির করিলেন। দিনাবসান হইবামাত্র সৈন্যেরা আরম্ভ করিল; এক দল নদীর স্রোত রুদ্ধ করিবার জন্যে তন্মধ্যে মৃত্তিকা নিক্ষেপপূর্ব্বক সেতু বাঁধিল। অপর দল পূর্ব্বোক্ত হ্রদহইতে নদী পর্য্যন্ত একটী খাল কাটিল; অমনি নদীর জল বেগে হ্রদে পতিত হইতে লাগিল। অনতিবিলম্বেই নদীর তল দৃষ্ট হইল। ইতিমধ্যে খস্র আপনার সৈন্য দুই অংশে বিভাগ করিয়াছিলেন; এক অংশ তিনি নগরের এক পার্শ্বে, অর্থাৎ নদীর প্রবেশ-স্থলে নিযুক্ত করেন; অন্য অংশটী নগরের অপর পার্শ্বে, যথা, নদীর প্রস্থান-

তবুও খস্র চরিতার্থ হইলেন।

স্থলে নিযুক্ত হইল। এক নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত দেখিবা-মাত্র দুইটী দল অগ্রসর হইয়া দ্বার ভাঙ্গনে উদ্যত হইল। কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার! সৈন্যেরা উপ-স্থিত হইয়া টের পাইল যে, দ্বার বদ্ধ নহে, উভয় মুক্ত রহিল; তাহার কারণ এই, নগরস্থ জনেরা, রাজা, সৈন্য, প্রজা সকলেই, আমোদে মত্ত হইয়া নগর রক্ষণে এক-কালে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল; এবং নদীর দ্বার বদ্ধ করিতে যাহাদের অধিকার ছিল তাহারাও সেই রাত্রি মত্ত হইয়া তাহা খোলা রাখিয়াছিল।

নদীর দ্বার মুক্ত রহিল।

সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ অবাধে নগরে প্রবিষ্ট হইল, তাহারা অভ্যন্তরে উপস্থিত হওয়াতে বিস্মিত ও ভয়াকুল বিপক্ষ সকলকে নিপাত করিতে লাগিল; বস্তুতঃ, কি ঘটিয়াছে, তাহা নিশ্চয় না জানাতেই নগরের অধিকাংশ লোক কালকবলে পতিত হইল। কিন্তু খস্র সৈন্যের উভয় দলস্থ জনকে ইহা আদেশ করিয়াছিলেন যে, নগরে প্রবিষ্ট হইলেই তাহারা অবিলম্বে রাজবা-টীর অভিমুখে গমন করিবে। উক্ত প্রাসাদের চমৎকার ভাব ও অবয়ব ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে: উহা নদীর পূর্ব্বদিগে নগরের মধ্যস্থলে স্থাপিত ছিল। পাঠকগণ স্মরণ করিবেন যে, বাবিলোণের ব্যাস ন্যূনাধিক সাড়ে সাত

সৈন্যেরা দুই দলে রাজপ্রাসাদের অভি-মুখে গমন করে।

ক্রোশ ছিল; তবে সৈন্যের যে দুই দল নগরের দুই প্রান্তে প্রবেশ করিয়াছিল, উহাদিগকে রাজবাটী উপস্থিত হইতে ৩ ক্রোশের অধিক পথ পর্য্যটন করিতে হইল। খস্রের অভিসন্ধি ছিল যে, দুইটী দল তথায় এক সময়ে উপনীত হইয়া অকস্মাৎ রাজপ্রাসাদ আক্রমণপূর্ব্বক হস্তগত করে।

আমরা ক্ষণেককাল ঐ জয়কারী গমনশীল সৈন্যকে পরিত্যাগ করিয়া রাজবাটীতে কি ঘটিতেছে তাহা অনুসন্ধান করি। সেই রাত্রি বাবিলোণের রাজা আপনার অধীনস্থ ভূপতিগণ ও অমাত্যবর্গের সহিত মহা ভোজে আমোদ প্রমোদ করিতেছিল। অত্যন্ত কোলাহল ও উল্লাসধ্বনি হইতেছে; এমন সময়ে হঠাৎ এক অপূর্ব্ব ত্রাসজনক সংঘটন দর্শকগণের বিস্মিত নেত্রপথে পতিত হইল। দানিয়েল উহা চাক্ষুষ দেখিয়া তদ্বিষয়ে এরূপ লিখিয়াছেন "রাজা বেল্‌শৎসর আপন সহস্র অমাত্যের নিমিত্তে মহাভোজ প্রস্তুত করিল, এবং সেই সহস্রের সাক্ষাতে দ্রাক্ষারস পান করিল। পরে দ্রাক্ষারস তাহাকে পরাভূত করিলে বেল্‌শৎসর আপন পিতা সিবুখদ্‌নিৎসর কর্তৃক যিরূশালেমস্থ মন্দিরহইতে অপহৃত স্বর্ণের ও রূপার পাত্র সকল রাজার ও তাহার অমাত্য ও পত্নী

সেই রাত্রি রাজপ্রাসাদের মধ্যে কীদৃশ ঘটনা ঘটিতেছিল।

ও উপপত্নীগণের পানার্থে আনিতে আজ্ঞা করিল। তখন যিরূশালেমস্থ প্রাসাদহইতে অর্থাৎ ঈশ্বরের মন্দিরহইতে অপহৃত সুবর্ণপাত্র সকল আনীত হইলে রাজা ও তাহার অমাত্য ও পত্নী ও উপপত্নীগণ তাহাতে পান করিল; এবং দ্রাক্ষারস পান করিতে২ আপনাদের সুবর্ণ ও রূপ্য ও পিত্তল ও লৌহ ও কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্ম্মিত দেবগণের স্তব করিতে লাগিল। তদ্দণ্ডে মনুষ্যহস্তের অঙ্গুলি আসিয়া রাজবাটীর ভিত্তির লেপনের উপর দীপাধারের সম্মুখে লিখিল, যে হস্তখান লিখিতেছিল, তাহা রাজা দেখিল; তাহাতে রাজার মুখ বিবর্ণ হইল, ও সে ভাবনাতে এমত ব্যাকুল হইল যে তাহার কটিদেশের গ্রন্থি শিথিল হইল ও তাহার হাঁটুতে হাঁটু আঘাত করিতে লাগিল। তখন রাজা গণক ও কস্‌দীয় ও জ্যোতির্ব্বেত্তা লোকদিগকে আনিতে উচ্চৈঃস্বরে আজ্ঞা করিল। পরে রাজা বাবিলোণের বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে কহিল, যে জন এই লিপি পাঠ করিয়া তাহার অর্থ আমাকে জানাইবে, সে কৃষ্ণলোহিত বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হইবে, ও তাহার গলে সুবর্ণের হার দত্ত হইবে, ও সে রাজ্যের তৃতীয় কর্ত্তা হইবে। কিন্তু বিদ্বানগণ ভিতরে আসিয়া তাহা পাঠ করিতে কিম্বা রাজাকে তাহার অর্থ জানাইতে পারিল

না। তখন বেলশৎসর রাজা অতিশয় ব্যাকুল হইল, ও তাহার মুখ বিবর্ণ হইল ও তাহার অমাত্যগণ উদ্বিগ্ন হইল।” দানিয়েল্ ৫; ১-৯।

হায়! সেই কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ঐ অদ্ভুত মনুষ্যহস্ত কোথাহইতে আসিয়াছে, আর কিবা লিখিয়াছে তাহা কেহই জানিল না বটে; তবে সকলে কেন এমত বিরক্ত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল?

দর্শকেরা কেনই এমত বিরক্ত হইল?

উহাদের সেই উদ্বেগের কারণ এই, প্রত্যেক জনের হৃদয়ে ঈদৃশ শব্দ শ্রুত হইতেছিল যে “এই সংঘটন অবশ্যই অমঙ্গলসূচক, আর ঐ দৈব-রচনা আমাদের দণ্ডাজ্ঞা হইতে পারে।” বস্তুতঃ তাহাদের এই রূপ উদ্ভাবন যথার্থই ছিল।

অবশেষে, বাবিলোণের পণ্ডিতগণ সেই লেখার অর্থ প্রকাশ করিতে অপারগ হওয়াতে দানিয়েল আনীত হইয়াছিলেন। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে দানিয়েল নিবুখদ্‌নিৎসরের একটী বিশেষ স্বপ্নের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তৎকালে উক্ত রাজা তাঁহাকে বাবিলোণের রাজ্যে অত্যন্ত সম্মানিত ও উচ্চপদান্বিত করিয়াছিলেন; (দানিয়েল ২; ৪৮।) কিন্তু নিবুখদ্‌নিৎসরের মৃত্যু হইলে পরে সেই ধার্ম্মিক প্রবাচক পদচ্যুত হইয়া প্রায় সকলের বিস্মৃত হইয়াছিলেন। পরন্তু, কেহ ঐ হস্ত-লিখিত বাক্যচয়ের ভাব

প্রকাশ করিতে না পারিলে বেল্শৎসরের মাতা দানিয়েলকে স্মরণ করে এবং রাজার নিকটে গিয়া তাঁহাকে আনিতে অনুরোধ করিল।

বৃদ্ধ দানিয়েল উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে বিনীতভাবে ঐ হস্তরচনার ভাব ব্যক্ত করিতে বিনতি করিল। সেই ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি রাজ-ভবনে দাঁড়াইয়া, নির্ভয়ে সকলের সাক্ষাতে রা-জাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন "হে বেল্শৎসর, তুমি স্বর্গাধিপতির বিরুদ্ধে আপনাকে উন্নত করিয়াছ, এবং তাঁহার মন্দিরের পাত্র তোমার সম্মুখে আনীত হইলে, তুমি ও তোমার অমাত্যগণ ও তোমার পত্নী ও উপপত্নীগণ তাহাতে দ্রাক্ষারস পান করিয়াছ; এবং রূপ্যময় ও সুবর্ণময় ও পিত্তলময় ও কাষ্ঠময় ও প্রস্তরময় যে দেবগণ দেখিতে পায় না, ও শুনিতে পায় না, ও বুঝিতে পারে না, তাহাদের প্রশংসা তুমি করিয়াছ; কিন্তু তোমার প্রাণ যাঁহার হস্তগত ও তোমার সকল গতি যাঁহার অধীন, সেই ঈশ্বরের সমাদর তুমি কর নাই; এই জন্যে ঈশ্বরকর্তৃক একখান হস্ত প্রেরিত ও এই কথা লিখিত হইল; সে লিখিত কথা এই, মিনে, মিনে, তিকেল, উপারসীন; ইহার অর্থ এই, মিনে, (গণনা) অর্থাৎ ঈশ্বর তোমার রাজ্য

দানিয়েল আনীত হইয়া ঐ হস্তরচনার ভয়ানক ভাব ব্যক্ত করেন।

গণনা ও শেষ করিয়াছেন। তিকেল (তৌল) অর্থাৎ তুমি তৌলেতে পরিমিত হইয়া লঘুরূপে প্রকাশ পাইয়াছ। উপারসীন (বিভাগ) অর্থাৎ তোমার রাজ্য বিভক্ত হইয়া মাদীয় ও পারসীয়দিগকে দত্ত হইবে। তখন বেল্‌শৎসরের আজ্ঞাতে দানিয়েল কৃষ্ণলোহিত বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হইল, ও তাঁহার গলে সুবর্ণের হার দেওয়া গেল, এবং সে যে রাজ্যের তৃতীয় কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত হইল, এই কথা ঘোষণা-দ্বারা প্রচারিত হইল।" দানিয়েল ৫ ; ২২-২৯।

রাজা প্রবাচকের প্রমুখাৎ আপনার বিনাশের সংবাদ শুনিয়াও রুষ্ট হইল না, বরঞ্চ তাহা সত্য ও মাননীয় বলিয়া দানিয়েলকে পুরস্কৃত করিল, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। বুঝি, বেল্‌শৎসর অনুমান করিল যে, ঐ গম্ভীর দৈববাণী শীঘ্রই সম্পাদিত হইবে না, এবং কি জানি, সেই ধার্ম্মিক ভবিষ্যদ্বক্তাকে যথোচিতরূপে অভ্যর্থনা করিলে, ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া তাহাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু কোন পাপী এক বার পরমেশ্বরের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিলে তাহার নিস্তার পাইবার আর সম্ভাবনা নাই। মিনে, মিনে, তিকেল, উপারসীন; যৎকালে ঐ অদ্ভুত হস্ত এই বাক্যপুঞ্জ প্রাচীরে রচনা করিতেছিল, তৎকালে খস্রের সৈন্যের দুই

রাজা কি উদ্দেশে দানিয়েলকে পুরস্কার দান করিল?

দল নগরের দুই পার্শ্বে প্রবেশ করিতেছিল। মি-নের অর্থ গণনা, অর্থাৎ বাবিলোণের দিন গণনা করা হইয়াছে, অদ্য রাত্রি তাহার শেষ হইবে; তিকেলের অর্থ তৌল, অর্থাৎ, বাবিলোণের গুণ তৌল করা হইয়াছে, তাহা লঘু ও নিরর্থক হইয়া অগ্রাহ্য হইল; উপারসীনের অর্থ বিভাগ, কে-ননা বাবিলোণ সাম্রাজ্য অদ্যাবধি মাদীয় ও পারসীয়দের মধ্যে বিভক্ত করা হইয়াছে: ইহাই ঈশ্বরের বিধান, এবং তৎদণ্ডে তাহা সম্পন্ন হই-য়াছিল।

দুইটী সৈন্যদল এক সঙ্গে দূতগণের সমভিব্যাহারে রাজ-ভবনে উপস্থিত হয়।

খস্রের আজ্ঞানুসারে দুইটী সৈন্যদল যাবৎ শুষ্ক নদী মধ্য দিয়া গমন করিতেছিল, তাবৎ উহা-দের অগ্রে কএক জন বাবিলোণীয় দূত ধাবমান হইয়া পলায়ন করিল; ইহারা, সৈন্যেরা না উপস্থিত হইতে হই-তেই, রাজাকে ঐ দুর্ঘটনা জানা-ইতে চাহিল। কিন্তু সৈন্যেরা এমন দ্রুতবেগে গমন করিল যে, তাহারা প্রায় দূতগণের সমভিব্যাহারেই উপস্থিত হইল। রাজভবনের সমীপবর্ত্তী হইবা-মাত্রে তাহারা উহার রক্ষাকারী সেনা সকলকে বি-নষ্ট করিল। ইতিমধ্যে রাজা বাহিরের গণ্ডগোল শ্রবণ করিয়া তাহার কারণ জানাইবার জন্যে কএক জন পরিচারককে পাঠাইল। ইহারা সামান্য পরি-

চারক ছিল না; বস্তুতঃ ইহারা বেল্‌শৎসরের অধী-নস্থ বিদেশীয় রাজা ছিল। ইহারা রাজবাটীর দ্বার খুলিলে খস্র সৈন্যের সঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া অন্ত-রস্থ তাবৎ লোককে খড়্গাঘাতে নিপাত করিল। তদ্বিষয়ে দানিয়েল লিখিয়াছেন যে, "সেই রা-ত্রিতে কস্‌দীয়দের রাজা বেল্‌শৎসর হত হইল।" দানিয়েল ৫; ৩০। হিরদটস্‌ ও সেনফন্‌ পুরাকা-লীন গ্রন্থকারদ্বয়ও তদ্রূপ প্রমাণ দিয়াছেন। কিন্তু ইহারা আরো লিখেন যে, সেই রাত্রি যাহারা বেল্‌শৎসরের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিতেছিল ঐ বিদেশীয় রাজগণ ও অমাত্যবর্গের অধিকাং-শই লোক মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইল। হায়! এক ঘণ্টার মধ্যে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন; যথায় কি-য়ৎক্ষণ পূর্ব্বে গান বাদ্য ও রঙ্গরসের ধ্বনি শ্রুত হইতেছিল, তথায় কেবল হাহাকার শব্দ শুনা গেল; যথায় হৃষ্টচিত্ত সভাস্থগণ অপরিমিতরূপে দ্রা-ক্ষারস পান করিতেছিল, তথায় উহাদেরই রক্ত বাহুল্যরূপে পাতিত হইল। দানিয়েল, রাজার দত্ত কৃষ্ণলোহিত বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হইয়া প্রস্থান করি-য়াছিলেন, কিন্তু ক্ষণেক বিলম্বে ঐ রাজার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত শরীর তথায় অবলোকিত হইল।

এক্ষণে প্রস্তাবিত সংঘটনে কোন্‌২ স্থলে ভবি-ষ্যদ্বাণী সিদ্ধ হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করি। প্রথমে

বাবিলোণ হঠাৎ শত্রুহস্তগত হইল, ইহা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

আমরা দেখিয়াছি যে, খস্র কৌশল পূর্ব্বক হঠাৎ বাবিলোণকে হস্তগত করিলেন। প্রবাচক কেমন বিলক্ষণ রূপে ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রকাশ হইতেছে; যিরিমিয় তদ্বিষয়ে লিখেন “হে বাবিলোণ, আমি তোমার নিমিত্তে যে ফাঁদ পাতিয়াছি তুমি না জানিয়া তাহাতে ধৃত হইবা; তুমি পরমেশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছ, এই নিমিত্তে ধৃত ও বদ্ধ হইয়া বাবিলোণ অকস্মাৎ পতিত ও উচ্ছিন্ন হইবে; শেশক (বাবিলোণ) কেমন শত্রুহস্তগত, ও তাবৎ পৃথিবীর শিরোমণি কেমন হঠাৎ শত্রুহস্তগত হইবে!” যিরিমিয় ৫০; ২৪ আর ৫১; ৪, ৪১।

কোন্ সময়ে উহার পতন হইবে।

আবার কথিত হইয়াছে যে, বাবিলোণ মহোৎসবের আমোদ-সময়ে শত্রুহস্তগত হইল, পাঠকগণ পুনশ্চ দৈববাণী শ্রবণ করুন “পরমেশ্বর কহেন, আমি তাহাদের সুখের সময়ে তাহাদের ভোজ প্রস্তুত করিব, ও তাহাদিগকে এমত উন্মত্ত করিব, যে তাহারা উল্লাস করণানন্তর মহানিদ্রাগ্রস্ত হইবে, আর জাগ্রৎ হইবে না।” যিরিমিয় ৫১; ৩৯।

এই স্থলে উপরোক্ত দুই গ্রীক দেশীয় গ্রন্থকারের শব্দ উত্থাপন করা বিহিত বোধ হইতেছে;

বাস্তবিক উহাদের রচিত পুরাবৃত্ত ঠিক যেন ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিধ্বনির ন্যায় আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। হিরদটস লিখেন যে "বাবিলোণ নিবাসীগণ যদি খস্রের সঙ্কল্প অবগত হইত, তাহা হইলে তাহারা অনায়াসে তাহা বিফল করিতে পারিত; কিন্তু পারসীয়েরা উহাদের অজ্ঞাতসারে অকস্মাৎ তাহাদিগের মধ্যবর্ত্তী হইল; এবং নগরস্থ লোকেরা যেমন বলে, বাবিলোণ এমত বৃহৎ ও বিস্তীর্ণ ছিল যে, যাবৎ প্রান্তস্থিত লোক সকল শত্রুহস্তে পতিত হইতেছিল তাবৎ নগরের অন্তরস্থ জনেরা নিশ্চিন্ত হইয়া ভোজন ও নৃত্যাদি আমোদে সময় অতিবাহিত করিতেছিল।" সেনফনও তাদৃশ লিখেন যে "বাবিলোণ নিবাসীগণ মহোৎসব পালনে মদ্যপান ও কৌতুকাদি আমোদে সমস্ত রাত্রি যাপন করিতেছিল, এমন সময়ে শত্রুরা তাহাদের উপর আক্রমণ করিল।"

হিরদটস ও সেনফনের উপাখ্যান ঠিক ভবিষ্যদ্বক্তার উক্তির সহিত মিলে।

অধিকন্তু উক্ত হইয়াছে যে, সৈন্যগণ নদীর শুষ্ক তল দিয়া গমন করিয়া অনবরুদ্ধ হইয়া মুক্ত দ্বারে প্রবিষ্ট হইল। বাবিলোণীয়েরা যে ভ্রমবশতঃ সেই রাত্রি নগরের দুই দিগে দ্বার মুক্ত রাখিয়া বিপক্ষগণের সহায়তা করিয়াছিল, ইহা যত অসম্ভব বোধ হউক না

সৈন্য মুক্ত দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইল ইহাও পূর্ব্বলক্ষিত হইয়াছিল।

কেন, ভবিষ্যদ্বক্তা তাহার ১৫০ বৎসর পূর্ব্বেই তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; তাঁহার উক্তি এই "পরমেশ্বর আপন অভিষিক্ত খস্রের বিষয়ে এই কথা কহেন, আমি তোমার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া তোমার সম্মুখে অন্যজাতীয়দিগকে পরাস্ত করিব ও রাজগণের কটিবন্ধন মুক্ত করিব, ও তোমার অগ্রে দুই কপাট বিশিষ্ট দ্বার মুক্ত করিব, তাহাতে দ্বার বদ্ধ হইবে না।" যিশায়িয় ৪৫; ১।

সেই ভীষণ রাত্রির এক ক্ষুদ্র গতি আমাদের বিবেচনীয়। প্রবাচকটী নিম্নলিখিত বাক্যে তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন "এবং নগরের এক দিক্ শত্রু-হস্তগত হইল, এই সংবাদ বাবিলোণের রাজাকে দিতে এক ধাবক অন্য ধাবকের ও এক দূত অন্য দূতের অভিমুখে দৌড়িবে।" যিরিমিয় ১; ৩১।

ধাবমান দূতগণ বিষয়ক এক বিশেষ পূর্ব্বোল্লেখ সিদ্ধ হইল।

পাঠকেরা মনোনিবেশ পূর্ব্বক এই বাক্যটী আলোচনা করিয়া দেখিবেন যে, উহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একান্ত অসঙ্গত ও অসম্ভব; যদি নগরের কেবল এক দিক্ শত্রুর হস্তে পতিত হইত তবে দূতগণ সকলে ঐ এক দিক্ হইতে দৌড়িয়া সঙ্গে ২ রাজভবনে গমন করিত; কিন্তু বাবিলোণের পতনের অনেক পূর্ব্বে প্রবাচক উল্লেখ করিয়াছিলেন যে "ধাবক ধাব-

কের ও দূত দূতের অভিমুখে রাজার সন্নিধানে দৌড়িবে” অর্থাৎ উহারা নগরের অপর দুই ভিন্ন পার্শ্বহইতে দৌড়িয়া নগরের মধ্যস্থিত রাজবাটীতে উপস্থিত হইবে। ঠিক তাদৃশ ঘটিল; যখন খস্রের একটী সৈন্যদল নগরের উত্তরাঞ্চল হস্তগত করিল, তৎসময়ে অন্য দলটী নগরের দক্ষিণাঞ্চলও অধিকার করিল; তাহাতে বাবিলোণীয় দূতেরা অগত্যা নগরের ভিন্ন দুই দিগহইতে সংবাদ দিতে দৌড়িয়া আইল; কিন্তু প্রবাচক যেমন বলেন, উভয়ের সমাচার একই ছিল; অপর দিগে কি ঘটিয়াছে তাহা না জানিয়া প্রত্যেকে চেঁচাইয়া ডাকিল যে “নগরের এক দিক্ শত্রুহস্তগত হইল।” এবম্বিধ চিহ্নদ্বারা আমরা স্পষ্টই নির্ণয় করিতেছি যে, বাবিলোণের আক্রমণের সমুদয় প্রণালী পূর্ব্বদৃষ্ট ও পূর্ব্বলক্ষিত হইয়াছিল।

কিন্তু বাবিলোণের ধ্বংসপ্রণালী বিলক্ষণ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সুধু তাহা নয়; ঈশ্বরের আবির্ভাবদ্বারা তাহার ঘটিবার সময়ও নিশ্চয়ই নিরূপিত হইয়াছিল। •নিবুখদ্নিৎসরের রাজত্ব কালের প্রারম্ভে, যৎসময়ে বাবিলোণ সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শনে সমুদয় জগৎ বিস্ময়াপন্ন হইতেছিল, তৎকালে যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তা উহার অন্তিমকাল

বাবিলোণ সাম্রাজ্যের উৎপাটন সময়ও ঠিক নিরূপিত হইয়াছিল।

স্পষ্টই লক্ষ্য করিলেন; তাঁহার উক্তি এই "পরমেশ্বর কহেন, সত্তর বৎসর সম্পূর্ণ হইলে আমি বাবিলোণের রাজাকে ও তদ্দেশীয় লোকদিগকে তাহাদের অপরাধের সমুচিত প্রতিফল দিব, এবং কলদীয়দের দেশের নিত্যস্থায়ী বিনাশ ঘটাইব।" যিরিমিয় ২৫; ১২।

তবে পরমেশ্বর এরূপ বিধান করিয়াছিলেন যে, নিবুখদনিৎসরের কর্ত্তৃত্বের প্রথম বৎসর অবধি তদীয় রাজ্যের উৎপাটন পর্য্যন্ত কেবল সত্তর বৎসর অতীত হইবে। বাস্তবিক, যিরিমিয়ের লিখন সময়ে এবং তাহার অনেক পরে বাবিলোণ এমন সৌভাগ্যশালী ছিল যে, উহা যুগযুগান্ত থাকিবেই, প্রায় সকলের ঈদৃশ অনুভব হইত। কিন্তু যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকালদর্শী, সেই চিরস্থায়ী রাজাধিরাজ উক্ত সাম্রাজ্যের স্থিতিকাল সত্তর বৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি যেমন বলিলেন তদ্রূপ ঘটিল, ঠিক ঐ সত্তর বৎসরের শেষে বাবিলোণ নগর খস্রের হস্তগত হইল এবং সেই দিনাবধি কস্‌দীয় সাম্রাজ্যের লোপ হইল।

পারসীয় সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হয়।

কিন্তু যদ্যপি তৎসময়ে কস্‌দীয় বৃহৎ সাম্রাজ্যের অবসান হইল, তথাপি বাবিলোণ রাজধানী স্থায়ী রহিল, এবং তৎপরে যে মাদীয় ও পারসীয় রাজগণ নূতন সা

রাজ্যে অধিরূঢ় হইল, তাঁহারাও তন্মধ্যে অব-স্থিতি করিতেন।

বিজয়ী খস্র স্বার্থপরতা পরিহার পূর্ব্বক ঐ বি-স্তীর্ণ রাজ্য আপনার শ্বশুর দারার হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি প্রজাগণের মধ্যে পরিগণিত হই-লেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে দারা রাজা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে মহোদয় খস্রের রাজ্যাভিষেক হইল।

খস্র বন্দি যিহূদি-দিগকে মুক্ত করেন।

সেই যথার্থ ও ন্যায়বান ভূপতি সিংহাসনোপবিষ্ট হইবামাত্র দীন-হীন যিহূদি লোকদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন; তৎসময়ে উহাদের বাবিলোণে নিরূপিত সত্তরবর্ষের দাসত্ব সমাপ্ত হইল। খস্র পরমেশ্বরের পূর্ব্বনিরূ-পণানুসারে তাহাদিগের বন্দিত্বশৃঙ্খল ছেদন করিয়া স্বদেশে যাইতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে রিক্তহস্তে যাইতে দিলেন না। নিবু-খদ্‌নিৎসর সত্তর বৎসর পূর্ব্বে যিরূশালেম মন্দির-

তিনি উহাদিগকে মন্দিরের স্বর্ণময় পাত্রগুলিন ফিরাইয়া দিলেন; এবং মন্দির পুনঃস্থাপনের বিষয়ে আজ্ঞা দিলেন।

হইতে যে পবিত্র স্বর্ণময় পাত্র গুলিন অপহরণ করিয়াছিল, আর বেল্‌শৎসর রাজা উহার পূর্ব্বোক্ত শেষ ভোজে যে অব্যবহার্য্য পাত্র সকল ব্যবহার করিয়াছিল, বদান্য খস্র সেই সমুদয় পাত্র যিহূদিগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া বিদায় করিলেন। তিনি আরো যিরূশা-

লেমে মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন; এবং সেই মহৎ কার্য্যের নিমিত্তে উপকরণের অভাব না হয়, এতদর্থে তিনি প্রচার করিলেন যে, যিহূদীদের নিকটবর্ত্তি ভিন্নজাতীয়েরা আবশ্যকীয় সামগ্রী দান করিয়া উহাদের সহায়তা করিবে। ইষ্রা ১; ৩, ৪-৮।

ইতিপূর্ব্বে খস্র বিষয়ক নানা দৈববাণী ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, তাঁহার জন্মের অনেক কাল পূর্ব্বে পরমেশ্বর ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার নামও উল্লেখ করিয়াছিলেন, এবং বাবিলোণের জয়কারী হইতে ও যিহূদি লোকদের মুক্তি করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

যিশায়িয়দ্বারা এই বিষয়টী উল্লেখিত হইয়াছিল।

তদ্রূপ খস্র মন্দিরের বিষয়ে যে আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন করিলেন, তাহাও অতি বিলক্ষণ রূপে যিশায়িয়দ্বারা উপলক্ষিত হইয়াছিল। খস্রের জন্মের ১৫০ বৎসর অগ্রে তদ্বিষয়ে এই রূপ উক্ত হইল, "পরমেশ্বর খস্রকে কহেন, তুমি আমার নিযুক্ত পালরক্ষক, আমার সকল অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবা, এবং যিরূশালেমকে কহিবা, তুমি পুনর্নির্ম্মিত হও, ও মন্দিরকে কহিবা, তোমার ভিত্তিমূল স্থাপিত হউক।" যিশায়িয় ৪৪; ২৮।

জোসীফস্ নামক যিহূদিগ্রন্থকার এই বিষয়ে

এরূপ লিখিয়াছেন “যিশায়িয় ২১০ বৎসর পূর্ব্বে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, খস্র উহা পাঠ করিয়া ঐ সকল বিষয় অবগত হইলেন। যিশায়িয় মন্দিরের ধ্বংস হওনের ১৪০ বৎসর পূর্ব্বে তাহার পুনর্নির্ম্মাণের কথা প্রসঙ্গ করিলেন; খস্র উক্ত বিষয় সকল অধ্যয়ন করাতে ঐশিক বাণীতে বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এবং তাহা পাঠ করিতে করিতেই আজ্ঞাপিত বিষয় সাধন করিবার প্রবৃত্তি ও উৎসাহ তাঁহার অন্তরে প্রস্ফুটিত হইল।”

জোসীফস্ ইহা যথার্থ লিখিয়াছেন। খস্র স্বয়ং ভক্তি পূর্ব্বক ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছার পালনে প্রবর্ত্তিত হইয়া উঠিলেন। পাঠকগণ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কি প্রকারে যিহূদি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয়ে জ্ঞাত ও অনুরক্ত হইলেন, আমরা নিশ্চয়ই উহার প্রত্যুত্তর দিতে পারি না; কিন্তু বোধ হয়, আমরা সম্ভাব্যরূপে এই ব্যাপার ব্যাখ্যা করিতে পারি। দারা রাজা ধর্ম্মনিষ্ঠ দানিয়েলকে পারসীয় সাম্রাজ্যে অতিশয় উচ্চপদান্বিত করিয়াছিলেন; তাহাতে অন্যান্য রাজকীয় লোক সকল ঐ ধার্ম্মিকের প্রতি হিংসাপন্ন হওয়াতে তাঁহার বিনাশে সচেষ্ট হইল। তাহারা অবগত ছিল যে, দানিয়েল প্রত্যহ তিন বার ঈশ্বরো-

খস্র কি প্রকারে যিহূদি ধর্ম্মশাস্ত্রের

প্রতি এমন অনুরক্ত হইলেন।

দেশে প্রার্থনা করিতেন; তাহারা রাজাকে বিজ্ঞাপন পত্রদ্বারা ৩০ দিন ব্যাপিয়া প্রার্থনাদি কর্ম্ম স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিল। দারা সম্মত হইলেন এবং উহাদের প্রবৃত্ত্যনুসারে বিধান করিলেন যে, সেই ৩০ দিবসের মধ্যে কেহ কোন দেবতার নিকটে প্রার্থনা করিলে সে সিংহগণের গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইবে। ঐ দুরন্ত দ্বেষকারীরা চরিতার্থ হইল; দানিয়েল রাজাজ্ঞা লংঘন করিয়া আপনার দিবসিক উপাসনা-ক্রিয়া সাধন করিলেন; তিনি হিংস্রক পশুগণের নিকট সমর্পিত হইলেন; কিন্তু ঈশ্বর দূত প্রেরণ পূর্ব্বক উহাদের মুখ বদ্ধ করাতে তাঁহার বিশ্বস্ত সেবককে উদ্ধার করিলেন। এই অদ্ভুত সংঘটনে রাজার এমন চেতনা হইল যে তিনি স্বীয় প্রজাগণের মধ্যে ইহা ঘোষণা করাইলেন "আমি এই আজ্ঞা প্রচার করি-তেছি, আমার রাজ্যের অধীন তাবৎ স্থানের লোক দানিয়েলের ঈশ্বরের সাক্ষাতে কম্পবান হউক ও তাঁহাকে ভয় করুক, কেননা তিনি অমর ঈশ্বর ও নিত্যস্থায়ী এবং তাঁহার রাজ্য অবিনাশ্য ও তাঁহার কর্ত্তৃত্ব শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে।" দানি-য়েল ৬; ২৬।

তবে সরলাচারী খস্রু উপরোক্ত চমৎকার ব্যা-

পারের বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া দানিয়েলের প্রতি প্রীত হইলেন ও তাঁহার সহিত আলাপ করাতে সত্য ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন, ইহা নিতান্ত সম্ভব ও যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ দানিয়েল যে দারা ও খস্র উভয়ের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, নিম্নলিখিত বাক্যে তাহা প্রতীয়মান হইতেছে "অনন্তর সেই দানিয়েল দারার ও পারসীয় খস্রের অধিকারে ভাগ্যবান হইলেন।" দানিয়েল ৬; ২৭।

বুঝি, যৎকালে খস্র বাবিলোণে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তৎকালে তিনি সত্য ঈশ্বর ও ত্রাণদায়ক ধর্ম্মের বিষয়ে একান্ত অজ্ঞান ছিলেন; কিন্তু যিনি তাঁহাকে তথায় আনয়ন করিয়াছিলেন সেই কৃপাময় ঈশ্বর তথায় তাঁহাকে আপনার পরিচয় দান করিলেন। খস্র পরে অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বরে নিষ্কপটরূপে বিশ্বাস করিলেন ও ভক্তিভাবে তাঁহাকে স্বীকার করিতে প্রবর্ত্তিত হইলেন, তাঁহার ঘোষণাপত্রই ইহার সাক্ষী;

ভক্তিশীল খস্রের ঘোষণাপত্র।

লেখা আছে "পরমেশ্বর পারসের রাজা খস্রের মনে প্রবৃত্তি দিলে, তিনি আপনার রাজ্যের সর্ব্বত্র এই কথা ঘোষণা করাইলেন ও লেখাইলেন; পারসের রাজা খস্র এই কথা কহে, স্বর্গীয় প্রভু পরমেশ্বর পৃথিবীর সকল রাজ্য আমাকে দিলেন, এবং

যিহূদা দেশস্থ যিরূশালেমে তাঁহার মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করাইতে আমাকে আজ্ঞা করিলেন; তিনিই সত্য ঈশ্বর।” ইস্রা ১; ১, ২। খস্রু বাবিলোণে অবস্থিতি পূর্ব্বক সাত বৎসরের জন্যে বিলক্ষণ কৌশল ও ন্যায় সহকারে পারসীয় সাম্রাজ্যের উপর রাজত্ব করিলেন। তিনি রাজধানীর ঐশ্বর্য্য রক্ষা ও বর্দ্ধমান করিলেন। তিনি থাকিতে বাবিলোণ বিষয়ক অভিসম্পাত অনেক দূর পর্য্যন্ত সিদ্ধির সাপেক্ষ রহিল; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে কালক্রমে ঈশ্বরোক্তি সকল সম্যক্‌রূপে সম্পাদিত হইল।

খস্রুর সময়ে নগরের প্রাচীরাদি স্থায়ী রহিল, কিন্তু তদ্বিষয়ে এই দৈববাণী উক্ত হইয়াছিল, “সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, বাবিলোণের প্রশস্ত প্রাচীর সমূলে ভগ্ন হইবে, ও তাহার উচ্চ দ্বার অগ্নিতে দগ্ধ হইবে।” যিরিমিয় ৫১; ৫৮। এই বাক্যটী সম্পন্ন হইতে হইল। দারা

পূর্ব্বোল্লেখানুসারে বাবিলোণের প্রাচীর ও দ্বার সকল বিনষ্ট হইল।

হাইষ্টাস্পীস্‌ রাজার সময়ে ইহা সিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বের পঞ্চম বর্ষকালে তিনি অনুপস্থিত থাকিতে বাবিলোণনিবাসীরা তাঁহার বিরুদ্ধে উপদ্রব করিয়া তাঁহার অধীনতা অস্বীকার করিল। দারা অনতিবিলম্বে সৈন্য সমভিব্যাহারে নগরের সম্মুখবর্ত্তী হন; কিন্তু তিনি রাজপুরীর পিত্ত-

লময় দ্বার ও দৃঢ়তর প্রাচীর এত সহজে অতিক্রম করিতে সক্ষম নহেন; ফলতঃ তিনি প্রায় দুই বৎসরের জন্যে তাহাতে প্রতিরুদ্ধ রহিলেন। অবশেষে, নগরে আর বার প্রবিষ্ট হইয়া তিনি সেরূপ প্রতিবন্ধক এককালে নিরাকরণ করিবার জন্য উহার প্রশস্ত প্রাচীর সকল সমূলে উৎপাটন করিলেন এবং তাহার উচ্চ দ্বার সকল বিনষ্ট করিলেন। তাহাতে তিনি অজ্ঞাতসারে প্রবাচকের উক্তি রক্ষা ও সফল করিলেন।

বেল্ দেবের মন্দির ও তত্রস্থ প্রতিমা বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য।

অন্য একটী বাণী বাবিলোণের দেবমন্দির ও তত্রত্য প্রতিমাগুলির দণ্ড নিরূপণ করে। ঈশ্বর কহিলেন " আমি বাবিলোণে বেল্ দেবতাকে শাস্তি দিব ও তাহার মুখহইতে তাহার গিলিত দ্রব্য উদ্গীরণ করাইব। দেখ, এমন সময় আসিতেছে যাহাতে আমি বাবিলোণের খোদিত প্রতিমাগণের উপর দণ্ড করিব। " যিরিমিয় ৫১; ৪৪, ৪৭।

পুরাকালীন গ্রীক গ্রন্থকার হিরদটস্ এই বাক্য সম্পাদনের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, এবং তাহা সম্পন্ন হইবার পরে তিনি আপনি বাবিলোণে গিয়া বেল্ দেবের ভগ্ন মন্দির দেখিয়াছিলেন।

সির্ক্সীষদ্বারা তাহা সম্পাদিত হইল।

তিনি লিখেন যে, যৎসময়ে দারার উত্তরাধিকারী সির্ক্সীষ নামক রাজা

গ্রীক লোকদের দ্বারা পরাস্ত হইয়াছিলেন, তৎ-
কালে তিনি বেল্ দেবের মন্দির লুটপাট করি-
লেন। পূর্ব্বতন রাজারা সময়ে২ অন্যান্য দেশের
যে সকল ধন ও সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিল, তা-
হারা বেল্ দেবের মন্দিরে তাহা সংগ্রহ করিল।
সির্ক্সীষের সংগ্রাম করিবার সঙ্গতি আবশ্যক
হইলে তিনি উহা সকলকে আত্মসাৎ করিলেন;
তাহাতে ভবিষ্যদ্বক্তার উল্লেখ ঠিক সিদ্ধ হইল,
যথা, "বেল্ দেব আপনার মুখহইতে তাহার গি-
লিত দ্রব্য উদ্‌গীরণ করিল।"

কিন্তু সির্ক্সীষ সুধু উপার্জ্জিত ধন লইলেন না;
তিনি আরো ঐ মন্দিরস্থ প্রতিমা সকলকে হস্তগত
করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। তবে "আমি
বাবিলোণের খোদিত প্রতিমাগণের উপর দণ্ড
করিব," এই বাণীও তৎসময়ে সম্পন্ন হইল।
অনন্তর, দিগ্বিজয়ী সিকুন্দর রাজা পারসীয় সাম্রাজ্য
উৎপাটন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে গ্রীক সাম্রাজ্য স্থাপন
করিলেন। তিনি বাবিলোণের সৌন্দর্য্যে অতিশয়
পরিতুষ্ট হইলেন, এবং যাহাতে উহা অধিকতর
তেজীয়ান ও মহিমান্বিত হইতে পারে, এমন দৃঢ়
সংকল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে
সমুদয় জগৎ তাঁহার অধীনস্থ হইলে পরে, তিনি
বাবিলোণে অবস্থিতি করাতে তাবত্তীয় দেশ ও জা-

সিকুন্দর রাজা বাবিলোণকে ভূমণ্ডলের রাজধানী করিতে অভিলাষ করেন।

তির উপরে কর্তৃত্ব করিবেন। তিনি অনেক দূর পর্য্যন্ত কৃতার্থ হইলেন; তদানীন্তন ভূমণ্ডলের অধিকাংশই তাঁহার হস্তগত হইল। পরে তিনি আপনার অভিসন্ধি সাধনার্থে বাবিলোণে উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎকালের জন্যে তিনি অতীব যত্ন ও কৌশল সহকারে স্বীয় রাজধানীর ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিলেন। কিন্তু রাজাদের রাজা যে ঈশ্বর, তিনি সেই উদ্ধত অধিরাজের কল্পনা বিফল করিলেন। সিকুন্দরের ত্রিশ বৎসর বয়স অতীত না হইতে হইতেই তিনি মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইলেন। নিবুখদ্নিৎসরের নির্ম্মিত প্রসিদ্ধ রাজবাটীতে তিনি বাস করিতেন; এবং তন্মধ্যেও তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল।

বাবিলোণ সম্পূর্ণ ধ্বংস হইলে পরে কীদৃক অবস্থায় থাকিবেক এবং উহার কি প্রকার চিহ্ন ও লক্ষণ প্রতীত হইবেক, বাইবেলে ইহা প্রস্তাবিত হইয়াছে। পর্য্যটকেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে, ঐ উত্থাপিত লক্ষণ সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সফল করা হইয়াছে।

লেখা আছে "বাবিলোণ প্রস্তরের ঢিবি ও সর্পের বাসস্থান ও বিস্ময়াস্পদ ও নিন্দাস্পদ ও নরশূন্য হইবে।" যিরিমিয় ৫১ : ৩৭। উহা ঠিক তাদৃশ হইয়াছে; বাবিলোণের পূর্ব্বকালীন অসঙ্খ্য

অধিবাসীগণের একান্ত লোপ হইয়াছে, উহাদের এক ব্যক্তিও অবশিষ্ট রহে নাই। বাবিলোণ নর-শূন্য হইয়াছে। যথায় বাবিলোণীয় ব্যবসায়ী কি বিলাসী জনেরা অধিষ্ঠান করিত, তথায় বৃশ্চিক ও সর্পগণ অবস্থিতি করিতেছে।

বাবিলোণের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী।

আর বার প্রবাচক বলেন যে, "বাবিলোণ রাশীকৃত ঢিবি স্বরূপ হইবে।" অধুনা রিচ্ নামক সাহেব উহার বর্ত্তমান অবয়ব অবলোকন করিয়া লিখিয়াছেন যে তথায় "সর্ব্বত্রে বিস্তীর্ণ বহুসঙ্খ্যক ঢিবি মাত্র দর্শকের নেত্রপথে পতিত হয়।" অন্যত্রে পরমেশ্বর কহেন "আমি বাবিলোণকে জলাভূমি করিব।" যিশায়িয় ১৪; ২৩। এই লক্ষণও উপলক্ষিত হইতেছে; উপরোক্ত ঢিবি সকলের মধ্যে যে নিম্নভূমি আছে তন্মধ্যে ফরাৎ নদীর জল সময়ে২ প্রবাহিত হয়; তাহাতে ঢিবি গুলিন ভিন্ন অন্য তাবৎ জমি যথার্থ জলাভূমি বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে।

আবার লেখা আছে "তাহার মধ্যে আর কখন বসতি হইবে না, পুরুষ পুরুষানুক্রমে তাহাতে কেহ বাস করিবে না, এবং আরবীয় লোকেরা সেই স্থানে তাম্বু স্থাপন করিবে না।" যিশায়িয় ১৩; ২০। পর্য্যটনকারীরা বলেন যে, এই বাক্যটী বিলক্ষণ প্রমাণিত হইয়াছে। বাবি-

বাবিলোণের বর্ত্তমান দুর্দশা।

লোণের প্রাক্‌কালীন অধিবাসীরা লোপ হইয়াছে কেবল তাহা নয়, উহাদের পরিবর্ত্তে আর কোন ভিন্ন জাতিও তন্মধ্যে অধিষ্ঠান করে নাই: সেই পরিত্যক্ত নগর পুরুষ পুরুষানুক্রমে নরশূন্য মৃত্যুভূমি মাত্র রহিয়াছে; তথায় মনুষ্যের আর বসতি হয় নাই। প্রবাচক আরো বলেন যে, ভ্রমণকারী আরবীয় লোকেরাও কদাপি এক রাত্রির নিমিত্তেও তথায় আপনাদের তাম্বু স্থাপন করিবে না। সকলে বিদিত আছেন যে, উক্ত অস্থায়ী অসভ্যেরা নিত্য পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, এবং ক্ষণেককালের জন্যে যেখানে সেখানে আবশ্যক মতে অধিবাস করে; কিন্তু আরবীয় লোক সকল বাবিলোণের নির্জন ভূমি অতি ভয়ানক ভূতাবিষ্ট স্থল বুঝিয়া কখন কোন কারণে তন্মধ্যে অবস্থিতি করিবে না পর্য্যটকগণ কহেন যে, উহাদের আবরীয় পথদর্শকেরা দিনাবসান হইলে স্থানান্তরে যাইতে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠে; এবং যত না হউক পারিতোষিকরূপ প্রলোভন দেখাইলে তাহারা কোন প্রকারে ঐ ভীষণ স্থানে এক রাত্রি থাকিবে না।

কোন আরবীয় লোক তথায় অবস্থিতি করিবে না।

ঈশ্বরের অভিসম্পাত সকল বাবিলোণের উপর সম্পন্ন করা হইয়াছে, এবং বংশপরম্পরায় উহা ভ্রষ্টাবস্থায় থাকিতে ঈশ্বরোক্তির সত্যতার সাক্ষি-

স্বরূপ হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বতন নগরের প্রসিদ্ধ দুই বিশেষ চিহ্ন রহিয়াছে। এক দিগে বেল্ দেবের ভগ্ন মন্দির দৃষ্ট হয়; তাহা দেখিতে ৮০ হস্ত উচ্চ এক দগ্ধ গিরির তুল্য। অন্যত্রে নিবুখদ্‌নিৎসরের নির্ম্মিত রাজ-বাটীর ভগ্নাংশ দেখা যাইতেছে; তদ্দর্শনে অবলো-কনকারীর মনে কত প্রগাঢ় চিন্তা উপস্থিত হইতে পারে! ২৪০০ বৎসর পূর্ব্বে উহার ছাতের উপরে ঐ মহীয়ান উদ্ধত ভূপতি বেড়াইয়া আত্মশ্লাঘা করিয়াছিলেন; আবার উহার প্রশস্ত ও শোভা-ন্বিত ভোজালয়ে বেল্‌শৎসর বিনাশের আসন্নবর্ত্তি সময়ে আমোদ প্রমোদ করিতেছিল; উহার প্রা-চীরে ছিন্ন হস্তদ্বারা অলৌকিক সংবাদ রচিত হই-য়াছিল; এবং উহার অভ্যন্তরে জগজ্জয়ী সিকুন্দর সম্রাট পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; নিরীক্ষণ করিতে করিতেই এই সমুদায় ভূতকালীন ব্যাপার দর্শকের স্মৃতিপথে পতিত হয়।

বাবিলোণের বর্ত্ত-মান দুই বিশেষ লক্ষণ।

বাবিলো-ণের মন্দির, রাজভবন, অট্টালিকা প্রভৃতি নরশূন্য ও নিস্তব্ধ বটে, কিন্তু কে না তন্মধ্যহইতে এক গম্ভীর চেতনাদা-য়ক শব্দ শ্রবণ করিতেছে? উহা যেন নিত্য২ কহি-তেছে "অসারের অসার, সকলই অসার; কেবল ঈশ্বরের বাক্যই চিরস্থায়ী ও অবিনাশ্য।"

বাবিলোণের মধ্য-হইতে কীদৃশ শব্দ শ্রুত হওয়া যাই-তেছে?

নিনিবী নগরে যে প্রকার প্রকাণ্ড প্রস্তর ও খোদিত মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তত্তুল্য কিছুই বাবিলোণে প্রকাশ হয় নাই। বস্তুতঃ শেষোক্ত নগর সমুদায় ইষ্টকনির্ম্মিত ছিল। কিন্তু যদিও উহার প্রস্তরময় কোন বিশেষ চিহ্ন উপলক্ষিত হয় নাই, উহার মৃণ্ময় কতকগুলি চিহ্ন রহিয়াছে, এবং তদ্দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্রের বৃত্তান্ত বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করা হইতেছে। উপরোক্ত রাজবাটী যে বাস্তবিক নিবুখদনিৎসরের নির্ম্মিত, তাহার প্রমাণ এই যে, উহার প্রায় সকল ইষ্টকের উপরে ঐ ভূপতির নাম মুদ্রাঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে; ঈদৃশ লেখা আছে "নিবুখদনিৎসর কসদীয় রাজা নাবপলাসরের পুত্র।"

নিবুখদনিৎসরের নাম ভূনির্ম্মিত রাজভবনের ইষ্টকে দৃষ্ট হইতেছে।

আর যদিও দারা রাজা অল্প দিনের জন্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার কর্ত্তৃত্বের স্মরণার্থক একটী বিশেষ চিহ্নও পাওয়া গিয়াছে; তাহা উক্ত রাজার সময়ে গঠিত একটী নালী; উহা এক্ষণে বৃটিষ মিউসীউমে রহিয়াছে; তদুপরে এই বাক্যটী স্পষ্টই মুদ্রিত আছে যথা, "দারা নামক মহারাজা।"

দারা রাজার একটী বিশেষ চিহ্ন।

কিন্তু বেল্‌শৎসর বিষয়ক যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। ঐ রাজার প্রকৃত

নামের বিষয়ে অনেক বিতণ্ডা হইয়াছে; তাহার কারণ এই যে, বাইবেল ভিন্ন আর কোন গ্রন্থে উহার নাম উল্লিখিত হয় নাই। বাইবেলে দানিয়েল লিখিয়াছেন যে, খস্রদ্বারা বাবিলোণের আক্রান্ত হওন সময়ে বেল্‌শৎসর নামক ব্যক্তি কস্‌দীয় সাম্রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব করিতেছিল। পরন্তু, হিরদটস্‌ ও সেনফন্‌ একবারও বেল্‌শৎসরের নাম উল্লেখ করেন নাই, বরঞ্চ উহাদের রচনায় বিপরীত বোধ হইতেছে; কারণ উহাদের বর্ণনানুসারে বেল্‌শৎসর নহে, কিন্তু লাবিনীটিস্‌ নামক অধিরাজ তৎসময়ে রাজত্ব করিতেছিলেন। তবে জিজ্ঞাস্য এই, কোন্‌ কথাই বিশ্বাসযোগ্য; কি দানিয়েলের? কি ঐ দুই প্রাক্তন গ্রন্থকারের? যাহারা বাইবেলের কলঙ্ক অনুসন্ধান করে, তাহারা সহজে এই বিষয় নিষ্পন্ন করিয়া কহিয়াছে যে, “নিশ্চয়ই ইহাতে দানিয়েলের ভ্রম হইয়াছে।” এবং দানিয়েলের এই একটী ভ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক তাহারা বলিয়াছে যে, “দানিয়েলপ্রণীত গ্রন্থে যদি এবম্বিধ গুরুতর ভ্রান্তি থাকে, তবে আর কতই ভ্রম তন্মধ্যে নিহিত থাকিতে পারে? দানিয়েল যদি তাৎকালিক রাজার নাম না জানিলেন, এমন সামান্য বিষয়ে যদি তিনি ভ্রান্তিযুক্ত হন,

বেল্‌শৎসরের নামের বিষয়ে অত্যন্ত বিরোধ হইয়াছে।

অবিশ্বাসীরা কিরূপ নিষ্পন্ন করিয়াছে।

তাহা হইলে, আমরা কি প্রকারে তাঁহাকে যথার্থ ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া মানিব?”

বিশ্বাসী শাস্ত্রজ্ঞ মহাশয়েরা ইতিপূর্ব্বে উক্ত আপত্তির এই রূপ উত্তর প্রদান করিতেন, “কি জানি, বেল্‌শৎসর ও লাবিনীটিস্‌ একই ব্যক্তি ছিলেন; বাইবেলে যাদৃশ অমুক অমুকের দুই তিন বিশেষ নাম উল্লিখিত হইয়াছে, উক্ত রাজার তদ্রূপ ঐ দুই উপাধিও ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা আছে।”

বিশ্বাসী জনেরা কি রূপে এই কাঠিন্য ভঞ্জন করিয়া আসিতেছেন।

বাস্তবিক এতদ্ভিন্ন আর কোন উত্তর প্রয়োগিত হইতে পারে নাই; কিন্তু ইহা অমূলক অনুমান মাত্রই; বলিলেই প্রায় কাহারও বিশ্বাস হইত না; কারণ স্বতন্ত্র আর একটী কাঠিন্য আছে, তাহা এই, দানিয়েলের উক্ত্যনুসারে বেল্‌শৎসর বাবিলোণের পতন সময়ে নগরে উপস্থিত ছিল, কিন্তু ঐ দিগে হিরদটস ও সেন্‌ফন উভয়ে স্পষ্টরূপে কহেন যে, লাবিনীটিস্‌ নগরের অবরুদ্ধ হওন কালে অনুপস্থিত ছিল; তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, খস্রের আগমনের পূর্ব্বে বাবিলোণের অধিপতি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করণার্থে সসৈন্যে বহির্গমন করিলেন; কিন্তু বিজয়ী খস্রের নিকটে পরাজিত হওয়াতে তিনি বার্সিপা নামক নগরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। তবে

বৃত্তান্তদ্বয়ের মধ্যে ঈদৃশ অমেল থাকাতে লাবি-
নীটিস্ ও বেল্‌শংসর একই ব্যক্তি ছিল, এমন কথা
বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

সৌভাগ্যক্রমে এই তাবৎ ব্যাপার অধুনা বিল-
ক্ষণ রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এবং এই বিষয়ে
বাদানুবাদ মাত্র এককালে নিরস্ত হইয়াছে। দা-
নিয়েলের ইহাতে কিছুই ভ্রম নাই তাহার প্রমাণ
এই যে, কবরশায়ী বাবিলোণের ভগ্নাংশের মধ্যে
বেল্‌শংসরের নাম ও উপাধি প্রভৃতি স্পষ্টই
মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। উক্ত মুদ্রার
ভাব এই যে. "বেল্‌শংসর লাবি-
নীটিসের পুত্র ছিলেন, এবং তাঁ-
হার পিতা থাকিতে তিনিও রা-
জপদে নিযুক্ত হইয়া পিতার সমভিব্যাহারে কর্ত্তৃত্ব
করিতেন।" তবে এই আধুনিক আবিষ্ক্রিয়াদ্বারা
আপত্তিকারীরা নিরুত্তর হইয়াছে, ও বিতণ্ডার
শেষও হইল; দানিয়েলের ও অন্যান্য গ্রন্থকারের
অমেলের ছায়ামাত্র আর রহিল না; এই সমুদায়ের
তাৎপর্য্য এই; লাবিনীটিস যখন খস্রের সহিত
যুদ্ধ করণার্থে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার
পুত্র বেল্‌শংসর নগর রক্ষা করিবার জন্যে তন্মধ্যে
রহিলেন. এবং শেষে আপন রাজভবনে রাজ-
পুরুষগণের সহিত সংহত হইয়া পড়িলেন।

আধুনিক আবিষ্ক্রিয়াদ্বারা এই তাবৎ ব্যাপার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

পাঠকগণের স্মরণে থাকিবে যে, যৎকালে পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত লিপি ভোজালয়ের প্রাচীরে লেখা হইয়াছিল, তৎকালে বেল্‌শংসর প্রচার করাইলেন যে, "যে কোন ব্যক্তি উহার অর্থ প্রকাশ করিবে সে রাজ্যের তৃতীয় কর্ত্তা হইবে।" ইতিপূর্ব্বে কেহই এই বাক্যের ভাব বিদিত হয় নাই। যখন যূষফ্ ফিরৌণের স্বপ্নের অর্থ জানাইয়াছিলেন তখন লেখা আছে "তিনি রাজ্যের দ্বিতীয় কর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।" আদিপুস্তক ৪১; ৪০-৪৩। অর্থাৎ তিনি ফিরৌণের পরে দ্বিতীয় কর্ত্তৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নির্দ্দিষ্ট আবিষ্ক্রিয়া হইবার পূর্ব্বে সকলেই এমন অনুভব করিত, যে বাবিলোণের কেবল এক অধিরাজ ছিল; তাহা হইলে বেল্‌শংসরের উক্তি অনর্থক হইত; কিন্তু এখন তাহা সম্পূর্ণ সার্থক ও বোধগম্য হইয়া উঠিয়াছে, যেহেতুক, দানিয়েল লাবিনীটিস ও বেল্‌শংসরের পরে রাজপদে নিযুক্ত হইলে তিনি যথার্থই "রাজ্যের তৃতীয় কর্ত্তা হইতেন।"

আর একটী কঠিন বিষয়।

উহারও সম্প্রতি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

এবম্প্রকারে ঈশ্বরোক্তি সকল কালক্রমে নানাবিধ ঘটনা ও আবিষ্ক্রিয়া সহকারে রক্ষা ও প্রতিপন্ন করা হইতেছে। কোন পর্য্যটক দূরদৃষ্ট

এই সমুদায়ের সিদ্ধান্ত কি?

কুজ্ঝটিকা ভ্রমে অভেদ্য প্রতিবন্ধক যেমন বুঝে, তাদৃশ ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠে অনেকেই হঠাৎ নানা প্রকার অসঙ্গত ও অমেলসূচক বিষয় নির্ণয় করিতে পারে; কিন্তু পর্য্যটক অগ্রসর হইলে যেমন দেখে, যে তাহার অনুভূত প্রতিবন্ধক সকল অসার ও ছায়ামাত্র; তদ্রূপ বাইবেলের পাঠকগণও অবশ্যই দেখিবেন যে, যত দূর অবধি তাঁহারা তত্ত্ব ও অনুসন্ধান করেন, ততই ক্রমশঃ ঐ ধর্ম্মগ্রন্থের কাঠিন্য সকল সহজ ও যুক্তিসিদ্ধ হইয়া প্রতীত হইতে থাকে।

---

৯ অধ্যায়।

মিসর্ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী।

ধর্ম্মগ্রন্থের আদিভাগে এতদ্দেশের দুই বিশেষ নাম উল্লিখিত আছে: উহা কখনো২ মিসর আর কখনো বা হামের ভূমি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। নোহের কনিষ্ঠ পুত্র হাম মিস্রীয়দের আদিপূরুষ ছিল; তাহারই পুত্রের নাম মিসর্ ছিল; তবে এই দুই ব্যক্তি-হইতে দেশের দুইটা উপাধি উৎপন্ন হইল।

মিসরের দুইটী নাম।

মিসরের প্রাকৃতিক কোন বিশেষ সৌন্দর্য্য নাই; উহার ভাব, অবয়ব ও স্বজনিত পদার্থ সকল যৎ-সামান্য বলিলেই বলিতে পারি; সুপ্রসিদ্ধ ও অদ্ভুত নীল নদী উহার গৌরবের প্রধান হেতু, এবং তদুপরে দেশের সমুদায় নির্ভর আছে: সেই নদী মিসরের ভূষণ ও জীবন স্বরূপ; উহা না থাকিলে দেশসমূহ নির্জীব ও নিস্তেজ মরুভূমি মাত্রই হইত।

উহার চমৎকার নদী।

নীল্ নদী আফ্রিকা খণ্ডের মধ্যস্থলে উৎপন্ন হইয়া ২০০০ ক্রোশের অধিক দূরে প্রবাহিত হওয়াতে শেষে মিসরের উত্তরস্থ মেডিটরেনীয়ান্ নামক সমুদ্রে পতিত হয়। উহার একটী আশ্চর্য্য লক্ষণ এই যে, সমুদ্র অবধি ৮০০ ক্রোশ পর্য্যন্ত উহা এককালে স্বতন্ত্র ও অনুপক্লৃত জলস্রোত; তাহাহইতে অনেক শাখা নির্গত হয় বটে, কিন্তু ভিন্ন কোন একটী নদীর জলে তাহার কিছুই সম্বর্দ্ধন ফলে না।

উহার ভাব ও পরিমাণ প্রভৃতি।

সমুদ্র তীর অবধি নীলের প্রথম নির্ঝর পর্য্যন্ত মিসর দেশ সম্পূর্ণ ২৭৫ ক্রোশ দীর্ঘ আছে। প্রায় ২০০ ক্রোশ ব্যাপিয়া পার্শ্বে২ দুইটী পর্ব্বতশ্রেণী আছে; নদী তন্মধ্য দিয়া বহিয়া যায়। *

* পুরাবৃত্তে আমরা অবগত হইতেছি যে, অতি পূর্ব্বকালে নীল নদীর উৎপত্তি-স্থল বিষয়ক প্রগাঢ় বাদানুবাদ হইত; এবং অনেক বার অনেক কৌতূহলাক্রান্ত জনেরা উহা ভঞ্জন করণার্থে তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। খ্রীষ্টের জন্মের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে যিউলীউস্ কৈসর্ নামক রোমীয় অধীশ্বর নীলের জন্মস্থান অন্বেষণ করিতে দুই সেনাপতিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, এবং আমাদের সময়ের পূর্ব্বে কেহই চরিতার্থ হয় নাই। সেই বহুকালীন উদ্দেশ্য অধুনা সফল হইয়া উঠিয়াছে; তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র অন্তর্হিত হইয়াছে। ইহার বৃত্তান্ত এই, ১৮৬২ শালে স্পীক্ ও গ্রাণ্ট বলে দুই ইংরাজী সেনাপতি উক্ত নদীর মস্তক প্রকাশ করিবই বলিয়া তদভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা আফ্রিকার মধ্যভাগস্থ অনেক অসভ্য জাতিগণের মধ্য দিয়া যাইতে সময়ে২ অত্যন্ত আপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তা-

মিসর দেশে বৃষ্টিবর্ষণ প্রায় কদাপি হয় না; তবে নীল নদীতে যদি সেচিত না হইত তাহা হইলে ঐ সমুদয় ভূমি জীবমাত্রের অবস্থিতির নিতান্ত অসম্ভব স্থল হইত।

কিসেতে মিসরের জলসেচন হয়।

কিন্তু জগদীশ্বর আপনার করুণাময় কৌশলানুসারে আবশ্যকীয় পন্থা নিয়োগ করিয়াছেন। সম্বৎসরে

হারা অনবরত দুই বৎসর গমন করিলেন; বারম্বার তাহাদিগের নৈরাশ্যের সঞ্চার হইল, তবুও তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে কৃতার্থ না হইলে আমরা প্রত্যাগমন করিব না। পরিশেষে, এক দিন যাইতে২ তাঁহারা দেখিলেন যে, সম্মুখে ৭৫ ক্রোশ পরিসর একটী হ্রদ আছে; নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা নির্ণয় করেন যে, উহার উত্তরাঞ্চলের সহিত যেন নীল নদীর যোগ আছে। তদ্দর্শনে তাহাদের আনন্দের সীমা আর রহিল না; তাহারা অনুমান করেন যে, ইহাই নীলের প্রকৃত মস্তক; এবং তাহারা পুলকিত মনে সেই হ্রদের "বিক্টোরিয়া ন্যান্সে" নাম রাখিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আইলেন। কিন্তু পরে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে২ স্পীক্ সাহেবের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল; তিনি আপনার সঙ্গীকে বলেন যে, "আমরা নীলের একটী উদয়স্থান প্রকাশ করিলাম বটে; কিন্তু আমার মনে দৃঢ় অনুভব হইতেছে যে, তদ্ব্যতীত নদীর অন্যটী কোন উদয়স্থল আছে।" তৎপরে স্পীক্ সাহেবের অকস্মাৎ মৃত্যু হইল, নচেৎ তিনি পুনর্ব্বার অনুসন্ধান কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইতেন। কিয়ৎকাল পরে বেকর্ নামা তাঁহার একটী বন্ধু, স্বীয় পত্নীকে সঙ্গে করিয়া সেই অভিসন্ধি সাধনার্থে গমন করিলেন। তিনি ও তাঁহার সাহসিকা স্ত্রী পথিমধ্যে বর্ণনাতীত নানাবিধ কষ্ট ও বিপদ স্বীকার করিলেন; কিন্তু শেষে তাঁহাদের অসাধারণ উদ্যমের যথোচিত পারিতোষিক দর্শিল। মার্চ মাসের ১৬ তারিখে ১৮৬৪ শালে, হঠাৎ নীল নদীর প্রকৃত উৎপত্তিস্থলে তাহাদের দৃষ্টিক্ষেপ হইল? উহা ১৩০ ক্রোশ দীর্ঘ একটী হ্রদ আছে। দুই পার্শ্বে উহা অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীতে সীমাবদ্ধ আছে; ঐ পর্ব্বতগণের অসংখ্য উনুই হইতে এবং

তত্রত্য দেশসমূহ নদীর জলেতে প্লাবিত হইয়া যায়। তাহার কারণ এই, যথায় নীলের উৎপত্তি হয়, ঐ দক্ষিণদিক্স্থ দেশে মার্চ মাসে বর্ষাকালের আরম্ভ হয়। তত্রস্থ পর্ব্বতগণ ও সমভূমির উপর যে বহুতর জল সঞ্চার হয়, তাহাদ্বারা ক্রমশঃ নীল নদী বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথমে উহার জল ঘন ও রাঙ্গা হইয়া উঠে; পরে, জুন মাসে দিনে২ তাহা বর্দ্ধমান হইতে দেখা যায়; তিন মাস ব্যাপিয়া এই রূপ ঘটিয়া থাকে; অবশেষে পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বত-শ্রেণীদ্বয় পর্য্যন্ত যত দূর অবধি দৃষ্টিক্ষেপ হয়, সমুদয় দেশ জলমগ্নভাবে প্রকটিত হয়। চতুর্দ্দিগে নগর ও গ্রাম সকল ক্ষুদ্র২ উপদ্বীপের তুল্য দেখা যায়। জলরাশি তিন চারি দিবসের নিমিত্তে

নিকটবর্ত্তি অতি বিস্তীর্ণ সমভূমিহইতে নিত্য২ অপরিমিত ভাবে উক্ত হ্রদে জল পাতিত হইতে থাকে। তাঁহারা দেখিলেন যে, সেই হ্রদের উত্তরাঞ্চলহইতে নীল নদী নির্গত হইতেছিল। পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র হ্রদ ইহারহইতে ৪০ ক্রোশ দূরস্থ। উভয়ের সংযোগ আছে; অর্থাৎ ঐ ক্ষুদ্র হ্রদের জল এক প্রশস্ত প্রণালী দিয়া সেই বৃহৎ হ্রদের দক্ষিণ ভাগে পতিত হয়। স্পীক্ ও গ্রাণ্ট সাহেবেরা ভ্রমে উক্ত প্রণালী আসল নীল্ নদী অনুভব করিয়াছিলেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; ঐ দুইটী হ্রদ নীলের উৎপত্তিস্থল বটে, কিন্তু যথার্থই বৃহৎ হ্রদের উত্তরাঞ্চলে নীল নদীর আরম্ভ হয়। পূর্ব্বোক্ত হ্রদ যেমন মহারাণীর স্মরণার্থে তাঁহারই নাম বিশিষ্ট হইল, তাদৃশ মহারাণীর সুবিদ্বান ও ধার্ম্মিক প্রয়াত স্বামীকে স্মরণ করিবার জন্য বেকর্ সাহেব শেষোক্ত হ্রদের "আল্বের্ট ন্যানসে" উপাধি প্রদান করিলেন।

সমান থাকে; পরে উহা ধীরে২ হ্রাস পাইতে থাকে। সম্পূর্ণ ৩ মাস গত হইলে ক্ষয়ের শেষ হয়, এবং উহা নিম্নাবস্থায় আবার সমানই থাকে। নদীর জল, স্থলহইতে যাইতে২ অমনি তদুপরে অধিক পঙ্ক রাখিয়া যায়; সেই পঙ্কেতে ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা হওয়াতে শীঘ্রই সর্ব্বত্রে ক্ষেত্র সকল তাবৎ প্রকার শস্য উদ্ভিদাদির ভূষণে বিভূষিত হয়।

কিন্তু নীল নদীর উচ্চতার পরিমাণ প্রতি বৎসরে সমানই নহে; ফলতঃ তাহাতে অনেক তারতম্য হইতে থাকে; কখনো মধ্যরেখার অতিক্রম হয়; কখনো বা উহার ব্যতিক্রমও হয়। যখন জলের অত্যন্ত ন্যূনতা হয়, তখনই অবশ্য দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, যেহেতুক ভূমি অনার্দ্র থাকাতে শস্যের উৎপাদনের উপায়ান্তর আর নাই। যুসফের সময়ে যে ৭ বৎসরের নিমিত্তে মিসরে আকাল হইয়াছিল, তাহারই কারণ সেই, সন্দেহ নাই।

জলের ন্যূনতা হইলে আকাল ঘটিয়া থাকে।

এতদ্বিষয়ে কেহ আপত্তি করিয়া কহিয়াছে যে, “ কেমন, এ কি সম্ভব যে বরাবর সাত বৎসর ব্যাপিয়া নীলের জলাভাব হইতে পারে?” হইতে পারে বটে; এবং উক্ত সংঘটনের বিষয়ে বাইবেলোক্তি বিশ্বাসযোগ্য তাহার প্রমাণ এই যে, ঠিক

সাত বৎসরের দুর্ভিক্ষ বিষয়ক আপত্তি এবং তদুত্তর।

তদ্রূপ বৃত্তান্ত অন্যত্রে অন্য কালের বিষয়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। আমাদের ৮০০ বর্ষ পূর্ব্বে ফাটিমী নামক মুসলমান অধীশ্বর মিসরের উপরে রাজত্ব করিতেছিলেন। তদানীন্তন ইতিহাসবেত্তারা লিখিয়াছেন যে, তৎকালেও বৎসরে২ সাত বার পর্য্যন্ত নদীর জলপরিমাণ অল্পই হইল; সুতরাং সমুদয় দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া উঠিল; এবং উক্ত আকাল সম্পূর্ণ সাত বৎসর রহিল।

কালক্রমে নীলের প্রগাঢ় অবস্থান্তর হইয়াছে। পূর্ব্বকালে উহা মিসরের উত্তর ভাগে সাতটী বিস্তারিত বৃহৎ স্রোতে বিভক্ত হইয়া সমুদ্রে নিপতিত হইত। ঐ তাবৎ স্রোতদ্বারা উত্তরাঞ্চলস্থ প্রদেশ সুন্দররূপে জলসেচিত হইত এবং তদ্দ্বারা দেশের বাণিজ্যাদির অনেক উপকারও দর্শিত, কারণ তন্মধ্যে পোত ও জাহাজ অবাধে যাতায়াত করিত।

নীলের পূর্ব্বতন সাত শাখার পাঁচটী স্রোত শুকিয়া গিয়াছে।

হিরদটস্ লিখিয়াছেন যে, তদীয় সময়ে নীলের ঐ শাখা গুলিন ব্যবহার্য্য ছিল। সম্প্রতি কেবল দুইটি শাখা রহিয়াছে, অবশিষ্ট পাঁচটি স্রোত এককালে শুকিয়া গিয়াছে। মিসরের পশ্চিমে নীলের ৪০ ক্রোশ দূরে একটী নির্জ্জল শাখার চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট আছে; আর পূর্ব্বদিগেও পিলুষীয়ান

নামক অন্য একটীর লক্ষণও দৃষ্ট হয়; পূরাকালে উভয়াঞ্চলের ভূমি অতিশয় মনোহর সুরম্য দেশ ছিল; এখন উহা নীরস মরুভূমি মাত্র হইয়াছে।

আমরা যে ঈদৃশ সংঘটন নির্দ্দেশ করিতেছি, ইহাতে আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। পাঠক-গণ বলিলেই বলিতে পারেন যে, নদীর শাখাগুলি শুষ্ক হওয়াই প্রকৃতির বিষয়। তাহা সত্য, কিন্তু ইহাও স্মরণ করা কর্ত্তব্য, যে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা এক জন আছেন; তবে প্রকৃতির একই কর্ত্তা যে পরমেশ্বর, তিনি নীলের উল্লিখিত পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ ও নিরূপণ করি-য়াছিলেন, নিম্নলিখিত বাক্য পাঠে তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইবে, "তৎকালে সমুদ্রের জল্ শুষ্ক হইবে, ও নদী ক্ষয় ও শুষ্কতা পাইবে, ও তাহার স্রোত দুর্গন্ধ হইবে, এবং মিসরের খাল শূন্য ও শুষ্ক হইয়া যাইবে; এবং নদীর নিকটস্থ মাঠও নদীর জলে সিক্ত রোপণের যোগ্য তাবৎ ভূমি শুষ্ক হইয়া উড়িয়া যাইয়া বিনষ্ট হইবে।" যিশায়িয় ১৯; ৫, ৬। তবে অধুনা নীল নদী যে-রূপ অবস্থান্বিত হইয়াছে, ঈশ্বর আমাদের ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে তাহা বিলক্ষণ রূপে প্রকাশ করিয়া-ছিলেন।

উক্ত প্রাকৃতিক সংঘটন ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে উপলক্ষিত হইয়াছিল।

কিন্তু পাঠকেরা দেখিয়া থাকিবেন যে, উপ-

রোক্ত প্রসঙ্গে সুধু নদীর নয়, সমুদ্রেরও কথা আছে, প্রবাচক কহেন, "তৎকালে সমুদ্রের জল শুষ্ক হইবে।" অন্যত্রেও তিনি আবার সমুদ্রের গতি লক্ষ্য করিতেছেন, তিনি লিখেন, "পরমেশ্বর মিস্রীয় সমুদ্রের জিহ্বাকৃতি খাল বর্জ্জিত স্থান করিবেন।" যিশায়িয় ১১, ১৫। "মিস্রীয় সমুদ্র" সুফ্ সমুদ্র, ইহা সকলেই বিদিত আছেন; এবং ঐ সমুদ্রের জিহ্বাকৃতি খাল কি, তাহার বিষয়েও সন্দেহ নাই। যদি পাঠক মহাশয়েরা এক বার মিসরের নক্সা অবলোকন করেন, তাঁহারা দেখিবেন যে সুদীর্ঘ সুফ সমুদ্রের উত্তর প্রান্ত ভাগ এক সরু খালের ন্যায় বিস্তৃত আছে; এবং উক্ত খালের আকৃতি ঠিক জিহ্বাবৎ। উহার অধুনাতন নাম "সুইসের মহাখাল"। তবে সমুদ্রের ঐ প্রান্ত বিষয়ে পরমেশ্বর এত দিন পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে "আমি তাহা বর্জ্জিত স্থান করিব, এবং তাহার জল শুষ্ক হইবে।" এই উক্তি অবিকলরূপে সিদ্ধ হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে। ঐ জিহ্বাকৃতি খাল ক্রমাগত ক্ষয় হইতেছে; তাহার অধিকাংশ বর্জ্জিত স্থান হইয়াছে; যথায় পূর্ব্বে সমুদ্রের তরঙ্গ সঞ্চালিত হইত, তথায় নির্জ্জল ভূমি প্রকটিত হইয়া আসিয়াছে।

শুষ্ক সমুদ্র বিষয়ক বাণীও হইয়াছে।

মিসর্ দেশ নদীর জলে প্লাবিত হওয়াতে রাশীকৃত পঙ্কেতে বৎসরে ২ আনুক্রমিক উচ্চতা প্রাপ্ত হইতেছে। অনুভূত হইয়াছে যে, ভূমি এক শত বর্ষ কালে সম্পূর্ণ সাড়ে চার বুরুল পরিমাণে উচ্চীকৃত হইয়া আসিতেছে।

মিসরের ভূমি আনুক্রমিক উচ্চতা প্রাপ্ত হইতেছে।

ইদানীন্তন কএক জন ভূতত্ত্ববেত্তারা এই নিষ্পত্তিতে নির্ভর করাতে মনুষ্যজাতির আয়ুকালের অনুসন্ধান করিয়াছেন। বস্তুতঃ যাঁহারা ঈদৃশ আলোচনাকারী, তাঁহারা প্রায় সকলে মুসার বর্ণিত সৃষ্টির বিবরণে অবিশ্বাস প্রদর্শন করেন; বাইবেলের বৃত্তান্তানুসারে মানবজাতির আদি পিতা মাতা ন্যূনাধিক ৬০০০ বৎসর গেল সৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট পণ্ডিতগণ বলেন যে, "না; ইহাতে মুসার ভ্রম অবশ্য প্রকাশ হইতেছে; কারণ নানা প্রমাণদ্বারা নির্ণয় করা যাইতেছে যে, সুধু ৬০০০ বৎসর নয়, ১০০০০ বৎসরও নয়, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক পূর্ব্বেই মনুষ্যের উৎপাদন হইয়াছিল।" আপনাদিগের সেই অমূলক সঙ্কল্প প্রতিপন্ন করণার্থে তাঁহারা কিয়ৎকাল পূর্ব্বে হর্নর নামে এক জনকে মিসরে পাঠাইলেন। তিনি নীলের তীরস্থ পূর্ব্বকালীন প্রসিদ্ধ মেমফিস্ নগরে উপনীত হইলেন। তন্নগরের ভ্রষ্টাংশের মধ্যে মিসরের প্রা-

তদ্বিষয়ে বাইবেলের বিপক্ষগণ একটি বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করে।

উহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা। ক্তন অধীশ্বর দ্বিতীয় রামীশিষের স্মরণার্থক স্তম্ভ আছে। যৎকালীন ইস্রায়েল লোকেরা মিসরে বন্দিত্বাবস্থায় ছিল, তৎকালে সেই স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে। তবে উহা আমাদের ৩৫০০ বর্ষ পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। হর্নর সাহেব স্তম্ভের চতুর্দ্দিগে মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক শেষে উহার মূল প্রকাশ করিলেন, তিনি দেখেন যে, স্তম্ভের পত্তনকাল অবধি এখন পর্য্যন্ত আসন্নবর্ত্তি ভূমি সকল ঠিক ৬ হস্ত ৪ বুরুল উচ্চ হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বোক্ত পঙ্কবর্দ্ধনের সাড়ে চার বুরুলের সূত্র ধরিয়া গণনাপূর্ব্বক উপলব্ধি করেন যে, সেই হিসাবানুসারে সম্পূর্ণ ৩০০০ বৎসর কাল অতীত হয় নাই।

অনন্তর তিনি আরো নীচে খনন করেন। বিংশতি হস্ত অধোগতি হইলে, অমনি এক ভগ্ন কলশীর কিয়দ্দংশ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তিনি আপনাকে চরিতার্থ বুঝিয়া আনন্দরসে প্রায় মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি মনে২ বলেন যে "আঃ! কি চমৎকার! এখন সিদ্ধান্ত হইয়াছে বটে; এই কলশী স্বজনিত নহে; উহা নিশ্চয়ই মনুষ্যকৃত; তবে উহা যে স্থলে পাওয়া গিয়াছে, সেই নিম্নস্থল উহার গড়ন সময়ে উপ-

রিস্থ স্থল ছিল সন্দেহ নাই, এবং ক্রমাগত যে ২০ হস্ত পঙ্ক রাশীকৃত হইয়া উঠিয়াছে, এত মৃত্তিকা সম্বর্দ্ধনের জন্যে অবশ্যই ১৩০০০ বৎসর লাগিয়াছে।

অনাস্তিকগণের চমৎকার আবিষ্ক্রিয়া এবং তদ্বিষয়ে উঁহাদের প্রগল্‌ভতা।

ভালই, মুসা কহিয়াছেন যে, আমাদের আদিপুরুষ কেবল ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু আমার এই অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়ানুক্রমে মুসার ৭০০০ বর্ষের ভ্রম হইয়াছে, যেহেতুক ১৩০০০ বৎসর গত হইল এতদ্দেশে মনুষ্যের আবাস ছিল।” হর্নর সাহেব এবং তত্তৎ সাম্প্রদায়িক জনেরা এতাদৃশ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

কিন্তু উঁহাদের প্রগল্‌ভতা ক্ষণস্থায়ী মাত্র হইয়াছে। উঁহাদের অপেক্ষা বুদ্ধিমান ও তৎপর কতক লোক উক্ত ব্যাপার পরীক্ষা করিয়া উল্লিখিত সিদ্ধান্ত এক কালে অনর্থক প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাঁরা নির্দ্দিষ্ট স্থলে যাইয়া অধিকতর নিম্নে খনন করাতে ঐ কলশীর অনেক নীচে বহুসঙ্খ্যক দগ্ধ ইষ্টক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঈদৃশ সংঘটন অতিশয় শক্ত প্রমাণকর; কারণ সকলে জানেন যে, রোমীয় লোক মিসরে গমন করিবার পূর্ব্বেই মিস্রীয় লোকেরা প্রায় সর্ব্বত্রে কেবল কাঁচা ইষ্টক ব্যবহার করিত; রোমীয়দের মিসরের উপর কর্তৃত্বকালে উঁহারা দগ্ধ

সেই প্রগল্‌ভতা চূর্ণ করণ।

ইষ্টক নির্ম্মাণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। সুতরাং এক পরম অভিজ্ঞ লোক অকুতোভয়ে কহেন যে, "রোমীয় সম্রাটের একটি মুদ্রা প্রাপণে যেরূপ প্রমাণ হয়, একটি দগ্ধ ইষ্টকে তাদৃশ সাক্ষ্য জন্মে, যথা ঐ দগ্ধ ইষ্টক রোমীয়দের কর্তৃত্ব-কালীন এক দৃঢ় ও অকাট্য প্রমাণ, সন্দেহ নাই।

প্রাগুক্ত বিদ্বানেরা দগ্ধ ইষ্টক বিষয়ক প্রমাণ বাহির করিতেছিলেন, ইত্যবসরে আর কএক জন পণ্ডিত ঐ কলশীর খণ্ডটী লইয়া তাহার পরীক্ষা করিয়াছেন। আলোচনা করিতে ২ তাঁহারা দেখেন যে, তদুপারে কতক বিশেষ লক্ষণ চিত্রিত আছে; উক্ত চিত্র উহার গড়ন কালীন বিলক্ষণ চিহ্নস্বরূপ। তবে ইহার নিষ্পত্তি শুনিয়া কে না হাসিয়া উঠিবেন? হর্নর সাহেব নিরূপণ করিয়াছিলেন যে, ঐ কলশী ১৩০০০ বৎসর গেল নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু ঐ পাত্র-খণ্ডের পরীক্ষকগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, উহার চিত্র অবশ্যই মুসলমান লোকদের লক্ষণ; তবে ১৩ সহস্র বর্ষের কথা থাকুক, উক্ত পাত্রটী সম্পূর্ণ ১৩ শত বৎসর পূর্ব্বে গড়ান হয় নাই।

উক্ত কলশী মুসলমানদের সময়ে গঠিত হইয়াছিল।

আর বার হর্নর সাহেবের গণনা সূত্র কেমন অনিশ্চয় ও ভ্রান্তিজনক তাহার আর একটী প্রমাণ হইয়াছে। তাঁহার সিদ্ধান্তানুসারে উপরোক্ত স্তম্ভের

চতুর্দ্দিকস্থ মৃত্তিকা রাশীকৃত হইবার নিমিত্তে প্রায় ৩০০০ বৎসর লাগিয়াছে। কিন্তু তাহাও প্রগাঢ় ভ্রম। অধুনা একটী আরবীয় পুরাতন গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে। তাহা আবদুল লতিফ নামক ব্যক্তিদ্বারা রচিত হইয়াছিল। তিনি ঠিক ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে উল্লিখিত মেম্ফিস্ নগরে গমন করিয়াছিলেন; তিনি তৎকালে কি দেখিলেন তাহা বিস্তার রূপে বর্ণন করিলেন। তত্রত্য প্রসিদ্ধ পদার্থের মধ্যে তিনি রামীশিষের স্তম্ভ নির্দ্দেশ করেন; এবং তিনি যেরূপে উহার প্রসঙ্গ করেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রকটিত হইতেছে যে, তৎসময়ে ঐ স্তম্ভের মূলই অনাবৃত ছিল। তবে, ইহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আসন্নবর্ত্তি ভূমি ৩০০০ বৎসরের মধ্যে নয়, বরং উহা কেবল ৬০০ বৎসর কালে ৬ হস্ত উচ্চ হইয়া আসিয়াছে।

মেম্ফিসের স্তম্ভের চতুর্দ্দিকস্থ মৃত্তিকা বিষয়ক প্রমাণ।

তবে ঈদৃশ মীমাংসের সিদ্ধান্ত কি? তাহা এই, যে বাইবেলের বিপক্ষগণ যতই না কেন তাহা আক্রমণ করে, তাহা অবশ্যই রক্ষা পাইবেক, এবং উত্থাপিত বিষয়টী যতই কঠিন বোধ হয় না কেন, যথোচিত চর্চ্চা ও বিচার হইলে পরে উহা অকিঞ্চিৎমাত্রই প্রতীত হইবেক।

নীল্ নদীর আয়োজিত পঙ্কেতে মিসরের ভূমি

ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে তাহা সকলেই জানেন; কিন্তু কোন এক স্থলের রাশীকৃত মৃত্তিকার পরিমাণদ্বারা যে কালের ঠিক মাপ হইতে পারে তাহা নয়; যেহেতুক নানা কারণ বশতঃ দেশের বিশেষ স্থানে বিশেষ পরিমাণে পঙ্কের বর্দ্ধন হইতে থাকে; এক স্থলে উহার অধিক, অন্য স্থলে উহার অল্পই যমা হয়; অবশ্য জল সঞ্চালিত হইতে হইতেই দেশের নিম্নস্থলে পঙ্কের অধিক আর উচ্চ স্থলে তাহার স্বল্প সঞ্চার হইয়া থাকিবে। তবে সমুদয় দেশের পঙ্কবর্দ্ধনের গড় না লইয়া এক স্বতন্ত্র স্থলের মাপ বিচার-সূত্র করাই নির্ব্বোধের কার্য্য ও প্রলাপ মাত্র সন্দেহ নাই। তবে যাহারা ঈদৃশ অমূলক সূত্র অবলম্বন করাতেই বাইবেল বৃত্তান্তের দোষারোপ করে, তাহারা অতীব ঘৃণা আস্পর্দ্ধা প্রদর্শন করে। *

আপত্তিকারিদের বিচার সূত্র নিতান্ত দোষী ও অনর্থক।

---

* উল্লিখিত দৃষ্টান্তের ন্যায় আর দুই একটী আদর্শ ব্যক্ত করা বিহিত বোধ হইতেছে। ইউরোপ খণ্ডে পীট্ নামক এক প্রকার উদ্ভিদ জনিত পদার্থ পাওয়া যায়; উহা কেবল জলাভূমিতে উৎপন্ন হয়। ইহার উৎপাদনের হেতু এই, কালক্রমে এমন ভূমিখণ্ডে ঘাস, তৃণ, পতিত বৃক্ষাদির অতিশয় সঞ্চার হয়; উহা যেমন জলে পঁচিয়া যায় তেমনি তদুপরে ক্রমশঃ নূতন ২ উদ্ভিদের পতনে উহা চাপিত ও ঘন হইয়া যায়; পরিণামে উহাতে নরম কয়লার সদৃশ এক প্রকার জ্বালানী বস্তু উৎপন্ন হয়, এবং দরিদ্র লোকেরা তদ্দ্বারা উঁহাদের রন্ধন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করে। কএক বৎসর গত হইল ডেন্মার্ক দেশের এক স্থলে উক্ত পীট্ সঞ্চারের

খ্রীষ্টাব্দের ২০০ বৎসর পূর্ব্বে মানেথো নামক মিস্রীয় গ্রন্থকার তদ্দেশের আনুক্রমিক রাজবংশাবলি

নীচে কোন মনুষ্যের মাথার খুলি দৃষ্ট হইয়াছিল। বাইবেলের বিপক্ষ ভূতত্ত্বকারীরা একেবারে বলেন যে "অমুক২ স্থানে পীটের অত পরিমাণ হইতে অত কাল অবশ্যই লাগিয়াছে; তবে এই নিয়ম সার্ব্বত্রিক হওয়াতে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, উক্ত মস্তকখুলির উপরে যে পীট জন্মিয়াছে, তৎসঞ্চারের জন্যে ৬০০০ বৎসরের অপেক্ষা অধিক কাল লাগিয়াছে; সুতরাং বাইবেলে মনুষ্যের সৃষ্টির বিবরণ কাল্পনিক ভ্রমমাত্রই।" তথাস্তু! কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, উহাদের ঐ প্রস্তাবিত নিয়ম কি সত্যই সার্ব্বত্রিক? এই বিষয় প্রমাণিত না হইলে তদুপরে অবলম্বিত সিদ্ধান্তই কি প্রকারে রক্ষা পাইবেক? পাঠকগণ পুনশ্চ হাস্যবদনে ইহার প্রত্যুত্তর শুনিবেন। পাটিসন্ নামক সুবিদ্বান ভূতত্ত্বকারী পণ্ডিত সম্প্রতি বিলক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, আইর্লাণ্ড দেশের [illegible] স্থলে অনেক পীটের সঞ্চার হইয়াছে; তবে উহা রাশীকৃত হইতে কত কাল লাগিয়াছে? পাঠক মহাশয়েরা শুনুন। কতিপয় বৃদ্ধ লোক এখনও বর্ত্তমান আছেন, যাঁহারা নিশ্চয়ই প্রমাণ দিতে পারেন যে, তত্রত্য স্থলে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে কিছুই পীট ছিল না; তবে সুধু ৫০ বৎসরে তৎসমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে।

কএক বৎসর গেল স্কট্লাণ্ডের গ্লাস্গো নামক নগরে লোকে খনন করাতে ১৪ হস্ত নিম্নে কতক গুলি নৌকা দেখিতে পাইল। প্রত্যেকে এক এক গাছে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফলতঃ বঙ্গদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ডোঙ্গা বলে যে রূপ নৌকা অধুনা ব্যবহৃত হইতেছে, ঐ সকল ঠিক তাদৃশ আছে; কিন্তু সম্প্রতি ইউরোপে কুত্রাপি ঈদৃশ নৌকা দেখা যাইতেছে না। তবে এই সংঘটনে একেবারে আপত্তিকারিদের উল্লাসধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল; তাহারা কহিল যে, "এমন নৌকা যে ১৪ হস্ত নীচে পাওয়া গিয়াছে, ইহাতেই বিলক্ষণ সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, উহার নির্ম্মাণকারীরা মুসার নির্দ্দিষ্ট সৃষ্টিকালের অনেক পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ছিল, কারণ তদুপরিস্থ ১৪ হস্ত

রচনা করিয়াছিলেন। তল্লিখিত নির্ঘণ্ট অতি দীর্ঘ; তন্মধ্যে এত বহুসঙ্খ্যক ভূপতির নাম আছে, যে কেহ২ অনুমাণ করিয়াছেন যে, ঐ সমুদয় রাজগ-

---

মৃত্তিকা কখন ৬০০০ বৎসরে রাশীকৃত হওনের সম্ভাবনা নাই।” কেন না হয়? বাস্তবিক, এতদ্বিষয়েও আড়ম্বরকারী পণ্ডিতগণকে লজ্জিত হইতে হইল। লোকেরা নৌকাগুলিন পরীক্ষা করিতে২ অমনি একটীর তলের ছেঁদায় এক বোতলের কার্ক দেখিতে পাইল; এই ক্ষুদ্র পদার্থে স্পষ্টই প্রকাশ হইতেছে যে, নৌকাচয় কখনই অতি পুরাকালে নির্ম্মিত হয় নাই, যেহেতুক সকলেই জানেন যে, তৎকালে ঈদৃশ বোতলের কার্ক অব্যবহৃত বস্তু ছিল।

অধুনা, টিউরিণ নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি আধুনিক লোকসঙ্খ্যা লইয়া বাইবেলের সত্যতা বিষয়ক একটী অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন। বাইবেলের উক্ত্যনুসারে ৪২০০ বৎসর পূর্ব্বে জলপ্লাবনদ্বারা জগতের বিনাশ হইয়াছিল। তৎকালে লেখা আছে, কেবল নোহের পরিবার অবশিষ্ট রহিল। তবে উক্ত পণ্ডিত মহাশয় তাৎকালিক অবশিষ্ট আট জনকে ধরিয়া গণনা করিয়াছেন। তিনি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মানব জাতির সাধারণ বৃদ্ধি লক্ষ্য করিলেন; বস্তুতঃ, সম্প্রতি ফ্রান্স দেশে যে পরিমাণে লোক বৃদ্ধি হইতেছে, তিনি উহাতেই নির্ভর করিয়া গণনা করিলেন। তবে তাঁহার কি রূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে? তিনি স্পষ্টই প্রমাণিত করিয়াছেন যে, উক্ত সূত্রানুক্রমে ৪২০০ বৎসরের মধ্যে আট ব্যক্তি, কি না চারি দম্পতীহইতে ন্যূনাধিক দশ সহস্র লক্ষ মনুষ্য উৎপন্ন হইবেক। কি চমৎকার! ঐ বিদ্বান মহোদয় এতাদৃশ সঙ্খ্যা করিবার অনেক পূর্ব্বেই প্রায় সকল অভিজ্ঞ জনেরা নিরূপণ করিয়াছিলেন যে, ইদানীন্তন জগতের অত্তই নিবাসীগণ আছে। ইহার পরে আর কি সাক্ষ্য আবশ্যক করে? এতদ্বিষয়ে যেন বিতণ্ডামাত্র এতকালে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে।

ণের রাজত্বকাল ৫০০০ বৎসর ন্যূন হইতে পারে না। কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকের বর্ণনানুসারে মিসর দেশ খ্রীষ্টের কেবল ২৩০০ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। তবে জিজ্ঞাস্য এই, এত অল্প কালের মধ্যে এমত বহুসঙ্খ্যক রাজগণ প্রতিষ্ঠিত হওনের কি সম্ভাবনা আছে? বস্তুতঃ যদি এক সময়ে সুধু এক অধিপতি থাকিতেন, তাহা হইলে ইহা নিতান্ত অসম্ভব হইত; কিন্তু এই ব্যাপার অধুনা সম্পূর্ণ ভঞ্জন করা হইয়াছে। মিসরের কতকগুলি পূর্ব্বকালীন প্রস্তরখান পাওয়া গিয়াছে, তদুপরে নানা প্রকার মূর্ত্তিরূপ অক্ষরে মিসরের পূর্ব্বতন বৃত্তান্ত লেখা আছে; পণ্ডিতগণ অনেক কষ্টসাধ্যে ঐ লেখা অনুবাদ করিতে চরিতার্থ হইয়াছেন। তদ্দ্বরাই এখন প্রকাশ হইল যে, প্রাক্কালে মিসর দেশ ভিন্ন ২ প্রদেশে বিভক্ত ছিল; প্রত্যেক প্রদেশের উপর স্বতন্ত্র এক ভূস্বামী কর্ত্তৃত্ব করিতেন; মানেথো গ্রন্থকার তৎসমুদয়ের নাম রাজাবলির মধ্যে ভুক্ত করিলেন। এবম্বিধ আবিষ্ক্রিয়াদ্বারা পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিবেন যে, উপরোক্ত অমেলসূচক বিষয়ের ব্যাখ্যা হইয়াছে, এবং মানেথোর ও বাইবেলের মধ্যে বিবাদমাত্রই অপসারিত হইয়াছে।

মানেথোর রাজাবলি ও তদ্বিষয়ে বিতণ্ডা।

মিসরের আদিমকালীন ইতিহাস অতি অনিশ্চ-

য়ের বিষয়। এ মাত্র নিশ্চয় আছে যে, আব্রাহামের বর্ত্তমান কালে মিসর দেশ অতি ভয়ানক শত্রুগণদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহারা কোন্ জাতি ছিল, আর কোথায় হইতে আসিয়াছিল, তাহা সন্দেহের স্থল।

মিসরের উপর মেষপালকগণের আক্রমণ।

কেহ২ বলে যে তাহারা স্কুথীয় অসভ্য লোক ছিল, অন্যেরা অনুমাণ করেন যে, তাহারা আরবীয় বনবাসীরা ছিল। সে যাহা হউক, তাহারা অবশ্যই মেষপালক ছিল। আর পূর্ব্বতন মেষপালকেরা যে সংগ্রামানুরাগী মহাবীর ছিল ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; ইদানীন্তন আরবীয়েরা ঠিক তাদৃশ লোক, ইহা সকলে বিদিত আছেন। পরিশেষে ঐ অসভ্য যোদ্ধারা কৃতার্থ হইল; তাহারা তাৎকালিক মিস্রীয় রাজাকে পরাস্ত করিয়া পদচ্যুত করিল, এবং তৎপরিবর্ত্তে স্বজাতীয় এক জনকে রাজপদে নিযুক্ত করিল। তাহারা পূর্ব্বোক্ত মেম্‌ফিস্ নামক নগর আপনাদের রাজধানী করাতে ২০০ বর্ষের নিমিত্তে মিসরের উত্তরাঞ্চলে রাজত্ব করিল। বোধ করি, বিচ্যুত মিস্রীয় রাজা স্বকীয় অমাত্যবর্গের সঙ্গে পলায়ন পূর্ব্বক দক্ষিণদিক্‌স্থ প্রদেশে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

ঐ বিজাতীয় এক জন রাজার সময়ে যুযফ্ তদ্দেশে আনীত হইয়াছিলেন। (আদিপুস্তক ৩৭; ২৮)

ফিরৌন আপফিস যূষফকে কারা হইতে উদ্ধার করেন।

তিনি উক্ত ভূপতিদ্বারা কারাগার-হইতে উদ্ধৃত হওয়াতে দেশাধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। *

---

* মিসর বিষয়ক তত্ত্বানুসন্ধানকারীরা নিরূপণ করিয়াছেন যে, সেই রাজা "ফিরৌণ আপফিস্" নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার বিষয়ে প্রত্যুত এক চমৎকার ব্যাপার প্রকটিত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত তাঁহার যে কএকটী উক্তি আছে, তৎপাঠে অনেকে আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছেন, কারণ সেই উক্তিচয়ে সত্য এক ঈশ্বরের প্রতি বিলক্ষণ শ্রদ্ধা নিদর্শিত হয়; ইহার একটী দৃষ্টান্ত এই, "ফিরৌণ ভৃত্যদিগকে কহিলেন, ইহার তুল্য পুরুষ, যাহাতে ঈশ্বরের আত্মা আছেন, এমত আর কাহাকে পাইব? তখন ফিরৌণ যূষফকে কহিলেন, ঈশ্বর তোমাকে এই সকলই জ্ঞাত করিয়াছেন, ইতি।" আদিপুস্তক ৪১; ৩৮-৪০। এতাদৃশ জ্ঞানগর্ভ ও বিশ্বাসযুক্ত কথা প্রায় পৌত্তলিক ব্যক্তির মুখ-হইতে নির্গত হইত না। পুরাকালে মিস্রীয় লোকেরা তালপত্রে নানাবিধ বৃত্তান্ত রচনা করিত। অধুনা খ্রীষ্টাব্দের ১৪০০ বর্ষের পূর্ব্বে বিরচিত এমন একটী লিপি পত্র পাওয়া গিয়াছে। তদুপরে এ রূপ লেখা আছে, "যৎকালে বিজাতীয়েরা মিসরে রাজত্ব করিতেছিল, তৎকালে উহাদের ভূপতি ফিরৌণ আপফিস্ আবারিসে অবস্থিতি করিতেন; এবং ফিরৌণ স্কেনেন দক্ষিণ দেশের অধিষ্ঠাতা ছিলেন। ফিরৌণ আপফিস্ সুতেক্কে আপনার ঈশ্বর বলিয়া মানিতেন; তিনি তদ্ব্যতীত মিসরের কোন দেবতার পূজা করিতেন না; কিন্তু যাবৎ তিনি সুতেকের উপাসনার্থে মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, তাবৎ দক্ষিণের রাজা সুতেকের প্রতিকূলে সূর্য্যের পূজার্থে মন্দির প্রস্তুত করিল।" তবে এই প্রাক্তন লিপিপত্র স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করিতেছে যে, ফিরৌণ আপফিস্ মিসরের দেবপূজাতে বিরত হইয়া কেবল এক ঈশ্বরকে মানিতেন, এবং সেই ঈশ্বর "সুতেক্" নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইহাতে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, ঐ সুতেক্ কে? বিদ্বা-

দুই শত বৎসর অতীত হইলে মিস্রীয়েরা সা-
বিজাতীয়েরা প-
রাস্ত হয়।
হস বান্ধিয়া বিজাতীয় বিপক্ষগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত হয়; তাহারা চরিতার্থ হইল; বিজাতীয়েরা পরাস্ত হইয়া দেশহইতে পলায়ন করিল। তৎপরে মিস্রীয় রাজারা সমুদায় দেশের উপর অবাধে রাজত্ব করি-লেন। যিনি প্রথমে সিংহাসনারূঢ় হইলেন, বুঝি, তিনি "ফিরৌণ আমোসিস্" নামে বিখ্যাত ছি-লেন; তিনি ও তাঁহার কুলবর্ত্তি রাজগণ অতিশয় বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন, এবং তাঁহারা আ-পনাদের ঐশ্বর্য্য ও নৈপুণ্যের উপলক্ষে যে সকল

নেরা নানা প্রকার বিদ্যা ও উদ্যোগ সহকারে অবশেষে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন; তাহারা সকলেই অকুতোভয়ে বলেন যে, সুতেক্ শব্দের যথার্থ অর্থ এই "ঈশ্বর, অর্থাৎ অদ্বি-তীয় সত্য এক মাত্র ঈশ্বর।" তবে এই বিষয় নিষ্পন্ন হইল, এবং আমাদের এই রূপ অনুভব হইতে পারে যে, যুষফের উদ্ধারকর্ত্তা ফিরৌণ আপফিস্ অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বরের ভক্ত সেবক ছিলেন।

যুষফের বিষয়েও একটী অদ্ভুত চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাঁহার কবরস্থান প্রকটিত হইল; উহা পূর্ব্বকালীন রাজধানী মেম্ফিসের সম্মুখে আছে; উহা প্রস্তরনির্ম্মিত; তদুপরে মি-স্রীয় অক্ষরে খোদিত যুষফের নাম আছে; তাঁহার এই রূপ উপাধিও আছে, যথা "ইনি মিসরের ভূপতিদ্বয়ের শস্যভাণ্ডা-রের অধ্যক্ষ ছিলেন।" অপিচ, "আব্রেক্" শব্দও তদুপরে অঙ্কিত হইতেছে; এই বচনের ভাব এই, "প্রণিপাত কর।" পাঠকগণের স্মরণে থাকিবে যে, ফিরৌণের আজ্ঞানুসারে এক জন সর্ব্বদা যুষফের রথের অগ্রে দৌড়িয়া কহিত, "প্রণিপাত কর। প্রণিপাত কর।" আদিপুস্তক ৪১; ৪৩।

অদ্ভুত লক্ষণ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার অধি-
কাংশ এক্ষণে বিদ্যমান আছে, এবং বুঝি উহা কা-
লের পরিণামই পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকিবেক।*

কিন্তু এই প্রসিদ্ধ রাজবংশের এক জন ইস্রায়েল লোকদিগের প্রতি অতীব জঘন্য অত্যাচার করিয়াছিল। মিস্রীয় রাজারা কর্তৃত্বপদে পুনঃস্থাপিত হওয়াতে যে ইস্রায়েল জাতিকে বিদ্বেষ করিল, ইহার কারণ উপলব্ধ করা কঠিন বিষয় নহে; যিহূদীরা পূর্ব্বতন বিজাতীয় রাজগণের প্রীতিভাজন হইত বলিয়া অবশ্যই ইহারা মিস্রীয় রাজগণের ঘৃণাস্পদ হইবে। ফিরৌণ ইহাদিগের প্রতি তাহার বিরাগের কারণ আপনি প্রকাশ করিয়াছিল; তাহার উক্তি এই, "আইস আমরা তাহাদের সহিত সাবধানে ব্যবহার করি, পাছে তাহারা আরো বর্দ্ধিষ্ণু হয়, এবং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে শত্রুপক্ষ হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করে, কিম্বা এ দেশহইতে প্রস্থান করে।" যাত্রাপুস্তক ১; ১০।

ইস্রায়েল লোকদের প্রতি মিস্রীয় রাজগণের হিংসার কারণ কি?

ফিরৌণ যে তাহাদের প্রতি সন্দেহ করিল ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, বস্তুতঃ তাহা স্বভাবসিদ্ধ সংঘটন; এবং সে যদি তাহাদিগকে অমনি মিসর-

* তাহাদিগের দ্বারা "পিরামিদ্" নামক অবিনশ্বর বৃহদাকার কবরস্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল।

হইতে তাড়াইয়া দিত, তাহা হইলে কোন বিশেষ অন্যায় হইত না। কিন্তু ফিরৌণের কথায় তদীয় কুকল্পনা স্পষ্টই প্রকাশ হইতেছে; সে তাহাদিগকে প্রস্থান করিতে দিবে না, আর বর্দ্ধিষ্ণুও হইতে দিবে না; তাহার দূরন্ত কল্পনা এই যে, তাহাদিগকে উহার সেবার্থে চির-দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবে; কিন্তু তাহাদিগের সঙ্খ্যার আধিক্যে তাহার বিপদ না ঘটে, এই অভিপ্রায়ে তাহাদিগের নবজাত পুত্র-সন্তান সকলকে নষ্ট করিতে আদেশ করিল। *

প্রায় ১৫০ বৎসর ব্যাপিয়া ইস্রায়েলেরা অগাধ দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিল। অবশেষে করুণাময় ঈশ্বর তাহাদের উদ্ধারের ও মিস্রীয়দের

---

* রসিলীন নামে বিখ্যাত এক প্রসিদ্ধ পর্য্যটক মিসরের থীবিস্ নগরের অতি পূর্ব্বতনকালে খোদিত মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন যে “তদুপরে কতকগুলিন শ্রমজীবি লোক চিত্রিত আছে; ইহারা কেহ২ কর্দ্দম লইয়া খড়ের সহিত মিশাইয়া দিতেছে, আর কেহ২ ছাঁচহইতে ইষ্টক লইয়া শুকাইবার জন্যে উহা সাজাইতেছে; অন্য কেহ২ শুষ্ক ইষ্টক তুলিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাইতেছে। ইহাদের শারীরিক ভাব ও অবয়ব মিস্রীয়দের হইতে এত বিভিন্ন যে দেখিবামাত্রে দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে যে, নিশ্চয়ই ইহারা মিস্রীয় নহে; তবে তাহারা কোন্ জাতি? ইহাতে প্রায় সন্দেহ থাকিতে পারে না; তাহাদের যেরূপ বদন, ভাব, দাড়ি প্রভৃতি চিত্রিত হইয়াছে, তদ্দর্শনে সকলেই অবশ্য বলিবেন যে ইহারা আসল্ যিহুদী, অন্য নয়।” “পুরাতন মিসর” নামক গ্রন্থহইতে উদ্ধৃত, ১৭০ পৃষ্ঠ।

ঈশ্বরের সহিত ফিরৌণের যুদ্ধ।

যথোচিত দণ্ডের নিমিত্তে উপস্থিত হইলেন। তখনই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সহিত দুষ্ট ও আস্পর্দ্ধান্বিত ফিরৌণের যুদ্ধ কাণ্ড আরম্ভ হইল। পাঠকগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের যাত্রাপুস্তক নামক খণ্ডে তাহার বিবরণ বিস্তার রূপে পাঠ করিতে পারেন। তদ্বিষয়ে অবিশ্বাসীগণদ্বারা প্রয়োগিত একটী প্রচলিত আপত্তি এই স্থলে আন্দোলন করা হউক। বারম্বার লেখা আছে যে "ঈশ্বর ফিরৌণের অন্তঃকরণ কঠিন করিলেন।" অনাস্থিকেরা বলে যে "কেমন! এ কি অন্যায় নয়? ঈশ্বর মুসাকে ফিরৌণের নিকট প্রেরণ করিয়া আদেশ করেন যে, তুমি আমার ইস্রায়েল লোকদিগকে যাইতে দেও; কিন্তু ফিরৌণ তাহাদিগকে না যাইতে দেয়, এতদর্থে ঈশ্বর আবার তাহার অন্তঃকরণ কঠিন করিলেন!" আক্ষেপের

ঈশ্বর ফিরৌণের অন্তঃকরণ কঠিন করিলেন, এতদ্বিষয়ে আপত্তি ও তদুত্তর।

বিষয় এই যে, এবম্প্রকার লোকেরা বাইবেলের উক্তি সম্যক্রূপে আলোচনা না করাতে তাড়াতাড়ি করিয়া তাহার দোষারোপ করে। আমরা এই বিষয় প্রণালী অনুক্রমে চর্চ্চা করি। প্রথমে পাঠকগণ স্মরণ করিবেন যে, ঈশ্বর মিস্রীয় রাজগণের নিষ্ঠুর দৌরাত্ম্য দেখিয়া ১৫০ বৎসর ধৈর্য্য করিয়াছিলেন। ঐ রাজারা অবশ্যই আপনারাই জানিত

যে, তাহারা ইস্রায়েলদের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছিল, তাহা অতিশয় জঘন্য ও নিষ্ঠুর। অথচ ঈশ্বর তৎকালের মধ্যে কত অদ্ভুত লক্ষণদ্বারা তাহাদিগকে চেতনা দিয়াছিলেন! তিনি অপ্রত্যক্ষ ভাবে ইস্রায়েলদের সহায় হইয়া দুর্দ্দান্ত রাজগণের কুকল্পনা বিফল করিয়াছিলেন: উহারা ঐ দুঃখীগণকে বিনষ্ট করিতে কতই না উদ্যোগ করিয়াছিল, কিন্তু পরমেশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন; উহারা ইস্রায়েলদের যত পুত্রসন্তানকে সংহার করে করুক, ঈশ্বর এমন বিধান করিলেন যে, তাহাদিগের লোকসঙ্খ্যার অলৌকিক বৃদ্ধি হইল। তবে

মুসা প্রেরিত হওনের পূর্ব্বে ফিরৌণ স্বয়ং আপনার অন্তঃকরণ কঠিন করিয়াছিল।

এতাদৃশ অদ্ভুত চিহ্ন ও অপরিসীম ধৈর্য্য সন্দর্শনে যদি ফিরৌণের চৈতন্য না জন্মিতে পারে, আর কিসেতে তাহার শিক্ষা হইবেক? কে না স্বীকার করিবে যে, মুসা তাহার নিকটে প্রেরিত হওনের অনেক পূর্ব্বে ফিরৌণ আপনি আপনার অন্তঃকরণ কঠিন করিয়াছিল; তবুও পরমেশ্বর আরো অধিক ধৈর্য্য প্রদর্শন করেন, এবং তিনি মুসাকৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা আর বার ফিরৌণের বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করেন। মুসাকে প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে যে তিনি তাহার অন্তঃকরণ কঠিন করিলেন তাহা নয়; ঈশ্বর পুনঃ২ তিরস্কার ভাবে কহি-

লেন "আমি তাহার অন্তঃকরণ কঠিন করিবই।" কিন্তু তিনি অনেক বিলম্বে সেই ভয়ানক কথা সম্পন্ন করিলেন। যৎকালে মুসা প্রথমে ফিরৌণকে ঈশ্বরের আদেশ জানাইল, তখন রাজা নাস্তিকের ন্যায় ঈশ্বরনিন্দা করিয়া কহিল যে, "পরমেশ্বর কে, যে আমি তাহার কথা মানিয়া ইস্রায়েলকে ছাড়িয়া দিব? আমি পরমেশ্বরকে জানি না, এবং ইস্রায়েল বংশকে ছাড়িয়া দিব না।" যাত্রাপুস্তক ৫; ২। তৎপরে ফিরৌণ ঈশ্বরের আজ্ঞা অবজ্ঞা করাতে ইস্রায়েলদের অসহ্য দুঃখ অধিকতর বৃদ্ধি করিল। তবুও ঈশ্বর ধৈর্য্য করেন; তিনি আবার ফিরৌণের নিকটে প্রেরণ করেন; তৎসময়ে মুসা সুধু ঈশ্বরের আদেশ উল্লেখ করেন নাই, তিনি ফিরৌণের সাক্ষাতে একটী অতীব বিস্ময়জনক কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন; তাহাতেও কিছুই হইল না; ফিরৌণ আপনার মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে "ঈশ্বর যাহা বলেন বলুন, যাহা করেন করুন, আমি কখনই মানিব না।" সে আপনি আপনার অন্তঃকরণ পাষাণময় করিয়াছিল। তবে এই সকলের শেষে এ রূপ লেখা আছে, "তিনি, অর্থাৎ ঈশ্বর, ফিরৌণের অন্তঃকরণ কঠিন করিলেন।" যাত্রাপুস্তক ৭; ১৩।

মুসা প্রেরিত হইবার পরে ঈশ্বর কতই ধৈর্য্য করিলেন।

ইহাতে আশ্চর্য্য কি? বাস্তবিক ঈশ্বর যে এত বহুকাল ধৈর্য্য করিলেন, কেবল ইহাই চমৎকারের বিষয়; তিনি অনেক পূর্ব্বে ঐ দুরন্ত পাষণ্ডকে বিনষ্ট করিলেই ন্যায় বিচার হইত। আবার যাহারা উল্লিখিত আপত্তি প্রয়োগ করে, তাহাদের অন্যটী ভ্রম আছে; উহারা অনুমাণ করে যে, পরমেশ্বর ফিরৌণকে এমন স্বভাবান্তর করিলেন যে সে অগত্যা কঠিন হইয়া উঠিল। তাহা নয়; ঈশ্বর তাহার স্বভাবের কিছুই পরিবর্ত্তন করিলেন না; তিনি কেবল উহাকে পরিত্যাগ করিলেন; অর্থাৎ, ফিরৌণ ঈশ্বরের যে আত্মাকে অনেক কালাবধি নিন্দা ও বিরক্ত করিয়াছিল, তিনি উহা হইতে সেই পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করিলেন। হায়! যেন আমাদের কাহারো হইতে ঈশ্বরের চেতনাদায়ক আত্মা নীত না হন!

ঈশ্বর কেবল ফিরৌণকে পরিত্যাগ করিলেন; তিনি উহার স্বভাবের কিছুই পরিবর্ত্তন করেন নাই।

কিন্তু মিসরের দুঃসাহসী রাজা ঈশ্বরের নিকটে পরাজিত ও দণ্ডিত হইল, সুধু তাহা নয়। পরমেশ্বর কেবল ফিরৌণের উপরে প্রবল হইলেন না, তিনি উহাহইতে গৌরব ও মহিমা লাভ করিলেন। বস্তুতঃ জগদীশ্বর স্বীয় গৌরবে কখন বঞ্চিত হইবেন না; তিনি যাদৃশ ধার্ম্মিকের পরিত্রাণে গৌরবান্বিত হন,

ঈশ্বর নিরূপিত দণ্ডটী যন্ত্রণার ভাব ও উদ্দেশ্য কি।

তিনি তাদৃশ দুষ্টের বিনাশেও মহিমাযুক্ত হন; এক দিগে তাঁহার করুণা, অন্য দিগে তাঁহার যথার্থতা অবশ্যই দেদীপ্যমান হইবেক। ফিরৌণ অবাধ্য থাকাতে ঈশ্বর দশ বার ভীষণ যন্ত্রণাদ্বারা মিসরকে আঘাত করিলেন। সেই সমুদায় যন্ত্রণা কেবল শাস্তিদায়ক নহে, ঈশ্বর তদ্দ্বারা মনুষ্যদিগকে গুরুতর হিতজনক শিক্ষা প্রদান করিলেন। ঈশ্বর আপনি আপনার উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া কহিলেন “মিসরের প্রতি আপন হস্ত বিস্তার করিলে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা মিস্রীয় লোকেরা জানিবে। এবং আমি মিস্রীয় তাবৎ দেবের বিচার করিয়া দণ্ড করিব।” যাত্রাপুস্তক ৭; ৫ ও ১২; ১২। তবে ঈশ্বরের দয়াসূচক অভিসন্ধি এই, যে তিনি নিরূপিত দণ্ডকলাপদ্বারা মিস্রীয়দের পূজিত দেব সকলকে উহাদের এমত ঘৃণাস্পদ করিবেন, যে তাহারা মিথ্যা ধর্ম্মহইতে বিরত হইয়া সত্য ধর্ম্মেতে আকর্ষিত হইতে পারে।

যখন আমরা মনে করি যে পুরাকালীন মিস্রীয় লোকেরা তাবৎ প্রকার সাংসারিক জ্ঞান ও বিদ্যার বিষয়ে ভূমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট জাতি ছিল, তখন তাহারা যে ধর্ম্মের বিষয়ে অতিশয় জঘন্য ও নিকৃষ্টাবস্থায় ছিল, তাহা প্রায় বিশ্বাসের

মিস্রীয়দের ধর্ম্ম-বিষয়ক নিকৃষ্টতা।

অযোগ্য বোধ হয়; কিন্তু বাস্তবিক উক্ত বিষয়ে তাহারা নিতান্ত দুরবস্থান্বিত ছিল। ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাহাদের আনুক্রমিক অধোগতি স্পষ্টই নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহারা প্রথমে কেবল ভূমণ্ডলস্থ উৎকৃষ্ট পদার্থের উপাসনা করিত; অনন্তর তাহারা পৃথিবীস্থ প্রধান২ বস্তু উপাস্য দেবের মধ্যে পরিগণিত করিল; ক্রমশঃ তাহাদের পার্থিব ঠাকুরগণের এত বৃদ্ধি হয় যে, উপাস্য নাই প্রায় এমত কোনই পদার্থ ছিল না; সজীব কি নির্জীব, চেতন কি অচেতন, বড় কি ক্ষুদ্র, তাহারা সমুদায় পদার্থ দেবতা জ্ঞানে মানিত; তাহারা সিংহ, বলদ প্রভৃতি অনেকানেক বৃহৎ পশুর পূজা করিত; তদ্ব্যতীত তাহারা কুক্কুর, বিরাল, বানর, শিয়াল, সর্প, মূষিক, গুবরিয়া পোকা প্রভৃতি অসঙ্খ্য নিকৃষ্ট জন্তুর আরাধনা করিত; অধিকন্তু পেঁয়াজ, রসুন, কলাই নানা প্রকার উদ্ভিদাদি তাহাদের দেবগণের মধ্যে গণিত হইত।

উঁহাদের উপাস্য দেবগণ।

উল্লিখিত দশটী আঘাতে কোন্ দেবতা কি রূপে আহত হইল, আমরা সংক্ষেপে তাহা ব্যাখ্যা করি। উক্ত হইয়াছে যে মিস্রীয়েরা সর্পের পূজা করিত; তবে যখন মূসাকৃত সর্প তাহাদের সর্পগণকে গ্রাসিয়া ফে-

সর্পের ধ্বংসেতে সর্প দেবের আঘাত হয়।

লিল, তখনই প্রকটিত হইল, যে তাহাদের সেই দেব আত্মরক্ষায় অক্ষম এবং অনর্থক। যাত্রাপুস্তক ৭; ১২।

হিন্দুগণের পক্ষে গঙ্গাদেবী যেরূপ মাননীয়, নীল নদী পূর্ব্বতন মিস্রীয়দের পক্ষে তদ্রূপ ছিল। তবে ঈশ্বরের আজ্ঞাতে উক্ত নদীর জল রক্ত হইয়া উঠিল; সাত দিন ব্যাপিয়া এই আশ্চর্য্য সংঘটন রহিল; নদীর সকল মৎস্য মরিল, এবং উহাহইতে এমন দুর্গন্ধ উঠিল, যে অগত্যা উহা মিস্রীয়দের প্রগাঢ় শাস্তির হেতু এবং অশ্রদ্ধাভাজন হইল। যাত্রাপুস্তক ৭; ১৯-২১।

নীল দেবীর জল রক্ত হইয়া উঠে।

তৎপরে মুসা নদীর উপরে যষ্টি বিস্তার পূর্ব্বক অসঙ্খ্য ভেক আনয়ন করিলেন। সমুদায় দেশ অকস্মাৎ সেই ঘৃণার্হ জন্তুতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; কি দরিদ্রদের কুঁড়িয়া ঘর কি রাজার অট্টালিকা, কি শয়ন-গৃহ কি ভোজন-গৃহ, সর্ব্বত্রেই লোকেরা তাহাদের প্রাদুর্ভাবে যৎপরোনাস্তি আক্লিষ্ট হইল। ইহাতে পরমেশ্বর মিস্রীয়দের দুইটী ঠাকুর দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করিলেন; তাহারা ভেকের পূজা করিত, আর সেই ভেকের ঝাঁক যেন নীল দেবীর মুখহইতে

ভেকের ঝাঁকে দুইটী ঠাকুর দ্বারা লোকেরা প্রহারিত হইল।

নির্গত হইয়া তাহাদিগকে যন্ত্রণা দেয়। যাত্রা-পুস্তক ৮; ১-১৪।

অনন্তর উকুনের প্রাদুর্ভাব হয়। এই দণ্ডেতে মিস্রীয়েরা যৎকিঞ্চিৎ চেতনা প্রাপ্ত হইল; লেখা আছে "তখন মায়াবিরা ফিরৌণকে কহিল, ইহা ঈশ্বরের অঙ্গুলিকৃত কর্ম্ম।" যাত্রাপুস্তক ৮; ১৯। ঐ জঘন্য কীটের এমন অপরিশেষ বৃদ্ধি হইল যে, পশু ও মনুষ্য, প্রজা ও রাজা, সকলের গাত্রে উকুনের সঞ্চার হইল। ইহা অসামান্য দণ্ড ছিল সন্দেহ নাই, এবং মিস্রীয়েরা তাহাতে একান্ত আকুল ও ব্যথিত হইয়া উঠিল, তাহার বিশেষ কারণ এই যে, তাহাদের ধর্ম্মনিয়মানুসারে যাহার উপরে একটিই উকুন থাকে, পশু হউক কি ব্যক্তি হউক, সে এককালে অশুচি ও অকর্ম্মণ্য গণিত হয়। তবে উক্ত দণ্ডে উপাসকগণ এবং উপাস্য দেব সকলে একেবারে অশুচি আর অব্যবহার্য্য হইয়া গেল। তাহাতে ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই সম্পাদিত হইতে পারিল না; তাহা সমুদায় দেশে স্থগিত হইয়া গেল।*

উকুন বিষয়ক দণ্ডে সকলেই অশুচি হয় এবং ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকল স্থগিত হইয়া যায়।

---

* মুসা যে সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন, লেখা আছে যে, "মায়াবিরাও তদ্রূপ করিল।" এবিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে; কেহ ২ বলেন যে, "উহারা শয়তানের সহায়তাদ্বারা সত্যই তদ্রূপ করিল;" অন্যেরা তাহা অস্বীকার করিয়া বলেন যে "না, উহারা কেবল প্রতারণাযুক্ত ভেল্কী ক্রিয়া করিল।" বোধ হয়, উহারা

তৎপরে মশকের ঝাঁক আনীত হইল। মিসর দেশে অনেক বার মশকের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইত, এবং মিস্রীয়েরা সেই উৎপাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যে "বালসিবুল" নামক দেবকে প্রতিষ্ঠা করিত। কিন্তু ঈশ্বরপ্রেরিত মশক-ঝাঁক নিবারণ করা বালসিবুলের এমন কোন ক্ষমতা ছিল না। পরমেশ্বর তৎসময়ে বিধান করিলেন যে, ইস্রায়েল লোকদের আবাসের মধ্যে একটিই মশক থাকিবে না; ঈদৃশ চিহ্নদ্বারা, সত্য ঈশ্বর কে, তিনি তাহা বিলক্ষণরূপে দেখাইলেন।

মশকের ঝাঁকে বালসিবুল্ দেবের আঘাত হয়।

যথার্থই আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিল; তাহার প্রমাণ এই যে, উকুন-দণ্ডের বিষয়ে লেখা আছে যে "তাহারা উকুন উৎপন্ন করিতে যত্ন করিল বটে, কিন্তু তাহারা পারিল না।" যাত্রাপুস্তক ৮; ১৮। তবে যদি তাহারা কখনই যথার্থ ক্রিয়া না করিত, কেন তো কেবল এক বার কথিত আছে যে, তাহারা পারিল না? বস্তুতঃ অন্য তাবৎ কর্ম্মের বিষয়ে লেখা আছে, যে তাহারা করিল বটে। তবে ইহাতে আমরা শয়তানের ধূর্ত্ততা ও দুষ্টতা নির্ণয় করি; ফিরৌণ ও মিস্রীয়েরা বিশ্বাস না করে, এতজ্জন্য সে মায়াবিগণদ্বারা মুসাকৃত কর্ম্মের এক প্রকার অনুরূপ করাইল। কিন্তু আবার ইহাতে শয়তানের দুর্ব্বলতা প্রকাশ হয়; যদি তাহার এরূপ ক্ষমতা থাকিত, তবে সে নিশ্চয়ই ঈশ্বর-প্রেরিত দণ্ড বিফল করিত; কিন্তু ঈশ্বরদত্ত শাসন নিবারণে অক্ষম হইয়া সে কেবল তাহা বৃদ্ধি করিতে পারিল। সে যাহা হউক, ঈশ্বর উকুন বিষয়ক দণ্ডে শয়তানের হস্ত বদ্ধ করিলেন; তাহার কারণ এই, যেন মায়াবিরা ও লোক সকলই জানিতে পারে যে তাহাদের দেবগণ যেমন, তেমনি শয়তানও ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন ও পরতন্ত্র।

পরে ঈশ্বরের আজ্ঞাতে পশুগণের মধ্যে ভয়ানক মহামারী উপস্থিত হইল। লেখা আছে, "পরদিনে পরমেশ্বর এরূপ করিলে মিস্রীয়দের সকল পশু মরিল, কিন্তু ইস্রায়েল বংশের পশুদের মধ্যে একটীও মরিল না।" যাত্রাপুস্তক ৯; ৬। উপরে কথিত হইয়াছে যে, মিস্রীয়েরা প্রায় সকল পশুকে দেবতুল্য মানিত; কিন্তু তাবতের মধ্যে বলদাদি পশু তাহাদের বিশেষ মাননীয় ছিল। তবে এই উৎপাতে তাহাদের শ্রেষ্ঠ দেবগণ আহত হইয়া পড়িল।

পশুগণের মধ্যে মহামারী।

"অপর পরমেশ্বর মুসাকে ও হারোণকে কহিলেন, তোমরা মুষ্টি পূর্ণ করিয়া চুলার ভস্ম লও, পরে মুসা ফিরৌণের সাক্ষাতে তাহা আকাশের দিগে ছড়াউক; তাহাতে তাহা সমস্ত মিসর দেশ ব্যাপিয়া ধূলিস্বরূপ হইয়া মিসর দেশের সর্ব্বত্র মনুষ্য ও পশুদের গাত্রে ক্ষতযুক্ত স্ফোটক জন্মাইবে।" যাত্রাপুস্তক ৯; ৮, ৯। মিস্রীয়দের "টাইফন্" নামক এক দেবতা ছিল। তাহাদের বোধে উক্ত ঠাকুর অমঙ্গলস্বরূপ হইয়া তাবৎ অনিষ্টের কারণই ছিল। স্থলে২ টাইফনের যজ্ঞবেদি স্থাপিত ছিল, এবং উহাকে পরিতুষ্ট

বিষস্ফোটক দণ্ডে টাইফন্ নামক দেবতা আহত হয়।

করিবার জন্যে লোকেরা সময়ে২ তদুপরে মানববলি উৎসর্গ করিত। হত ব্যক্তির শরীর দাহ হইলে পরে যাজকগণ বেদিহইতে কতক মুষ্টি ভস্ম লইয়া আকাশের দিগে উড়াইয়া দিত; তাহাদের এমন অনুভব ছিল যে, যে কোন স্থানে উক্ত ধূলির একটী অণুমাত্রই পতিত হইল, তত্রত্য অমঙ্গল সকল একেবারে দূরীভূত হইবেক। বুঝি, মুসা তৎসময়ে টাইফনের একটী বেদিহইতে ভস্ম লইয়া উড়াইয়া দিলেন, তাহাতে লেখা আছে, "মনুষ্যদের ও পশুদের গাত্রে ক্ষতযুক্ত স্ফোটক হইল; আর সেই স্ফোটক প্রযুক্ত মায়াবিরা মুসার সাক্ষাতে দাঁড়াইতে পারিল না, কারণ মায়াবি প্রভৃতি সকল মিস্রীয় লোকদের গাত্রে স্ফোটক জন্মিল।" যাত্রাপুস্তক ৯; ১০, ১১। তবে ঈদৃশ দুর্ঘটনায় তাহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইল যে, টাইফনের উদ্দেশে নরবলি করা বৃথা ও অমঙ্গলজনক, কারণ ঈশ্বর অপ্রসন্ন হইলে কেহই প্রসন্ন হইতে পারে না।

পঙ্গপালের আগমনে সেরাপিস্ আঘাত পায়।

আর বার, পরমেশ্বর ফিরৌণকে কহিলেন "আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও, কিন্তু যদি ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হও, তবে দেখ, আমি কল্য তোমার সীমাতে পঙ্গপাল আনিব; তাহারা তোমার সমস্ত

দেশ এমত আচ্ছন্ন করিবে যে, কেহ ভূমি দেখিতে পাইবে না।” যাত্রাপুস্তক ১০; ৩, ৪।
ইহাও সম্পন্ন হইল; পঙ্গপালের উৎপাতে এক দিনেই মিসর দেশ মরুভূমির তুল্য হইয়া উঠিল।
মিস্রীয়েরা পঙ্গপালের আগমন নিবারণার্থে “সেরাপিস্” নামক দেবতার উপাসনা করিত। কিন্তু
উক্ত দণ্ডকালে সেরাপিস্ ও তদীয় উপাসকসমূহ লজ্জিত ও নিরুপায় হইয়া রহিল।

মিস্রীয়দের “অসাইরিস্” এবং “আইসিস্” বলে প্রসিদ্ধ দেবদেবী ছিল। তাহারা সূর্য্যের এবং
চন্দ্রের উপলক্ষে তাহাদের পূজা করিত। পরমেশ্বর দুই বিশেষ দণ্ডদ্বারা ইহাদিগকে নির্দ্দেশ করিলেন। মিস্রীয়েরা অনুভব করিত যে, সূর্য্য চন্দ্রের উপাসনা করিলে তাহাদের আকাশজনিত কিছুই অমঙ্গল ঘটিবে না।
হায়! তাহাদের কি ভ্রম! ঈশ্বরদ্বারা আদিষ্ট হওয়াতে সূর্য্য চন্দ্র তাহাদের ঘোরতর প্রতিকূল
হয়। শিলাবৃষ্টি, বজ্রাঘাত, তিন দিবসের অন্ধকার প্রভৃতি বিপদ, আকাশহইতে উৎপন্ন হইয়া
তাহাদিগকে ব্যথিত করিল।

শিলাবৃষ্টি ও তিন দিবসের অন্ধকারে অসাইরিস্ এবং আইসিস্ দেব দেবী নির্দ্দিষ্ট হয়।

পরিশেষে মিস্রীয়দের প্রথমজাত সন্তান সকল বিনষ্ট হইল। পূর্ব্বোক্ত তাবৎ দণ্ডে ঈশ্বর তাহা-

দের কাল্পনিক দেবগণ কেমন অনর্থক, ও তাহাদের উপাসনা করা কেমন নিষ্ফল, এই বিষয়ে যথোচিত শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই শেষ দণ্ডে তিনি আপনি আপনার বিষয়ে চেতনা দেন। তিনি তাহাদের পরামনন জন্মাইবার নিমিত্তে কতই ধৈর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন! আর কত বার বা তিনি তাহাদিগকে প্রহার করিয়াছিলেন!

প্রথমজাত সন্তানগণের বিনাশে ঈশ্বরের সদ্গুণ প্রদর্শিত হইল।

কিন্তু তাঁহার সেই সকল দয়াসূচক চেষ্টা বৃথা হইলে পর তিনি অনিবার্য্য ক্রোধ সহকারে তাহাদিগকে আঘাত করিলেন। তখনই তাহারা জানিতে পাইল যে, ইস্রায়েলদের ঈশ্বর কেমন বলিষ্ঠ ও কেমন ন্যায়বান। তাহাদের যেমন কর্ম্ম তিনি তাহাদের তেমনি প্রতিফল বিধান করিলেন। তাহারা যাদৃশ ইস্রায়েলদের সন্তানগণকে নিপাত করিয়াছিল, ঈশ্বর তাদৃশ তাহাদেরই সন্তানদিগকে হত করিলেন; ইস্রায়েলেরা যদ্রূপ পুত্রশোকে কান্দিয়াছিল, মিস্রীয়দিগকেও তদ্রূপ পুত্রশোকে ক্রন্দন করিতে হইল।

অবশেষে ঈশ্বর জয়ী হইলেন; লেখা আছে, “ফিরৌণ ও তাহার দাসগণ প্রভৃতি মিস্রীয় লোক সকল রাত্রিতে উঠিল, এবং মিসরেতে মহারোদন হইল; কেননা যে গৃহে কেহ মরে

নাই, এমত গৃহ ছিল না। তখন রাত্রিকালেই ফিরৌণ মুসাকে ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিল, তোমরা উঠিয়া ইস্রায়েলদের তাবৎ বংশকে লইয়া আমার প্রজাগণের মধ্যহইতে প্রস্থান কর।” যাত্রাপুস্তক ১২; ৩০, ৩১। তদ্দণ্ডেই তাহারা প্রস্থান করিল, এবং ঈশ্বর তাহাদের অগ্রগামী হইয়া সমুদ্র বিভাগ করিয়া তন্মধ্য দিয়া তাহাদিগকে গমন করাইলেন। এ দিগে ফিরৌণ কঠিনমনা ও জ্ঞানশূন্য হওয়াতে তাহাদের পশ্চাৎ গমন করে, এবং তাহাদিগকে ধরিবার আশয়ে বিভক্ত সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইল। তখনই তাহার সময় উপস্থিত হইল; রাজা ও রাজপুরুষগণ সৈন্য সমভিব্যাহারে জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল।

ঈশ্বর বিজয়ী হয়েন; ইস্রায়েলেরা বিমুক্ত হয়, এবং মিস্রীয় রাজা সসৈন্যে বিনষ্ট হয়।

মিস্রীয়েরা আপনাদের বিদ্যার, ও বীর্য্যের ও সম্পদের এবং ঐশ্বর্য্য স্মরণার্থে বহুবিধ স্তম্ভ ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল; এবং অধুনা তদুপরে তাহাদের কীর্ত্তিসূচক লিপি পঠিত হইতেছে; কিন্তু তাহারা উল্লিখিত ভীষণ দুর্ঘটনা স্মরণার্থে একটিই চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কোন্ জাতি স্বীয় পরাভবের বৃত্তান্ত স্মর্ত্তব্য জ্ঞান করে? সকলেই যথা

শীঘ্রই তাহা বিস্মরণ করিতে অভিলাষ করে। মিসরের দুঃসাহসী রাজা ও প্রজারা জগদীশ্বরের সহিত ভয়ানক সংগ্রামে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; তাহারা পরাস্ত ও বিনাশগ্রস্ত হইয়াছিল; মিস্রীয়েরা রাজাহীন, পুত্রহীন, ও সৈন্যহীন, হইয়াছিল; তাহাদের শস্য ও পশু নষ্ট হইল; তাহাদের স্বর্ণ, রৌপ্য, অলঙ্কারাদিও গেল; * তাহাদের মায়াবিরা, যাজকেরা ও দেবগণ সমবেত ঘোরতর লজ্জায় ও অপযশে আচ্ছন্ন হইয়া-

---

* লেখা আছে, পরমেশ্বর ইস্রায়েল লোকদিগকে ইহা আদেশ করিলেন "প্রত্যেক পুরুষ আপন (মিস্রীয়) প্রতিবাসিহইতে ও প্রত্যেক স্ত্রী আপন প্রতিবাসিনী হইতে রূপ্যালঙ্কার ও স্বর্ণালঙ্কার চাহুক।" যাত্রাপুস্তক ১১; ২। কেহ২ বলে যে, "এ কি অন্যায় নয়? ইস্রায়েলেরা কেনই মিস্রীয়দের দ্রব্য অপহরণ করিল?।" বস্তুতঃ উহা অপহরণের কিছুই নাই। প্রথমতঃ ইহা স্মরণ করা উচিত যে, সেটী ইস্রায়েলদের কর্ম্ম নয়; ঈশ্বরই তাহাদিগকে এমন আজ্ঞা দিলেন; তবে মনুষ্যের যাবতীয় ধন ঈশ্বরদত্ত এবং ঈশ্বরের সম্পত্তি, তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দেন; এবং তিনি যাদৃশ দান করেন, তিনি তাদৃশও পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারেন। আবার ইহাতেও মনোযোগ করা উচিত, যে ঈশ্বর মিস্রীয় লোকদের অন্তরে এমত প্রবৃত্তি দিলেন যে, তাহারা স্বেচ্ছানুসারেই আপনাদের দ্রব্য দান করিল। যাত্রাপুস্তক ১২; ৩৬। বাস্তবিক এই সমুদায় ব্যাপারে পরমেশ্বরের বিলক্ষণ যাথার্থ্য ও ন্যায় বিচার প্রদর্শিত হইল। ইস্রায়েল লোকেরা কত কাল অবধি বিনা বেতনে অপরিশেষ দুঃখ সহকারে মিস্রীয়দের সেবা করিয়াছিল! তবে ঈশ্বর এমন বিধান করিলেন যে, তাহারা অবশ্যই প্রস্থানকালে আপনাদের প্রাপ্য ভৃতি প্রাপ্ত হইবে।

ছিল; অধিক কি? তাহাদের প্রায় সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। পরন্তু যদ্যপি তাহারা জানিয়া শুনিয়া আপনাদের দুর্ভাগ্যের স্মরণার্থক চিহ্ন রাখে নাই, তবুও তাহার যথেষ্ট লক্ষণ রহিয়াছে।

অশ্বর্ণ নামক সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার মিসরে গিয়া এতদ্বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে মিস্রীয় পূর্ব্বকালীন রাজাবলি লইয়া উপরোক্ত দুষ্ট ফিরৌণের নাম তন্মধ্যে কোন্ স্থলে অঙ্কিত আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলেন; তৎপরে তিনি রাজগণের কবর স্থানে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, উক্ত রাজার দেহ তথায় সমাধি করা হয় নাই; কেন হয় নাই, ইহার উত্তর পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে; ফলতঃ, বাইবেলের উক্তি অনুসারে, তাহার শরীর সমুদ্র-তলে কবরস্থ হইয়াছিল।

ফিরৌণের সমাধি মিস্রীয় রাজগণের মধ্যে করা হয় নাই।

অন্য এক জন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, মিসরের অবশিষ্ট স্তম্ভ ও খোদিত লিপি প্রভৃতিদ্বারা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে যে, যৎকালে ইস্রায়েল লোকেরা তদ্দেশহইতে মুক্ত হইয়াছিল, তৎসময়ে মিসরের কোন অপূর্ব্ব ভয়ানক দুর্ভাগ্যও ঘটিয়াছিল; উহা আনুক্রমিক সংঘটনা নাই, কিন্তু

তদানীন্তন মিসরের নির্দ্দিষ্ট দুরবস্থার কারণ কি?

যেন হঠাৎ মিসরের সুখ, সম্পদ্, ও ঐশ্বর্য্যের অবসান হইয়া গেল; এবং উহার যে দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা হইতে অনেক কাল পর্য্যন্ত তাহার নিষ্কৃতি হয় নাই, এ সমুদায় স্পষ্টই উপলক্ষিত আছে। মিস্রীয়েরা আপনাদের দুর্গতির কারণ লেখে নাই বটে, কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি, যে উপরলিখিত ঈশ্বরকৃত বিপাক ব্যতীত তাহাদের দেশ-দীনতার আর কোন কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না।*

ইস্রায়েল লোকদের মিসরহইতে প্রস্থানাবধি ৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত মিস্রীয়দের সহিত তাহাদের প্রায় কিছুই আলাপ হইল না। এই মাত্র নির্দ্দিষ্ট আছে যে, মিস্রীয়েরা এত কাল ব্যাপিয়া আপনাদিগের ঈর্ষাগ্নি নির্ব্বাণ করে নাই; তাহারা বিমুক্ত ইস্রায়েল বংশ প্রযুক্ত যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা পুরুষে২ স্মৃত্যারূঢ় থাকাতে, তাহারা যথাসাধ্য বৈরিসাধনে উৎসুক হইয়া রহিল; এবং কোন বিদেশী ব্যক্তি কি বংশ যিহূদিদের বিপক্ষ হইলে মিস্রীয়েরা অবশ্য তাহাকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল। ইহার একটা দৃষ্টান্ত ১ রাজাবলির ১১ অধ্যায়ে লেখা

* "পুরাতন মিসর" নামক গ্রন্থের ৬৯ পৃষ্ঠায়।

ইস্রায়েলদের প্রতি মিস্রীয়দের দীর্ঘ কালীন ঈর্ষা।

আছে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, দায়ূদ্ রাজা ইদোমীয় বংশকে এককালে পরাভূত করিয়াছিলেন, এবং তিনি তাহাদের রাজগোষ্ঠীকে পদচ্যুত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে যিহূদি দেশাধিপতি নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তৎসময়ে ইদোমের রাজার কএক ভৃত্য হদদ্ নামক রাজপুত্রকে লইয়া মিসর দেশে পলায়ন করিয়াছিল। তবে পলাতকগণ ইস্রায়েলদের বিপক্ষ আছে বলিয়া ফিরৌণ আগ্রহপূর্ব্বক তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল ও আশ্রয় দিল; লেখা আছে "হদদ্ রাজার নিকটে উপস্থিত হইলে ফিরৌণ তাহাকে এক বাটী ও তাহার আহারার্থে বৃত্তি ও ভূমি নিরূপণ করিয়া দিল, এবং হদদ্ ফিরৌণের অতিশয় অনুগ্রহ পাইলে ফিরৌণ আপন ভার্য্যার ভগিনীর সহিত তাহার বিবাহ দিল।" ১ রাজাবলি ১১; ১৮, ১৯।

দায়ূদের মৃত্যুর পরে ইস্রায়েল ও মিস্রীয় বংশদ্বয়ের মধ্যে কিয়ৎকালের নিমিত্তে বন্ধুতা প্রস্ফুটিত হইল; তাহার কারণ এই, সুলেমান্ রাজা মিসরের ভূপতির দুহিতাকে বিবাহ করিলেন। তিনি অবিবেচনামতে আর ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই কর্ম্ম করিলেন সন্দেহ নাই; এবং এ রূপ অসঙ্গত বিবাহহইতে সুলেমানের ধর্ম্ম

সংক্রান্ত নানাবিধ ব্যাঘাতও জন্মিল; বস্তুতঃ তৎসময় অবধি তাঁহার ধর্ম্মপথ-হইতে ভ্রমণ আর বিপথগমন নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। সে যাহা হউক, ফিরৌণের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহাতে যদিস্যাৎ ধর্ম্মের ক্ষতি হইল, সুলেমানের সংসারিক লাভ দর্শিল। ফিরৌণ সংগ্রাম কার্য্যে সুলেমানের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। তৎকাল পর্য্যন্ত ভ্রষ্ট কিনানীয় বংশ পালেষ্টাইন দেশের কোন২ স্থলে অবস্থিতি করিতেছিল; তাহাদিগকে পরাস্ত ও বিনষ্ট করিতে ফিরৌণ প্রযত্নবান হইল; বিশেষতঃ সে গেষর নগরের কিনানীয় নিবাসী সকলকে সংহার করিয়া উহা তাহার কন্যা সুলেমানের ভার্য্যাকে উপঢৌকনরূপে দান করিল। ১ রাজাবলি ৯; ১৬।

সুলেমান ফিরৌণের কন্যাকে বিবাহ করেন।

সুলেমান এবম্প্রকার সাহায্যকৃত হওয়াতে তিনি স্বীয় বুদ্ধি কৌশল ও অধ্যবসায় সহকারে ক্রমাগত আপনার রাজ্য বৃদ্ধি করিলেন। অবশেষে তাঁহার অধীনস্থ ভূমি পূর্ব্বদিগে ফরাৎ নদী পর্য্যন্ত আর দক্ষিণে মিসর পর্য্যন্ত ব্যাপিল। পাঠকগণ ইহাতেই মনোনিবেশ করুন। সুলেমানের রাজত্বকালে যিহূদা দেশ যে পরিমাণে

সুলেমান স্বীয় যত্ন ও ফিরৌণের সাহায্য অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার রাজ্যের অতিশয় বৃদ্ধি করেন।

বিস্তারিত হইয়াছিল, তাহাতে তৎকালের ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন হইল। যৎকালে ইস্রায়েলদের আদিপুরুষ আব্রাহাম বিদেশীর ন্যায় পালেষ্টাইনে প্রবাস করিতেছিলেন, তৎসময়ে ঈশ্বর তাঁহার নিকটে এই বিষয়টী প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। লেখা আছে, "সেই দিনে পরমেশ্বর আব্রাহামের সহিত নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করিয়া কহিলেন, আমি মিস্রীয় নদী অবধি ফরাৎ নামক বড় নদী পর্য্যন্ত এই দেশ তোমার বংশকে দিব।" আদিপুস্তক ১৫; ১৮। বুঝি, আব্রাহামের নিকটে ঈদৃশ প্রতিজ্ঞাটীর সম্পাদন নিতান্ত অসম্ভব বোধ হইল। আব্রাহামের বংশ কই? তৎসময়ে তাঁহার একটিই সন্তান হয় নাই; আর এত বিস্তৃত দেশ তাঁহার বংশকে দত্ত হইবে, ইহারও যুক্তি কি? ঐ সমুদায় দেশ কতই বলবান জাতির অধিকার ছিল; কিন্তু আব্রাহামের তন্মধ্যে এক পদতুল্য ভূমিখণ্ড হয় নাই। আবার যখন আব্রাহামের বহু বংশ হইল, তখনও এই বাক্যটীর সিদ্ধি হওয়াই যৎপরোনাস্তি অসম্ভব বোধ হইল; ইস্রায়েলদের এত বৃহৎ স্বাধীন দেশ থাকুক, তাহারা আপনারাই পরাধীন হইয়া মিসরে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া

তাহাতে ৯০০ বৎসরের পূর্ব্বে উল্লিখিত প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইল।

রহিল। সে যাহা হউক, বিলম্ব হইলেও ঈশ্বরোক্তি অবশ্যই অবিকলরূপে সম্পাদিত হইবে। পরমেশ্বর ৯০০ বর্ষের পূর্ব্বে ইস্রায়েল দেশের যে সীমা নিরূপণ করিয়াছিলেন, সুলেমানের সময়ে সেই দেশ ঠিক সেই সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপিল; এবং অদ্ভুতের অদ্ভুত এই যে, অবশেষে যিহূদিদের পূর্ব্বতন বিপক্ষ মিস্রীয়দের সহায়তাদ্বারা উক্ত প্রতিজ্ঞাটী সফল হইয়া উঠিল।

মিসরে রাজবিদ্রোহ হয়।

সুলেমানের মৃত্যু না হইতে হইতেই মিসর দেশে ঘোরতর বিদ্রোহ ঘটিয়া উঠিল, এবং তদানীন্তন রাজবংশ এককালে বিচ্যুত হইল। তৎপরে "বুবাষ্টাইন্" নামা এক নূতন রাজগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হইল। ফিরৌণ শীশক্ নামক ব্যক্তি প্রথমে কর্ত্তৃত্বপদে অধিরূঢ় হইল। * এই ভূপতি যিহূদিগণের শত্রুপক্ষ হইয়া উঠিল। তৎকালে যারবিয়াম নামক সুলেমানের এক ধূর্ত্ত ভৃত্য তাঁহার বিরুদ্ধে উপদ্রব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল; পরে, দণ্ড এড়াইবার জন্যে সে মিসরে পলায়ন করিল।

---

* শীশক্ তাহার কুল-সংজ্ঞা ছিল। মিসরের প্রত্যেক রাজার বিশেষ পদবী ছিল, কিন্তু সকলেরই প্রতি "ফিরৌণ" উপাধি প্রয়োগিত হইত।

শীশক্ সুলেমানের মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাকে আ-শ্রয় দিল। যিহূদি অধীশ্বরের মৃত্যু হইলে পরে তাঁহার পুত্র রিহবিয়াম রাজপদে অভিষিক্ত হই-লেন; তাঁহার কর্ত্তৃত্ব সময়ে দুষ্ট যারবিয়াম মিসরদেশ ত্যাগ করাতে যিহূদা দেশে উপনীত হইল। সে পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হইল, এবং এবার তাহার কুকল্পনা এমত চরিতার্থ হইল যে, যিহূদিগণের ১২ গোষ্ঠীর মধ্যে ১০ গোষ্ঠী তাহার অনুগামী হইল। তৎসময়ে ইস্রায়েল লোকেরা দুই ভিন্ন রাজ্যে ভুক্ত হইয়া-ছিল, যথা, ১০ গোষ্ঠী যারবিয়ামের অধীনে ইস্রায়েল নামক রাজ্যে ভুক্ত হইল, এবং অব-শিষ্ট দুই গোষ্ঠী সুলেমানের পুত্র রিহবিয়ামের অধীনে যিহূদা রাজ্য বলিয়া বিখ্যাত হইল। ১ রাজাবলি ১১; ৪০।

দুষ্ট যারবিয়াম মিসরে আশ্রয় পায়।

যিহূদিগণের এরূপ রাজ্য-বিচ্ছেদ হইলে পরে ফিরৌণ শীশক্ সসৈন্যে পালেষ্টাইনে উপস্থিত হইল। সে যারবিয়ামের সপক্ষ হইয়া রিহবিয়ামের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গমন করিল। সে যিরূশালেমকে হস্তগত করিল, মন্দিরের এবং রাজবাটীর ধন, সম্পত্তি সকল লুটপাত করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল। আর, বোধ হয়, তৎকালে যিহূদিরা

ফিরৌণ শীশক্ যিরূশালেমকে আ-ক্রমণ ও লুটপাত করে।

মিসরের উদ্ধত রাজার করাধীন নিযুক্ত হইয়াছিল। ২ বংশাবলি ১২; ২, ৩, ৮, ৯।

একটী আশ্চর্য্য এই যে, বাইবেল ভিন্ন আর কোন পুরাবৃত্তে শীশকের নাম কুত্রাপি পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এমন রাজা সত্যই ছিল, আর বাইবেলের তদ্বিষয়ক বৃত্তান্ত অবিকল যথার্থ, ইহা বিলক্ষণ প্রমাণিত হইয়াছে; পর্য্যটকেরা মিসরের খোদিত প্রস্তরের উপরে অনেক বার শীশকের নাম দেখিয়াছেন। কারনাক্ নগরের একটী প্রাক্কালীন মন্দির রহিয়াছে; তদুপরে শীশককৃত নানাবিধ যুদ্ধ কাণ্ড চিত্রিত আছে; একটী চিত্রপটের ভাব এই রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে; "শীশকের সম্মুখে কতিপয় অভাগা জনেরা প্রণিপাত করিতেছে; রাজা এক হস্তে উহাদের কেশ ধারণ পূর্ব্বক অন্য হস্তে কুড়ালি উত্তোলন করিয়া তাহাদিগকে খণ্ড২ করিতে উদ্যত হইতেছে। অন্যত্রে মিসরের এক দেবতা তাহার অগ্রে শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি বন্দীগণকে চালাইতেছে; তাহাদের হস্ত পৃষ্ঠদেশে বদ্ধ আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে এক বিদেশী রাজা দৃষ্ট হইতেছে; তাহার মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, তিনি যিহূদি বংশীয় কোন অধিরাজ; তাঁ-

কারনাক্ মন্দিরস্থ খোদিত লিপি।

হার ও তৎসহগামীদের হস্তে একটী তোষদান আর একটী ঢাল আছে; উক্ত ঢালের উপর প্রত্যেক ব্যক্তির নাম খোদিত আছে; সেই লেখা সকল এত জীর্ণ যে, অধিকাংশের নাম একেবারে লোপ হইয়াছে: কেবল এক জনের নাম স্পষ্টই পাঠিত হইতে পারে; সেটী বন্দী রাজার নাম; এবং তাঁহারই ঢালের উপরে মিসরের অক্ষরে অঙ্কিত এরূপ উপাধি আছে "ইনি যিহূদার রাজা।" *

প্রগল্‌ভ ফিরৌণ শীশক যখন মন্দিরে ঈদৃশ চিত্রপট ও লিপি খোদাইল, তখন আপনার বীর্য্য প্রদর্শন করাই তাহার এইমাত্র অভিসন্ধি ছিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহার অননুভূত ফল দর্শিয়াছে; শীশকের গৌরব ব্যতীত ধর্ম্ম-গ্রন্থের গৌরব ফলিয়াছে, কারণ শীশকের মৃত্যুর ২৮০০ বৎসর পরে তদীয় রচনাদ্বারা বাইবেলোক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

এবম্বিধ আর একটী চমৎকার দৃষ্টান্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পাঠকেরা ২ বংশাবলি ১১ অধ্যায় ৫-১০ পদ পাঠ করিলে দেখিবেন যে, যিহূদার রাজা রিহবিয়াম স্বদেশের কতকগুলি নগর রক্ষা করি-

---

* "পুরাতন মিসর" নামক গ্রন্থের ৭৩ পৃষ্ঠে।

বার জন্যে তাহা প্রাচীরে বেষ্টন করিয়াছিলেন; উহাদের নাম সকল তথায় বর্ণিত আছে; তবে পাঠকগণ পর অধ্যায়ের ৪ পদ দৃষ্টি করিলে দেখি-বেন যে, শীশক যিহূদা দেশকে আক্রমণ করাতে কতিপয় প্রাচীর বেষ্টিত নগর হস্তগত করিল। সেই কোন্ ২ নগর ছিল, তাহা শেষ পরিচ্ছেদে উক্ত হয় নাই বটে, কিন্তু সকলেই সম্ভাব্যরূপে অনুভব করিবেন যে, উহারা অবশ্যই পূর্ব্বপ্রস্তাবিত নগরচয়ের মধ্যে ছিল। উপরোক্ত কারনাক্ মন্দিরের প্রাচীরে শীশক্দ্বারা আক্রান্ত ও অধিকৃত বহু২ নগ-রের নাম প্রণালীক্রমে রচিত হইয়াছে; তবে পর্য্যটকেরা ঐ নাম-তালিকার সহিত বাইবেল উল্লিখিত নগরগুলির নাম তুলনা দিয়া ঠিক সেই রূপ কতিপয় নাম নির্ণয় করিয়াছেন।

কারনাক্ মন্দি-রের নগরের নাম তালিকার বার্ত্তা।

ফিরৌণ শীশকের মৃত্যুর অনেক পরে সময়ে২ যিহূদিদের সঙ্গে মিস্রীয়দের গতিবিধি হইয়াছিল; কিন্তু তাহা বর্ণনা করা আমাদের অভিপ্রায় নহে; এক্ষণে মিসরের প্রতি কোন্২ ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপে সফল হইয়াছে তাহা প্রমাণ করা হউক।

যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তা এরূপ লেখেন, "ইস্রা-য়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি আজ্ঞা প্রেরণ করিয়া আপন

দাস বাবিলোণের রাজা নিবুখদ্‌নিৎসরকে আনাইব, এবং সে আসিয়া মিসর দেশ পরাজয় করিবে, এবং মৃত্যুর যোগ্যকে মৃত্যুর নিকটে, ও বন্দিত্বের যোগ্যকে বন্দিত্বের স্থানে, এবং খড়্গের যোগ্য লোককে খড়্গের নিকটে সমর্পণ করিবে।” যিরিমিয় ৪৩ : ১০-১১। যিহিষ্কেল প্রবাচকও তাঁহার ৩০ অধ্যায়ের ১০, ১১ পদে তাদৃশ বলেন যে, পরমেশ্বর এমত নিরূপণ করিয়াছিলেন যে, নিবুখদ্‌নিৎসরদ্বারা মিসর দেশ পরাভূত ও উৎপাতগ্রস্ত হইবেক।

যিরিমিয় ও যিহিষ্কেল বলেন যে, নিবুখদ্‌নিৎসর মিসরকে পরাস্ত করিবে।

ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বয় যাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহা বিলক্ষণ ঘটিল, এতদ্বিষয়ের তিন বিশেষ সাক্ষী আছে। খ্রীষ্টাব্দের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে মেগাস্তীনীস্ ও বিরোসুস্ নামক দুই পৌত্তলিক গ্রন্থকার বিদ্যমান ছিলেন; উভয়ে প্রকারান্তে বর্ণন করিয়াছেন যে, নিবুখদ্‌নিৎসর মিসরকে আক্রমণ পূর্ব্বক অধীনস্থ ক[illegible]ল, এবং তন্মধ্যে অতি নৃশংস ব্যবহার করি[illegible]ারে বহুসঙ্খ্যক মিস্রীয় লোককে বন্দী করিয়া বাবিলোণে আনয়ন করিল। জোসীফস্ নামক যিহূদি গ্রন্থকারও তদ্রূপ প্রমাণ দিয়াছেন; তিনি লেখেন যে, নিবুখদ্‌নিৎসর তাৎ-

উক্ত বাণীর সফলতার বিষয়ে তিন জন সাক্ষী প্রমাণ দিয়াছেন।

কালীন মিসরের রাজাকে বধ করিল, এবং তাহার বিনিময়ে আর এক জনকে রাজপদে নিযুক্ত করিল।

হত রাজার নাম ফিরৌণ হফ্রা ছিল। এক স্থলে পরমেশ্বর তাহার প্রতি এই রূপ তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করেন, "প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, হে মিস্রীয় রাজা ফিরৌণ, দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে আছি; তুমি দীর্ঘকায় মহা কুম্ভীররূপে নিজ নদীগণের মধ্যে ভাসিয়া এই কথা কহিতেছ, এই নদী আমার, আমি আপনার জন্যে তাহা সৃষ্টি করিয়াছি।" যিহিষ্কেল ২৯; ৩। তবে ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, ফিরৌণ অতিশয় দাম্ভিকরূপে আপনার মান ও ঐশ্বর্য্যের বিষয়ে শ্লাঘা করিত। প্রায় নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, গ্রীক্ গ্রন্থকার হিরদটস্ ঐ রাজাকে "এপ্রীস্" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং তিনি তাহার স্বভাব ও গুণ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা শেষোক্ত ঈশ্বরবাণীর সহিত ঠিক মিলে। হিরদটস্ লিখেন যে, এপ্রীস্ অপর্য্যাপ্ত গর্ব্বিত ও অভিমানী হইয়া নাস্তিকের ন্যায় শ্লাঘা করিত যে, সে আপনার রাজ্য এত স্থির ও অটল নিধার্য্য করিয়াছিল, যে দেবগণ পর্য্যন্ত তাহা উৎপাটন করিতে পারিত না। রে দর্পকারী এপ্রীস্!

ফিরৌণ হফ্রার প্রতি ঈশ্বরোক্ত তিরস্কার।

তদ্বিষয়ে হিরদটসের বার্ত্তা।

তোমা অপেক্ষা মহান এক জন আছেন, আর তিনিই কহিয়াছেন, "পতনের পূর্ব্বে অহঙ্কার ও বিনাশের পূর্ব্বে অভিমান হয়" তোমারই প্রতি সেই উক্তি কেমন ভীষণভাবে সিদ্ধ হইয়াছে! ইহাও আমাদের বিবেচ্য আছে যে, এই জগৎ-গতির মধ্যে ঈশ্বর প্রায় অনেক বার দুষ্টকে দুষ্ট-দ্বারাই শাসন করেন; যে নিবুখদ্‌নিৎসর এপ্রীস্-কে আপনার পাপের জন্যে নষ্ট করিল, সেও তদ্রূপ পাপী ছিল, এবং পরে ঈশ্বর তাহাকেও তজ্জন্য ঘোরতর দণ্ডবিধান করিলেন। তবে এ বাক্যটী কেমন সত্য, যথা, "পাপীরা ঈশ্বরের খড়্গস্বরূপ।"

মিসরের তদানীন্তন উৎপাতের বিষয়ে ঈশ্বর আর বার কহিলেন "আমি তাবৎ উচ্ছিন্ন দেশের মধ্যে মিসরকে উচ্ছিন্ন এক দেশ করিব; ও উচ্ছিন্ন নগরের মধ্যে তাহার নগর চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে; এবং আমি মিস্রীয়দিগকে তাবৎ দেশের মধ্যে ছিন্নভিন্ন ও তাবৎ জাতির মধ্যে বিকীর্ণ করিব।" ২৯; ১২।

মিসর দেশ কত বৎসর উচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে।

বিরোসুস্ ও মেগাস্তীনীস্ লিখিয়াছেন যে, নিবুখদ্‌নিৎসর যে গুলিন মিস্রীয়দিগকে বন্দী করিয়া বাবিলোণে নীত করিল, তদ্ভিন্ন সে আরো অনেক-কে মিসরহইতে তাড়াইয়া ভিন্ন২ জাতির মধ্যে

বিকীর্ণ করিল। কিন্তু আবার উক্ত আছে যে, মিসর দেশ ঠিক ৪০ বৎসর দুরবস্থান্বিত ও উচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে। বোধ করি, এই বাক্যের ভাব ব্যাখ্যা করা কঠিন নহে; নিবুখদ্‌নিৎসর যৎকালে মিসরকে উচ্ছিন্ন করিয়াছিল, তাহার ৪০ বৎসর পরে পারসীয় মহোদয় খস্র অসূরিয় সাম্রাজ্য হস্তগত করিলেন, তিনি মিস্রীয় দুঃখগ্রস্ত লোকদের প্রতি অত্যন্ত বদান্যতা প্রদর্শন করিলেন, এবং তাহাদিগের চল্লিশ বৎসরের কষ্টদায়ক বন্ধন একেবারে ছেদন করিলেন।

কাম্বাইসীস্ এবং ওকুসের দ্বারা মিসর দেশ আর বার উৎপাতিত হয়।

ন্যায়বান খস্র যত দিন বাঁচিলেন তত কাল মিস্রীয়েরা সুখ স্বচ্ছন্দে রহিল, কিন্তু তাহার মৃত্যু হইলে পরে তাহারা আবার ঘোরতর বিপন্ন হইয়া উঠিল। খস্রের পদানুবর্ত্তি দুই রাজা, অর্থাৎ কম্বাইসীস্ আর ওকুস্, অতিশয় নিকৃষ্ট স্বভাবী ও দুরাচারী ছিল। বস্তুতঃ মিস্রীয়েরা নিবুখদনিৎসরের নিকটে যত অধিক উৎপাত সহ্য করিয়াছিল, এই দুই নৃশংস ভূপতির নিকটে ততোধিক সহ্য করিতে হইল।

পরমেশ্বর আপন কৃপাতে পুনশ্চ মিসরের উদ্ধারের উপায় নিয়োগ করিলেন; নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বাক্যে তিনি উক্ত দেশ বিষয়ক অতি চমৎ-

কার বিষয় প্রসঙ্গ করেন, "সে সময়ে মিসর দেশে পাঁচ নগর স্থাপিত হইবে, তাহারা কিনান দেশীয় ভাষাবাদী হইবে, ও সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের নামে দিব্য করিবে; এক নগর ধ্বংস-নগর বিখ্যাত হইবে। তৎকালে মিসর দেশের মধ্যস্থানে পরমেশ্বরের এক যজ্ঞবেদি হইবে, এবং তাহার সীমার নিকটে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক স্তম্ভ স্থাপিত হইবে; তাহা মিসরদেশে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের চিহ্ন ও সাক্ষীস্বরূপ হইবে; কারণ তাহারা উপদ্রবকারীদের ভয়ে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলে তিনি এক পরাক্রান্ত ত্রাতাকে পাঠাইয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন।" যিশায়িয় ১৯; ১৮-২০। প্রথমতঃ আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, যিনি মিসরের উদ্ধারের নিমিত্তে নিয়োগিত হইয়াছিলেন সেই পরাক্রান্ত ত্রাতা কে? প্রায় সমুদায় শাস্ত্রজ্ঞ লোকেরা স্বীকার করেন যে, এই বচনেতে জগজ্জয়ী সিকুন্দর রাজা নির্দ্দিষ্ট আছেন। খস্র যাদৃশ অসূরিয় সাম্রাজ্য উৎপাটন করিয়া পারসীয় রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাদৃশ ২০০ বৎসর পরে সিকুন্দরও পারসীয় রাজ্য ধ্বংস করাতে গ্রীক সাম্রাজ্য পত্তন করিলেন। এবং খস্র মিশ্রীয়দের প্রতি যেরূপ সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া-

মিসরের উদ্ধার ও উন্নতি বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী।

সিকুন্দর রাজা ঐ নির্দ্দিষ্ট পরাক্রান্ত রাজা।

ছিলেন সিকুন্দরও তদ্রূপ করিলেন। তিনি পারসীয় সৈন্যকে পরাস্ত করিলে পরে মিসরে গমন করিলেন। মিস্রীয়েরা তাঁহাকে মুক্তিদাতা বলিয়া অপরিসীম আনন্দ সহকারে তাঁহাকে গ্রহণ করিল; তাহারা বিনা তর্কে তাঁহার বশীভূত হওয়াতে তাঁহার অনুকম্পায় আশ্রয় লইল। তাহারা বঞ্চিত হইল না; সিকুন্দর, যদিও আপনার বিপক্ষগণের প্রতি গ্রাসকারী সিংহের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, তথাচ তিনি আপনার শরণাগতদের প্রতি পিতৃবৎ বাৎসল্য করিতেন। তিনি তাহাদের দৌরাত্ম্য নিরাকরণ করিলেন; তিনি এক জন মিস্রীয়কে তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিতে নিযুক্ত করিলেন, আর তিনি সেই অধিপতিকে মিসরের বিধি-সঙ্কলনানুসারে বিচারাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিতে অনুমতি দিলেন। অবশেষে তিনি মিসরের উত্তরে, সমুদ্র তীরে, এক বৃহৎ নগর নির্ম্মাণ করিলেন; সেই নগর আপাততঃ বিদ্যমান আছে, এবং তাহার মান্যবর স্থাপনকর্ত্তার স্মরণার্থে তাহা এক্ষণও সিকুন্দর নামে বিখ্যাত আছে। সিকুন্দর সত্য ঈশ্বরের বিষয় অনবগত ছিলেন বটে, কিন্তু উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে আমরা দেখিতেছি যে, তাঁহার জন্মের প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কি

অদ্ভুত! নিবুখদনিৎসর, খস্র, সিকুন্দর প্রভৃতি কত বিজাতীয় ভূপতি পূর্ব্বোল্লেখের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে! তাহারা স্বাধীন হইয়া স্বেচ্ছানুক্রমে কার্য্য করিত বটে, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ রাজাধিরাজ যে ঈশ্বর, তিনি তাহাদিগকে আপনার অনুচর জানিয়া তাহাদের সহায়তাদ্বারা স্বীয় কল্পনা সাধন করিলেন।

সিকুন্দরের মৃত্যুর পরে তাঁহার এক সেনাপতি মিসরের অধিষ্ঠাতার পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি "টলেমী সোটীর" নামে বিখ্যাত ছিলেন। তিনিও বিলক্ষণ ন্যায়বান ও সৎস্বভাবী ছিলেন; তাঁহার পারদর্শিতা ও বুদ্ধিকৌশল ও কর্ম্মদক্ষতা অতি বিচিত্র ছিল, তিনি তদুপলক্ষে "মহা টলেমী" উপাধি বিশিষ্ট হইলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তিনিও উপরলিখিত ভবিষ্যদ্বাণীতে লক্ষিত আছেন, যথা, সিকুন্দর যাদৃশ মিসরের মুক্তি করিয়া তাহার "ত্রাতা" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন, তাদৃশ টলেমী সোটীরও উহার উন্নতি সাধন প্রযুক্ত অন্য পক্ষে উহার "ত্রাতা" হইলেন। ফলতঃ, তাঁহার উপাধি "সোটীর" এক গ্রীক শব্দ, এবং তাহার অর্থ "ত্রাতা।"

টলেমী সোটীরও প্রকারান্তে মিসরের ত্রাতা ছিলেন।

পরন্তু, উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাক্যে আর একটী গুরু-

তর উক্তি আছে, যিশায়িয় কহেন যে, মিসরের মধ্যস্থানে পরমেশ্বরের এক যজ্ঞবেদি হইবে, আর তদ্দেশের পাঁচ নগরে লোকেরা যিহূদি ভাষা কহিবে, ও সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের নামে দিব্য করিবে। বোধ করি, যে সময়ে যিশায়িয় পবিত্র আত্মার আবির্ভাবদ্বারা ইহা রচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাহাতে বিস্ময়াপন্ন হইয়া উঠিলেন; তৎসময়ে তাহার বিবেচনায় এমন ব্যাপার অবশ্যই যৎপরোনাস্তি অসম্ভব বোধ হইল; বুঝি, তিনি মনে২ এরূপ আন্দোলন করিলেন, "কি অদ্ভুত! মিসরে ঈশ্বরের যজ্ঞবেদি হইবে! ঈশ্বর না কি নিরূপণ করিয়াছেন যে, কেবল যিরূশালেমে তাঁহার যজ্ঞবেদি থাকিবে? আবার মিসরের কতক নগরের মধ্যে যিহূদি ভাষা প্রচলিত হইবে! এ কি প্রকারে সম্পন্ন হইতে পারে? আর ঠিক পাঁচটী নগরের মধ্যে ঈদৃশ অদ্ভুত সংঘটন ঘটিবে! এ সমুদায় কেমন আশ্চর্য্য!" পাঠকগণ দেখিবেন যে, ভবিষ্যদ্বক্তারা যে ২ বিষয় লিখিয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহাদের বোধাতীত নহে, কিন্তু প্রায় অনেক বার তাহা তাঁহাদের অনুভবের একান্ত বিপরীত ছিল; তবে উক্ত বিষয় সকল ঈশ্বরদ্বারা পরিজ্ঞাত না হইলে তাঁহারা কি প্রকারে তাহা

মিসরের পাঁচ নগরে যিহূদি ভাষা প্রচলিত হইবে; আর ঈশ্বরের যজ্ঞবেদিও থাকিবে।

উদ্ভাবন করিতে পারিতেন? সে যাহা হউক, আমরা এক্ষণে দেখিব যে, উচ্চারিত বিষয় যত না অসম্ভব বোধ হউক, সকলই বিলক্ষণ সম্পাদিত হইল।

যৎকালে নিবুখদনিৎসর যিরূশালেম ধ্বংস করিয়া অধিকাংশ যিহূদি লোককে বন্দিত্বাবস্থায় লইয়া গেল, তৎসময়ে অনেক যিহূদী তাহার হস্ত এড়াইয়া মিসরে পলায়ন করিল। তাহারা মিসরে অবস্থিতি করাতে আর যিহূদা দেশে প্রত্যাগমন করিল না; ক্রমশঃ তাহাদের বংশের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরে সিকুন্দর সম্রাট যখন তদ্দেশে তাঁহার স্বনামক নগর নির্ম্মাণ করিলেন, তখন তিনি এক লক্ষ যিহূদি লোককে আনাইয়া তন্মধ্যে তাহাদিগকে বাস করাইলেন। সিকুন্দরের পদানুবর্ত্তি রাজারাও তদ্রূপ সময়ে ২ আরো অনেক যিহূদীদিগকে মিসরে প্রবেশ করাইলেন। ফাইলো নামক এক যিহূদি গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, তৎসময়ে মিসরে ন্যূনাধিক দশ লক্ষ যিহূদি লোক অবস্থিতি করিতেছিল!

কালক্রমে বহু যিহূদি লোক মিসরে গিয়া তথায় অবস্থিতি করে।

তৎপরে দুরন্ত ও ক্রূর-স্বভাবী আণ্টিয়কস্ এপিফানীস সুরিয়া দেশের অধীশ্বর হইয়া যিহূদিগণের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিতে লাগিল; তাহাতে অনেকে পালেষ্টাইন্ ত্যাগ করিয়া মিসরে

আশ্রয় পাইল। পলাতকগণের মধ্যে ওনিয়াস নামক এক যাজক ছিলেন। তৎকালে ষষ্ঠ টলেমী মিসরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে-ছিলেন; তিনি ওনিয়াসের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইলেন, আর তাঁ-হাকে সৈনিক কার্য্যে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন দেখিয়া অবশেষে তাঁহাকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া নিযুক্ত করিলেন। তদ্ভিন্ন দসিথীউস নামক আর এক বিজ্ঞ ও তৎপর যিহূদী মিসর দেশাধিপতির প্রীতিভাজন হইলেন। ক্রমাগত এই দুই যিহূদির ক্ষমতা এত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে, টলেমী সৈন্য-সামন্ত তাঁহাদেরই হস্তগত করিলেন; এবং তাঁহারা প্রায় স্বেচ্ছানুসারে যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্য্য সকল নিষ্পন্ন করিতেন।

ওনিয়াস্ এক যি-হূদি যাজক মিসরের সৈন্যের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন।

ওনিয়াস যদিও সাংসারিক বিষয়ে এরূপ ব্যস্ত সমস্ত ছিলেন, তবুও তিনি ধর্ম্মের বিষয় বিস্মৃত হইলেন না; বস্তুতঃ তদ্বিষয়ে তিনি অতীব চিন্তিত হইয়াছিলেন; তিনি দেখিলেন যে, মিসরে বহুস-খ্যক যিহূদি লোক এককালে ধর্ম্মহীনের তুল্য আচার ব্যবহার করিতেছে; তদ্দর্শনে তিনি অতি-শয় ক্ষুব্ধ হইলেন এবং ভাবিলেন যে, তিনি কি করিয়া তাহাদের সেই দুর্দ্দশার প্রতিকার করিতে পারিবেন। পরে তিনি মনে সিদ্ধান্ত করিলেন যে,

ওনিয়াস মিসরে মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্যে রাজার নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করেন।

রাজা অনুমতি দিলে তিনি অবশ্য মিসরে যিহূদিগণের উপাসনা ক্রিয়ার জন্যে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিবেন। এক দিন রাজা ও রাজমহিষী একত্র থাকাতে ওনিয়াস সমীপবর্ত্তী হন; তিনি আবেদন পূর্ব্বক রাজাকে আপনার মনস্কামনা জানাইলেন, এবং তাঁহার প্রার্থিত বিষয়ে ঈশ্বরই প্রসন্ন, তিনি ইহা সাব্যস্ত করিবার জন্যে উল্লিখিত যিশায়িয়ের ভবিষ্যদ্বাণী লক্ষ্য করিলেন; তিনি উক্ত বচন পাঠ করিয়া রাজাকে বুঝাইলেন যে, পরমেশ্বর ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এমন নিরূপণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার উদ্দেশে মিসরে এক যজ্ঞবেদি স্থাপিত হইবে। রাজা ও রাণী প্রস্তাবিত বিষয়ে পরম সন্তুষ্ট হইলেন। এবং তাঁহারা অচিরাৎ তদ্বিষয়ে এক বিজ্ঞাপন পত্র প্রচার করিলেন; তন্মধ্যে তাঁহারা যিশায়িয়ের পূর্ব্বোক্তি নির্দ্দেশ করিয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করণ পূর্ব্বক তাঁহার আরাধনার্থে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। ওনিয়াস হীলিয়াপলিস নামক নগরে মন্দির স্থাপন করিলেন। তাহা পরিমাণে ও আকারে ঠিক যিরূশালেমস্থ মন্দিরের প্রতিরূপ ছিল, এবং শেষোক্ত মন্দিরে যেরূপ যজ্ঞবেদি ছিল, ওনিয়াস স্বকৃত মন্দিরে তৎতুল্য

যজ্ঞবেদিও প্রস্তুত করিলেন। তিনি আপনি মহা-যাজক হওয়াতে তদুপরে মুসার ব্যবস্থানুসারে বলি-দানাদি কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অধীনস্থ অনেক যাজক ও লেবীয় অনুচরও নিযুক্ত হইল, এবং ইহাঁরা নিয়মিত ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধনে ব্যাপৃত হইলেন। ২৪০ বৎসর পর্য্যন্ত যিহূদিরা সেই মন্দিরে ঈশ্বরের উপাসনা করিল। পরন্তু রোমীয়েরা, যিরূশালেমস্থ মন্দির ধ্বংস করণের কিয়ৎকাল পরে, মিসরে গিয়া তত্রত্য মন্দিরও নষ্ট করিল। অদ্যাপি তাহার চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট আছে; ঐ মন্দির যথায় স্থাপিত ছিল তথায় এক মাত্র ঢিবি রহিয়াছে; তাহা এখনও "যিহূদিগণের ঢিবি" নামে বিখ্যাত আছে।

ওনিয়াস যিরূশালমস্থ মন্দির সদৃশ এক মন্দির নির্ম্মান করেন।

তবে "মিসরের মধ্যে পরমেশ্বরের যজ্ঞবেদি থাকিবে" পূর্ব্বোল্লেখের এই বাক্যটী অবিকল্পরূপে সিদ্ধ হইয়াছিল। উক্ত বাণীর অপর অংশ এই, "মিসরের পাঁচ নগরের লোকেরা কিনান্ দেশীয় ভাষাবাদী হইবে, ও তাহারা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের নামে দিব্য করিবে; এক নগর ধ্বংস-নগর হইবে।" তবে জিজ্ঞাস্য এই, ঐ পাঁচটী নগর কি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? কেহ২ বলেন যে, এ স্থলে পাঁ-

নির্দ্দিষ্ট পাঁচ নগরের বিষয়ে আলোচনা।

চটী শব্দের অর্থ ঠিক পাঁচ নগর নহে, কিন্তু কতক-গুলি নগর এই মাত্র, যেমন লোকে সচরাচর "পাঁচ জনের কথা শুনা ভাল" বলিলে, তাহাতে অনিশ্চয় গণনা, অর্থাৎ কতিপয় লোক, নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু তদ্ভিন্ন আর কএক বিদ্বান লোকেরা বলেন যে, "না, অবশ্য সেই বাক্যেতে ঠিক পাঁচ নগর বুঝান যায়; যদি না হয়, তবে কেন উহাদের একটী নগরের নাম উত্থাপিত হইয়াছে?" বোধ করি, ইহাঁদের ভাব যুক্তিসিদ্ধ, এবং সেই পাঁচ নগর নির্দ্দেশ করা কঠিন কর্ম্ম নহে। যিশায়িয় যে একটী নগর উল্লেখ করিয়াছেন তদ্ব্যতীত চারি নগর যিরিমিয়দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তিনি তাঁহার ৪৪ আর ৪৬ অধ্যায়, যথায় যিহূদি লোকেরা অধিবাস করিত, মিসরের এমন চারি বিশেষ নগর লক্ষ্য করেন; উহাদের নাম মিগ্দল, তফন্হেস, নফ, আর পা-থ্রোস প্রদেশস্থ এক নগর; বুঝি, এই শেষটী অমোন-নো নামে বিখ্যাত ছিল। সমুদয় পাঁচ নগর অধুনাও নির্দ্দিষ্ট আছে; ইদানীন্তন এই চারি নগরের এই ২ নাম প্রচলিত, মাগ্দলেম, দাফনী, মেম্ফিস্, আর দীয়স্পলিস্।

মিসরে যিহূদিগণের ঠিক পাঁচটী আবাস-পুরী উল্লিখিত হইয়াছে।

যিশায়িয় কহেন যে "ঐ পাঁচ নগরের একটীই ধ্বংস-নগর হইবে।" ধ্বংস-নগর শব্দে হীলিয়া-

পলিস বুঝায়, যথা, যে নগরে ওনিয়াস্ মহা-যাজক মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই। হীলিয়াপলিসের অর্থ "সূর্য্য নগর" সেই নাম দত্ত হইয়াছিল তাহার কারণ এই যে, তথায় মিস্রীয়েরা সূর্য্যের পূজা করণার্থে এক বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

যিশায়িয় কেন সূর্য্য-নগরকে ধ্বংস নগর বলেন।

তবে যিশায়িয় সেই পুরী লক্ষ্য করিয়া কেনই তাহার নাম পরিবর্ত্তন করেন? কেনই তিনি তাহা সূর্য্য-নগর না বলিয়া ধ্বংস-নগর বলেন? বোধ করি, আমরা অনায়াসে ইহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি। যিহূদিরা ধর্ম্মশাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছিল যে, কল্পিত দেবতার নাম মুখাগ্রে করা তাহাদের অবিধেয় ছিল; (যাত্রাপুস্তক ২৩; ১৩ ও যিহোশুয়ো ২৩; ৭) তবে ভক্ত যিহূদিরা যখন কোন কারণ বশতঃ কোন দেবতার প্রসঙ্গ করিতে হইত, তখন তাহারা সেই দেবতার সংজ্ঞা অবিকলরূপে উচ্চারণ না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে একটী তিরস্কার কি নিন্দাসূচক বাক্য ব্যক্ত করিত; কিন্তু দেবতার নাম ও উচ্চারিত শব্দ, ভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও শুনিতে উভয়ে প্রায় সমান বোধ হইত। বাইবেলে ঈদৃশ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। জৈতুন্ পর্ব্বতের ইব্রীয় নাম "হার মিস্কা" ছিল; কিন্তু যখন ভ্রষ্ট যিহূদিরা তথায়

মিথ্যা দেবতার পূজা করিতে লাগিল, তখন ঈশ্বর-পরায়ণ লোকেরা তাহা "হার মাহ্কিথ্" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন; ইহার ভাব এই "পচা পর্ব্বত" রাজাবলি ২৩; ১৩। আর "বৈথেল্ শব্দের অর্থ ঈশ্বরের গৃহ; কিন্তু যখন বিপথ-গামী ইস্রায়েলেরা তথায় ঠাকুর স্থাপন করিয়াছিল, তখন ধার্ম্মি-কেরা তাহার "বৈথেবন্" নাম রাখিলেন, ইহার অর্থ "অলীকতার গৃহ" হোশেয় ৪; ১৫ ও ১০; ৫। তদ্রূপ তাঁহারা বাল দেবকে "বসেথ্" (লজ্জা) বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। তবে যিশায়িয় উক্ত স্থলে যদি সূর্য্য-নগর বলিতেন, তাহা হইলে তিনি মিস্রীয় দেবের নাম উথাপন করিতেন, ইহা নিষিদ্ধ ছিল, তজ্জন্য তিনি শব্দের পরিবর্ত্তন করেন; ইব্রীয় ভাষায় "খীরেস্" সূর্য্য আর "হীরেস্" ধ্বংস। তিনি এই শেষ কথাটী হীলিয়াপলিসের প্রতি প্রয়োগ করেন, যেহেতুক সমুদায় দেবপূজা যথার্থই ধ্বংসজনক বটে।

যিহূদিয়া কল্পিত দেবের নাম পরি-বর্ত্তে কোন নিন্দা-সূচক বাক্য উচ্চা-রণ করিত।

যে ২৪০ বৎসরের নিমিত্তে উক্ত নগরে ঈশ্বরের মন্দির ছিল, এতাবৎ কালে তাহা মিস্রীয়দের সম্মুখস্থ পরমেশ্বরের নিয়ত সাক্ষী-স্বরূপ ছিল; তাহা উহাদের মিথ্যা দেবমন্দিরের পার্শ্বে স্থাপিত হই-

ঈশ্বরের মন্দির মি-সরে স্থাপিত হইলে সত্য ধর্ম্ম মিস্রীয়দের প্রতি প্রকাশিত হইল।

য়াছিল, যেন তাহারা সত্য ঈশ্বরের উপাসনাতে আকর্ষিত হইয়া কল্পিত দেবপূজাহইতে বিরক্ত হইয়া যায়। তাহাদের কত জন সেই রূপ চেতনা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা বর্ণিত হয় নাই, কিন্তু এমন অনুভূত হইতে পারে যে, অনেকে মন্দিরে গিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের ও নিয়মিত প্রার্থনার পাঠ শ্রবণ করাতে জ্ঞানালোকেআ লোকিত হইল, এবং সনাতন ধর্ম্মের পালকগণের মধ্যে গণিত হইল।

আর একটী বিশেষ সংঘটনদ্বারা মিস্রীয়েরা আশীঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যদবধি সিকুন্দর রাজা মিসরকে হস্তগত করিয়াছিলেন, তদবধি উত্তরোত্তর গ্রীক ভাষা তদ্দেশে প্রচলিত হইতে লাগিল; অবশেষে যিহূদি ও ভদ্র মিস্রীয় লোক প্রায় সকলে সেই ভাষা কহিত। পরে খ্রীষ্টাব্দের ন্যূনাধিক ২৭৭ বৎসর মিসরের এক অভিজ্ঞ গ্রীক রাজা কতকগুলিন বিদ্বান যিহূদি লোককে ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করিতে নিযুক্ত করিলেন। কথিত আছে, যে সম্পূর্ণ ৭০ জন পণ্ডিত উক্ত কর্ম্মে নিয়োগিত হইয়াছিলেন, তদ্‌হেতু অনুবাদিত গ্রন্থ "সেপ্টিউজিণ্ট" (সত্তর) নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। তবে এই রূপে পরমেশ্বরের বাক্য মিস্রীয়দের মধ্যে বিস্তারিত ও পাঠিত হইত; এবং বোধ করি, তৎপাঠে

"সেপ্টিউজিণ্ট" নামক গ্রীক ভাষার ধর্ম্মগ্রন্থ।

অনেকে যিহূদির ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া উঠিল ; পাঠকগণ ইহার দৃষ্টান্ত প্রেরিতের ক্রিয়ার ২ অধ্যায়ের ১০ পদে দেখিতে পাইবেন। *

এতাদৃশ দয়াবিষ্ট ঘটনাদ্বারা মিসরের প্রতি ঈশ্বরের প্রসন্নতা নিদর্শিত হইয়াছে ; কিন্তু এখন অন্য প্রকার বাণী আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে হয় ; ঈশ্বর কহিলেন " অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে মিসর নীচ রাজ্য হইবে, এবং মিস্রীয়েরা জাতিগণের উপরে আর উন্নত হইবে না ; তাহারা যেন অন্য জাতীয়দের উপর আর কর্তৃত্ব করিতে না পারে, এ জন্যে আমি তাহাদিগকে ক্ষুদ্র করিব, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা

মিসরের নিকৃষ্টতা বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী।

---

* বাস্তবিক উক্ত ধর্ম্মপুস্তকের অনুবাদ কার্য্যে আমরা ঈশ্বরের বিলক্ষণ কৃপাময় অভিসন্ধি নির্ণয় করিতে পারি। গ্রীক ভাষা সুধ মিসর্ দেশে প্রচলিত হয় নাই, জগজ্জয়ী সিকুন্দর যত দূর অবধি আপনার রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, তত দূর অবধি গ্রীক ভাষার প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল। তাহাতে খ্রীষ্টের জন্ম না হইতে ২ প্রায় তাবৎ দেশের বিশিষ্ট লোকেরা ঈশ্বরের ত্রাণদায়ক বাক্য অধ্যয়ন করিতে পারিতেন। যিহূদিরাও তৎসময়ে প্রায় সমুদয় জগতের প্রধান ২ নগরে অবস্থিতি করিত ; তাহারাও সেই গ্রীক ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবহার করিত, এবং আপনাদের উপাসনার সময়ে সমাজের মধ্যে তাহা পাঠ করিত। বস্তুতঃ, এরূপে ঈশ্বরের দয়াসম্পন্ন উদ্দেশ্য সম্পাদিত হইল ; খ্রীষ্টের আগমনের পূর্ব্বেই এবম্প্রকারে বাক্যরূপ বীজ ছড়িভঙ্গ হইতেছিল ; জগজ্জনেরা ক্রমশঃ প্রস্তুত হইতেছিল ; পরে ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী যত লোক ছিল, তাহারা প্রেরিতগণের প্রমুখাৎ সুসমাচার বার্ত্তা শুনিবামাত্রই আনন্দপূর্ব্বক তাহা গ্রাহণ করিল।

কহেন, আমি তাহার প্রতিমাগণকে বিনষ্ট করিব, এবং মোফহইতে বিগ্রহ সকল দূর করিব; মিসর দেশীয় আর কোন লোক রাজা হইবে না।” যিহিক্কেল ২৯; ১৫ আর ৩০; ১৩।

যিহিক্কেল এই যে বাক্য ২৪০০ বৎসর পূর্ব্বে রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিক মিসরের সংক্ষেপ ইতিহাস তুল্য। মনুষ্য ঘটনার পরে তাহা বর্ণন করে; কিন্তু ঈশ্বর, যাঁহার পক্ষে এক সহস্র বৎসর এক দিনের তুল্য, তিনি ঘটনার অনেক পূর্ব্বেই বিলক্ষণরূপে তাহা প্রসঙ্গ করিয়াছেন। উল্লিখিত বাক্যে পরমেশ্বর বিধান করিয়াছিলেন, যে যুগযুগান্তে মিসরদেশ সমুদয় রাজ্যের মধ্যে নিকৃষ্ট ও নীচ দেশ হইবে; অর্থাৎ সে স্বাধীনতা বিহীন হওয়াতে ভিন্ন২ রাজ্যের অধীনস্থ হইয়া থাকিবে। মিসর ঠিক এই রূপ দুর্দ্দশান্বিত হইয়া আসিতেছে। নিবুখদ্‌নিৎসর তাহা পরাস্ত করিলে সে বাবিলোণ রাজ্যের বশীভূত হইল; পরে খস্রের সময়ে সে পারসীয় রাজাধীন হইয়া গেল; সিকুন্দরের সময়ে তাহা গ্রীক সাম্রাজ্যে পরিগণিত হইল; আবার খ্রীষ্টের জন্মের ৩০ বৎসর পূর্ব্বে সে রোমীয়দের হস্তগত হইল; খ্রীষ্টাব্দের ৬৪১ বৎসরে সারাসীয় লোকেরা মিসরের অধিকারক হয়;

তাহা সিদ্ধ হইয়াছে; মিসর কতই ভিন্ন জাতির অধীনস্থ হইয়াছে।

অপিচ ১২৫০ বৎসরে মিসরের যার পর নাই দুর-বস্থা ঘটিয়া উঠিল; তৎসময়ে মেম্‌লূক নামক বহু-সঙ্খ্যক ক্রীত দাস মিসরে আনীত হইয়াছিল; তাহারা সৈনিককার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের ক্ষমতা ও সাহস বর্দ্ধিত হইলে পরে তাহারা তাৎকালিক মিসরের রাজবংশকে পদচ্যুত করাতে আপনারাই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া-ছিল; তাহাতে ক্রীত দাসেরা মিসরের রাজগোষ্ঠী হইয়া উঠিল; তবে প্রবাচকের উক্তি যথার্থই সম্পন্ন হইল, যথা "অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে মি-সর নীচ রাজ্য হইবে।" অবশেষে ১৫১৭ বৎসরে মিসর তুরুক লোকদের অধিকৃত হইয়াছিল; সম্প্রতি তুরুক দেশের রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ এক জন মিসরের উপর কর্তৃত্ব করিতেছেন।

ঈশ্বর কহিয়াছিলেন যে "মিস্রীয় কোন লোক আর রাজা হইবে না।" ইহাও সম্পন্ন হইয়াছে; গত ২৪০০ বৎসরের মধ্যে মিস্রীয়েরা বারম্বার অসাধারণ পৌরুষতা প্রদর্শন করিয়াছে; তাহারা পুনঃ২ উহাদের বিদেশী রাজগণের বিরুদ্ধে উপদ্রবে প্রবৃত্ত হইয়াছে; অনেক বার তাহারা স্বদেশীয় রাজা নিযুক্ত করিতে প্রাণপণ করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের উৎসাহ ও বীর্য্য উভয়ই বৃথা; যদিও ক্ষণেককালের

২৪০০ বৎসরাবধি কোন মিস্রীয় লোক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

জন্যে চরিতার্থ বোধ হইল, তথাপি তাহারা পুনর্ব্বার পরাস্ত হইয়া নৈরাশ্যপঙ্কে নিপতিত হইয়াছে; বস্তুতঃ যৎকালে ঈশ্বর উপরোক্ত বচন উক্ত করিয়াছিলেন, তদবধি এখন পর্য্যন্ত কোন মিস্রীয় লোক মিসরের রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হন নাই।

ইতিপূর্ব্বে আমরা বল্‌নী সাহেবের প্রদত্ত সাক্ষ্য শ্রবণ করিয়াছি; সেই নাস্তিক যাদৃশ অন্যান্য বিষয়ে অজ্ঞাতসারে ঈশ্বরোক্তি প্রতিপন্ন করিয়াছে, তাদৃশ মিসর বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীও তদ্দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। সে মিসরে পর্য্যটন করিয়া তাহার বর্ত্তমান দশার বিষয়ে এরূপ লিখিয়াছে, "মিসরের ঈদৃশী দুরবস্থা হইয়াছে; এই ২৩ শত বৎসর পূর্ব্বে তদ্দেশীয় ভূস্বামীরা পরিচ্যুত হইয়াছিল; তাহার পরে মিসরের উর্ব্বরা ভূমি সকল ক্রমাগত ভিন্ন-জাতীয়দের অধীনস্থ হইয়া আসিতেছে; কালক্রমে পারসীয়, মাসিদোনীয়, গ্রীক, রোমীয়, আরবীয়, জোর্জীয় আর অবশেষে টার্টর্ অর্থাৎ অটমান তুরুক্, এ সমুদায় জাতি সময়েং তাহার উপরে প্রভুত্ব করিয়াছে, অধুনা তথায় কেবল অত্যাচারের গতিবিধি উপলক্ষিত হইতেছে; সর্ব্বত্রে যাহা কিছু দর্শকের দৃষ্টিপথে আইসে, সকলই তাঁহাকে

নাস্তিক বল্‌নী সাহেবের উক্তিদ্বারা ভবিষ্যদ্বাক্য প্রতিপন্ন করা হয়।

ইহা বিলক্ষণ জানায় যে, সেই দেশ সুধু দাসত্বের ও দৌরাত্ম্যের কষ্টভূমি।"

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে পরমেশ্বর মিসরের দেবগণের উপর দণ্ড বিধান করিলেন। তিনি পূর্ব্বে মুসাদ্বারা তাহাদিগকে আঘাত করিয়াছিলেন; তৎসময়ে মিস্রীয়েরা দেখিয়াছিল যে, তাহাদের দেবগণ, আপনাদের, কি স্বীয় উপাসকগণের উদ্ধারে নিতান্ত অক্ষম ছিল; ঈশ্বরের নিদারুণ অভিসম্পাতে মিসরের ঠাকুর সকল, যাজকগণ, রাজা, প্রজারা এক সঙ্গে ভয়ানক দুরবস্থায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তবে এমন প্রগাঢ় শিক্ষা পাইলে পরে যে মিস্রীয়েরা পুনশ্চ আপনাদের ভ্রষ্ট ধর্ম্মের রক্ষণে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেই স্থূল আর জ্ঞানান্ধ; অনেকেই বলেন যে, এখানে হউক কি পরত্রেই হউক, সকল দোষীরা দণ্ডদ্বারা সংশোধিত ও বিশুদ্ধ করা যাইবে; বস্তুতঃ যাহারা ঈদৃশ উদ্ভাবন ব্যক্ত করে, তাহারা মনুষ্যের স্বভাবের বিষয়ে, আর এই জগতের গত্যাদির বিষয়ে অবিদিত; শত ২ জাতি আর অযুত ২ ব্যক্তি ঈশ্বরনিকটে শাসিত হইয়াও কিছুই চেতনা প্রাপ্ত হয় নাই! আপাততঃ কত দুষ্টেরা ঈশ্বরপ্রদত্ত দণ্ডে বিলাপোক্তি করিতেছে,

মিসরের দেবগণের উপর ঈশ্বরের দণ্ড বিধান।

কিন্তু নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে, যে অধিকাংশই তাহাতে কিছুই স্বভাবান্তর না হইয়া উত্তরে পাপাশক্ত হইতে থাকিবে। ফলতঃ, কেবল ঈশ্বরের চেতনাদায়ক আত্মার আবির্ভাবে কুস্বভাবী মনুষ্যের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে। সে যাহা হউক, দণ্ডের পরেই অবাধ্যগণের প্রতি বিনাশ অবশ্যই ঘটিবে। মিসর বিষয়ক দৈববাণী এই, "প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি প্রতিমাগণকে বিনষ্ট করিব, ও মোফ্‌হইতে বিগ্রহ সকল দূর করিব।" যিরিমিয় ৩০; ১৩। এই বাক্যটী বিলক্ষণ রূপে সম্পাদিত হইয়াছে; পুরাকালে যে২ স্থানে লোকেরা দেবগণের পূজার্থে সমাগত হইত, সেই২ স্থান এখনও নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু ঐ তাবৎ স্থল যেন ঈশ্বরের ক্রোধরূপ বজ্রাঘাতে বিনষ্ট হইয়াছে; দেবমন্দির ও দেবপ্রতিমা সকলের ভ্রংশ হইয়াছে, এবং উহাদের ভগ্নাংশ লণ্ডভণ্ড হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ঈশ্বর কহিলেন "আমি প্রতিমাগণকে বিনষ্ট করিব, আর আমি মোফ্‌হইতে বিগ্রহ সকল দূর করিব।" তথাস্তু! তাহাই ঘটিয়াছে, প্রত্যেক পর্য্যটকও ইহারই সাক্ষী।

প্রতিমাগণ বিনষ্ট হইয়াছে।

পরমেশ্বর এই যে একটী নগর নির্দ্দেশ করেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইয়াছে; অন্যত্রে যে

মোফ্ নগরে বিগ্রহ সকল বিলুপ্ত হইয়াছে।

দেবগণের চিহ্ন উপলক্ষিত তাহা এই স্থলে প্রায় কিছুই দেখা যায় না; প্রতিমাগুলিন কেবল নষ্ট হয় নাই, তাহা এককালে বিলুপ্ত হইল; "বিগ্রহ সকল দূর হইয়াছে!" কতক বৎসর গত হইল কতিপয় কৌতূহলাক্রান্ত ব্যক্তিরা তথায় গিয়া একস্থলে মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা দুই প্রকাণ্ড প্রতিমা প্রকাশ করিলেন; ঐ প্রতিমাদ্বয় যেন কবরহইতে উদ্ধৃত হইয়া ঐ নির্জন স্থানে দাঁড়াইয়া প্রত্যেক দর্শকের কর্ণে কহিতেছে, "ঈশ্বরোক্তি কেমন সত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়!"

এ অধ্যায় সমাপ্ত না করিতে করিতেই উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীর সূত্র যৎকিঞ্চিৎ লক্ষ্য করা আমাদের বিহিত; ইহার এমন বিচিত্র ভাব যে, যতই আমরা নিরীক্ষণ করি ততই আমাদের বিস্ময় প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। ইহা দুই এক বিষয়ে অন্যান্য দৈববাণীহইতে বিভিন্ন প্রতীত হইতেছে। পাঠক মহাশয়েরা স্মরণ করিবেন যে, ইদোম, মোয়াব, নিনিবী, বাবিলোণ প্রভৃতির বিষয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী, তন্মধ্যে ঈশ্বর নিরূপণ করিয়াছেন যে, উহাদের উপাসিত দেবগণ, আর উপাসনাকারী বংশবৃন্দ

উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীর সূত্র বিষয়ে আন্দোলন।

সমবেত বিনষ্ট হইবেক; তদ্রূপ ঘটিয়াছে; দেব-সমূহ গিয়াছে, বংশগণও লোপ হইয়াছে। কিন্তু মিসরের প্রতি উক্ত হইয়াছিল "আমি তোমার প্রতিমা সকলকে বিনষ্ট করিব।" মিস্রীয় বংশের বিনাশ কুত্রাপি আদিষ্ট হয় নাই; তাদৃক্ ঘটনা অবিকল ঘটিয়াছে, দেবতা সকল বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু বংশটী অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

মিস্রীয় বংশ রহি-য়াছে।

আবার কথিত হইয়াছিল যে, ঐ সকল রাজ্যের নানাবিধ পরিবর্ত্তন হইলে পরে তাহাদের অবসান হইবে, অর্থাৎ তাহাদের লোপই ঘটিবে। ঠিক তদ্রূপ হইয়াছে, আমাদের শত ২ বর্ষের পূর্ব্বে ঐ রাজ্যগুলিন লুপ্ত হইয়া প্রায় মানবীয় স্মৃতি-পথে আর আইসে না। কিন্তু মিসরের বিষয়ে আজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে তাহা পুরুষে ২ এক নীচ ও নিকৃষ্ট রাজ্য হইতে থাকিবে: প্রায় আড়াই সহস্র বৎসর অবধি মিসর তত্তুল্য রাজ্য হইয়া আসিতেছে। আর এক্ষণও সে তদ্রূপ দুরবস্থায় আছে।

মিসর রাজ্যও রহিয়াছে।

আর এক বিষয় আমাদের আন্দোলনীয়। পাঠকগণ দেখিবেন যে, ঐ এক বাণীতে পরমেশ্বর চিরদিনের জন্যে মিসরের অবস্থা নিরূপণ করিয়াছিলেন; উক্ত বিষয়ের ইয়ত্তা নাই, পরিবর্ত্তনও

নাই, শেষও নাই। যিহিস্কেল প্রবাচক ২৪০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন যে তদবধি " মিসর নীচ রাজ্য হইবে, ও তাহা আর উন্নত হইবে না, ও তাহা অন্যজাতীয়দের উপর আর কর্ত্তৃত্ব করিবে না, এবং কোন মিস্রীয় লোক আর কখনো তাহার রাজা হইবে না।" তবে কেমন? যিহিস্কেল দুই সহস্র বৎসরের অধিক-কাল পূর্ব্বে ইহা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ইহাতে সকলেই স্বীকৃত আছে; ভাল, আমাদের জিজ্ঞাসা এই; তিনি কি আন্দাজে ইহা লিখিলেন? না ঈশ্বরের আবির্ভাবে লিখিলেন। যদি কেহ সাহস করিয়া বলে, যে তদুক্তি আন্দাজ-মাত্র, তবে আমাদের উত্তর এই, আন্দাজকারি ব্যক্তি সম্ভব বিষয়ে নির্ভর করিয়া ভাবী ঘটনা সঙ্কল্প করে, এবং তাহা করিলেও কোন না কোন স্থলে তাহার কল্পনা অবশ্য অনর্থক হইবেই। কিন্তু যিহিস্কেল কি সম্ভাবনা দেখিয়া মিসরের চিরকালের ইতিহাস লক্ষ্য করিতে পারিলেন? কত দেশের, কত জাতির, কত বার অবস্থান্তর হইয়াছে! এক বার অবনত হইয়া আবার উন্নত হইয়াছে; এক বার পরাজিত হইয়া আবার জয়ী হইয়াছে; এক বার দেশীয় রাজা বিচ্যুত হইলেই আবার পুনঃস্থাপিত হইয়াছেন। তবে

এমন অসম্ভব ও চিরকাল ব্যাপী বাক্যটী কি আন্দাজের উক্তি হইতে পারে?

অন্যান্য জাতির যাহা ঘটিয়াছে তাহা কেনই না মিসরে ঘটিবে? যিহিস্কেল এক বৎসরের জন্যে নয়, শত কি সহস্র বৎসরের জন্যেও নয়, কিন্তু চিরকালের জন্যে মিসরের ভাবী দশা নির্দ্দেশ করিয়াছেন; গত ২৪০০ বৎসরের মধ্যে যদি এক বার মিসরের উন্নতি হইত, যদি এক বার মিসর অপর জাতির উপরে কর্ত্তৃত্ব করিত, যদি সে এক বার স্বাধীনতা লাভ করিয়া মিস্রীয় অধীশ্বরের অধীনে স্বচ্ছন্দ থাকিত, তাহা হইলে যিহিস্কেলের উক্তি অসম্পূর্ণ হইত, এবং তিনিই প্রবঞ্চনাকারীও সপ্রকাশ হইতেন। কিন্তু তাহা হইল না; উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সাক্ষাৎসম্বন্ধে যত অসম্ভব বোধ হউক না কেন, তাহা যুগযুগান্তরে সফল হইয়া আসিতেছে; এবং আমাদের পরেও তাহা সফল হইতে থাকিবে। তবে, নির্দ্দিষ্ট বাক্যটী যিহিস্কেলের নহে, বস্তুতঃ তাহা সর্ব্বকালদর্শী পরমেশ্বরের অপরিবর্ত্তনীয় উক্তি, ইহা মনুষ্যমাত্রেরই স্বীকার্য্য।

---

১০ অধ্যায়।

সিদ্ধান্ত বিষয়ক আবেদন।

"দুই তিন জনের প্রদত্ত সাক্ষ্যেতে তাবৎ বিষয় সাব্যস্ত করা যাইবে।" (মথি ১৮; ১৬) এই শাস্ত্রোক্তি প্রায় সর্ব্বত্রে প্রচলিত ও সর্ব্বতোভাবে মাননীয়। কিন্তু এত স্বল্প সাক্ষীর নিকটে যদি গুরুতর বিষয় প্রতিপন্ন করা হয়, তবে বাই-বেলের ঐশিকতা বিষয়ক প্রমাণ কেমন শক্ত ও অখণ্ডনীয় হইয়া উঠিয়াছে! এই গ্রন্থে কত প্রকার লোক এই বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিয়াছেন! যিহূদী ও ভিন্নজাতি; মুসলমান এবং খ্রীষ্টিয়ান, নাস্তিক এবং বিশ্বাসী; পূর্ব্বতন এবং অধুনাতন গ্রন্থ-কারীরা; অঙ্কবেত্তারা, জ্যোতির্বেত্তারা, ভূতত্ত্ব-বেত্তারা, এই সমুদায় ব্যক্তিরা, কোন না কোন স্থলে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, কাজে কাজেই, এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রয়োগ করিয়াছেন।

ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ে বহুবিধ সচেতন সাক্ষী আছেন।

ঈদৃশ সচেতন সাক্ষীব্যূহ ভিন্ন বহুবিধ অচে-

তন সাক্ষীও উঠিয়াছে; নানাদেশীয় নদ্ নদী, সমুদ্র, গগণস্পর্শী পর্ব্বত, সমভূমি, উপত্যকা, লোকাকীর্ণ নগর, আর নির্জ্জন মরুভূমি, ভগ্ন স্তম্ভ এবং খোদিত প্রস্তর, পুরাকালীন ব্যাপার ও আধুনিক সংঘটন; এই সকলে যেন বাক্‌শক্তি বিশিষ্ট হইয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে যে, বাইবেল গ্রন্থ মনুষ্য কল্পিত নহে, কিন্তু সত্যময় ঈশ্বরের মুখহইতে নিঃসৃত বাক্যই।

আর অনেকানেক অচেতন সাক্ষীও।

পরন্তু পাঠগণের ইহাও স্মর্ত্তব্য যে, বাইবেল সংক্রান্ত প্রমাণ-কিরণ বহুসংখ্যক আর বিবিধ প্রকার; এই গ্রন্থে আমরা তৎসমুদায়ের অণুমাত্রই অবলোকন করিয়াছি; সফল ভবিষ্যদ্বাক্য ব্যতীত অন্যান্য ভূরি২ অভেদ্য প্রমাণ আছে। কিন্তু যদিও বাইবেলের সমুদায় সাক্ষ্য-আলোক আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত না হইয়াছে, তবুও যে পরিমাণে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে বিশ্বাসী পাঠকের বিশ্বাস অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হইতে পারে, আর অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস নিতান্ত অনর্থক ও নির্মূল প্রতীত হইবে।

এই গ্রন্থে প্রমাণ-কিরণের অণুমাত্র তেজ প্রতীত হইতেছে।

কিন্তু বলিতে কি? এই গ্রন্থে ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতার বিষয়ে যে সকল নিদর্শন উল্লিখিত হই-

য়াছে, ইহাতে আপত্তি কি? আর অনাস্থাকারী কেনই বা অবিশ্বাস করে? এতাবৎ প্রসঙ্গ প্রতারণার বিষয় নহে, আন্দাজের বিষয়ও নহে; উত্থাপিত ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থই উক্ত হইয়াছিল; আর যে সকল ঘটনাতে দৈবোক্তিচয় সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা স্বপ্নবৎ গল্প নহে, নিশ্চয়ই সেই সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, ইহা অস্বীকার করে এমন কেহই নাই। তবে কি বলিব? পুরাকালীন বাক্যগুলি শত২ ও সহস্র২ বৎসর পরে অসঙ্খ্য ঘটনাতে অবিকলরূপে সম্পাদিত হইয়াছে; তবে ইহার একমাত্র সিদ্ধান্ত কি? না এই যে, বাইবেল শাস্ত্র, ঈশ্বরদত্ত, ঈশ্বরপ্রণীত, আর ঈশ্বরোক্ত?

তবুও ইহাতে একমাত্র সিদ্ধান্ত উদয় হইতেছে।

এ সমুদায় প্রমাণ অবহেলা করাতে যদি কেহ ঈদৃশ সিদ্ধান্তেতে অনাস্থা প্রদান করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি কি ওজর করিয়া স্বীয় উদ্বোধ রক্ষা করিবে? কালক্রমে পূর্ব্বোক্তির অনুরূপ বহুসঙ্খ্যক সংঘটন হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য কি? পূর্ব্বোক্তি যদি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের উক্তি না হইয়া থাকে, তবে তাহা কাহার বচন? আর নির্দ্দিষ্ট বাক্য এবং ঘটনাগুলির মধ্যে পরস্পরের এমত চমৎকার সমতুলনা নিদর্শিত হইয়াছে তাহার হেতু বা কি? যদি কেহ বলে যে, "ঐ সকল বাক্য দৈবাৎ ঘটনায় অমনি

ভবিষ্যদ্বাণীর ফল-দায়ক ঘটনাগুলিন দৈবাৎ ঘটে নাই।

সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে” তবে উত্তর এই, যে ব্যক্তি এরূপ আপত্তি প্রয়োগ করিতে পারে, সে কেমন অবিবেচক ও কেমন অবোধ! বহুসঙ্খ্যক নিষ্ফল উক্তির মধ্যে যদি দুই একটী সফল প্রকটিত হয়, তবে উহা দৈবাৎ ঘটিয়াছে, ইহা বলিলেই হয়; কিন্তু শত২ উক্তি শত২ ভাবী ঘটনায় সিদ্ধ হইয়াছে, আর এমন বিচিত্রভাবে সিদ্ধ হইয়াছে যে, সন্নিবর্ত্তি ধ্বনি ও দূরবর্ত্তি প্রতিধ্বনির যেরূপ সম্বন্ধ, নির্দ্দিষ্ট উক্তিচয়ের আর ঘটনাগুলির ঠিক সেই রূপ সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়াছে; তবে “এই তাবৎ ব্যাপার দৈবাৎ ঘটিয়াছে,” যে ব্যক্তি ইহা কহিতে পারে, সে অত্যন্ত নির্ব্বোধ ও দুঃসাহসী সন্দেহ নাই।

কোন অসভ্য ব্যক্তি প্রথমে একটী ঘড়ী দেখিলে অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া উঠে; কখনো২ এমন হইয়াছে যে, দেখিতে২ সে ভীত হইয়া উঠিয়াছে, আর কলটীর আকার, গতি, শব্দ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া তাহা যথার্থ জীব অনুভব করিয়াছে।

এই বিষয়ে ঘড়ীর দৃষ্টান্ত প্রয়োগ।

পরে, যখন বুঝিতে পারে, যে উহা বাস্তবিক জীব নয়, কল্পিত বস্তু মাত্র, তখন একেবারে সেই বনবাসী ইহা ভাবে, যে “আঃ! ইহার নির্ম্মাতা কেমন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান

ব্যক্তি।” ভাল, এমন সময়ে যদি কেহ ঐ অসভ্যকে কহে যে “ না, তোমার ভুল হইয়াছে, ইহার কল্প-নাকারী কি নির্ম্মাতা কেহই নাই, এই পদার্থের যেরূপ অদ্ভুত ও পরস্পরের সংমিলিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিতেছ, এ সমুদায় ঈদৃশভাবে আপনা-পনি দৈবাৎ হইয়াছে।” কেমন, অসভ্য লোক কি এমন কথায় বিশ্বাস করিবে? না, শুনিবামাত্র হাসিয়া উঠিবে? ভবিষ্যদ্বাণী আর নির্দ্দিষ্ট সঙ্ঘটন-সমূহ ঘড়ীর তুল্য? এবং এই উভয়ের এমত বিল-ক্ষণ সংমিলন যে, মূঢ় পর্য্যন্ত ইহাতে সর্ব্বজ্ঞ বিধা-তার চিহ্ন নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়।

কথনো ২ কথিত হইয়াছে যে “বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী ভিন্ন আরো অনেক স্বতন্ত্র ভবিষ্যদ্বাণী উক্ত হইয়াছে; এবং সেই গ্রন্থের বাণী যাদৃশ ঘটনাক্রমে সিদ্ধ হইয়াছে, তাদৃশ অন্যান্য কতি-পয় পূর্ব্বোল্লেখও সফল হইয়া উঠিয়াছে; তবে বাইবেলোক্তি সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া যদি তাহা ঈশ্বরদত্ত স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে, কেনই অন্যান্য শাস্ত্রকেও ঈশ্বরদত্ত না স্বীকার করিব?” আমরা প্রত্যুত্তর করিতেছি; ভাল, বল দেখি, বাইবেলের ব্যতীত আর কোন্ ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ হইয়াছে? আপত্তিকারী বলিবেন যে “পুরাকা-

স্বতন্ত্র ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ে আপত্তি এবং তদুত্তর।

লীন গ্রীক ও রোমীয় লোকদের মধ্যে দৈববাণী প্রচলিত ছিল, এবং তদানীন্তন ভবিষ্যদ্বক্তৃণীগণ যে সকল ভাবী ঘটনা নির্দ্দেশ করিয়াছিল, তাহার কতকগুলি ঘটনা তদ্রূপ ঘটিয়া উঠিল; অপিচ হিন্দু প্রভৃতির শাস্ত্রব্যূহের মধ্যে বহুবিধ ভবিষ্যদ্বাণীও আছে, এবং সে সমুদায়ের কোন না কোন বাক্য বিশেষ ঘটনায় সফল বোধ হইয়াছে।"

ঈদৃশ ওজর শ্রবণে অজ্ঞান কবিরাজের প্রতারণা-বৃত্তি আমাদের মনে উদয় হইতেছে; এমন কি? কখনো২ এমন ব্যক্তি অর্থলোভে একটী নূতন ঔষধ কল্পনা করে; বাস্তবিক সে কিছুই নয়, এবং উহার স্বাস্থ্য করণের কিছুই শক্তিও নাই; ধূর্ত্ত কবিরাজ ইহা উত্তমরূপে জানে; সে যাহা হউক, সেই প্রবঞ্চক মহা আড়ম্বর পূর্ব্বক প্রচার করে যে, "আমার এই ঔষধের এত অলৌকিক গুণ আছে যে, রোগী ব্যক্তির যে প্রকার রোগ হউক, যদি কতক বার খায় তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বাঁচিবেন।" তৎপরে অনেক পীড়িত লোকেরা তাহার ঔষধ সেবন করে; শত২ লোকের

ধূর্ত্ত কবিরাজের দৃষ্টান্ত প্রয়োগ।

কিঞ্চিন্মাত্র উপকার দর্শে না; তাহাদের ব্যয় বৃথা, এবং শেষে বিকার হওয়াতে প্রাণ বিয়োগ হয়। কিন্তু কি জানি, শত জনের মধ্যে এক জন খাইলে পরে আরোগ্য

প্রাপ্ত হয়; তাহাতে কি হয়? কবিরাজটী একে-বারে সেই ব্যক্তির আরোগ্য হওনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে; আর কি পথে, কি সমাজে, কি সম্বাদপত্রে, সর্ব্বত্রেই তাহা প্রচার করিয়া বলে যে, "আসিয়া দেখুন! আমার ঔষধের কি অদ্ভুত শক্তি! অমুক ব্যক্তি অত বার খাইয়া একান্ত সুস্থ হইয়া উঠি-য়াছে!" ওরে ধূর্ত্ত কবিরাজ! তুমি কেনই কেবল এক জনের কথা উল্লেখ করিতেছ? কেনই বা তুমি ঐ নিরানব্বই হত লোকের বিষয়ে নীরব হইয়া রহিতেছ? সেই এক জনের দৃষ্টান্তে না নিরানব্বই জনের দৃষ্টান্তে, কোন্ দৃষ্টান্তে তোমার ঔষধের বিচার করিতে হয়? সেই সুস্থ লোকটী তোমার ঔষধ খাইয়া ভাল হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা তোমার ঔষধের ফল নহে; না খাইলেও সে অমনি বাঁচিত। তদ্রূপ যখন আপত্তিকারীরা বলে যে, অমুক২ শাস্ত্রের দুই একটী বাণী বিশেষ ঘট-নায় সিদ্ধ হইয়াছে, তখন আমরা জিজ্ঞাসা করি, তদ্ব্যতীত যে শত২ বাক্য অনর্থক এবং অসিদ্ধ রহিয়াছে, তোমরা তাহার বার্ত্তা উত্থাপন কর না কেন? অধিকাংশ বাণী যদি মিথ্যা হয়, তবে তো শাস্ত্রই কি প্রকারে ঈশ্বরোক্ত হইতে পারে?

পাঠকগণ ইহাতে মনোনিবেশ করুন; ঈশ্ব-রোক্তি কতক সত্য আর কতক মিথ্যা, এমন কখনই

সম্ভাব্য নহে। আমরা এই গ্রন্থে কিরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি? আমরা কি বাইবেলের কতিপয় সত্য ভবিষ্যদ্বাণী উত্থাপন করিয়া অধিকাংশ মিথ্যা আর অলীক বাণী বিসর্জ্জন করিলাম? তাহা দূরে থাকুক! বরং আমরা অভিমৃশ্যভাবে কহিতেছি যে, বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাক্য আদ্যোপান্ত সম্পূর্ণ সত্য। বাহুল্যের ভয়ে আমরা সমুদায় বাণীর কিয়দংশমাত্র প্রসঙ্গ করিয়াছি; অবকাশ থাকিলে বাইবেলোক্তির সফলতার বিষয়ে আরো অনেক আদর্শ উত্থাপিত হইত। বাইবেলের যাবতীয় ভাবী উক্তি এখন পর্য্যন্ত সফল হয় নাই, তাহা আমরা স্বীকার করি। বস্তুতঃ ধর্ম্মগ্রন্থ একটী সুন্দর ও মনোহর উদ্যানস্বরূপ; ভূস্বামী তন্মধ্যে ভিন্ন সময়ে বিবিধ প্রকার ভবিষ্যদ্বাণীরূপ বীজ বপন করিয়াছেন; প্রত্যেক বীজ যথাসময়ে মুকুলিত হইয়া আপন ২ সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবে; অধিকাংশ বীজ বিকসিত হইয়া উদ্যানটী এক্ষণও শোভাযুক্ত করিতেছে; আমাদের এই গ্রন্থেতে সেই গুলিন পুষ্পগুচ্ছের ন্যায় সংগৃহীত হওয়াতে দর্শকের চক্ষুরঞ্জন সম্পাদন করিতেছে; এতদ্ভিন্ন আর কতক বীজ আছে যাহার বিকসিত হওন সময় এখন পর্য্যন্ত

বাইবেল ঈশ্বরের উদ্যানস্বরূপ, তন্মধ্যে রোপিত ভবিষ্যদ্বাণী রূপ বীজ যথাসময়ে বিকসিত হইয়া উঠিতেছে।

হয় নাই; আমাদিগের পরেই সেই গুলিন সফল হইয়া প্রকটিত হইবেক; শেষে ধর্ম্মগ্রন্থরূপ উদ্যান সর্ব্বাংশে পুষ্পাশোভিত হইবে, একটী মাত্র বাণী অসিদ্ধ থাকিবে না। তবে উপরোক্ত আপত্তিকারীদের প্রতি আমাদের নিবেদন এই, আপনারাই স্বীকার করেন যে, অন্যান্য ভাবী উক্তিচয়ের মধ্যে যদিও কতিপয় সত্য হইল, তথাপি অধিকাংশই মিথ্যা আর কাল্পনিক ছিল; কিন্তু আমরাই কহিতেছি যে, না, ইহা কখনই হইতে পারে না; এক উৎসহইতে লবণযুক্ত ও মিষ্ট জল উভয় নির্গত হইতে পারে না; সূর্য্যহইতে অন্ধকার আর আলোক উদিত হইবার সম্ভাবনা নাই; তাদৃশ ঈশ্বরের যথার্থ উক্তিচয় সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ আর সত্য, এবং একটী নিষ্ফল থাকিতে পারিবে না। আবার আমরা নির্ভয়ে বিপক্ষগণকে আবেদন করিয়া কহিতেছি যে, আপনারা আইসুন! আমরা বাইবেলোক্তির সফলতার বিষয়ে যে ভূরি২ প্রমাণ দিয়াছি তাহা যদি খণ্ডন করিতে পারেন তবে করুন! আরো, আমরা কহিতেছি যে, বাইবেলের সত্যতা যদি স্বীকার না করেন, তবে তাহার মিথ্যাত্ব প্রকাশ করুন; আমরা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, বাইবেলে

ঈশ্বরোক্তি কতক সত্য আর কতক মিথ্যা ইহা নিতান্ত অসম্ভব।

বহুসঙ্খ্যক সত্য ভবিষ্যদ্বাণী আছে; আপনারা যদি সমর্থ হন, তবে দেখাইয়া দিউন, সেই গ্রন্থের কোন্২ স্থলে মিথ্যাবাণী নিহিত আছে!

ফলতঃ, বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী সকল অতুল; এবং তাহার সহিত অন্যান্য বাণীর তুলনা দেওয়া অমূলক ওজরমাত্র। প্রকৃত পুষ্পের সহিত কৃত্রিম পুষ্পের যেরূপ সম্বন্ধ, এই দ্বিবিধ ভিন্ন বাণীর মধ্যে তাদৃশ সম্বন্ধ আছে; বস্তুতঃ তাহাদের যথার্থ সম্বন্ধ কিছুই নাই; কৃত্রিম ফুলের ভাব, অবয়ব প্রভৃতি প্রকৃত ফুলের যত সদৃশ হউক না কেন সে ফুল নহে, এবং যথার্থ ফুলের একটীই গুণও তাহাতে নাই। পূর্ব্বকালীন গ্রীক ও রোমীয় লোকদের যে দৈববাণী সেও তদ্রূপ। তৎসময়ে এমন রীতি ছিল, কোন ব্যক্তি কোন ভাবী বিষয়ে সংশয়যুক্ত হইলে সে ডাইনের নিকটে গিয়া আপনার অদৃষ্টের বিষয় জিজ্ঞাসা করিত। ডাইনটী যথেষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হইলে মন্ত্রাদি করে; পরে সে বিনতিকারকের কর্ণকুহরে প্রহেলিকাস্বরূপ কোন উক্তি উচ্চারণ করে; বাস্তবিক কি ঘটিবে বা কি না ঘটিবে, ডাইন কখনো ইহা স্পষ্টই উল্লেখ করিত না; তাহার উক্তি প্রায় সর্ব্বদা দ্ব্যর্থ ছিল; কেহই হঠাৎ তা-

বাইবেলের ভাবী কথার সহিত অন্যান্য জাতীয় কি শাস্ত্রীয় উক্তির তুলনা দেওয়া বৃথা।

ছার ভাব নির্ণয় করিতে পারিত না; শ্রবণকারী এক প্রকার বুঝিলে হয়, অন্য প্রকার বুঝিলেও হয়। ইহাতে ডাইনের ধূর্ত্ততা প্রকাশ হইত, কারণ ভাবী ঘটনা যে প্রকার হয় হউক তাহার মান এক প্রকারে রক্ষা পাইত; প্রার্থক যেরূপে বুঝিয়াছে, যদি ভাবী ঘটনা তদ্বিপরীত ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলে ডাইন বলে যে "তুমি দৈববাণী বিপরীত বুঝিয়াছ!" আর যদি ঘটনা তাহার অনুভবানুসারে ঘটে তাহা হইলে ডাইনের উক্তি সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া সে তাহার স্তুতিবাদ করিত। তাবৎ কাল্পনিক শাস্ত্রের ভাবী কথাও প্রায় তদ্রূপ, উক্তি অস্পষ্ট এবং অর্থ অনিশ্চিত; তাহার সিদ্ধি হওয়া অনুভবের বিষয়, প্রমাণের বিষয় নহে।

কিন্তু ইহাও আমাদের স্বীকার্য্য, পৌত্তলিকগণের কোন না কোন কিম্বদন্তী যথার্থই সফল হইয়াছে; আমরা এই গ্রন্থে এমন কএকটী দৃষ্টান্ত নির্দ্দেশ করিয়াছি; প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে প্রায় সমুদায় জাতির মধ্যে এমন জনরব ছিল যে, যিহূদা দেশহইতে এক অপূর্ব্ব মহোদয় উৎপন্ন হইবেন।* আবার নিনিবীর বৃত্তান্তের মধ্যে কথিত হইয়াছে যে, তন্নগরনিবাসীদের মধ্যে ঈদৃশ জনশ্রুতি প্রচলিত

পৌত্তলিকগণের কতিপয় কিম্বদন্তী যথার্থ দৈববাণী ছিল।

* ৭০ পৃষ্ঠে।

ছিল, যে টীগৃস্ নদী উহাদের বিপক্ষ না হইলে নগরটী কখনো শত্রুহস্তগত হইবে না।* এই দুই কিম্বদন্তী ঘটনাক্রমে ঠিক সফল হইয়া উঠিল। তবে কেমন? ঐ উক্তিদ্বয় কি যথার্থ দৈববাণী ছিল না? ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই, উক্ত দুই জনরব কোথাহইতে উদিত হইয়াছিল? পৌত্তলিকেরা কি আপনাদের দূরদর্শিতাদ্বারা সেই ব্যাপারদ্বয় প্রকাশ করিয়াছিলেন? তাহা কদাচই নয়; ভিন্নজাতীয়েরা যে খ্রীষ্টের আগমনে এক প্রকারে প্রতীক্ষা করিত, তাহার তাৎপর্য্য এই; খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বাইবেল শাস্ত্র গ্রীক ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল, এবং যিহূদী লোকেরা শত ২ বর্ষের পূর্ব্বে প্রায় সমুদায় দেশে বিস্তারিত হইয়া সকল লোকের সহিত আলাপ করিত; তবে পৌত্তলিকেরা তাহাদের ও তাহাদেরই ধর্ম্মগ্রন্থহইতে খ্রীষ্টের আগমনের বিষয়ে পরিজ্ঞাত হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। অথচ, নিনিবীর বিনাশের ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে নহূম ভবিষ্যদ্বক্তা কহিয়াছিলেন যে, নিনিবী নদীদ্বারা প্লাবিত হইয়া ধ্বংস হইবে (নহূম ১; ৮।) তাহার ৩০ বৎসর পরে নিনিবীর সম্রাট সমুদয় ইস্রায়েল লোকদিগকে

সেই বাক্যচয় কোথাহইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

* ২৮৪ পৃষ্ঠে।

বন্দী করিয়া স্বদেশে লইয়া গেল; তবে বন্দীগণ নহূম প্রভৃতি তাবৎ ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থ সঙ্গে আনয়ন করিল; তবে কেমন? নিনিবীয়েরা তৎসময়ে নির্দ্দিষ্ট কিম্বদন্তী অবগত হইয়াছিল, ইহার বিষয়ে কি কাহারো সংশয়মাত্র থাকিবেক?

এতদ্রূপে কতকগুলি প্রকৃত ঐশিক বাণী সময়ে২ কৃত্রিম শাস্ত্রে ভুক্ত হইয়াছে; কিন্তু কাল্পনিক শাস্ত্র সকল দূষিত পুষ্করিণীর তুল্য, তদীয় কিয়দংশ জল যদিও প্রাক্তনকালে স্বর্গহইতে পতিত হইয়াছিল, তবুও তাহা কালস্রোতের বহুবিধ কুসংস্কারের সহিত মিশাইয়া কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে; তাহা এক্ষণও মনুষ্যের নাশার্থক বিষস্বরূপ হইয়াছে; হায়! কতই ভ্রমান্ধ জনেরা তাহা পান করিয়া বিনাশগ্রস্ত হইতেছে! কিন্তু স্বর্গীয় নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যকর জলাধার কোথায়? ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক! তাহাই আমাদিগের হস্তগত আছে; স্বর্গজনিত ঈশ্বরদত্ত বাইবেল শাস্ত্র, সেটী বিশুদ্ধ অমৃত জলাধার; কতই তৃষ্ণার্ত্ত ও মৃতকল্প জাতিরা উহার তটবর্ত্তী হইয়া জীবনদায়ক সলিল পান করাতেই স্নিগ্ধচিত্ত হইয়াছে! কতই ভ্রমপাশে বদ্ধ জনেরা পান করিয়া বিমুক্ত হইয়া সত্যস্বাধীনতা লাভ করিয়াছে! কতই পশুতুল্য অসভ্য গোষ্ঠীরা পান

অমৃত জলাধার কি, এবং তদীয় অলৌকিক হিতজনক গুণ বা কেমন?

করিয়া শিষ্ট, সভ্য, জ্ঞানবান, নবসৃষ্ট জাতির তুল্য হইয়াছে! কতই দুঃখী, আশাহীন, সশঙ্কচিত্ত ব্যক্তিরা সেই স্বর্গীয় জলের গুণেতে পরমানন্দিত ও চিরকালীন প্রত্যাশাযুক্ত হইয়াছে! তাহার অলৌকিক তেজে কতই অশুচি জন পরিষ্কৃত, কতই পাপী জন পবিত্র, কতই নরকযোগ্য জনেরা স্বর্গের অধিকারী হইয়াছে! ধন্য ঈশ্বর! তোমার এই অমূল্য ধর্ম্মগ্রন্থ দানার্থে আমরা তোমারই সহস্র ২ প্রশংসা করিতেছি! প্রদান করহ, এতদ্দেশীয় ভ্রান্ত লোকেরা যেন সচেতন হইয়া অবিলম্বে দূষিত জলাশয় সকল পরিত্যাগ করত, কেবল তোমার প্রদত্ত জলাধারের নিকটে আসিয়া আপনাদিগকে আপ্যায়িত করে!

ভারতবর্ষীয় লোকদের পক্ষে ইহা অতীব গুরুতর সময়। ঈশ্বরোচ্চারিত এক গম্ভীর বাক্য যেন তাহাদের অন্তঃকরণকে জাগরূক করে! তিনি কহেন "যাহাকে অধিক দত্ত হইয়াছে, তাহার নিকটে অধিক দাওয়া করা যাইবে।" * এতদ্দেশীয়গণের নিকটে আমাদের এই নিবেদন প্রয়োগিত হইতেছে; যাঁহার নিকটে মনুষ্য সকলকে নিকাশ দিতে হইবে, সেই ঈশ্বর ন্যায়বান বিচারকর্ত্তা; যাহাকে যাহা দত্ত হইয়াছে, তিনি তদনুযায়ী

* লূক ১২; ৪৮।

তাহার বিচার করিবেন। কেহ২ জিজ্ঞাসা করে যে, "আমাদের যে চৌদ্দ পুরুষের এক জনও কথনো ঈশ্বরের বাক্য শুনে নাই, তাহাদেরই কি গতি হইবে? পরমেশ্বর কি তাহাদিগকে নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিবেন?" প্রত্যুত্তর এই, ঈশ্বর যাহা না দান করিয়াছেন তিনি তাহার হিসাব কথনো লইবেন না। আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের বিচারসূত্র ও আপনাদেরই বিচারসূত্র পরস্পর বিভিন্ন হইবে; যাহাকে যে পরিমাণে যাহা দত্ত হইয়াছে তাহারই তদ্রূপ নিকাশ ঈশ্বর চাহিবেন। ঈশ্বরদত্ত দুই প্রকার জ্ঞানালোক আছে; একটী সহজ জ্ঞান; প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে প্রাকৃতিক বিধি-সঙ্কলন রচিত আছে; এই আন্তরিক ব্যবস্থাদ্বারা মনুষ্য অনেক দূর পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে পরিজ্ঞাত হইতে পারে; যাহাদের কেবল এরূপ জ্ঞান দত্ত হইয়াছে সেই সূত্রানুসারে তাহাদের দোষাদোষ মীমাংসিত হইবেক।

অজ্ঞ পূর্ব্বপুরুষদিগের কীদৃক্ বিচারসূত্র হইবে?

ঈশ্বর যাহাকে যে জ্ঞান দিয়াছেন, তিনি তদনুযায়ী তাহার বিচার করিবেন।

অধিকন্তু, ঈশ্বরোক্ত শাস্ত্রজনিত যে জ্ঞান সেটী উৎকৃষ্ট। পরমেশ্বর যাবতীয় মনুষ্যকে যে সাধারণ আন্তরিক জ্ঞান দিয়াছেন, তিনি তদ্ব্যতীত কোন২ জাতিকে সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানাভায় আলোকময় করি-

য়াছেন। এ বিষয়ে কেহ২ বিতণ্ডা করিয়া বলে যে "ইহা কখনো সম্ভাব্য নহে; পরমেশ্বর পক্ষপাতী নহেন, তিনি সকলের পিতা, সুতরাং তিনি সকলের প্রতি এক প্রকার কৃপাময় ব্যবহার করিবেন।" আমাদের উত্তর এই, ঈশ্বর সকলের পিতা বটেন, আর তিনি সকলের প্রতি কৃপালু; এবং প্রকারান্তে তিনি সকলের মঙ্গলেচ্ছুক; কিন্তু তিনি যে, সকলের প্রতি সমভাবে ব্যবহার করেন না, ও সমান অবস্থায় তাবৎ মনুষ্যকে স্থাপন করেন নাই, ইহার ভূরি২ প্রমাণ সর্ব্বত্রই আমাদের দৃষ্টিপথে আইসে। আমরা প্রশ্ন করিলে করিতে পারি যে, কেনই সকল লোকের প্রাকৃতিক দশা সমান নয়? আমাদের যাদৃশ দিবারাত্রি সম্বৎসরে হইতে থাকে, সর্ব্বত্রে এই নিয়ম চলে না কেন? পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলনিবাসীরা কেনই ছয় মাস ব্যাপিয়া অন্ধকারাবৃত হইয়া থাকে? আবার আমাদের যেরূপ গতিশক্তি, শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি প্রভৃতি আছে, সকলেরই তদ্রূপ শক্তি নাই কেন? কেনই ঈশ্বর এমন বিধান করিয়াছেন যে, জন্মাবচ্ছিন্ন এক জন খঞ্জ, এক জন বধির, আর অন্য জন অন্ধ হইতে থাকিবে? এ সমুদায় প্রশ্ন ভঞ্জন করাই মনুষ্যমাত্রের সাধ্য নাই; আমরা সুধু ইহাই স্বী-

মনুষ্যদের কায়িক, মানসিক, প্রাকৃতিক দশায় অনেক প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে।

কার করি যে, আমাদের ঈশ্বর ন্যায়বান ও যাথার্থিক এবং তাঁহার ক্রিয়া সকল আমাদের ক্ষীণ বুদ্ধিতে যতই কঠিন বোধ হউক কেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসিদ্ধ ও প্রশংসনীয়।

তবে ইহার তাৎপর্য্য এই, পরমেশ্বর যাদৃশ কায়িক ও সাংসারিক বিষয়ে ভিন্ন মনুষ্যকে ভিন্ন অবস্থায় নিযুক্ত করিয়াছেন, তাদৃশ তিনি ধর্ম্মের বিষয়েও তাহাদের জ্ঞানের তারতম্য নিয়োগ করিয়াছেন। আবার তিনি যেমন ভিন্ন মনুষ্যকে ভিন্ন দশান্বিত করিয়াছেন, তদ্রূপ তিনি ভিন্ন নিয়মানুসারে ভিন্ন জাতি ও ব্যক্তির বিচার নিষ্পাদন করিবেন। উল্লিখিত খঞ্জ, বধির, অন্ধ ব্যক্তিরা সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করিতে অপারক বলিয়া, যে ঈশ্বর তাহাদিগকে দোষী করিবেন, এমত নয়; তাহাদিগেকে যে২ শক্তি আছে, কেবল সেই পর্য্যন্ত তাহারা বাধ্য; কিন্তু যাহাকে গমন, শ্রবণ, দর্শন প্রভৃতি শক্তি দত্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি যদি উক্ত অনাথগণের অপেক্ষা অধিকতর কর্ম্মণ্য না হয়, তাহা হইলে সে দোষী আর দণ্ডের যোগ্য গণিত হইবে। এতদ্দেশের পূর্ব্বতন লোকদিগকে অল্পই জ্ঞানশক্তি দত্ত হইয়াছিল বটে; ভাল, তাহারা তদনুযায়ী বিচারিত ও প্রতিফল প্রাপ্ত

তবুও ঈশ্বর ন্যায়বান, এবং তিনি যথার্থরূপে সকলের বিচার করিবেন।

হইবে; কিন্তু ইদানীন্তন লোকদিগকে কতই অধিক শক্তি, কতই বহুমূল্য জ্ঞান দত্ত হইয়াছে! ইহাদিগের নিকটে ঈশ্বরপ্রেরিত দূতেরা আগত হইয়াছেন; ইহাদের কর্ণকুহরে ত্রাণদায়ক বার্ত্তা প্রচারিত হইয়াছে; অমূল্য রত্নস্বরূপ ধর্ম্মগ্রন্থ ইহাদের হস্তে দত্ত হইয়াছে; ইহারা মনুষ্যের পতনের বিষয়ে আর ঈশ্বরকৃত অদ্ভুত ত্রাণোপায়ের বিষয়ে অবগত হইয়াছে; যে মহীয়ান নামের শ্রবণে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালস্থ সকলে হাঁটু পাতিবে, সেই প্রিয় য়েশু নাম তাহারা বিদিত হইয়াছে; হায়! ইহাদিগকে কত অধিক দত্ত হইয়াছে! আর পরমেশ্বর ইহাদের নিকটে কত অধিক চাহিবেন! হে বঙ্গদেশীয় পাঠকগণ! বিবেচনা করুন, আপনারা কি পর্য্যন্ত দায়ী, আর আপনাদের কি প্রগাঢ় কর্ত্তব্যের ভার, এবং শেষে কেমন ভারী সূত্রানুক্রমে আপনাদিগকে বিচারিত হইতে হইবে! আপনাদের পিতৃলোকেরা তিমিরাচ্ছন্ন পথে হাঁতড়াইয়া বেড়াইতেন; কিন্তু আপনাদের সম্মুখস্থ গন্তব্য পথ স্বর্গীয় দীপ্তিতে দেদীপ্যমান হইয়া রহিতেছে; সেই আলোকময় পথহইতে বিমুখ হইয়া অন্ধকার পথে গমন করিলে আপনাদিগকে ধিক্; তাহা হইলে এমন দিন আ-

ইদানীন্তন লোকদিগকে কতই অধিক জ্ঞান দত্ত হইয়াছে! এবং তাহাদিগকে কেমন ভারী নিকাশ দিতে হইবে!

সিবে যাহাতে বর্ত্তমান আলো সকল বিলুপ্ত হইবে, এবং তৎপরিবর্ত্তে আত্মগ্লানিরূপ ঘোর অন্ধকারে চিরকাল অবস্থিতি করিতে হইবে।

ইতিপূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় অধিকাংশ লোক যথা-সাধ্য বাইবেলের নিন্দা করিত; তাহারা যে সেই গ্রন্থ আলোচনা সহকারে দূষিত দেখিতে পাইল এমত নয়; বস্তুতঃ তাহারা বাইবেলকে এক বার হস্তগত না করিয়াও, আর এক বার তন্মধ্যে দৃষ্টি-পাত না করিয়াও, উহার নাম শুনিবামাত্র তাহা তিরস্কার করিতে উদ্যত হইত। কিন্তু সেই সময় অতীত হইয়াছে; অধুনা বাইবেলের দোষারোপ করে, এমন লোক অতি বিরল; বরং এখন সমু-দায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বাইবেলের অপর্য্যাপ্ত প্রশংসা করেন। ঈদৃশ পরিবর্ত্তনের হেতু এই, যে গত পঞ্চবিংশতি বৎসরকালে অনেকে বাইবেলের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন; বিদ্যালয়ে তাহার পাঠ হইয়াছে, পথে২ তাহা ঘোষিত হইয়াছে; নবসম্প্রদায়ের শত২ জন আপনারাই তাহা অধ্যয়ন করিয়াছেন; যাঁহারা স্বয়ং সেই গ্রন্থ আলোচনা করেন নাই, তাঁহাদেরও বহুসঙ্খ্যক জনেরা কাজে কাজেই তদ্বিষয়ে অনেক বার কথা-বার্ত্তা কি বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়াছেন; এবম্প্র-

সম্প্রতি অধিকাংশ লোক বাইবেলের স্তুতিবাদ করিয়াও তাহার ঐশিকতা অস্বীকার করে।

কারে এরূপ ঘটিয়া উঠিয়াছে যে, অধিকাংশই বাইবেলের স্তুতিবাদ করেন। এই ব্যাপারে আমাদিগের একপক্ষে পরিতোষ, অন্যপক্ষে ক্ষোভ জন্মিতেছে; বাইবেলের নিন্দা তিরোহিত হইল বলিয়া আমরা পরিতুষ্ট হইতেছি; কিন্তু বাইবেলের অনুমোদনকারীরা তাহার ঐশিকতা অস্বীকার করেন বলিয়া আমরা অতিশয় ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইতেছি।

আমরা অকুতোভয়ে স্বীকার করিতেছি যে, বাইবেল যদি ঈশ্বরদত্ত না হইয়া থাকে, তবে তাহা আমাদের নিন্দনীয়; এবং তাহার রচকেরা যদি ঈশ্বরের আবির্ভাবদ্বারাই না লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা অপরিশেষ ভর্ৎসনার যোগ্য। বাইবেল বিলক্ষণ কহিতেছে, যে তাহা আদ্যোপান্ত ঈশ্বরোক্তি; এবং ভবিষ্যদ্বক্তারা স্পষ্টই বলেন যে, তাঁহাদের সমুদায় রচনা ঈশ্বরের আবির্ভাবে স্ফুটিত হইয়াছে; ফলতঃ তাঁহারা আপন ২ রচনার পুরোভাগে এরূপ প্রগাঢ় উক্তি প্রস্তাব পূর্ব্বক আরম্ভ করেন যথা, "সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর ইহা উক্ত করিতেছেন," তবে বলিতে কি? প্রবাচকগণ যদি যথার্থই ঈশ্বরাবির্ভূত না হইয়া রচনা করিয়াছেন, যদি কেবল আপনা-

কিন্তু বাইবেল যদি যথার্থ ঈশ্বরস্ফুটিত না হইয়া থাকে, তবে তাহা আমাদের সম্পূর্ণ নিন্দনীয়।

দেরই বুদ্ধিহইতে কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা কি পর্য্যন্ত দুঃসাহসী, ও তাঁহারা কেমন জঘন্য প্রতারণাযুক্ত ব্যবহার করিয়াছেন!

কিন্তু ভবিষ্যদ্বক্তারা যে প্রবঞ্চনাকারী নাস্তিক ছিল, কেহই এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ইহা অনুভব করিবে না। যদি কেহ এরূপ অনুমান করে বটে, তবে আমাদের প্রশ্ন এই, প্রায় যাবতীয় মনুষ্যের স্বীকারানুসারে বাইবেল এমন বিশুদ্ধ ও নির্দ্দোষ, এবং তাহার শিক্ষা এমন জ্ঞানগর্ভ ও তাহার ভাব এমন উৎকৃষ্ট, যে তৎতুল্য সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ পাওয়া দুষ্কর; ভাল! কেহ কি এমত বিশ্বাস করিতে পারে যে, দুষ্ট, ভ্রষ্ট নাস্তিকেরা ঈদৃশ গ্রন্থ-রচনায় সমর্থ হইত? কি এতাদৃশ পাপান্ধ ব্যক্তি-গণহইতে এমন স্বর্গীয় উজ্জ্বল জ্যোতির উৎপন্ন হওনের সম্ভাবনা আছে? কিন্তু যদিও এমন পাপিষ্ঠেরা সেই অদ্ভুত কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইত, তাহাদের কিন্তু এমন অভিমত কি প্রকারেই হইত? তাহারা কি প্রলোভন দেখিয়া আপনাদের স্বভাববিরুদ্ধ এমন পুস্তক রচনা করিয়াছে? তাহারা পৃষ্ঠে২ অমনি আপনাদেরই অভিসম্পাত প্রয়োগ করিয়াছে কেন? তাহারা কি পুরস্কার দেখিয়া পরি-

বাইবেলের যেরূপ উৎকৃষ্ট ভাব, দুষ্ট প্রতারকগণ কখনই এমন সর্ব্বোত্তম ভাব প্রদর্শন করিতে পারিত না।

পারিলেও তাহরা কখনো বিনা কারণে

আপনাদের কুসংস্কার বিরুদ্ধে এমন গ্রন্থ রচনা করিত না।

শ্রমপূর্ব্বক আপনাদের কুসংস্কারের বিপরীতে এমন গ্রন্থ কল্পনা করিয়াছে? কিন্তু পুরস্কারের কথা থাকুক! আমরা বিলক্ষণ জানি যে, তাঁহাদের অনেকে সুধু তাড়না, নিন্দা ও প্রাণদণ্ডরূপ প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; না লিখিলে তাঁহারা বাঁচিতেন এবং সম্মানিত হইতেন; কিন্তু সেই বিপদরূপ প্রতিফল দেখিয়াও তাঁহারা রচিতব্য বাক্যই রচনা করিলেন। তবে এই সমুদায়ের সিদ্ধান্ত কি? তাহা এই, প্রবাচকগণ সরলস্বভাবী ও সরলাচারী ছিলেন; তাঁহারা প্রবঞ্চক ছিলেন না, প্রবঞ্চিতও ছিলেন না; তাঁহারা আপনাদের কল্পিত বাক্য লিখেন নাই; তাঁহারা ঈশ্বরোক্ত বাণী রচনা করিয়াছেন; এই সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত আর নাই।

অধিকন্তু, প্রত্যুত জনসম্প্রদায়ের মধ্যে য়েশু খ্রীষ্টের বিষয়ে তাদৃশ অসঙ্গত ভাব প্রচলিত আছে। এতদ্দেশের অধিকাংশ ভদ্র লোকেরা খ্রীষ্টের সদাচরণ, ধার্ম্মিকতা ও সুশিক্ষা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার গুণানুবাদ করেন; অনেকে অসাধারণ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার নামোচ্চারণ করাতে তাঁহাকে তাবৎ মনুষ্যের মধ্যে অধিকতর মাননীয় স্বীকার করেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ইহাঁরা আবার

বলেন যে, খ্রীষ্ট পবিত্র ও নির্ম্মল মনুষ্যমাত্র ছিলেন; ইহাঁরা এক চিত্তে এক স্বরে তাঁহার ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করেন। ইহাঁদের নিকটে আমাদের নিবেদন এই, আপনারা কেনই খ্রীষ্টের প্রশংসা করেন? কেন তাঁহাকে পরম পবিত্র গুরু বলিয়া মান্য করেন? বাস্তবিক তিনি যদি মনুষ্যমাত্র হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে সকল মনুষ্যের অবজ্ঞাভাজন হইতে হন, যেহেতুক তিনি এমত উদ্ধত আস্পর্দ্ধাকারী যে, মনুষ্য হইয়াও তিনি আপনাকে স্বয়ং ঈশ্বর দেখাইয়াছেন; তিনি এই রূপ আত্মাভিমানী ঈশ্বরনিন্দক হইলে তাঁহাকে মনুষ্যমাত্রের তিরস্কারাস্পদ গণনা করা উচিত।

তদ্রূপ খ্রীষ্ট যদি যথার্থ ঈশ্বর নহেন তাহা হইলে তিনি মনুষ্যমাত্রেই নিন্দনীয়।

কিন্তু খ্রীষ্ট যে এরূপ পাপিষ্ঠ ও কুটিলস্বভাব ব্যক্তি ছিলেন, বুঝি, সমুদয় মানবজাতির মধ্যে এক জনও এমন অনুভব করিবে না; সকলেই বুঝিতে পারে যে, খ্রীষ্ট যেরূপ নির্ম্মলাচারী, দয়ার্দ্রচিত্ত, নম্রশীল ও হিতৈষী ছিলেন, অসৎ কুস্বভাবী ব্যক্তি কখনো এমন হইত না। তদ্রূপ খ্রীষ্ট উন্মত্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া আপনাকে ঈশ্বরতুল্য অনুভব করিতেন, কেহ সাহস করিয়া ইহাও বলিবে না, যেহেতুক সকলে অবগত আছে যে, খ্রীষ্টের

সকল লোকের স্বীকারানুসারে খ্রীষ্ট সল্লোক ও সত্যবাদী ছিলেন; তবে আপনার বিষয়ে তাঁহার প্রদত্ত সাক্ষ্য আমাদের গ্রহণীয়।

যে জ্ঞানগর্ভ বার্ত্তা, যে চমৎকার জ্ঞানসম্পান্ন যুক্তি ও শিক্ষাদায়ক সদুপদেশ, তাহা কদাচই ক্ষিপ্তের মুখহইতে নির্গত হইত না। আবার আমাদের জিজ্ঞাসা এই; খ্রীষ্ট যদি সত্যই প্রতারক হইতেন, তবে তিনি কিসের জন্যে মনুষ্যকে ভুলাইলেন? তিনি যদি আপনার বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া থাকেন, তবে তিনি কি পারিতোষিক দেখিয়া এমন প্রগল্ভরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন? হায়! কে না জানে যে তিনি নিন্দা, তাড়না, যন্ত্রণা, ও মৃত্যুরূপ পুরস্কার স্বীকার করিয়া এমন সাক্ষ্য প্রদান করিলেন? এ কি প্রতারণাকারীর বৃত্তি? তবে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত কি? খ্রীষ্ট অসৎ ছিলেন না, উন্মত্তও ছিলেন না, প্রতারকও ছিলেন না, সকল লোকই ইহা স্বীকার করেন; তবে তিনি সত্যবাদী সাক্ষী ও সদ্‌গুরু, এবং তাঁহার বাক্য গ্রহণ ও শিরোধার্য্য করা মনুষ্যমাত্রের উচিত।

তবে আইস আমরা খ্রীষ্ট প্রদত্ত সাক্ষ্য শ্রবণ করি। বহুসংখ্যক বঙ্গদেশীয়েরা খ্রীষ্ট বিষয়ক যে সাক্ষ্য দেন, এবং খ্রীষ্ট স্বয়ং আপনার বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, এই উভয়ে মিলে কি না? অনাস্তিক মহাশয়েরা শুনুন—আপনারাই বলেন যে,

খ্রীষ্ট কেবল মনুষ্যমাত্র ছিলেন, এবং জগতে জন্ম হওনের পূর্ব্বেই তিনি কুত্রাপি বিদ্যমান ছিলেন না; ভাল, খ্রীষ্ট আপনার বিষয়ে কি বলেন? যিহূদিরাও খ্রীষ্টের বিষয়ে তদ্রূপ অনুভব করিত; কিন্তু খ্রীষ্ট তাহাদের ভ্রান্তি নাশার্থে স্পষ্টই কহিয়াছিলেন যে "আব্রাহামের জন্মের পূর্ব্বেই আমি বর্ত্তমান আছি।" যোহন ৮; ৫৮। আর বার তিনি আপনার পিতা ঈশ্বরকে সম্বোধিয়া কহেন যে, এই জগৎ পত্তন হইবার পূর্ব্বে তিনি পিতার সহিত মহিমান্বিত ছিলেন। যোহন ১৭; ৫। আপনারাই বলেন যে, মনুষ্য যাদৃশ পরিমিত জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি বিশিষ্ট, খ্রীষ্টও তদ্রূপ ছিলেন; খ্রীষ্ট আপনার বিষয়ে বলেন যে, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর। প্রকাশিত ১; ৮ আর ২; ২৩। আপনারাই অনুভব করেন যে, অন্যান্য সৃষ্ট প্রাণীর তুল্য তাঁহার পরিমিত অস্তিত্ব ছিল; খ্রীষ্ট স্বয়ং প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, তিনি চিরকালস্থায়ী; তাঁহার উক্তি এই "আমি ক এবং ক্ষ, আদি এবং অন্ত।" প্রকাশিত ১; ৮। আপনারাই অনুমান করেন যে, মনুষ্য হইয়া তিনি এক স্থান ব্যতীত দুই স্থানে কখনো বর্ত্তমান থাকিতে পারেন না;

খ্রীষ্ট প্রত্যুক্তি করেন যে, তিনি জগতের পত্তনের পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ছিলেন।

তিনি সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্যামী ও সর্ব্বশক্তিমান।

তিনি চিরস্থায়ী।

তিনি সর্ব্বত্রে বিদ্যমান।

খ্রীষ্ট আপনার শিষ্যদিগকে কহিলেন যে, "যে কোন স্থানে আমার নামে দুই তিন জন একত্র হয়, সেই স্থানে আমি তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছি।" মথি ১৮; ২০। আপনারাই অনুমান করেন যে, অন্যান্য মনুষ্যের ঈশ্বরের সহিত যেরূপ সম্বন্ধ, খ্রীষ্টেরই কেবল সেই-

তিনি ঈশ্বর পিতার তুল্য।

রূপ সম্বন্ধ আছে; খ্রীষ্টপ্রদত্ত সাক্ষ্য এই, "আমি এবং পিতা উভয়ই এক" এবং "যে কেহ আমাকে দেখিয়াছে সে পিতাকেও দেখিয়াছে।" যোহন ১০; ৩০ আর ১৪; ৯। আপনারাই কহিয়া থাকেন যে, খ্রীষ্টকে পরম পবিত্র গুরু বলিয়া মান্য করা উচিত, কিন্তু তাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে সম্ভ্রম করাই পাপ; খ্রীষ্ট মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন যে, "মনুষ্য যাদৃশ

তাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে মান্য করা উচিত।

পিতাকে সম্ভ্রম করে, তাদৃশ পুত্রকেও সম্ভ্রম করা সকলের উচিত; যে পুত্রকে অসম্ভ্রম করে, সে তাঁহার প্রেরণকারী পিতাকেও অসম্ভ্রম করে।" যোহন ৫; ২৩। কেহ আপনাদের সাক্ষাতে খ্রীষ্টকে প্রকৃত ঈশ্বর করিয়া বলিলে আপনারাই তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে উদ্যত হন; কিন্তু একদা খ্রীষ্টের এক জন শিষ্য

তাঁহার শিষ্যেরা তাদৃশ তাঁহাকে মান্য করিতেন।

তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "হে আমার ঈশ্বর! হে আমার

প্রভো!” যোহন ২০; ২৮। খ্রীষ্ট তৎশ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া শিষ্যটীর প্রতি প্রীত হইলেন।

এতাবৎ বিষয়ে যাদৃশ আপনাদের ও খ্রীষ্টের উক্তি পরস্পর বিভিন্ন, তাদৃশ খ্রীষ্টের কর্ম্মের ও বিবিধ গতির বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য নির্দ্দিষ্ট আছে। আপনারাই বলেন যে, খ্রীষ্টের এই মুখ্য

তিনি মনুষ্যের ত্রাণের জন্যে আইলেন।

অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য ছিল, তিনি মনুষ্যকে সদুপদেশ দিতে আইলেন, ও সদাচরণের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইলেন; খ্রীষ্টই বলেন যে, “যাহা হারাণ ছিল, তিনি তাহার অন্বেষণ ও রক্ষা করিবার জন্যে আইলেন।” লূক ১৯; ১০। আপনারাই বলেন যে, খ্রীষ্টের মৃত্যুদ্বারা পাপীর

তাঁহার প্রাণার্পণ মনুষ্যের পাপজন্য প্রায়শ্চিত্ত।

প্রায়শ্চিত্ত কখনো সাধিত হইতে পারে না; কিন্তু খ্রীষ্টের কথা এই, “মনুষ্যপুত্র অনেকের পরিত্রাণের মূল্যরূপে আপনার প্রাণ দিতে আইলেন।” মথি ২০; ২৮। আপনারাই অনুভব করেন যে, অন্যান্য মনুষ্য যদ্রূপ মৃত্যুর অধীনস্থ, খ্রীষ্টও তদ্রূপ ছিলেন; কিন্তু খ্রীষ্ট আপনি মৃত্যুর উপরে আপনার কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করেন; তিনি বলেন যে, “কেহই আমার প্রাণ হরণ করে না; আমি আপনি তাহা

খ্রীষ্ট মৃত্যুর উপর কর্ত্তৃত্ব করেন।

সমর্পণ করি; তাহা সমর্পণ করিতে ও তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে আ-

মার ক্ষমতা আছে।” যোহন ১০: ১৮। আপনারাই খ্রীষ্টের পুনরুত্থান অস্বীকার করেন; কিন্তু তিনি যাদৃশ আপনার মৃত্যু পূর্ব্বলক্ষ্য করিয়াছিলেন, তিনি তদ্রূপ আপনার উত্থানও নির্দ্দেশ করিলেন; তিনি বলিলেন, “তিন দিন পরে আমি উঠিব।” মথি ২০; ১৯। এবং তাঁহার উত্থানের পরেও তিনি ইহা প্রচার করিলেন “যিনি মৃত হইয়া পুনর্জ্জীবিত হইয়াছেন, আমি সেই; এবং আমি অনন্তকাল পর্য্যন্ত জীবিত আছি।” প্রকাশিত ১; ১৮। আপনাদেরই বিবেচনায় খ্রীষ্ট মৃত্যুর পরে জগতে আর আইসেন নাই; কিন্তু তাঁহার স্বর্গারোহণ সময়ে তিনি শিষ্যদিগকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন “দেখ, আমি জগতের শেষ পর্য্যন্তই সর্ব্বদা তোমাদের সঙ্গে২ আছি।” * মথি ২৮; ২০। আপনারা বুঝেন

তিনি মৃত্যুহইতে উঠিলেন।

জগতের শেষ পর্য্যন্ত তিনি বর্ত্তমান থাকিবেন।

* পাঠকেরা দেখিবেন যে, প্রভুর এই উক্তিতে ব্যাকরণ কিছু অশুদ্ধ বোধ হইতেছে; “আমি তোমাদের সঙ্গে২ থাকিব” এইরূপ না কহিয়া “আমি তোমাদের সঙ্গে২ আছি,” তিনি ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করেন; ইহার কারণ কি? তিনি যখন ভবিষ্যৎ কাল নির্দ্দেশ করেন, কেনই তিনি ভাবি উক্তিও ব্যক্ত না করেন? কিন্তু এতদ্ভিন্ন সেই রূপ প্রভুর আর কতিপয় উক্তি আছে; দুইটী উপরে উক্ত হইয়াছে; তিনি কহিলেন “আব্রাহামের জন্মের পূর্ব্বেই আমি বর্ত্তমান আছি।” কিন্তু এই স্থলে ভূতকাল নির্দ্দিষ্ট আছে; তবে তিনি “আমি বর্ত্তমান ছিলাম” না বলিয়া

যে, সাধারণ মনুষ্য যেমন, তেমনি খ্রীষ্টকেও ঈশ্বরের সাক্ষাতেই বিচারিত হইতে হইবে; খ্রীষ্টের উক্তি এই, "পিতা কাহারো বিচার করেন না, কিন্তু তিনি তাবৎ বিচারের ভার পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছেন।" যোহন ৫; ২২।

তিনিই প্রাণীমাত্রের বিচারকর্ত্তা হইবেন।

আবার, আপনারাই বলেন যে, "মনুষ্যমাত্র দুর্ব্বল, সকলেই কোন না কোন স্থলে দোষী; ঈশ্বর ব্যতীত নির্দ্দোষ আর কেহই নাই।" ভাল, খ্রীষ্ট কি

"আমি বর্ত্তমান আছি" কেনই বলেন? আবার তিনি কহেন "যে কোন স্থানে আমার নামে দুই তিন জন একত্র হয়, সেই স্থানে আমি তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছি।" আর, "আমি অনন্তকাল পর্য্যন্ত জীবিত আছি;" কিন্তু এই দুই স্থলে "থাকিব;" আবশ্যক বোধ হয়। বাস্তবিক প্রভু যদি মনুষ্যমাত্র হইতেন, তাহা হইলে, তিনি মনুষ্যের ন্যায় ভূত, বর্ত্তমান, ও ভবিষ্যৎ, এই তিন কালানুক্রমে বাক্য প্রয়োগ করিতেন; কিন্তু তিনি ঈশ্বর হওয়াতে তাঁহার পক্ষে কেবল এক কাল আছে। যিনি অনাদি এবং অনন্ত, তাঁহার বর্ত্তমান ভিন্ন আর কোনই কাল হইবার সম্ভাবনা নাই; মনুষ্যের পক্ষে যাহা ভূত ও ভবিষ্যৎ অনুভূত হয়; তৎসমুদায় ঈশ্বরের নিকট বর্ত্তমান কালের মধ্যে পরিগণিত। তবে খ্রীষ্ট এই রূপ উক্তিদ্বারা আপনার ঐশ্বরিক অস্তিত্ত্ব নির্দ্দেশ করেন সন্দেহ নাই। যখন ঈশ্বর মুসাদ্বারা অজ্ঞান ইস্রায়েল লোকদিগকে আপনার পরিচয় দান করিলেন, তখন তিনি "আমি আছি" উপাধিস্বরূপ প্রয়োগ করিলেন (যাত্রাপুস্তক ৩; ১৪।) বস্তুতঃ যিনি তৎসময়ে আপনার এই নিগূঢ় সংজ্ঞা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তিনি ১৫০০ বৎসর পরে মনুষ্যাবতার হইয়া, উপরোক্ত বাক্য গুলিতে তাহা আর বার নির্দ্দেশ করিলেন।

তিনি আপনাকে নির্দ্দোষী দেখাইতেন।

কখনো আপনাকে দোষী স্বীকার করিলেন? তাহা দূরে থাকুক! বরং তিনি সর্ব্বদা আপনার নির্দ্দোষিতা প্রস্তাব করিতেন; তিনি বিপক্ষগণকে নির্ভয়ে কহিলেন, "আমাতে পাপ আছে, তোমাদের কোন্ ব্যক্তি এমত প্রমাণ দিতে পারে।" যোহন ৮; ৪৬। আপনাদের মতানুসারে সকল মনুষ্যের নম্রভাবে অনুতাপ করা উচিত; আর যদি কেহ কখনো অনুতাপ না করেন, তাহা হইলে আপনাদের বোধে সেই ব্যক্তি আত্মবঞ্চিত ও যার পর নাই অভিমানী প্রতীত হইবেক; ভাল, খ্রীষ্টের মুখহইতে কি অনুতাপের শব্দ কখনো শ্রুত হইয়াছে? আর তিনি কি কদাচ কোন বিষয়ে আপনার ভ্রান্তি স্বীকার করিয়াছেন? তাহা নয়; বরঞ্চ তিনি অনবরত আপনাকে এককালে নির্দ্দোষ ও সর্ব্বতোভাবে অভ্রান্ত দেখাইতেন; কিন্তু তিনি সুধু মনুষ্য হইলেই তাঁহার এরূপ ভাব অত্যন্ত জঘন্য হইত; আর নিশ্চয়ই এমন দাম্ভিক ব্যক্তির আচার ব্যবহার পদে২ দূষিত হইত; তাঁহার ক্রিয়ায় ও কথায় তাঁহার কুসংস্কারের প্রতিবিম্বস্বরূপ কলঙ্ক অবশ্যই প্রকটিত হইত। কিন্তু কেহই খ্রীষ্টের ঈদৃশ কলঙ্ক কি অশুদ্ধতা লক্ষ্য করিতে পারে না; তবে যুক্তিসিদ্ধ অনন্য

তিনি আপনাকে অভ্রান্ত দেখাইতেন।

তিনি শুধু মনুষ্য হইলে তাঁহার দাম্ভিকতার চিহ্ন তাঁহার আচার ব্যবহারে অগত্যা প্রকটিত হইত।

নিষ্পত্তি কি? না এই যে, তাঁহার বাহ্যিক লক্ষণ যাদৃশ সর্ব্বতোভাবে উত্তম ও সরল ছিল, তাঁহার আন্তরিক ভাবও তদ্রূপ ছিল; আর যদি তাঁহার আন্তরিক ভাব সরল, তবে তাঁহার উক্তিচয়ও সত্য; এবং তাঁহার উক্তিচয় যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, তিনি অনাদি, অনন্ত, সচ্চিদানন্দ, সত্যময়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর; আর পক্ষান্তরে তিনি নিষ্পাপ মনুষ্যাবতার, অভ্রান্ত উপদেশক, এবং পাপনাশক প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হইয়াছেন।

উপর্য্যুপরি যাদৃশ কথিত হইয়াছে, আমরা পুনর্ব্বার তাহা প্রশ্ন করিতেছি: আপনাদের যুক্তি কি? আপনারা এক দিগে খ্রীষ্টকে সত্যবাদী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, তবে অপর দিগে তাঁহাকে কেনই মিথ্যাবাদী বলিয়া নিন্দা করিবেন? আপনারা তাঁহার কতকগুলি বার্ত্তা দৈববাণীতুল্য মান্য করিতেছেন; কেনই তাঁহার অবশিষ্ট বাক্যচয় প্রতারকের বাক্য বলিয়া অবমাননা করিবেন?

আপনাদের কথা আর খ্রীষ্টের কথা পরস্পর বিপরীত; তবে কোন্ কথাই রক্ষণীয়?

আপনারা দেখিতেছেন যে, বহুবিধ গুরুতর বিষয়ে খ্রীষ্টের উক্তির সহিত আপনাদের প্রসঙ্গের কিছুই সংস্রব নাই; বরঞ্চ তাহা পরস্পর

একান্ত বিপরীত; আপনারা কি করিবেন? উভয় কথার রক্ষা হইতে পারে না; তবে কোন্ কথা রক্ষণীয়? খ্রীষ্ট স্বয়ং আপনার বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, না, আপনারাই খ্রীষ্টের বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিতেছেন, এ দুইয়ের মধ্যে কোন্টী আমাদের গ্রহণীয়?

বুঝি, কেহ২ আপত্তি করিবেন যে, "কি জানি, উল্লিখিত বাক্যগুলিন যথার্থ খ্রীষ্টোক্ত নহে; তাঁহার শিষ্যগণ না কি ঐ তাবৎ বিষয় কৃত্রিম করিয়া রচনা করিয়াছেন?" প্রত্যুক্তি এই, কৃত্রিম রচনা দুই প্রকারে হইলেই হয়; কোন ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ কৃত্রিম রচনা করিতে পারে; অথচ, কোন ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া কৃত্রিম রচনা করিলে হয়। কিন্তু পাঠকবৃন্দ বিলক্ষণ দেখিবেন যে, এই সূত্রদ্বয় কখনো খ্রীষ্টের শিষ্যগণের প্রতি প্রয়োগিত হইতে পারে না; প্রথমতঃ তাঁহারা ভ্রমবশতঃ লিখেন নাই; তাঁহারা খ্রীষ্টের অনুচর, খ্রীষ্টের অনুগামী ছিলেন; তবে খ্রীষ্ট, উল্লিখিত বাক্য সকল যথার্থই উল্লেখ করিয়াছিলেন কি না, তাঁহারা ইহাই নিশ্চয় অবগত ছিলেন। আবার, তাঁহারা জানিয়া শুনিয়া কৃত্রিম কল্পনা করিয়াছেন, ইহাও যৎপরোনাস্তি

শিষ্যগণ যে ভ্রমবশতঃ কি চাতুর্য্য সহকারে কৃত্রিম রচনা করিয়াছেন, ইহা উভয় পক্ষে একান্ত অসম্ভব।

অসম্ভব; কারণ সদাই প্রতারকের কোন না কোন স্বার্থপর উদ্দেশ্য আছে; প্রতারক কি কখনো আপনার বিনাশরূপ পুরস্কারে অনুমোদিত হয়? কি স্বীয় সর্ব্বনাশ জন্মাইতে ব্যগ্র হইবে? বস্তুতঃ খ্রীষ্টের শিষ্যগণ আপনাদের প্রভুর বিষয়ে যাহা ঘোষণা ও রচনা করিলেন, তাঁহারা প্রাণপণ করিয়া তাহা সাব্যস্তও করিলেন; তাঁহারা সুখ, সম্মান, বিভব, বিষয় বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাহা প্রচার করিলেন; তাহা প্রতিপন্ন করণার্থে তাঁহারা প্রফুল্লচিত্ত হইয়া নিন্দা, তাড়না ও মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন; তাঁহাদের প্রদত্ত সাক্ষ্য তাঁহাদের পাতিত রক্তে সাক্ষর করা হইয়াছে। তবে শিষ্যেরা যে জ্ঞানিয়া শুনিয়া কাল্পনিক বিষয় রচনা করিয়াছেন, ইহাও নিতান্ত অসম্ভব; ফলতঃ এই ওজর প্রস্তাব করে, এমন দুঃসাহসী প্রায় কেহই নাই।

তবে অধিক কি? শিষ্যেরা যাহা লিখিয়াছেন তাহা যথার্থই খ্রীষ্টের উক্তি, আর খ্রীষ্টের উক্ত্যনুসারে তিনি যথার্থ ঈশ্বর। অনাস্তিক জনেরা আর কি বলিবেন? বুঝি, এক জন কহিতেছেন,

“কিন্তু শিষ্যগণের রচনা না কি কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে?”

“তথাস্তু! শিষ্যেরা অবিকল রচনা করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতেছি; কিন্তু এই গত ১৮০০ বৎসরের মধ্যে তাহাদের রচনার কতই

পরিবর্ত্তন হইয়াছে? আর তন্মধ্যে কতই অমূলক কাল্পনিক বিষয় নিহিত হইয়াছে? তাহাতে কি সত্য, কি মিথ্যা, তাহা নির্ণয় করাই দুঃসাধ্য।”

ইহাই বিতণ্ডার পরিণাম; ইহার পরেই ওজর আর নাই; স্বীকৃত হইয়াছে যে, শিষ্যগণ আদৌ যথার্থ রচনা করিয়াছিলেন; ভাল, যদি নিশ্চয়ই প্রমাণিত হইতে পারে যে, তাঁহাদের অবিকল রচনা কালস্রোতে ভাসিয়া অপরিবর্ত্তিত হইয়া আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা হইলে বাগ্‌যুদ্ধ সমাপ্ত হইবে, এবং তৎপরে যদি কোন ব্যক্তি বাইবেল গ্রন্থের ঐশিকতা ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সত্যতায় অনাস্থা করেন, তবে, কেবল তিনিই তজ্জন্যে দায়ী হইবেন।

পর অধ্যায়ে এই আপত্তির ভঞ্জন করা হউক।

পর অধ্যায়ে এই বিষয়ের মীমাংসা হইবে। তৎপাঠে অধ্যয়নকারীরা দেখিবেন যে, আমাদের সনাতন ও ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্ম কেমন স্থায়ী ও আমাদের ধর্ম্মপুস্তক কত ভূরি২ অকাট্য প্রমাণে বদ্ধমূল আছে; বস্তুতঃ সমুদ্রের অগাধ জলস্থিত যে বৃহৎ শৈল তরঙ্গের কোলাহলে বেষ্টিত হইয়াও অযুত২ বৎসর অটল হইয়া রহিয়াছে, বাইবেল শাস্ত্রও তদ্রূপ। কত বার কত বিপক্ষ তাহার বিনাশে উদ্যত হইয়াছে! কত লোক কৃত্রিম পাণ্ডিত্যে নির্ভর করিয়া তাহার ছিদ্রের অনুসন্ধান

করিয়াছে! কত মূঢ় তাহার অভিশাপ করিয়াছে!

বাইবেল অদ্যাপি বিদ্যমান হওয়াই অত্যাশ্চর্য্য বিষয়।

কত ভূপতি তাহা দগ্ধ করিয়া ভস্ম-রাশী করিয়াছে! কিন্তু কি অদ্ভুত! বাইবেল অবিনশ্বর পদার্থের ন্যায় যুগ যুগান্তর বাঁচিয়াছে; মনুষ্যকল্পিত কতই গ্রন্থ এককালে লোপ হইয়াছে, লোকে উহাদের রক্ষা করিতে চাহি-লেও উহাদের বিনাশ হইয়াছে: কিন্তু যে এক গ্রন্থের বিনাশে অধিকাংশ লোক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, তাহার রক্ষা হইল! এবং তাহার কীদৃশী রক্ষা হই-য়াছে? কোন বিজয়ী মহাবীর তুমুল যুদ্ধে যাদৃশ ক্ষত বিক্ষত হইয়া কষ্টে নিস্তারিত হন, কি বাইলের তাদৃশ রক্ষা হইল? তাহা দূরে থাকুক! ফলতঃ উহার কিছুই হানি হয় নাই; উহা পুরুষে ২ অগণ্য শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হইয়াও এক বার পরাভূত হয় নাই, এবং সহস্র ২ বিপক্ষ তাহা আঘাত করি-লেও তাহার অণুমাত্র ক্ষতি দর্শে নাই; বরং এই তাবৎ বিপদে তাহার উন্নতির শ্রীবর্দ্ধন ও তাহার নির্ধার্য্য করণের প্রমাণ অধিকতর তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছে। "ইহাই ঈশ্বরকৃত কর্ম্ম এবং ইহাই আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত।" কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহা না স্বীকার করিবেন?

---

১১ অধ্যায়।

চারি সুসমাচারের রচনা-কাল ও অবিকলতা বিষয়ক একটী প্রস্তাব।

এই প্রস্তাব আন্দোলন করণের দুই বিশেষ হেতু আছে।

এই গ্রন্থের পরিণামে উল্লিখিত প্রস্তাবটী অনুধাবন করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে। ইহার দুই বিশেষ প্রয়োজন আছে। শেষ অধ্যায়ে খ্রীষ্টের বৃত্তান্তের বিষয়ে যাহা আন্দোলন করা হইয়াছে, তাহার একই সিদ্ধান্ত হইল, যথা, উক্ত বৃত্তান্ত যদি সম্যক্‌রূপে যথার্থ ও অবিকল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইতে পারে, তাহা হইলে, খ্রীষ্টিয়ানদের খ্রীষ্ট বিষয়ক বিশ্বাস অভেদ্য প্রকটিত হইবে; এবং বিপক্ষেরাও ওজরহীন হইয়া সেই অনন্য মত যুক্তিযুক্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।

অপিচ, ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে আমাদের অনুশীলনের মধ্যে স্থলে২ চারি সুসমাচারহইতে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু পাছে কেহ২ সুসমাচারের

রচয়িতাগণের ও তদীয় রচনা-কালের বিষয়ে সংশয়াপন্ন হন, এই ভয়ে এই বিষয় আদ্যোপান্ত আলোচনা করিতে প্রবর্ত্তিত হইলাম। উদ্ধৃত বাক্যচয় যৎকালে ঘটনাক্রমে সম্পাদিত হইয়াছিল, উহা তৎসময়ের পূর্ব্বেই যদি উক্ত না হইয়া থাকে, তবে সেই বচনগুলি প্রকৃত ভবিষ্যদ্বাণী নহে, উহা ইতিহাসমাত্র।

অধুনা এতদ্দেশে ভদ্রসমাজের একটী চমৎকার লক্ষণ নিদর্শিত হইতেছে। একেবারে বাইবেলকে অগ্রাহ্য করে এমন লোক প্রায় নাই: কেহ উহার অধিকাংশ, কেহ বা উহার স্বল্পাংশই স্বীকার করেন; কি মুসলমানেরা, কি ভদ্র হিন্দুরা, কি ব্রাহ্মেরা, সকলেই পরিমিত ভাবে বাইবেলের অনুসরণ করেন। সকলে বলেন যে, তন্মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট নীতিবাক্য, ও মনোহর কাব্য, ও হিতজনক সদুপদেশ আছে; অনেকেই বাইবেলের ইতিহাসও অনেক দূর পর্য্যন্ত সত্য বলিয়া মানেন।

এতদ্দেশীয় ভদ্রগণের চারি সুসমাচার বিষয়ক কিরূপ অনুভব?

কিন্তু সকলেই সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া রহিয়াছে। চারি সুসমাচারের বিষয়ে মুসলমানেরা কহেন যে “ইঞ্জীল্ আমাদের মাননীয় বটে; কিন্তু যথার্থ ইঞ্জীল্ কই? যাহা আদৌ শিষ্যগণদ্বারা রচিত হইয়াছিল, তাহা কালক্রমে দূষিত হইয়া পড়ি-

য়াছে।” হিন্দুরা ও ব্রাহ্মেরা তাদৃশ চিন্তা করেন; এমাত্র প্রভেদ আছে, ইহাদের অনেকে বলিবেন যে, “চারি সুসমাচার যে কোন্ সময়ে, আর কাহাদের দ্বারা রচিত হইয়াছিল, ইহা নিতান্ত সন্দেহের স্থল।”

ঈদৃশ লোক সকল অনুভব করেন যে, অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের যাদৃশ দোষাদোষ আছে, বাইবেলের অবশ্যই তাদৃশ হইবে। তাঁহারা যে বাইবেলের যৎকিঞ্চিৎ অলীকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহা নয়; তাঁহারা অমনি এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, “কোরাণ হউক, কি চারি বেদ হউক, কি পুরাণ হউক, আমরা বিলক্ষণ দেখিতেছি যে, তৎসমুদায়ের দোষ-সংস্রব হইয়াছে; তবে কেন না বাইবেলের হইবে? অবশ্যই আছে।” ইহাদের বিচার কেমন অমূলক ও যুক্তিহীন, তাহা এক দৃষ্টান্ত-দ্বারা পাঠকেরা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। তাবৎ দেশে জুয়াচোর থাকে, এবং সমুদায় লোকের মধ্যে অনেকগুলিন মেকী মুদ্রাও প্রচলিত আছে; যদি কেহ ইহা নিরীক্ষণ করিয়াই সিদ্ধান্ত করে যে, যাবতীয় মনুষ্য জুয়াচোর এবং সমুদায় মুদ্রা মেকী, তবে লোকে কি বলিবে? তাহারা কি ঐ ব্যক্তি অবোধ ও নিশ্চিন্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে না?

দৃষ্টান্তদ্বারা ইহাদের ভাব একান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ প্রকাশ হইতেছে।

জুয়াচোর ও মেকী টাকা আছে বলিয়া সকলের সতর্ক থাকা উচিত বটে; কিন্তু প্রমাণ ব্যতিরেকে কাহাকে জুয়াচোর বলা কি মুদ্রা মেকী বলিয়া অগ্রাহ্য করাই যুক্তিবিরুদ্ধ প্রলাপমাত্র।

বস্তুতঃ বুদ্ধিমান লোকের এতদ্বিষয়ে ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্ত হইবেক; তিনি উদ্ভাবন করিবেন যে, জুয়াচোর থাকিলে অবশ্যই সৎ লোকও আছেন, আর মেকী টাকা হওয়ায় প্রকৃত টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়; শিশু পর্য্যন্ত জানে যে, যথার্থ পদার্থ না থাকিলে উহার কৃত্রিম অনুরূপ পদার্থ কখনো উদিত হইত না। এই বিষয়ে ব্রাহ্মদের মনোনিবেশ করা সম্পূর্ণ বিধেয়; তাঁহারা সহজ জ্ঞানের বিধি মানেন; যথা, সকল মনুষ্যের মনোমধ্যে যে২ নৈসর্গিক সংস্কার অঙ্কিত আছে, তাঁহারা এই২ ভাব বিধাতার বিধি-সঙ্কলন অনুমান করেন। ভাল, সকল লোকেরই একই অনুভব আছে, সকলেই ঈশ্বরস্ফুটিত কি ঈশ্বরলিখিত কোন না কোন বাহ্যিক দৈবতন্ত্র স্বীকার করে; কেবল সহজ জ্ঞানে নির্ভর করে, ভূমণ্ডলস্থ এমন এক জাতিও নাই। তবে ব্রাহ্মদের সূত্রানুসারে নিষ্পন্ন করিলেই সিদ্ধান্ত হইবে যে, যখন যাবতীয় লোক ঈশ্বরদত্ত কোন না কোন শাস্ত্রে প্রয়াস করে,

সকল জাতি ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রে কি ঈশ্বরোক্ত বাণীতে প্রয়াস করে।

তখন নিশ্চয়ই ঈশ্বরদত্ত কোন এক শাস্ত্র কুত্রাপি আছে; আবার যথার্থ ঈশ্বরদত্ত কোন একটী শাস্ত্র থাকিলে তাহা ভ্রান্তিযুক্ত হইবে না, এবং কালক্রমে পরিবর্ত্তিতও হইবে না। অন্যান্য শাস্ত্রগুলিন যে কলুষিত হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, উহারা কৃত্রিম ও মনুষ্যকল্পিত; কিন্তু পরমেশ্বর যে শাস্ত্র দেন তাহা নির্দ্দোষ, এবং তিনি অত্যবশ্যই তাহা চিরদিন নিষ্কলঙ্ক করিয়া রক্ষা করিবেন। তবে এই বিষয়ে যুক্তিসিদ্ধ নিষ্পত্তি এই, যদি এই রূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, যে বাইবেল নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, ও কালাতিপাতে অপরিবর্ত্তিত হইয়া আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা হইলে, উহা যে অনন্য, ঈশ্বরদত্ত, যথার্থ ও সর্ব্বতোভাবে মাননীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য হইবে। এবং তৎপরে, বাইবেল গ্রন্থের পাঠকগণ, যে যথেচ্ছাচারী হইয়া উহার এক অংশ গ্রাহ্য করিয়া অপরাংশ অগ্রাহ্য করিবেন, তাহা নয়; বরং তাঁহারা উহার সমুদায় বার্ত্তা বিনীতভাবে ঈশ্বরোক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন।

তবে কুত্রাপি ঈশ্বরদত্ত কোন শাস্ত্রই আছে।

এবং তাহা নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক হইবেই।

এক্ষণে আমরা আমাদের মীমাংসার তিনটী

প্রমাণ্য প্রস্তাব উল্লেখ করি; ঈশ্বরের সহায়তা-দ্বারা এই তিন বিষয় অকাট্যরূপে সাব্যস্ত করণে কৃতসংকল্প হইতেছি।

১। চারি সুসমাচার প্রেরিতগণের সময়ে রচিত হইয়াছিল।

২। যে চারি জন শিষ্যের নামে চারি সুসমাচার নির্দ্দিষ্ট আছে, তাঁহারা যথার্থই সেই গ্রন্থগুলির রচক ছিলেন।

৩। আদিমকালীন যে চারি সুসমাচার রচিত হইয়াছিল, তাহা অপরিবর্ত্তিত হইয়া অবিকলরূপে আমাদের হস্তগত হইয়াছে।*

মীমাংসার তিনটী প্রমাণ্য প্রস্তাবের প্রসঙ্গ।

আমরা যে পৃথক্২ করিয়া এই তিনটী প্রস্তাব স্বতন্ত্ররূপে আন্দোলন করিব তাহা নয়; আন্দোলনের শিরোভাগে তাহা উল্লেখ করাতে আমাদের উদ্দেশ্য এই, আমাদের সমুদায় মীমাংসার পরিশেষে কোন্২ বিষয় দৃঢ় সিদ্ধান্ত হইবে, পাঠকগণ

* আমরা বাহুল্য ভয়ে সুধু চারি সুসমাচারের কথা উত্থাপন করিতেছি; কিন্তু বাস্তবিক বাইবেলের সমুদায় গ্রন্থের অবিকলতাসূচক ভুরি২ অকাট্য প্রমাণ আছে; কিন্তু সে সকলই প্রয়োগ করিতে গেলে, এক স্বতন্ত্র বৃহৎ পুস্তকখানিতে পরিণত হইবে। আর ঈদৃশী বিস্তৃত সমালোচনা প্রায় অনাবশ্যক বোধ হইতেছে, যেহেতুক চারি সুসমাচার খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের মূলস্বরূপ; ইহাদের সত্যতায় বাইবেলের অন্যান্য গ্রন্থ সকল অবলম্বিত আছে; তবে মূলাংশ রক্ষিত হইলে, শাখা, প্রশাখা, পল্লবাদিও রক্ষিত হইবে।

যেন তাহা প্রারম্ভে অবগত হইয়া নিয়ত সম্মুখস্থ রাখিতে পারেন।

চারি সুসমাচারের ইতিহাস সংক্রান্ত প্রমাণ প্রয়োগ করণের অগ্রে দুই একটী বিষয় আমাদের বিবেচ্য।

সুসমাচার চতুষ্টয়ের ভাষার বিষয়ে আলোচনা।

প্রথমতঃ, উক্ত গ্রন্থগুলির ভাষা নির্দ্দেশ করা হউক। পাঠকেরা উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত আছেন যে, কোন পুরাতন গ্রন্থের রচনার সময়ের বিষয়ে আলোচনা হইলে পরীক্ষকেরা তদীয় ভাষায় বিশেষ নির্ভর করিয়া বিচার করেন, সকল ভাষার কালানুক্রমে কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন হইতে থাকে; তাহাতে অভিজ্ঞ লোকেরা কোন প্রাচীন লিপির কি গ্রন্থের ভাষার ভাব নিরীক্ষণ করিবামাত্র প্রায় নিশ্চয়ই উহার লিখনকাল নিরূপণ করিতে পারেন। সাধারণ লোকেরও ইহাতে অনেক দূর পর্য্যন্ত সামর্থ্য আছে; এমন কি? এক শত বর্ষের পূর্ব্বে রচিত কোন বাঙ্গালী পুস্তক যদি কোন বালকের হস্তে দত্ত হয়, তাহা হইলে বালকটী পড়িতে২ বিলক্ষণ টের পাইবে যে, উহার ভাষা আধুনিক ভাষা নহে; কিন্তু উহা যে ঠিক কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহা বালকটী নিরূপণ করিতে পারিবে না; ইহা পারদর্শী বিজ্ঞ লোকের কার্য্য।

চারি সুসমাচার গ্রীক ভাষায় রচিত হইয়াছিল: কিন্তু তাহা সাধারণ গ্রীক নহে; বস্তুতঃ সেই ভাষা এবম্প্রকার যে, পণ্ডিতেরা তদ্দর্শনে স্পষ্টই নির্ণয় করিয়াছেন যে, উক্ত গ্রন্থচয় খ্রীষ্টের পূর্ব্বে কি খ্রীষ্টের অনেক পরেই কখনো প্রণীত হইতে পারে না; কারণ তন্মধ্যে যেরূপ ভাষা ব্যবহৃত আছে, তাহা আর কোন কালে ব্যবহৃত হয় নাই। তদ্বিষয়ে ডাক্তর পেলী নামা এক মহাপণ্ডিত এরূপ লিখিয়াছেন, "খ্রীষ্টের শিষ্যগণ যে প্রকার লোক ছিলেন, ও তাঁহাদের যেরূপ কাল, অবস্থা প্রভৃতি ছিল, ইহা নিরীক্ষণ করিয়া আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, তাঁহাদের ঠিক এরূপ ভাষা অবশ্যই হইত; কিন্তু তাৎকালিক ও তদ্রূপ অবস্থান্বিত লোক ভিন্ন আর কেহই এমন ভাষা ব্যবহার করিত না। ইহা প্রাক্তনকালীন গ্রীক্ পণ্ডিতগণের ভাষা নহে, পরন্তু ইহা গ্রীক্ জাতীয় খ্রীষ্টিয়ানগণের ভাষাও নহে, কিন্তু ইব্রীয় লোকেরা যেরূপ গ্রীক্ ভাষা লিখিত তাহা সেই; বাক্যগুলিন গ্রীক শব্দ বটে, কিন্তু পদে২ ইব্রীয় কি সূরিয়াক ভাষাদ্বয়ের ব্যাকরণসূত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। ঈদৃশ লক্ষণদ্বারা অতি শক্তরূপে প্রতিপন্ন করা হইতেছে যে, চারি সুসমাচার যথার্থই চারি শিষ্যের দ্বারা

এতদ্বিষয়ে ডাক্তর পেলীসাহেবের সিদ্ধান্ত।

বিরচিত হইয়াছিল। যদি তাঁহারা রচনা না করিয়া থাকেন, তবে অন্য কে তো করিয়াছে? শিষ্যগণের পরে যে খ্রীষ্টিয়ান মহাত্মারা বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলে ইব্রীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন, তবে ইব্রীয় ভাষার চিহ্ন কখনো তাঁহাদের রচনার মধ্যে নিহিত হইত না; আবার যে দুই তিন জন ইব্রীয় ভাষা জানিয়া গ্রীক্ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভাষার ভাব চারি সুসমাচারের ভাষাহইতে এমন বিভিন্ন, যে পরস্পারের কিছুই সমতুলনা নাই।"

অধিকন্তু, উক্ত চতুষ্টয় গ্রন্থ যে২ নামে বিখ্যাত আছে, তাহাও আমাদের আন্দোলনীয়। যদি কোন প্রতারক ঐ গ্রন্থগুলিন শিষ্যগণের নামে কৃত্রিম করিয়া রচনা করিত, তাহা হইলে, সে নিশ্চয়ই প্রধান ও গুরুতর এমন চারি শিষ্যের নাম ধরিত। কিন্তু বস্তুতঃ ঐ যে চারি জনের নাম গ্রথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কেবল একটী সংজ্ঞা শ্রেষ্ঠ, অপর তিন জনের নাম যৎসামান্য মাত্র। যোহন ভিন্ন ইহাদের এক জনও বিশেষ মর্য্যাদাপন্ন কি যশস্বী ছিলেন না; আর অবিশিষ্ট তিন জনের মধ্যে দুই জন দ্বাদশ শিষ্যের সমাজেও পরিগণিত ছিলেন না; মার্ক ও লূক প্রেরিতগণের অনু-

সুসমাচার গুলির রচকগণের নাম আমাদের আন্দোলনীয়।

চর ছিলেন বটে, কিন্তু খ্রীষ্ট যে তাঁহাদের প্রতি বিশেষ প্রণয় প্রদর্শন করিতেন, অথবা তাঁহাদিগকে কোন সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা নয়।

ফলতঃ মথি ও যোহনলিখিত সুসমাচারদ্বয় যাদৃশ বিশ্বাস্য, মার্ক ও লূকের গ্রন্থদ্বয়ও তদ্রূপ। মার্ক যাহা লিখিয়াছেন, তিনি তাহার অধিকাংশই চাক্ষুষ দেখিয়াছিলেন, এমন নিশ্চয় বলা যাইতে পারে; এবং তিনি পিতরের সহায়তাদ্বারা রচনা করিলেন, ইহারও প্রমাণ আছে। অথচ লূকও স্বরচনার উপযুক্ত সাক্ষী ছিলেন; তিনি আপনি বলেন যে, তিনি আদ্যোপান্ত খ্রীষ্টের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন, (লূক, ১; ৩) তবে আমাদের পক্ষে ইহাদের প্রদত্ত সাক্ষ্য একান্ত প্রতুল ও বিশ্বসনীয়; আর চারি জন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও মান্যবর শিষ্যের রচনা আমাদের যদ্রূপ গ্রহণীয় হইত, ইহাদের রচনাও তদ্রূপ; কিন্তু পাঠকগণ অনায়াসে উপলব্ধি করিবেন যে, চারি সুসমাচার যদি প্রতারকের কর্ম্ম হইত, তাহা হইলে, সে অবশ্যই সামান্য ব্যক্তির নাম অবলম্বন না করিয়া সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট নাম লইয়া স্বরচিত গ্রন্থের কীর্ত্তি সম্পাদন করিত।

জালকারীর যে এই রূপ উদ্যম হইত, আমরা

ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ নির্দ্দেশ করিতে পারি। বস্তুতঃ, শিষ্যগণের মৃত্যুর অনেক পরে কতকগুলি কৃত্রিম গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; বুঝি, কোন ২ ধূর্ত্ত কি উন্মত্ত উদাসীন ঐ গ্রন্থকলাপ কল্পনা করিয়াছিল; সে যাহা হউক সকলেরই এক চিহ্ন ছিল, অর্থাৎ প্রতারক লেখকের যেরূপ লক্ষণ সম্ভাব্য, সেই সকল গ্রন্থের এমন লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট ছিল। জালকারী লেখকের এরূপ উদ্দেশ্য ছিল, সকল লোক তাহার কৃত্রিম গ্রন্থ যথার্থ সুসমাচার বলিয়া মানে, এতদর্থে সে অতি উৎকৃষ্ট ব্যক্তির নাম ধরিয়া স্বীয় গ্রন্থ প্রচার করিল। দুই তিন গ্রন্থ খ্রীষ্টের নামে বিখ্যাত হইয়া পড়িল; আবার যাকুব, পিতর, এন্দ্রিয়, ফিলিপ ও থোমা, এ কতিপয় শিষ্যের নামে সময়ে২ কৃত্রিম সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছিল। এ সমুদায়ের কৃত্রিমতার লক্ষণ অবিলম্বেই নির্ণীত হইয়াছিল, এবং সে গ্রন্থ সকল খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীদ্বারা শীঘ্রই অগ্রাহ্য হইয়াছিল। চারি যথার্থ সুসমাচার যে গ্রাহ্য হইয়াছে, আর যুগযুগান্তর যাবতীয় খ্রীষ্টিয় লোকদ্বারা মান্য হইয়া আসিতেছে তাহার হেতু এই, যে উহারা যথার্থ, এবং উহাদের কৃত্রিমতার লেশও কুত্রাপি প্রকটিত হয় নাই।

প্রতারক রচয়িতা উৎকৃষ্ট নাম ধরিয়া স্বীয় কৃত্রিম রচনা প্রচার করে।

এ দুই প্রত্যক্ষবৎ প্রমাণ ব্যক্ত করা হইয়াছে; এখন আমরা চারি সুসমাচারের অবিকলতা বিষয়ক আনুক্রমিক প্রমাণ উত্থাপন করি।

এস্থলে আমাদের প্রশ্ন এই, আমাদিগের হস্তে যে চারি সুসমাচার আছে, এই গ্রন্থচয় যে যথার্থই খ্রীষ্টের সেই চারি শিষ্যদ্বারা রচিত হইয়াছিল, ইহার কীদৃশ প্রমাণ আছে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াতে আমরা অনুসন্ধান-তরি-যোগে প্রমাণ-স্রোতে ভাসিয়া যাই, ভাসিতে২ কোথায় উপনীত হইব তাহা দেখি।

পাঠকগণের প্রতি আবেদন।

হে পাঠক মহাশয়েরা! বিনতি করিতেছি, আপনারা সরলমনা হইয়া আমাদের সহগামী হন; আপনাদের পূর্ব্বতন অববোধ ও কুসংস্কার বিসর্জ্জন করিয়া অবাধে উক্ত স্রোতে ভাসাউন, ইহাই আমাদের একই নিবেদন।

আমরা নির্দ্দিষ্ট স্রোতের উনুইর অভিমুখে গমন করি, অর্থাৎ আমরা ক্রমাগত শিষ্যগণের সময় পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধগমন করিব। আমরা কোথায় শুভযাত্রা আরম্ভ করিব? ইদানীন্তন যে মহোদয়েরা নীল নদীর দূরস্থিত উৎস প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ বৃহৎ স্রোতস্বতীর মধ্যস্থলে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নদীর সমুদ্রের সঙ্গে যথায় যোগ হয় তথায় আরম্ভ

আমরা প্রমাণ-স্রোতে ভাসিয়া যাই।

করাই বৃথা কালক্ষেপমাত্র হইত; তদ্রূপ আমরা যে প্রমাণ-স্রোতের উনুইর অনুসন্ধানে প্রবর্ত্তিত হইতেছি, সে স্রোতের অধিকাংশই উল্লঙ্ঘন করিলেই করিতে পারি; অর্থাৎ যৎকাল অবধি সুসমাচার গুলি সর্ব্বত্রে বিনা তর্কে বিরাজমান আছে, এই তাবৎ কাল আমাদের মীমাংসার মধ্যে আইসে না; যাহাতে বাদানুবাদ নাই আমরা কেনই তাহা লইয়া অকারণে বাগ্‌বিতণ্ডা করিব? তবে আমরা অকুতোভয়ে উক্ত করিতেছি যে,. চারি সুসমাচার সত্য হউক কি মিথ্যা হউক, যথার্থ কি কৃত্রিম হউক, ১৫০০ বৎসরাবধি উহারা সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে। বোধ হয়, অনেকে ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিবেন; তাহাদের সচরাচর এমন অনুভব আছে, যে লোকই নিয়ত সুসমাচার গুলির বিষয়ে সংশয়িত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু তাহা নয়; বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, গত ১৫০০ বর্ষ কালে, সর্ব্বদেশে, ও সর্ব্বমণ্ডলীতে, সমুদায় খ্রীষ্টিয়ান লোক এক চিত্তে ও এক স্বরে স্বীকার করিয়াছেন যে, চারি সুসমাচার যথার্থ চারি শিষ্যের রচনা, এবং তদীয় বৃত্তান্ত সকল সম্যক্‌রূপে নির্দ্দোষ ও অবিকল। বস্তুতঃ এত কাল অবধি সুসমাচার বিষয়ক

১৫০০ বৎসরাবধি সুসমাচারচয় সর্ব্বত্রে সর্ব্বমণ্ডলীস্থগণের নিকটে সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে।

প্রমাণ-স্রোত এমত প্রশস্ত হইয়াছে যে, তদবধি উহা স্রোতের বিনিময়ে অতি বিস্তীর্ণ সাক্ষ্য-সমুদ্র ভাবে প্রতীত হইয়া আসিতেছে।

গত ১৫০০ বৎসর অতিক্রম করাতে আমরা শিষ্যগণের বর্ত্তমানকালের অপেক্ষাকৃত সন্নিকট হইতেছি। তবে পাঠকগণ বিবেচনা করুন, যাঁহারা শিষ্যগণের মৃত্যুর এত স্বল্পকাল পরে বিদ্যমান ছিলেন, সেই সকল লোকের এ বিষয়ে বিচার করণের কি পর্য্যন্ত সামর্থ্য ছিল! আবার ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, সেই বিষয়ের সত্য মিথ্যা নিরূপণে তাঁহাদের কেমন প্রগাঢ় অধিকার ছিল! কোন ব্যক্তি সামান্য ব্যাপার বিচার করিলে সামান্য মনোনিবেশ প্রয়োগ করিতে পারেন, কিন্তু সেই লোকটী যদি ভোজন কালে ভক্ষ্যের বিষয়ে সন্দিহান হয়, ইহা সুপথ্য দ্রব্য কি প্রাণনাশক বিষ, যদি ইহার বিষয়ে সংশয় থাকে তাহা হইলে সে কি সহসা খাইবে? না, খাইবার পূর্ব্বেই বিলক্ষণ আলোচনা সহকারে আপনার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিবে? যাঁহারা প্রাচীন কালে চারি সুসমাচারে বিশ্বাস করিয়া খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত

পুরাকালীন আর্য্য লোকেরা যে সহসা আলস্যভাবে সুসমাচার গুলি গ্রাহ্য ও বিশ্বাস করিয়াছিলেন, ইহা নিতান্তই অসম্ভব।

ছিলেন, যে ঐ গ্রন্থচয়ের সত্যতায় মিথ্যাতায় তাঁহাদের অনন্তকালীন সুখ কি অসুখ নির্ভর করিত। তবে তাঁহারা কি সহজে এমন ভারী বিষয় নিষ্পাদন করিলেন? তাঁহারা অকাট্য ও দৃঢ়তর প্রমাণ না পাইলেও কি আশু বিশ্বাস করিলেন? পরন্তু; তাঁহাদের অনেকের বিশ্বাস প্রগাঢ়রূপে পরীক্ষিত হইয়াছিল; তাঁহারা উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন যে, উক্ত গ্রন্থচয় গ্রহণকরিয়া খ্রীষ্টিয়ান হইলে তাঁহাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা, দীনতা, ও তাড়না অবশ্যই ঘটিবেক; তবুও তাঁহারা অপর্য্যাপ্ত ভক্তি সহকারে সেই গ্রন্থগুলিন সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন।

ঐ পূর্ব্বকালীন ধার্ম্মিকেরা আলস্যভাবে সুসমাচারচয় গ্রহণ করেন নাই, তাহার একটী শক্ত প্রমাণ এই, উপরোক্ত যে কতকগুলি কৃত্রিম সুসমাচার প্রণীত হইয়াছিল, তাঁহারা ঐ সকলি আগ্রহপূর্ব্বক পরীক্ষা করাতে মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। তবে তাঁহারা যখন এমন যত্নশীল হইয়া প্রকৃত শস্যহইতে অনর্থক খোসা পৃথক্ করিয়া দিলেন, তখন তাঁহারা যে অলসরূপে চতুষ্টয় গ্রন্থ শস্যস্বরূপ নির্ধার্য্য করিলেন, কেহই এমন কথা বলিতে পারিবে না।

তাঁহারা কৃত্রিম সুসমাচার সকল বিলক্ষণ বিচার সহকারে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

কিন্তু, কি জানি, কেহ মনে২ কহিতেছেন যে, “চারি সুসমাচার প্রথমাবধি স্বতন্ত্র নহে, উহারা সুধু কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে অন্যান্য কতক গুলিন কৃত্রিম গ্রন্থহইতে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে।” বাস্তবিক এমত নহে; বস্তুতঃ সুসমাচারবৃন্দ বরাবর সর্ব্বতোভাবে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র ছিল; উহারা কখনো অন্যান্য গ্রন্থ গুলির মধ্যে পরিগণিত হয় নাই, আর অন্যান্য কৃত্রিম গ্রন্থচয় যাদৃশ বাদী প্রতিবাদী রূপে বিচারিত হইয়াছিল, চারি সুসমাচার কখনই সেইরূপ বিচারিত হয় নাই। তবে বলিতে কি? বিচার শব্দ যথার্থরূপে সুসমাচার গুলির প্রতি প্রয়োগিত হইতে পারে না; যাহা বিচারিত হয় তাহা সন্দেহের স্থল; কিন্তু চতুষ্টয় সুসমাচার কস্মিন্ কালে সন্দেহের স্থল ছিল না। পাঠকগণ যেন ইহাই হৃদয়ঙ্গম করেন, চারি সুসমাচার যদবধি প্রচারিত হইয়াছিল, তদবধি উহারা অনবরত নির্ব্বিরোধে সমুদয় মণ্ডলীস্থ লোকদের নিকটে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।

বস্তুতঃ চারি সুসমাচার প্রথমাবধি সত্য বলিয়া গ্রাহ্য ও মান্য হইয়া আসিতেছে।

যৎকালে উল্লিখিত কৃত্রিম গ্রন্থগুলি প্রচারিত হইতে লাগিল, তৎকালে জগতের ভিন্ন স্থানে ভিন্ন সময়ে আর্য্য লোকেরা ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্ঘণ্ট রচনা করিতে লাগিলেন; তন্মধ্যে তাঁহারা প্রকৃত

ঈশ্বরদত্ত গ্রন্থ সকল ভুক্ত করিলেন; তাঁহাদের এইরূপ অভিসন্ধি ছিল যে, সকল লোক তদ্দর্শনে অনায়াসে নির্ণয় করিতে পারেন, যে প্রথমাবধি সর্ব্বদেশীয় মণ্ডলী কোন্২ গ্রন্থ ঈশ্বরোক্ত বলিয়া মানিতেন। ঐ পুরাকালীন দ্বাদশ নির্ঘণ্ট রচনা-সময়ানুসারে নিম্নে লিখিত আছে।

প্রণয়নকারীরা।	খ্রীষ্টাব্দ।
১। কার্থিজ নগরে সভাস্থ ৪৪ জন বিশপদ্বারা	৩৯০
২। আফ্রিকা দেশস্থ হিপো নগরের আগুষ্টীন্ নামা বিশপদ্বারা	৩৯০
৩। রূফিন্ নামক পুরোহিতদ্বারা	৩৯০
৪। জেরোম্ নামা পুরোহিতদ্বারা	৩৮২
৫। রক্সিয়া নগরের ফিলাষ্ট্রীউস নামক বিশপদ্বারা	৩৮০
৬। গ্রেগরী নেসিয়ান্সেন্, কন্ষ্টাণ্টিনোপল্ নগরের বিশপদ্বারা	৩৭৫

পূর্ব্বতন আর্য্যলোকদ্বারা প্রণিত্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রন্থ বিশেষের ১২ খান নির্ঘণ্ট।

৫. উল্লিখিত অধিকাংশ নির্ঘণ্টের মধ্যে ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ ও অন্তভাগের সমুদয় গ্রন্থের তালিকা বিরচিত হইয়াছে; এবং ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়, যে আর্য্য লোকেরা যাদৃশ বাইবেলের আদিভাগ মানিতেন, তাঁহারা তাদৃশ

[৫] উক্ত নির্ঘণ্ট গুলিতে বাইবেলের আদি ও অন্ত ভাগদ্বয়ের সমুদ গ্রন্থ নিশ্লিক্ত আছে।

অন্তভাগও মান্য করিতেন; ফলতঃ তাঁহারা এই দুই ভাগের মধ্যে পক্ষপাতমাত্রই করিতেন না; তাঁহারা উভয়কে সম্মিলিত করিয়া তাহা ঈশ্বরদত্ত এক সত্য ও অভেদ্য ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন।

অধুনা বাইবেলের সমুদায় গ্রন্থের বিষয়ে আমাদের আলোচনা নাই, সুধু চারি সুসমাচার আমাদের প্রসঙ্গের মধ্যে আইসে; তবে উপরোক্ত নির্ঘণ্ট গুলির উপলক্ষে আমাদের একমাত্র জিজ্ঞাস্য, যথা, ঐ দ্বাদশ পূর্ব্বতন গ্রন্থ-ফর্দ্দার মধ্যে চারি সুসমাচার নিহিত আছে কি না? আছে বটে; প্রত্যেক নির্ঘণ্টে মথি, মার্ক, লূক আর যোহনের সুসমাচার পরিগণিত আছে।

তবে ইহা সাব্যস্ত করা হইয়াছে, যে খ্রীষ্টাব্দে ২১০ বর্ষ কালে, অথবা খ্রীষ্টের মৃত্যুর ১৮০ বৎসর পরে, চারি সুসমাচার সর্ব্বমণ্ডলীর মধ্যে প্রচলিত ছিল, এবং তৎকালে আফ্রিকা, আশিয়া ও ইউরোপ খণ্ডস্থ সমুদায় খ্রীষ্টিয়ান লোকদ্বারা নির্ব্বিরোধে ঈশ্বরোক্ত শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্ধার্য্য হইয়াছিল।

খ্রীষ্টের মৃত্যুর ১৮০ বৎসর পরে চারি সুসমাচার সর্ব্বত্র ঈশ্বরোক্ত বলিয়া মান্য হইতেছিল।

ওরিজিন নামা মহোদয় সর্ব্বাগ্রে স্বীয় নির্ঘণ্ট প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি ঈদৃশ মহাপণ্ডিত

ছিলেন যে, তৎতুল্য বিদ্বান লোক পাওয়া অতি দুষ্কর; এবং তিনি স্বহস্তে যে জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থগুলিন রচনা করিয়াছিলেন, সমুদয় গ্রীক ও রোমীয় গ্রন্থকারদের মধ্যে এত প্রচুররূপে রচনা করিয়াছেন, এমন এক জনও নাই। তিনি কখন২ চতুষ্টয় সুসমাচার ভিন্ন তাৎকালিক কৃত্রিম সুসমাচারচয়ও নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু যত বার তিনি এই রূপ অপ্রকৃত গ্রন্থগুলিন লক্ষ্য করেন, তত বার উহাদের প্রতি কোন না কোন অপবাদসূচক কথা প্রয়োগ করেন; তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, তদীয় গ্রন্থগুলির পাঠকবৃন্দের মধ্যে কেহই ঐ কৃত্রিম সুসমাচারচয় যথার্থ বলিয়া না মানে। কিন্তু অন্যত্রে প্রকৃত সুসমাচারগুলি লক্ষ্য করাতে ওরিজিন উহাদের প্রতি অপরিশেষ ভক্তি ও সমাদর প্রদর্শন করেন; এক স্থলে তিনি ইহা ব্যক্ত করেন, "চতুষ্টয় সুসমাচারই ঈশ্বরের ভূমণ্ডলস্থ তাবৎ মণ্ডলীর মধ্যে নির্ব্বিরোধে মান্য হইতেছে।" পাঠকগণ ওরিজিনের এই উক্তিতে মনোযোগ করুন! তিনি খ্রীষ্টের মৃত্যুর পরে ১৮০ বর্ষ কালের বার্ত্তা প্রসঙ্গ করিতেছেন; এবং তিনি মুক্তকণ্ঠে কহেন যে, তৎকালে চারি সুসমাচার প্রচলিত ছিল, সুধু তাহা নয়, কিন্তু গ্রাহ্য ও মান্য হইতেছিল; আর উহারা এক দেশে বা এক মণ্ডলী-

ওরিজিনের প্রদত্ত সাক্ষ্য।

দ্বারা সম্মানিত হইতেছিল, কেবল তাহা নয়, কিন্তু "ভূমণ্ডলস্থ তাবৎ মণ্ডলীর মধ্যে নির্ব্বিরোধে মান্য হইতেছিল।"

ওরিজিনের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে সেল্‌সুস্ নামা এক পৌত্তলিক গ্রন্থকার খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধে উঠিয়াছিল; ওরিজিন তাহার আপত্তি নিরাকরণার্থে এক গ্রন্থ রচনা করিলেন; তন্মধ্যে তিনি সুসমাচারগুলি লক্ষ্য করিয়া বলেন, "এই গ্রন্থচয় গুপ্ত নহে, বিরলও নহে; ইহারা সুধু কতিপয় পণ্ডিতদ্বারাও পাঠিত নহে, কিন্তু এই পুস্তককলাপ সর্ব্ব প্রকার লোকদ্বারা অধ্যয়ন করা হইতেছে।"

ওরিজিন্ সেলসুসের আপত্তি খণ্ডন করিয়া কি বলেন।

বাহুল্যের ভয়ে আমরা এস্থলে কেবল ওরিজিনের সাক্ষ্য বর্ণন করিয়াছি; কিন্তু তাঁহার সমকালীন আর অনেক বিচক্ষণ সাক্ষী ছিলেন, এবং তিনি সুসমাচারচয়ের বিষয়ে যেরূপ ভাবে লিখিয়াছেন, তাঁহারাও তদ্রূপ লিখেন; আমরা তাঁহাদের মধ্যহইতে ওরিজিনকে আদর্শস্বরূপে উত্থাপন করিয়াছি, এ মাত্র।

এখন আমরা প্রমাণ-স্রোতের আর কিছু ঊর্দ্ধে গমন করি। ওরিজিনের ন্যূনাধিক ২৫ বৎসর পূর্ব্বে টর্টুলিয়ান্ নামক এক বিদ্বান মহাত্মা বর্ত্তমান ছিলেন। খ্রীষ্টিয়ান হইবার পূর্ব্বে তিনি সুপ্রসিদ্ধ

উকীল ছিলেন; তবে সত্য মিথ্যা মীমাংসা করণে তিনি বিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন। পরে তিনি খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম নির্ধার্য্য ও বিস্তার করণার্থে অত্যন্ত পরিশ্রম ও বুদ্ধিকৌশল ব্যয় করিতে লাগিলেন। তবে ঐই মহোদয় খ্রীষ্টের মরণের ১৫৫ বৎসর পরে বিদ্যমান ছিলেন; তিনি কি সুসমাচার গুলির পরিচয় পাইয়াছিলেন? তিনি নিজেই উত্তর দিবেন; তাঁহার উক্তি এই, "প্রেরিতগণের দুই জন, অর্থাৎ যোহন ও মথি আমাদিগকে বিশ্বাস-পদার্থ জানাইয়াছেন; এবং প্রেরিতগণের অনুচর দুই জন, যথা, লুক ও মার্ক, তদ্বিষয়েও আমাদিগকে স্মরণ করান।"

টর্টুলিয়ান্, খ্রীষ্টের মৃত্যুর ১৫৫ বৎসর পরে, কি রূপ সাক্ষ্য দেন?

পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, চারি সুসমাচারের রচকগণের দুই জন দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে গণিত ছিলেন না, টর্টুলিয়ান এস্থলে তাহা লক্ষ্য করিতেছেন; কিন্তু তৎসময়ে যাবতীয় খ্রীষ্টিয়ান লোক অপক্ষপাতরূপে সমানভাবে চারি সুসমাচার মান্য করিতেন, টর্টুলিয়ান নিম্নলিখিত বার্ত্তায় ইহা সপ্রমাণ করেন, তিনি লিখেন, "লূকের যে সুসমাচার আমরা এত আগ্রহ পূর্ব্বক নির্দ্ধারণ করিতেছি, তাহা রচিত হওনাবধি, যত লোকের এ একই খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস আছে, সেই সকলের নিকটে এই

গ্রন্থটী গ্রহণ করা হইয়াছে; আবার প্রেরিতগণ-দ্বারা স্থাপিত যত মণ্ডলী আছে, তাহাদের মধ্যে অন্যান্য সুসমাচারও মান্য হইতেছে, অর্থাৎ যোহনের ও মথির এবং মার্কের। বস্তুতঃ আমরা মার্কের সুসমাচার পিতরের বলিলেই বলিতে পারি, কারণ মার্ক তো তাঁহার লিপিকারক ছিলেন।” অন্যত্রেও টর্টুলিয়ান স্পষ্টই বলেন যে, লূকের সুসমাচার যেমত প্রথমাবধি সর্ব্বমণ্ডলীর মধ্যে মান্য ছিল, অবশিষ্ট তিন গ্রন্থ তদ্রূপ বিরচিত হওনাবধি সর্ব্বত্রে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

তৎসময়েও চারি সুসমাচার সর্ব্বত্রে প্রচলিত ও মান্য ছিল।

টর্টুলিয়ানের সময়ে বর্ত্তমান “ক্লেমেণ্ট” নামক আর এক পরম বিজ্ঞ গ্রন্থকার ছিলেন। তিনি সিকন্দর নগরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি রচনার প্রণালী অনুক্রমে সুসমাচার গুলির প্রসঙ্গ করেন। তিনি লিখেন যে, মথি ও লূক প্রথমে স্বীয় গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন; তৎপরে মার্ক, পিতরের শিষ্যগণের অনুরোধে আপনার সুসমাচার রচনা করিলেন; আর সর্ব্বশেষে যোহনও চতুর্থ সুসমাচার প্রণয়ন করিলেন। ক্লেমেণ্ট আবার কহেন, যে তিনি এই বিষয়ে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, “আমি পূর্ব্বকালীন

ক্লেমেণ্ট তৎকালে সুসমাচার গুলির বিষয়ে যাহা পূর্ব্বতন পুরোহিতগণের প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করেন।

পুরোহিতগণের নিকটে তাহা পরিজ্ঞাত হইয়াছিলাম।” তবে যখন ক্লেমেণ্ট স্বয়ং খ্রীষ্টের ১৫৫ বর্ষের পরে অবস্থিত ছিলেন, তাঁহার সেই জ্ঞাপনকারী পূর্ব্বতন পুরোহিতেরা প্রায় প্রেরিতগণের সমকালীন ছিলেন সন্দেহ নাই।

ক্লেমেণ্ট বারম্বার চতুষ্টয় সুসমাচার নির্দ্দেশ করিয়া উহাদিগকে “সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকৃত গ্রন্থ” বলিয়া লক্ষ্য করেন। তিনি সেই ঈশ্বরদত্ত গ্রন্থ সকল অন্যান্য তাবৎ গ্রন্থহইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন নিরূপণ করেন। এক স্থলে তিনি অপর কোন গ্রন্থের উক্তি উত্থাপন করত তাহাতে কিছু সন্দেহ প্রদর্শন করেন, তাঁহার সন্দেহের কারণ এই রূপে ব্যক্ত আছে, “আমাদিগকে যে চারি সুসমাচার দত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই বাক্যটী পাওয়া যায় না।” অন্যত্রে তিনি একটী প্রকৃত সুসমাচারের কথা প্রসঙ্গ করিতেছেন; তথায় তাঁহার উক্তি এই, “এই বিষয়টী যে সত্য, তাহার প্রমাণ এই, যে তাহা লূকের সুসমাচারে লিখিত আছে।” আর এক স্থলে তিনি সুসমাচার সংক্রান্ত কোন বার্ত্তা প্রস্তাব করণের অগ্রেই বলেন, “ইহা সাব্যস্ত করিবার জন্যে আমার বিস্তর বক্তৃতা আবশ্যক নাই, সুসমাচারহইতে প্রভুরই উক্তি

ক্লেমেণ্ট মনুষ্যকল্পিত গ্রন্থ ও ঈশ্বরপ্রণীত চারি সুসমাচারের মধ্যে কীদৃশ প্রভেদ স্থাপন করেন।

প্রয়োগ করিলেই হয়।” পাঠকগণ বিলক্ষণ দেখিবেন যে তৎকালে, অর্থাৎ খ্রীষ্টের মৃত্যুর ১৫৫ বৎসর পরে, খ্রীষ্টিয়ান লোকদের মধ্যে চারি সুসমাচারের প্রতি সংশয়মাত্র ছিল না, তাঁহারা এক চিত্তে এক স্বরে স্বীকার করিতেন যে, ঐ চতুষ্টয় গ্রন্থ অবশ্যই ঈশ্বরের আবির্ভাবে গ্রথিত হইয়াছিল, এবং তদীয় উক্তি সকল এমন অবিকল ও সত্য যে, তাহা শুনিবামাত্র বাদানুবাদ স্থগিত হইত।

ক্লেমেণ্টের ১৫ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান “আইরিনীউস্” নামা এক ঈশ্বরপরায়ণ মহোদয় ছিলেন। তিনি ফ্রান্স দেশের লীয়ং নগরের বিশপ ছিলেন। আমরা প্রমাণ-স্রোতের উনুইর কেমন নিকটবর্ত্তী, তাহা এস্থলে নিদর্শিত হইতেছে; সাধু যোহনের “পলিকার্প” নামক এক শিষ্য ছিলেন; আর আইরিনীউস্ বাল্যকালে সেই পলিকার্পের পদতলে বসিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। আইরিনীউস্ নিম্নলিখিত বাক্যে তাঁহার ধার্ম্মিক গুরুর বিষয়ে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে মনোনিবেশ করা উচিত; তিনি বলেন,

আইরিনীউস্ ভক্তি সহকারে পলিকার্পের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন।

“এক্ষণও সেই তাবৎ ব্যাপার আমার স্মৃত্যারূঢ় আছে, ধন্য পলিকার্প কোথায় উপবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে শিক্ষাইতেন; আমাদের মধ্যে তাঁহার

কি রূপ গমনাগমন, ও তাঁহার কি রূপ আচার ব্যবহার হইত; এবং তাঁহার শারীরিক অবয়ব, আর সাধারণ লোকদের প্রতি তাঁহার ঘোষণা, এবং যোহন প্রভৃতি প্রভুর দর্শকগণের সহিত তাহার কথাবার্ত্তা, তিনি এ সমুদায় কেমন বর্ণনা করিতেন; আর যাঁহারা প্রভুকে দেখিয়াছিলেন, পলিকার্প তাঁহাদের প্রমুখাৎ প্রভুর আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও প্রদত্ত শিক্ষার বিষয়ে যাহা শুনিয়াছিলেন, তিনি এ সকলি ধর্ম্মশাস্ত্রের উক্ত্যনুসারে কেমন বর্ণনা করিয়াছিলেন, এ তাবৎ ব্যাপার বিলক্ষণ আমার স্মরণে আছে।"

উল্লিখিত বাক্যে স্পষ্টই প্রকটিত হইতেছে যে, আইরিনীউসের প্রদত্ত সাক্ষ্য অতি গুরুতর; তিনি সুসমাচার গুলির বিষয়ে যে সাক্ষ্য দেন, তাহা তিনি পলিকার্পের নিকটে অবগত হইয়াছিলেন, এবং পলিকার্প আপনি যোহনের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলেন। তবে আইরিনীউস চারি সুসমাচার বিষয়ক কীদৃক প্রমাণ দিয়াছেন? পাঠক মহাশয়েরা শুনুন! তিনি লিখেন, "আমরা যাঁহাদের নিকটে পরিত্রাণের বিষয়ে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলাম, তাঁহারা প্রথমে সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলেন; পরে ঈশ্বরদত্ত প্রবৃত্ত্যনুসারে তাঁহারা সেই মঙ্গলবার্ত্তা গ্রন্থে রচনা করিয়া দিলেন; ইহার

উদ্দেশ্য এই, যেন ভাবী কালে তাঁহাদের রচনায় আমাদের বিশ্বাস-পদার্থ স্থিরীকৃত ও বদ্ধমূল হইতে থাকে। আমাদের প্রভু মৃত্যুহইতে উঠিলে পরে, প্রেরিতেরা স্বর্গহইতে আগত পবিত্র আত্মা বিশিষ্ট হওয়াতে সমুদয় বিষয়ে অভ্রান্তরূপে জ্ঞাত হইয়াছিলেন; তৎপরে মথি যিহূদিগণের মধ্যে অবস্থিতি করাতে তাহাদের জন্যে যিহূদি ভাষায় একটী সুসমাচার রচনা করিলেন। তৎকালে পিতর আর পৌল রোম্ নগরে সুসমাচার ঘোষণা করিতেছিলেন, আর তথায় এক মণ্ডলী স্থাপন করিতেছিলেন। তাঁহারা প্রস্থান করিলে পরে, পিতরের শিষ্য ও লিপিকারক যে মার্ক, তিনি পিতরের প্রচারিত প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন; আর পৌলের শিষ্য যে লূক, তিনিও এক গ্রন্থে পৌলপ্রচারিত বিষয় সকল রচনা করিলেন; সর্ব্বশেষে প্রভুর শিষ্য যে যোহন, যিনি প্রভুর বক্ষঃস্থলে হেলান দিতেন, তিনিও আশিয়া খণ্ডস্থ ইফিষ্ নগরে অবস্থিতিকালে আর একখান সুসমাচার বিরচনা করিলেন।”

আইরিনীউস বিস্তার রূপে সুসমাচার গুলির রচনাপ্রণালী বর্ণনা করেন।

তবে কেমন? আইরিনীউস্ খ্রীষ্টের কেবল ১৪০ বর্ষের পরে বিদ্যমান ছিলেন; তৎসময়ে চতুষ্টয় সুসমাচার প্রচলিত ছিল কি না? আর ঐ গ্রন্থগুলিন

যে খ্রীষ্টের চারি শিষ্যদ্বারা ঈশ্বরের আবির্ভাবানুক্রমে সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাৎকালিক খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা ইহাতে দৃঢ়রূপে প্রত্যয় করিতেন কি না? তবে তাঁহারা যখন খ্রীষ্টের কেবল ১৪০ বৎসর পরে তদ্বিষয়ে এমন বিশ্বাসোপযোগী শক্ত প্রমাণ পাইয়াছিলেন, ইদানীন্তন কোন্ ব্যক্তি উহাতে অবিশ্বাস করিবে? স্রোতের উদয়স্থলের নিকটবর্ত্তি জনেরা যদি বিচার করিতে না পারেন, তবে কে পারিবেন? ১৮০০ বৎসর দূরস্থ যে আমরা, আমরা কি এই বিষয় নিষ্পন্ন করণে তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর সমর্থ হইতে পারি?

খ্রীষ্টের মৃত্যুর ১৪০ বৎসর পরে সুসমাচার গুলির বিষয়ে কিরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছিল?

আইরিনীউস চারি সুসমাচার বিষয়ক একটী বিশেষ উদাহরণ প্রয়োগ করেন। তিনি বলেন যে, পৃথিবীর যাদৃশ চারি দিক্ মাত্র আছে, তাদৃশ কেবল চারি সুসমাচারও নিয়োগিত হইয়াছে; অর্থাৎ জগতের উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ দিক্স্থ যে সকল লোক আছে, ঈশ্বর তাহাদিগকে ধর্ম্মালোক বিতরণ করিবার জন্য চতুষ্টয় ভিন্ন২ গ্রন্থ রচনা করাইলেন। উল্লিখিত উপমাটী গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য তাহা নিরূপণ করণে আমরা বাধ্য নহি; কিন্তু যে উদ্দেশে আমরা এই বিষয়টী

আইরিনীউস্ সুসমাচার গুলির উপলক্ষে চারি দিকের উপমা প্রয়োগ করেন।

উল্লেখ করিতেছি, তাহা অতি গুরুতর। পরমেশ্বর যে কি অভিপ্রায়ে সুধু চারি সুসমাচার প্রণয়ন করাইলেন, ইহা নিষ্পন্ন করিতে আমরা ব্যস্ত নহি; কিন্তু উক্ত উদাহরণদ্বারা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হইতেছে যে, আইরিনীউসের সময়ে সুধু চারি প্রকৃত সুসমাচার সর্ব্বত্রেই প্রচলিত ছিল; এবং তদানীন্তন লোকেরা সেই চতুষ্টয় গ্রন্থ নির্ব্বিরোধে ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিত।

উল্লিখিত উদ্ভাবন যে কেবল আইরিনীউসের নহে, কিন্তু সমুদয় খ্রীষ্টিয়ান লোকদের অনুভব, তাহার ভূরি ২ প্রমাণ আছে। বিশেষতঃ তৎসময়ে সুসমাচারচয় যে বিশেষ উপাধিতে লক্ষ্য হইত, তদ্দ্বারাই ইহা প্রতিপন্ন করা যাইতেছে। সেই চারি গ্রন্থ "হমলগোমেনা" নামে বিখ্যাত হইতে লাগিল। এই গ্রীক শব্দের অর্থ এই, সর্ব্বত্রেই গ্রাহ্য ও স্বীকৃত। এই বাক্যটী তৎকালে চারি সুসমাচার ভিন্ন আর কোন গ্রন্থেই প্রয়োগিত হইত না। এই বিষয়ে এক মহাপণ্ডিত লেখেন যে, "আদিমকালীন খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে, সর্ব্বত্রে আর সর্ব্বকালে, সমুদয় চারি সুসমাচার প্রচলিত ছিল; তদানীন্তন পৃথিবীর কোন এক স্থলে যে সুধু এক সুসমাচার ব্যবহৃত হইত, কিম্বা এক স্থানে স্বতন্ত্র

তৎসময়ে সুসমাচারচয় "হমলগোমেনা" নামে বিখ্যাত হইতে লাগিল।

থাকিত, কোন পুরাকালীন গ্রন্থকারের রচনায় কুত্রাপি এমন চিহ্ন পাওয়া যায় না।”

কিন্তু, কি জানি, কেহ২ মনে২ এরূপ ভাবিতেছেন “কেমন? এপর্য্যন্ত আমরা কেবল খ্রীষ্টিয়ানদের কথা শুনিলাম; ভাল, খ্রীষ্টিয়ান সমাজ ব্যতীত কি কোন সাক্ষী নাই? চারি সুসমাচার যথার্থই খ্রীষ্টের শিষ্যগণের রচনা, কি অপরাপর লোকও ইহা বিশ্বাস করিত?” আমাদের উত্তর এই, তাহারা বিশ্বাস করিত বটে, আর কেবল তাহা নয়, তাহারা প্রকাশরূপে ইহা স্বীকার করিত। পূর্ব্বে সেল্‌সুস নামক নাস্তিক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সেই ব্যক্তি আইরিনীউসের সময়ে বিদ্যমান ছিল; সে দেবপূজক ছিল এবং খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের প্রতি অপরিসীম বিদ্বেষ করিত; সে উক্ত ধর্ম্মের নিন্দাসূচক বাক্যে পরিপূরিত অতি জঘন্য পুস্তক রচনা করিয়াছিল। সেই গ্রন্থের অধিকাংশ লোপ হইয়াছে; কিন্তু যে কিয়দংশ বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে, সেল্‌সুস ধর্ম্মের লাঞ্ছনা করাতে পুনঃ২ সুসমাচারের বার্ত্তা উত্থাপন করে। আর সেই গ্রন্থচয় যে যথার্থই শিষ্যগণের রচনা ছিল, এ বিষয়ে তাহার বিবাদমাত্র নাই, বরং সে স্বয়ং বলে যে, “সেই পুস্তক গুলিন খ্রীষ্টের শিষ্যগণদ্বারা প্রণীত হই-

নাস্তিক সেল্‌সুসও সুসমাচারচয় শিষ্য-

গণের প্রণীত গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

য়াছিল।” এক্ষণে পাঠকবৃন্দ বিবেচনা করুন, সেল্‌সুস্‌ খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের নিদারুণ শত্রু ছিল, সে যদি চতুষ্টয় সুসমাচারের অবিকলতা বিরুদ্ধে কোন আপত্তি প্রয়োগ করিতে পারিত, তবে কি তাহা করিতে ত্রুটি করিত? আবার ইহাও সকলের স্মর্ত্তব্য যে, খ্রীষ্টের মরণাবধি সেল্‌সুস পর্য্যন্ত কেবল ১৪০ বৎসর অতীত হইয়াছিল; সুসমাচারচয় যদি জালকারীর কর্ম্ম হইত, তাহা হইলে, কি এত অল্প কালের মধ্যে সকল লোকই প্রবঞ্চিত হইয়া উঠিত? গ্রন্থচয় যদি জালখত হইত, তবে কি খ্রীষ্টিয়ান, কি পৌত্তলিক, কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞান, এতাবৎ লোকেরা কি এক মতে সম্মত হইয়া স্বীকার করিত যে, উক্ত গ্রন্থগুলি যথার্থ শিষ্যগণদ্বারা বিরচিত?

পরন্তু, অতি পূর্ব্বকালে খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলীর মধ্যে বিধর্ম্মী ব্যক্তিরা উৎপন্ন হইতে লাগিল। ইহারা বিশুদ্ধ ধর্ম্মের সহিত স্বকল্পিত নানাবিধ ভ্রম সংযোগ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, এবং ঘোষণা ও গ্রন্থ রচনাদ্বারা অন্যান্য লোকদিগকে তাহাদের ভ্রান্ত মতে লিপ্ত করিতে যৎপরোনাস্তি সাধ্যসাধনা করিত। এ রূপে সময়ে২ মণ্ডলীর অত্যন্ত উদ্বেগ হইয়াছিল। কিন্তু ভ্রমান্ধ উপদেশকগণ ভ্রান্তির ঘোষণে যত উদ্যোগী ছিল, সত্য ধর্ম্ম-

প্রচারকগণও তাহাদের ভ্রান্তির নিরাকরণে তত্তই উদ্যোগী হইলেন। এবম্প্রকার ধর্ম্মযুদ্ধ হওয়াই আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বর অন্যান্য মনুষ্যকৃত অনিষ্টাহইতে যাদৃশ মনুষ্যের নিষ্টা সম্পাদন করেন, এই বিষয়েও তিনি তাদৃশ করিয়াছেন। যদি মণ্ডলীর মধ্যে কিছুই মতভেদ, কিছুই বিতণ্ডা না উপস্থিত হইত, তাহা হইলে ধর্ম্মের মূল পদার্থ এত বিচক্ষণরূপে বিচারিত হইত না; যখন সকলে বিনা তর্কে কোন বিষয়ে স্বীকৃত হন, তখন, কি জানি, সকলের অজ্ঞাতসারে কোন না কোন গুপ্ত ভ্রম তাহাদের মতে নিহিত থাকিতে পারে; কিন্তু চতুর্দ্দিগে বাগ্‌যুদ্ধ হইলে, আর বিতণ্ডাকারীরা পরস্পর পরস্পরের বিষয়ে সতর্ক থাকিলে, তখন ধূর্ত্ত ব্যক্তিদ্বারা প্রতারণাযুক্ত ছল নিবেশিত হওয়াই প্রায় অসম্ভব। আদিম মণ্ডলীর মধ্যে যে দলাদল হইয়াছিল, তদ্দ্বারা চতুষ্টয় সুসমাচারের অবিকলতা এক প্রকারে রক্ষা হইয়াছিল, কারণ এক দল যদি কৃত্রিম সুসমাচার প্রবেশ করিতে উদ্‌যুক্ত হইত, অপর দলস্থ ব্যক্তিরা অবিলম্বেই তাহাদের প্রতারণা প্রকাশ করিত; আবার যদি অন্যেরা স্বমতের সহিত সুসমাচার মিলাইবার জন্যে উহার

আদিম মণ্ডলীর মধ্যে যে বিধর্ম্মমত ও দলাদল হইয়াছিল, তদ্দ্বারাই প্রকারান্তে সুসমাচার গুলির অবিকলতা রক্ষা হইল।

যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিত, তাহা হইলে অপর জনেরা তাহাদের কুকল্পনা শীঘ্রই আক্রমণ করিত। তবে কোন দিগেই সুসমাচারগুলি কলুষিত হইবার সম্ভাবনা নাই; সপক্ষ কি বিপক্ষ, সকলেই যেন অগত্যা উহাদের রক্ষণে যত্নবান হইয়াছে।

ঐ বিধর্ম্মীগণের রচিত গ্রন্থগুলির কিয়দংশ অদ্যাপি আমাদের হস্তে আছে; তদ্দর্শনে আমরা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি, যে ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বে যে চারি সুসমাচার বিদ্যমান ছিল, উহারা অধুনাও আমাদের হস্তে আছে; ঐ গ্রন্থকারেরা তাৎকালিক সুসমাচারগুলিহইতে যে২ বাক্য উত্থাপন করিয়াছিল, তাহা আমাদের বর্ত্তমান সুসমাচারচয়ের সহিত ঠিক মিলে; আমরা ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত নির্দ্দেশ করি।

বালেণ্টীনুস্ নামা এক অতি বিজ্ঞ বিধর্ম্মী ছিলেন; তদ্রচিত গ্রন্থে চতুষ্টয় সুসমাচারের অনেক বচন উত্থাপিত আছে; বিশেষতঃ যখন যে স্থলে খ্রীষ্টের বিষয়ে তাহার বাদানুবাদ হয়, তখন সেই স্থলে সুসমাচারের উক্তি অতি প্রচুররূপে প্রয়োগিত হয়। তিনি সুসমাচারহইতে খ্রীষ্টের এই ২ উপাধি উদ্ধৃত করেন, "ঈশ্বরের বাক্য" "পিতার একমাত্রজাত পুত্র"

বালেণ্টীনুস্ চারি সুসমাচারহইতে যে সকল কথা উত্থাপন কল্লেন সে সকলই আমাদেরই সুসমাচার গুলির কথা।

"জীবনস্বরূপ" "দীপস্বরূপ" পূর্ণতা" "সত্যতা" "অনুগ্রহ" "ত্রাণকর্ত্তা" ইত্যাদি। সকলেই জানেন যে এ তাবৎ বাক্য সুসমাচারগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। বালেণ্টানুস্ এই বাক্যচয়ের বিপরীত ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে যাহা হউক, তাঁহার উত্থাপিত বাক্যদ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন করা হইতেছে যে, তদানীন্তন আর ইদানীন্তন সুসমাচার গুলি একই; কালের আর লোকের অশেষ পরিবর্ত্তন হইলে হউক ঈশ্বরদত্ত গ্রন্থ যুগযুগান্তর সমভাবেই থাকে।

বালেণ্টীনুসের টলেমী নামা, এক বিদ্বান শিষ্য ছিলেন। তাঁহার সমুদায় রচনার এক পত্রমাত্র বিদ্যমান আছে; উক্ত পত্রে টলেমীও সুসমাচারচয় অতীব সমাদর পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করেন। তিনি বারম্বার মথির গ্রন্থহইতে বাক্য উত্থাপন করেন; আর এক স্থলে তিনি খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া যোহনের এক বচন উল্লেখ করেন; তাঁহার উক্তি এই, "ঐ প্রেরিত কহেন যে, তৎকর্ত্তৃক সকল বস্তু সৃষ্ট হইল, এবং তাবৎ সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে একটী বস্তুও তাঁহার ব্যতিরেকে সৃষ্ট হয় নাই।" যোহন ১; ৩।

টলেমী মথির ও যোহনের গ্রন্থদ্বয় নির্দ্দেশ করেন।

হিরাক্লীয়ন নামক বালেণ্টীনুসের আর এক জন

শিষ্য যোহনের সুসমাচার সংক্রান্ত এক টীকা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তদ্রচনার অভিপ্রায় এই; অনেক স্থলে যোহনের উক্তি বালেণ্টানুসের ভ্রান্ত মতের বিপরীত প্রতীত হইয়াছিল; হিরাক্লীয়ন বিশেষ পাণ্ডিত্যের কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক যোহনের বার্ত্তা সকল ঐ বিধর্ম্মের সহিত মিলাইয়া দিলেন। বস্তুতঃ তন্মধ্যে প্রকৃত সংমিলন কিছুই ছিল না, সরল পাঠকমাত্র ইহা নির্ণয় করিতে পারিবেন। কিন্তু হিরাক্লীয়ন যে এত বৃথা পরিশ্রম সহকারে সেই কর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন, তাহাতে সুসমাচার সম্বলিত এক অতি শক্ত প্রমাণ প্রকটিত ইহতেছে; উক্ত সুসমাচারটীর বিষয়ে যদি কিছু সংশয় থাকিত, উহা যথার্থ যোহনের লেখা কি না, যদি ইহার বিষয়ে একটু সন্দেহ থাকিত, তাহা হইলে হিরাক্লীয়ন এমন অনর্থক চেষ্টাহইতে বিমুক্ত হইতেন। কিন্তু তৎসময়ে, অর্থাৎ খ্রীষ্টের মৃত্যুর ১৪০ বৎসর পরে, যোহনের সুসমাচার সর্ব্বত্র অবিকল বলিয়া মান্য হইত; সকলেই স্বীকার করিত যে, উক্ত গ্রন্থ খ্রীষ্টের প্রিয়তম শিষ্যের প্রণীত, এবং তদীয় উক্তি সকল সত্য; তবে বিধর্ম্মীরা যখন আপনাদের কল্পিত মত যথার্থ খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম দেখাইতে চাহিল, তখন কাজে কাজেই অমেলসূচক

হিরাক্লীয়নের টীকা পুস্তক।

বিষয় সকল তুলিয়া এক প্রকারে ভঞ্জন করা আ-বশ্যক বোধ হইল।

তৎকালে মার্সীয়ন নামা আর এক জন ভ্রান্ত শিক্ষক মণ্ডলীর মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বতন যিহূদী ধর্ম্মবিধির উদ্দেশ্য না বুঝিয়া তাহা অতিশয় জঘন্য জ্ঞান করিতেন; তিনি এমন শিক্ষা দিতেন যে, ঐ ধর্ম্মের সহিত কোন স্থলে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের কিছুই সম্পর্ক নাই, উভয় ধর্ম্ম পরস্পর স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন। কিন্তু ইহা সাব্যস্ত

বিধর্ম্মী মার্সীয়নের ভ্রমময় শিক্ষা ও তদীয় সংক্ষিপ্ত ধর্ম্মগ্রন্থ।

করা যৎপরোনাস্তি কঠিন, যেহেতুক বাইবেলের অধ্যয়নকারীরা অনায়াসে দেখিতে পান যে, আদি এবং অন্তভাগের মধ্যে অতি বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে; যথা, ফুলের সহিত পরিপক্ব ফলের যে-রূপ সম্পর্ক, যিহূদী ধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের তাদৃশ সম্পর্ক আছে। মার্সীয়নও ইহা উত্তম-রূপে অবগত ছিলেন; তবে তিনি কি করিলেন? তিনি অত্যন্ত আস্পর্দ্ধা প্রদর্শন করত বাইবে-লের অধিকাংশই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তিনি লূকের সুসমাচার ও পৌলের দশটী পত্র ভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থের আর কোন অংশ মানিতেন না; এবং লূকের যত বার্ত্তা তাঁহার মতের সহিত মিলিত না, তিনি ঐ সকলকেও কাটিয়া দিলেন। খ্রীষ্টিয়

ধর্ম্মের বিপক্ষগণ মার্সীয়নের ঐ সংক্ষেপ ধর্ম্ম-শাস্ত্র লক্ষ্য করিয়া ধুমধামের সহিত কহে যে, "কেমন! তদ্দানীন্তন সময়ে উক্ত গ্রন্থকার সুধু এক সুসমাচার মানিতেন; তিনি অপর তিনটী সুসমাচার মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেন; তবে ঐ গ্রন্থত্রয়ের বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে কি না?" কেহ২ অনুভব করিয়াছে যে মার্সীয়ন অপর তিনটী সুসমাচারের পরিচয় পাইয়াছিলেন না; কিন্তু বাস্তবিক এমত নহে; সুবিদ্বান টর্টুলীয়ান মার্সীয়নের কুশিক্ষার বিরুদ্ধে অনেক জ্ঞান-গর্ভ বিতর্ক করিয়াছিলেন; সেই বাদানুবাদের বৃত্তান্ত পাঠে আমরা স্পষ্টই অবগত হইতেছি যে, মার্সীয়ন পূর্ব্বে সমুদায় চারি সুসমাচার স্বীকার করিতেন, এবং তদ্রচিত একটী গ্রন্থে তিনি ঐ চতুষ্টয় শাস্ত্রের কথা সত্য বলিয়া উত্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার অনেক পরে স্বকল্পিত বিধর্ম্ম কোন না কোন প্রকারে রক্ষা করণে প্রবৃত্ত হওয়াতে তিনি আপন পূর্ব্বতন বিশ্বাস ও বিশ্বাসের মূল-স্বরূপ দৈবগ্রন্থ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইলেন।

কত লোক মার্সীয়নের ন্যায় বাইবেলের বিষয়ে পক্ষপাত করে!

হায়! অধুনা কত লোকই মার্সীয়নের ন্যায় ব্যবহার করে! তাহারা বাইবেলের এক অংশ গ্রহণ ও অপর অংশ অগ্রাহ্য করে; তাহারা যে বিশেষ

প্রমাণে নির্ভর করিয়া এই রূপ সিদ্ধান্ত করে তাহা নয়; তাহাদেরই মত অবশ্য রক্ষা পায়, এমাত্র তাহাদের উদ্দেশ্য, এবং ধর্ম্মগ্রন্থের যে সকল বাণী তদ্বিপরীত বোধ হয়, তাহারা অবিলম্বেই তাহা মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করে; ইহা কি চমৎকার আস্পর্দ্ধা ও কি নিদারুণ প্রগল্‌ভতা!

পূর্ব্বোক্ত চার জন বিধর্ম্মীর পূর্ব্বে বাসিলাইদীস্ নামক ব্যক্তি মণ্ডলীকে বিরক্ত করিয়াছিলেন। তিনি খ্রীষ্টের মৃত্যুর ১০০ বৎসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি চারি সুসমাচারের বিষয়ে অতি বিস্তাররূপে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তিনি অনেক অমূলক বিষয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই; তাঁহার মতে মিথ্যা সত্য উভয়ই পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহার মতের সহিত আমাদের কিছুই আ-ইসে যায় নাই; চতুষ্টয় সুসমাচারের বিষয়ে তিনি কি রূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন, ইহাই আমাদের জি-জ্ঞাস্য। তবে বাসিলাইদীস্ যখন খ্রীষ্টের ১০০ বৎ-সর পরে চারি সুসমাচারের কথা প্রসঙ্গ করিয়া-ছিলেন, তখন উক্ত চারি গ্রন্থ তৎসময়ে বিদ্যমান ছিল, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। আবার ঐ প্রাচীন গ্রন্থকার যখন সেই সুসমাচার-চয় চারি শিষ্যের রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি-

বাসিলাইদীস্ খ্রীষ্টের মৃত্যুর ১০০ বৎসর পরে কিরূপ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।

লেন, তখন ইহাও প্রতীত হইতেছে যে, তৎকালে ঐ গ্রন্থগুলিন সর্ব্বসাধারণ লোকের মধ্যে খ্রীষ্টের যথার্থ বৃত্তান্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইত।

বাসিলাইদীসের রচনার অধিকাংশ লোপ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অবশিষ্টাংশেই ঈদৃশ যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বিশেষতঃ যোহনের সুসমাচারহইতে উদ্ধৃত দুইটী স্পষ্ট বাক্য লক্ষিত আছে; পাঠকগণ তৎশ্রবণে বিলক্ষণ বুঝিবেন যে, বাসিলাইদীস্ ১৭০০ বর্ষের পূর্ব্বে যে বাক্যদ্বয় উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অধুনাও যোহনের সুসমাচারটীর মধ্যে পাওয়া যায়। একটী বাক্য এই, "যিনি জগতে আসিয়া তাবৎ মনুষ্যকে দীপ্তি দান করেন, তিনিই প্রকৃত দীপ্তি।" যোহন ১; ৯। অপর বাক্য এই, "হে নারি, আমার সহিত তোমার বিষয় কি? আমার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।" যোহন ২; ৪।

বাসিলাইদীসের কিছুকাল পরে দুই জন ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মরক্ষণে তৎপর ব্যক্তিরা সুসমাচার গুলির বিষয়ে দুই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এক জন পীয়রকিলস্ নামে বিখ্যাত ছিলেন; তিনি আন্তিয়কু নগরস্থ মণ্ডলীর বিশপ ছিলেন। অপর ব্যক্তি এক পরম মাননীয় ধর্ম্মসাক্ষীর প্র-ধান শিষ্য ছিলেন, তাঁহার নাম

চারের সংমিলনার্থক গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন।

টেসীয়ান্। এই দুই বিদ্বান পুরোহিতেরা চতুষ্টয় সুসমাচার সংমিলনার্থক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মথি, মার্ক, লূক আর যোহন, স্বতন্ত্রভাবে প্রভু যেশুর বিষয়ে যে বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পরস্পরের সহিত পরস্পর মিলাইয়া সুশৃঙ্খলভাবে সংঘটনের সঙ্কলন করা, ইহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। টেসীয়ান্ স্বীয় গ্রন্থের "ডাইয়াটেসারন" নাম রাখিলেন; এই উপাধির অর্থ এই, চতুষ্টয় গ্রন্থহইতে সংগৃহীত সুসমাচার।

ইহাতে সুসমাচারচয় বিষয়ক কি প্রমাণ উদয় হইতেছে? প্রথমে, ইহাতে অতি স্পষ্টরূপে সাব্যস্ত করা হইতেছে যে, তৎসময়ে ঠিক চারি সুসমাচার প্রচলিত ছিল; তদ্ভিন্ন আর কোন গ্রন্থ প্রকৃত সুসমাচার বলিয়া মানিত হইত না। আবার ইহাও নির্ণীত হইতেছে যে, তাৎকালিক খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা ঐ চারি গ্রন্থের মধ্যে কিছুই পক্ষপাত না করিয়া তৎসমুদায়ের ভাব ও উক্তি যথার্থ বলিয়া তাহার সংমিলনে প্রবর্ত্তিত হইলেন। ঐ ভিন্ন গ্রন্থগুলিন পাঠে তাঁহারা টের পাইয়াছিলেন যে, স্থলে২ কএক কঠিন আর অমেলসূচক উক্তি ছিল; কিন্তু তাঁহারা একেবারে মনে স্থির করিলেন যে, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে

ঐ গ্রন্থদ্বয়ের প্রণয়নে চারি সুসমাচার বিষয়ক কি প্রমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়।

অমেল হইলেও যথার্থ মিলন অবশ্যই থাকিবেক; তাঁহারা কোন অংশ কি কোন বিন্দুমাত্র বিসর্জ্জন করণে সম্মত হইলেন না; তাঁহারা নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, চারি সুসমাচার অভ্রান্ত ঈশ্বরোক্তি; এবং যদিও কোন২ বার্ত্তার ব্যাখ্যান দুরূহ বোধ হইত, তাঁহারা উহাতে তাঁহাদের বুদ্ধির দোষ বুঝিয়া আগ্রহাতিশয়দ্বারা সেই বিষয়ের ভঞ্জনে প্রবৃত্ত হইয়া উঠিলেন। তবে তৎকালে সুসমাচারের অবিকলতার বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় ছিল না ইহা পাঠকবৃন্দ সহজে বুঝিতে পারেন।

সুসমাচারগুলিন আদৌ গ্রীক ভাষায় রচিত হইয়াছিল। কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম পৃথিবীর ভিন্ন২ দেশে সংস্থাপিত হইলে পরে উক্ত গ্রন্থচয় ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করণের প্রয়োজন অনুভূত হইতে লাগিল।

দুইটী অতি প্রাচীনকালীন অনুবাদ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। একটী লাটিন, অর্থাৎ রোমিয় ভাষায় সঙ্কলিত, ইহার নাম "ইটালিক অনুবাদ" অন্যটী "পেষিত" নামে বিখ্যাত; ইহা সুরিয়াক

"ইটালিক্" ও "পেষিত" নামক দুই অনুবাদ।

ভাষায় তরজমা হইয়াছে। পেষিত শব্দের অর্থ অবিকল কি যথার্থ; এই অনুবাদটী এরূপ উপাধি বি-

শিষ্ট হইয়াছিল কারণ তাহা বাস্তবিক গ্রীক ভাষা-হইতে অত্যন্ত অবিকলরূপে অনুবাদিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত টর্টুলিয়ান ও আইরেনীউস্ যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তৎপাঠে বিলক্ষণ নির্ণীত হইতেছে যে, তাঁহাদেরই সময়ে ঐ ইটালিক নামক অনুবাদ ব্যবহৃত ছিল; তাঁহাদের গ্রন্থ গুলির মধ্যে যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের উক্তি উত্থাপিত আছে, তৎসমুদায় ঐ ইটালিক অনুবাদহইতে উদ্ধৃত, সন্দেহ নাই। তবে ইহাতেই স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে যে, উক্ত অনুবাদটী খ্রীষ্টের মৃত্যুর ১৫৫ বৎসর পরে প্রচলিত ছিল ও খ্রীষ্টিয়ান লোকদ্বারা পঠিত হইত। কিন্তু উহা তৎ-

ইটালিক অনুবাদটী খ্রীষ্টের মৃত্যুর ১৫৫ বৎসর পরে সর্ব্বত্রে ব্যবহৃত ছিল।

সময়ের কত দিন পূর্ব্বেই অনুবাদিত হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করিতে গেলে এই২ বিষয় নির্দ্দেশ করা আবশ্যক, প্রথমে আমরা নিশ্চয়ই টের পাইতেছি, যে উহা টর্টুলিয়ানের সময়ে অভিনব অনুবাদ ছিল না; উহা যেন বহুকালে সকলের সুপরিচিত গ্রন্থ, তাহার এরূপ ব্যবহার হইত। আবার তৎসময়ে সেই অনুবাদটী কেবল এক দেশে ব্যবহৃত ছিল না, বরং উহা অতি দূরস্থ ভিন্ন২ দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। তবে এ সমুদয় লক্ষণ নির্দর্শনে পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিবেন

যে, উহার ঈদৃশ সম্যক্ ব্যবহার ও বিস্তার হওনার্থে অবশ্য অনেক কাল অতিবাহিত হইয়াছিল; বোধ হয়, অনুবাদ হওন অবধি টর্টুলিয়ানের সময় পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ২৫ বর্ষ সময় অতীত হইতে হইল। তাহা হইলে, আমরা বিলক্ষণ দেখিতেছি

উহা যোহনের মৃত্যুর ন্যূনাধিক ৭০ বৎসর পরে প্রণীত হইয়াছিল।

যে, সাধু যোহনের মৃত্যুর ৭০ বৎসরের অনধিক কাল পরে সুসমাচারচয় লাটিন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। তবে যুক্তিসিদ্ধ মীমাংসা কি? না এই যে, উক্ত অনুবাদটী যখন প্রেরিতগণের এত অল্প দিন পরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আদিম গ্রীক গ্রন্থ গুলিন অবশ্যই প্রেরিতগণের সময়ে বিদ্যমান ছিল।

উপরোক্ত "পেষিত"* নামক অনুবাদটীর বিষয়ে আধুনিক এক অতি গুরুতর বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে পণ্ডিতগণ অনুভব করিতেন যে যৎকালে উল্লিখিত "ইটালিক" গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তৎসময়ে এই "পেষিত" নামক সুরিয়াক্ অনুবাদও প্রণীত হইল। বাস্তবিক এমত নহে। অল্প দিন গেল, নিট্রীয়া প্রান্তরস্থ উদাসীনদের মঠে এক অতি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে; উহাও সুরিয়াক ভাষার অনুবাদ; কিন্তু উহা নির্দ্দিষ্ট "পেষিত" অনুবাদটী নহে; বস্তুতঃ

নিট্রিয়ান প্রান্তরস্থ মঠে এক অতি প্রাচীন গ্রন্থের আবিষ্কার।

উহা নিশ্চয়ই স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন সময়ে অনুবাদিত হইয়াছে। অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা উক্ত গ্রন্থ সম্যক্‌রূপে আলোচনা করণান্তর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইহা ইটালিক ও পেষিত উভয় গ্রন্থের অগ্রবর্ত্তী; তৎপরে পেষিত নামক গ্রন্থ ঐ আদিমকালীন সূরিয়াক অনুবাদটী হইতে উদ্ধৃত হইল। এ কি অদ্ভুত আবিষ্কার! প্রায় প্রেরিতগণের সময়ে যে ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছিল, তাহা ১৭০০ বৎসর প্রচ্ছন্ন থাকিলে পরে আমাদের সময়ে অনাবৃত হইয়া উঠিয়াছে!

এক্ষণে এক অতি ধার্ম্মিক ও জ্ঞানবান মহোদয় আমাদের সাক্ষী-সমাজে উপস্থিত হন; তাঁহার নাম যুষ্টিন্ মার্টর। তিনি আদিম মণ্ডলীর এক ভূষণস্বরূপ ব্যক্তি ছিলেন; তিনি তেজস্কর প্রদীপের ন্যায় তাৎকালিক তিমিরাচ্ছন্ন ভূমণ্ডলে ধর্ম্মালো বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি খ্রীষ্টের মৃত্যুর ন্যূনাধিক ৩৫ বৎসর পরে পালেষ্টাইন দেশে জন্মিয়াছিলেন। যৌবনকালে তিনি পৌত্তলিক ধর্ম্ম মানিতেন, এবং তরুণাবস্থায় সর্ব্ব প্রকার বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের আলোচনায় অনবরত নিবিষ্ট ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি ভিন্ন২ ধর্ম্মের ভাব ও মত মীমাংসা করণে উৎসুক ছিলেন। "সত্য কাহাকে বলে? আর এই অমূল্য পদার্থ কোথায় বা পাওয়া

যায়?” তিনি নিত্য ইহা প্রশ্ন করিতে২ ইহার চর্চ্চায় নিমগ্ন থাকিতেন। বহুকাল ব্যাপিয়া তাঁহার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র বোধ হইল; তাঁহার মনের সংশয় ও অস্থৈর্য্য রহিল; এবং তাঁহার আত্মার আকাঙ্ক্ষা কিছুই নিবারিত হইল না; পরে তিনি সুপ্রসিদ্ধ প্লেটো নামা মহাপণ্ডিতের শিক্ষা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন; প্লেটোর জ্ঞানগর্ভ ও মনোহর মতের অনুশীলন করাতেই যুষ্টিনের যৎকিঞ্চিৎ সুখানুভব হইতে লাগিল; তিনি ক্ষণেক কালের জন্যে অনুমান করিলেন যে, তিনি যথার্থই ত্রাণদায়ক সত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আবার বিব্রত হইয়া উঠিলেন; তাঁহার আত্মার

যুষ্টিন মার্টিরের পরিবর্ত্তনের বৃত্তান্ত।

পিপাসা পুনর্ব্বার প্রবল হইয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল; তিনি নৈরাশপঙ্কে পতিত হইয়া অপরিসীম ব্যথায় ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন। এরূপ উৎকণ্ঠিত হওয়াতে তিনি এক দিন সমুদ্রতীরে গিয়া নির্জ্জনে বসিয়া আন্দোলন করিতেছিলেন; এমন সময়ে এক অপরিচিত বৃদ্ধ ব্যক্তি তাঁহার নিকটস্থ হন। বৃদ্ধের মুখমণ্ডলে যে ধীরতার ও মৃদুতার ও ভক্তির এবং অলৌকিক শান্তির লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তদ্দর্শনে চিন্তাকুল যুষ্টিন একান্ত মোহিত হইয়া উঠিলেন। ঐ মান্যবর বৃদ্ধ উপদেশক যেন ঈশ্বর-

প্রেরিত দূত হইয়া ব্যাকুলচিত্ত যুষ্টিনকে সম্বোধন করিয়া বলেন "ওগো প্রিয় সুহৃৎ! আমি তোমাকে এই পরামর্শ দিতেছি, তুমি আগ্রহ পূর্ব্বক ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর, যেন তিনি দীপ্তির দ্বার তোমার প্রতি মুক্ত করিয়া দেন, কারণ তুমি যে নিগূঢ় বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতেছ, তাহা কোন মনুষ্য স্বভাবতঃ অবধারণ করিতে পারে না; ঈশ্বর এবং তাঁহার খ্রীষ্ট তোমাকে বুদ্ধি দান না করিলে তোমার আলোচনা বৃথাই হইবেক।" যুষ্টিন আপনি লিখিয়াছেন "তৎক্ষণাৎ তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতেই আমার হৃদয়ে যেন এক পবিত্র অগ্নি প্রজ্বলিত হইল; একেবারে খ্রীষ্টের প্রিয়জনের প্রতি আমার অন্তঃকরণ প্রেমার্দ্র হইয়া উঠিল; আর আমি এই সমুদায় ব্যাপার আন্দোলন করিতে২ নিশ্চয়ই টের পাইলাম যে, মনুষ্যের অভাব নিবারণার্থে ও তাহার মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম ভিন্ন আর উপায় নাই।"

তাঁহার পরিবর্ত্তনের পরে তিনি অনেক দিন ব্যাপিয়া নির্দ্দোষ ও পবিত্র আচরণদ্বারা খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের অলৌকিক তেজ প্রদর্শন করিলেন; আবার তিনি অসাধারণ যুক্তি ও কৌশল্য সহকারে গ্রন্থ রচনা করাতে ধর্ম্ম রক্ষা ও প্রচার করিয়াছিলেন। অব-

ধর্ম্মের রক্ষণার্থে তাঁহার উদ্যোগ।

শেষে তিনি শত্রুহস্তগত হইয়া প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত হইলেন; এতদর্থে তিনি "মার্টর" (ধর্ম্মশাক্ষী) নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

তবে আমাদের জিজ্ঞাসা এই, ঐ যে পবিত্র ধর্ম্মশাক্ষী মণ্ডলীর আদিমকালে ধর্ম্মের রক্ষণার্থে স্বীয় প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি কি চারি সুসমাচারের বিষয়ে অবগত ছিলেন; আর অধুনা খ্রীষ্টিয়ানেরা যে চতুষ্টয় গ্রন্থ ঈশ্বরোক্ত খ্রীষ্টবিবরণ বলিয়া মান্য করিতেছেন, যুষ্টিন মার্টর কি তৎসময়ে সেই গ্রন্থগুলিনকে তদ্রূপ মান্য করিতেন? তিনি করিতেন, সন্দেহ নাই।

তাঁহার তিনটী প্রধান গ্রন্থের কিয়দংশ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। একটী গ্রন্থে তিনি তদানীন্তন রোম রাজাকে সম্বোধিয়া খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের সত্যতা প্রকাশ করিলেন; অন্য এক গ্রন্থে, টাইফো নামক যিহূদি পণ্ডিতের সহিত তাঁহার যে বাদানুবাদ হইয়াছিল, উহার সম্যক্ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে; তৃতীয় গ্রন্থটী যুষ্টিনের বার্দ্ধক্যকালে রচিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে তিনি মার্কুস আরীলাউস নামক সম্রাটকে খ্রীষ্টিয়ান লোকদের সদ্গুণের বিষয়ে বুঝাইয়া দিতেছেন।

তাঁহার প্রধান গ্রন্থত্রয়।

উক্ত গ্রন্থত্রয়ের যে স্বল্পাংশ রহিয়াছে তাহাতে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিলক্ষণ নির্দ্দেশ আছে; সম্পূর্ণ ২০০

উক্ত গ্রন্থত্রয়ের অবশিষ্টাংশে সুসমাচারগুলি ২০০ স্থলে নির্দ্দিষ্ট আছে।

ভিন্ন স্থলে চারি সুসমাচার প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের উক্তি উত্থাপিত আছে। কোন২ স্থলে তিনি সুসমাচারের বচন মুখস্থ ব্যক্ত করেন, তাহাতে উল্লেখটী কিছু অস্পষ্ট বোধ হয়; অনন্তর তিনি যেন ধর্ম্মগ্রন্থ দেখিতে২ লিখেন, এমন স্থলে অবিকল উত্থাপন হয়; বাস্তবিক, অধুনা খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে সুসমাচারগুলি যদ্রূপ ব্যবহৃত ও পরিচিত, তৎকালে তদ্রূপ ছিল, যুষ্টিনের রচনা ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ। ইহাও আমাদের বিবেচ্য, যখন যুষ্টিনের গ্রন্থগুলির অবশিষ্ট ক্ষুদ্রাংশে ২০০ স্থলে সুসমাচারের বার্ত্তা উত্থাপিত হইয়াছে, তখন তাঁহার সমুদায় গ্রন্থ আমাদের হস্তগত থাকিলে আর কতই সেইরূপ দৃষ্টান্ত নির্ণীত হইত? ঐ ধার্ম্মিক মহোদয় কি প্রকারে ধর্ম্মগ্রন্থের বচন উত্থাপন করিতেন, তাহা এক উদাহরণদ্বারা বুঝান যাইবে। তিনি এক স্থলে এক পৃষ্ঠের মধ্যে তিন বার সুসমাচারের বাক্য উদ্ধৃত করেন; তিনি লিখেন "আবার খ্রীষ্টই বলিবেন, 'তোমরা আমার নিকটহইতে দূর হও, এবং পিতা, শয়তান ও তাহার দূতগণের নিমিত্তে যে বহিঃস্থ অন্ধকার প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে গমন কর।' (মথি ২৫; ৪১।) অপিচ, খ্রীষ্ট

যুষ্টিন কি প্রকারে সুসমাচারের বার্ত্তা উত্থাপন করেন ইহার দৃষ্টান্ত।

অন্যত্রে কহিতেছেন যে, 'আমি তোমাদিগকে সর্পের ও বৃশ্চিকের ও বিষাক্ত জন্তুর ও শত্রুর তাবৎ ক্ষমতার উপর পদার্পণ করণের শক্তি দান করিব।' (লূক ১০; :৯) আবার ক্রুশার্পিত হওনের পূর্ব্বে তিনি কহিলেন, যে 'মনুষ্যপুত্রকে অনেক২ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এবং অধ্যাপকগণ ও কিন্ধশিগণদ্বারা অবজ্ঞাত হইয়া ক্রুশে হত হইতে হইবে, এবং তৃতীয় দিনে তাঁহাকে পুনরুত্থান করিতে হইবে।' (মার্ক ৮; ৩১)"

আর এক স্থলে যুষ্টিন মথি ও যোহনের উল্লেখিত একটী সংঘটন প্রসঙ্গ করিতেছেন; পরে ঐ ব্যাপার যে অবিকল ও সত্য, তিনি, ইহা প্রমাণ করিবার জন্যে কহেন, "যাঁহারা আমাদের ত্রাণকর্ত্তা য়েশু খ্রীষ্টের সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা প্রস্তাব করিলেন; এবং আমরা অবশ্যই তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করি।" অন্যত্রে তিনি রোমীয় সম্রাটকে প্রভুর ভোজের বিষয়ে বুঝাইয়া দিতেছেন, আর খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা যে কি২ কারণে সেই পবিত্র সংস্কার পালন করেন, ইহাও তিনি ব্যক্ত করিতেছেন; তাঁহার উক্তি এই, "প্রেরিতগণ যে সুসমাচার নামক গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা তন্মধ্যে আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, য়েশু

তদ্রূপ আর কএকটী দৃষ্টান্ত।

আপনি উক্ত সংস্কার সম্পাদন করিতে আদেশ করিয়াছেন; তাঁহারা লিখেন যে, তিনি রুটী লইয়া, ধন্যবাদ করণান্তর কহিলেন, ইহা আমার শরীর, ইহা আমার স্মরণার্থে করিও। তদ্রূপ তিনি পান পাত্র লইয়া ধন্যবাদ করিয়া কহিলেন, ইহাই আমার রক্ত।” যুষ্টিন পুনশ্চ সম্রাটকে খ্রীষ্টিয়ানদের কিরূপ উপাসনা ও প্রচারাদি রীতি ছিল তাহা ব্যাখ্যা করিতেছেন; তিনি কহেন, “আমরা সমাজভুক্ত হওয়াতে এক জন পাঠক প্রেরিতগণের সুসমাচারচয় কিম্বা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থ লইয়া অবকাশ মতে তাহা পাঠ করেন; সমাপ্ত হইলে পরে মণ্ডলীর সভাপতি সকলের নিকটে উপদেশ বাক্য প্রয়োগ করেন, তন্মধ্যে তিনি ঐ পাঠিত বিষয়ের অনুসরণ ও রক্ষা করিতে সকলকে অনুরোধ করেন।”

এক্ষণে আমরা দেখি, উল্লিখিত সমুদায় ব্যাপারে কোন্২ বিষয়ের দৃঢ়তর সিদ্ধান্ত হইয়াছে। পাঠকগণ স্মরণে রাখিবেন যে, যুষ্টিন মার্টর যোহনের মৃত্যুর ন্যূনাধিক ৬৫ বৎসর পরে জন্মিয়াছিলেন। তবে ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, তাঁহার সময়ে চতুষ্টয় সুসমাচার বিদ্যমান ছিল; এবং উহারা বিদ্যমান ছিল কেবল তাহা নয়,

অতএব যুষ্টিনের সময়ে সুসমাচার গুলি বিদ্যমান ছিল; আর খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত ও ব্যবহৃত হইত।

বস্তুতঃ ঐ পবিত্র গ্রন্থ সকল অত্যন্ত প্রচলিত হইয়াছিল, এবং খ্রীষ্টিয়ান লোকদের মধ্যে উহাদের সম্যক্ ব্যবহারও হইতেছিল। আবার ঐ গ্রন্থগুলির যে বিশেষ উপাধি নিরূপিত হইয়াছিল তাহাতেও এক শক্ত প্রমাণ নির্ণীত হইতেছে; যুষ্টিন মার্টর সম্রাটকে কহিয়াছিলেন যে, আমাদের ঐ গ্রন্থচয় "সুসমাচার" নামে বিখ্যাত হইয়াছে; কিন্তু ঐ ভিন্ন চারি গ্রন্থ কি প্রকারে ও কাহার দ্বারা একই উপাধি বিশিষ্ট হইয়া উঠিল? প্রথমাবধি উহাদের সেই সংজ্ঞা ছিল না; এবং উহাদের কখনো এক দিনেই সেই নাম নিরূপিত হয় নাই; বাস্তবিক ইহাই কালের ও অভ্যাসের নিশ্চয় লক্ষণ; খ্রীষ্টিয়ানেরা ঐ গ্রন্থগুলিন ব্যবহার করিতে করিতেই অবশেষে উহাদের একটী বিশেষ নাম অবধারণ করাই সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করাতে "সুসমাচার" শব্দ নিরূপণ করিয়াছিলেন। শেষে এই একটী গুরুতর বিষয়ও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, যুষ্টিনের সময়ে খ্রীষ্ট-মণ্ডলীর মধ্যে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থ সকল যাদৃশ ঈশ্বরোক্ত বলিয়া মান্য হইত, সুসমাচারগুলিও তাদৃশ গণিত ও মান্য হইত। আবার ঐ গ্রন্থচয়ের অবিকলতার বিষয়ে তৎসময়ে কিছু সন্দেহ ছিল না, কারণ যুষ্টিন অকু-

"সুসমাচার" নাম দেওনে এক শক্ত প্রমাণ উদয় হয়।

ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থ সকল মণ্ডলীর মধ্যে যাদৃশ মান্য হইত সুসমাচার গুলির ঠিক তদ্রূপ সমাদর হইত।

তোভয়ে বলেন, "প্রেরিতেরা যাহা লিখিয়াছেন আমরা অবশ্যই তাহা বিশ্বাস করি।" অধিক কি? ঐ ধার্ম্মিক ও সুবিচক্ষণ পণ্ডিত প্রায় ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে সুসমাচারচয় একান্ত অবিকল ও বিশ্বাস্য জ্ঞান করিয়াছিলেন; তবে ইদানীন্তন কোন্ সাক্ষী উঠিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তের বিপরীত প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পারে? যিনি প্রমাণস্রোতের উদয়স্থলের এত নিকটবর্ত্তী, তিনি যদি স্রোতের উৎস স্থির করণে অক্ষম, তবে যে ব্যক্তি স্রোতের অতি দূরস্থ প্রান্তে রহিয়াছে সে কি পারিবে?

আমরা যুষ্টিনের সমভিব্যাহারে প্রায় প্রেরিতগণের সময়ে উপস্থিত হইয়াছি; কালের কিঞ্চিৎ মাত্র বিচ্ছেদ রহিয়াছে; তবে আমরা যদি অপর দুই

প্রেরিতগণের সমকালীন সাক্ষীদের বার্ত্তা প্রসঙ্গ করা হইতেছে।

এক জন সাক্ষীকে অবলম্বন করিয়া তাহা অতিক্রম করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা চরিতার্থ হইব, এবং আমাদের উদ্দেশ্য সম্পাদিত হইবে। যুষ্টিনের নিকটে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রেরিতগণের অল্প দিন পরে সুসমাচার সকল বর্ত্তমান ছিল; এখন, আমাদের জিজ্ঞাসা এই, যুষ্টিনের পূর্ব্বতন, অর্থাৎ প্রেরিতগণের সমকালীন, কোন২ সাক্ষী এই

বিষয়ে প্রমাণ দিয়াছেন কি না? দিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

ইতিপূর্ব্বে পলিকার্পের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। এই আদিমকালীন মহোদয় সাধু যোহনের এক জন প্রিয় শিষ্য ছিলেন; তিনি সেই প্রেরিতের পদতলে বসিয়া তাঁহার প্রমুখাৎ খ্রীষ্ট বিষয়ক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং যাঁহারা প্রভুকে চাক্ষুষ দেখিয়াছিলেন এমন অনেক লোকের সহিত তাঁহার গতিবিধি ও আলাপ ছিল। তিনি প্রেরিতগণদ্বারা স্মূর্ণা নগরস্থ মণ্ডলীর বিশপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি মার্কুস্ আণ্টনীনুস্ রোমীয় সম্রাটের সময়ে ধর্ম্মের নিমিত্তে প্রাণ সমর্পণ করাতে ধর্ম্মসাক্ষীর গৌরবান্বিত মুকুট বিশিষ্ট হইলেন।

পলিকার্প নামক সাধু যোহনের এক জন শিষ্যের কথা।

তাঁহার সমুদায় রচনার কেবল একটী ক্ষুদ্র পত্রিকা অবশিষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু এই এক পত্রিকাতে অন্তভাগের বাক্যপুঞ্জ প্রায় চল্লিশ বার নির্দ্দিষ্ট আছে। পলিকার্প অনেক বার সাধু পৌলের উক্তি উত্থাপন করেন; তিনি তদ্ব্যতীত সুসমাচারের কোন২ বাক্যও উল্লেখ করেন। এক স্থলে তিনি প্রভুর প্রার্থনা লক্ষ্য করিয়া বলেন, "প্রা-

পলিকার্প বারম্বার সুসমাচার গুলির বাক্য উত্থাপন করেন।

র্থনার সময়ে আমরা সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরকে অনুরোধ করি, যেন তিনি আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনয়ন না করেন; যেহেতুক প্রভু কহিয়াছেন যে, আত্মাই উৎসুক কিন্তু শরীর দুর্ব্বল” (মথি ৬; ১৩। ও ২৬; ৪১) আর এক স্থলে পলিকার্প লিখেন, “প্রভু আপনার উপদেশের মধ্যে কি আদেশ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ কর, যথা, বিচার করিও না, তাহা হইলে তোমরা বিচারিত হইবা না; ক্ষমা কর, তাহাতে তোমাদের প্রতি ক্ষমা করা যাইবে; দয়া কর, তাহাতে তোমরা দয়া পাইবা; কারণ তোমরা যে পরিমাণ করিবা, সে পরিমাণেতেই তোমাদের প্রতি পরিমিত হইবে।” (মথি ৫; ৭ আর ৭; ১, ২ এবং লূক ৬; ৩৬, ৩৭, ৩৮)

তবে আপত্তি আর কি? বস্তুতঃ আর ওজর খাটিবার স্থান নাই। পলিকার্প প্রেরিতগণের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন; তিনি এক প্রেরিতের নিকটে শিখিয়াছিলেন; এবং তিনিই এক ক্ষুদ্র পত্রিকার মধ্যে বারম্বার সুসমাচারের বার্ত্তা উত্থাপন করেন; আর তাৎকালীন সুসমাচারগুলি ও ইদানীন্তন খ্রীষ্টিয়ানদের গ্রন্থচয় একই, তাহারও এক প্রকার প্রমাণ হইতেছে, কারণ আমরা পলিকার্পের উত্থাপিত বাক্য সকল বর্ত্তমান গ্রন্থে

ইহাতে অকাট্য প্রমাণ হইয়াছে যে সুসমাচারচয় প্রেরিতগণের সময়ে বিদ্যমান ছিল ও পঠিত হইত।

অনায়াসে লক্ষ্য করিতে পারি। তবে চতুষ্টয় সুসমাচার খ্রীষ্টের শিষ্যগণদ্বারা রচিত হইয়াছিল, ও তাঁহাদের সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল, ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। তবে "শিষ্যগণের পরেই কেহ প্রবঞ্চনা সহকারে তাহা রচনা করিয়াছিল" ইহা আর কখনই ব্যক্ত হইতে পারিবে না।

আমরা তদানীন্তন আর এক জন সাক্ষীর বার্ত্তা শ্রবণ করি। ইগ্নেসীউস্ নামা এক অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ আর্য্য লোক ছিলেন। তিনিও প্রেরিতগণের আলাপী ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাঁহাদের দ্বারা খ্রীষ্টের মৃত্যুর ৩৭ বৎসর পরে, তিনি আণ্টিয়ক নগরস্থ মণ্ডলীর বিশপপদে নিয়োগিত হইয়াছিলেন।

প্রেরিতগণের আলাপী ইগ্নেসীউসের বৃত্তান্ত।

অতি বার্দ্ধক্য কালে তিনি ট্রাজন্ নামক রোম্ রাজাদ্বারা হত হইয়া ধর্ম্মসাক্ষীদের তেজোয়ান সমাজে ভুক্ত হইয়াছিলেন। সম্রাটের সাক্ষাতে তাঁহার বিচারাদির বৃত্তান্ত অতিশয় স্মরণীয় ও উৎসাহজনক, এই স্থলে তাহা বর্ণনা না করিলে নয়। ইগ্নেসীউস্ বিচার-কালে আপনার পরিচয় দেওয়াতে কহিলেন, "আমার নাম "থায়ফরস্" (ঈশ্বরধারক)।" রাজা এই শব্দের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া বিস্মিত হইলেন। তাহাতে নিম্নলিখিত বাক্‌বিতণ্ডা হইয়া উঠিল।

সম্রাট। আমি নিবেদন করি, ঈশ্বরধারক কাহাকে বলে?

ইগ্নেসীউস্। যিনি খ্রীষ্টকে অন্তরে ধারণ করেন, তিনিই ঈশ্বরধারক।*

সম্রাট। তুমি কহিতেছ যে খ্রীষ্ট তোমার অন্তরে থাকেন; ভাল, আমাদেরই দেবতারা, যাহারা আমাদের স্বপক্ষে যুদ্ধ করেন, তাঁহারা কি আমাদেরও অন্তরে বাস করেন না?

বিচার-সময়ে সম্রাটের সহিত ইগ্নেসীউসের বাদানুবাদ।

ইগ্নেসীউস। আপনারা দেশীয় ঠাকুরকে ঈশ্বর করিয়া বলিলে ভ্রান্ত হইতেছেন, কারণ যিনি স্বর্গ, পৃথিবী, সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ প্রাণী পদার্থসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই। তাঁহার অদ্বিতীয় একমাত্র পুত্র যেশু খ্রীষ্টের রাজ্য আমারই অধিকার হউক!

সম্রাট। তুমি কি বলিতেছ? যে ব্যক্তি পন্তীয় পীলাতের অধীনে ক্রুশার্পিত হইয়াছিলেন, তুমি কি আবার তাঁহার রাজ্যের কথা উল্লেখ করিতেছ?

---

* পাঠকগণ বিলক্ষণ দেখিবেন যে, ঐ ধার্ম্মিকের বোধে খ্রীষ্ট এবং ঈশ্বর একই ছিলেন; খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে তাঁহার কিছুই সন্দেহ ছিল না; তবে কেমন? খ্রীষ্টের বিষয়ে তাঁহার যেরূপ বিশ্বাস ছিল, তিনি খ্রীষ্টের শিষ্যগণের নিকটে তদ্রূপ শিক্ষিত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; তবে তাঁহারাও খ্রীষ্টকে প্রকৃত ঈশ্বর বলিয়া মানিতেন, ইহা অবশ্যই আমাদের স্বীকার্য্য।

ইগ্নেসীউস্। তাই তো! যিনি পাপ ও পাপ-কর্ত্তাকে ক্রুশার্পণ করিলেন, ও যিনি, যাহাদের অন্তরে অবস্থিতি করেন, তাহাদের পদতলে শয়তানের সমস্ত খলতা ও ঈর্ষ্যা মর্দ্দন করেন, আমি তাঁহারই রাজ্য নির্দ্দেশ করিতেছি।

সম্রাট। তবে তুমি কি আপনার অন্তঃকরণে সেই ক্রুশার্পিত ব্যক্তিকে ধারণ করিতেছ?

ইগ্নেসীউস্। হাঁ, তাঁহাকে ধারণ করিতেছি; কারণ লেখা আছে, ঈশ্বর কহেন, 'আমি তাহাদিগেতে যাতায়াত ও নিবাস করিব।'

সম্রাট। ভাল! ইগ্নেসীউস্ স্বয়ং স্বীকার করিয়াছে যে, সে ঐ ক্রুশার্পিত লোককে হৃদয়ে ধারণ করে; তবে সিদ্ধান্ত এই, ইগ্নেসীউস্ বদ্ধ হইয়া সেনাগণদ্বারা মহা রোম নগরে নীত হইবে, এবং তথায় উপনীত হওয়াতে সে প্রজাগণের আমোদ সম্পাদনার্থে রঙ্গশালায় বন্য পশুদের নিকটে সমর্পিত হইবে।

যৎকালে ইগ্নেসীউস্ দণ্ডের নিমিত্তে রোম নগরে গমন করিতেছিলেন, তৎকালে তিনি খ্রীষ্টিয়ান ভ্রাতৃগণের বিশ্বাস ও ধৈর্য্য সম্বর্দ্ধনার্থে কতকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে স্থলেং সুসমাচারচয়ের বাক্য স্পষ্টই নির্দ্দিষ্ট আছে। সৈন্যগণ তাড়াতাড়ি করিয়া তাঁহাকে লইয়া না-

ইতেছিল; তিনি যে পথিমধ্যে পত্র লিখিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কিন্তু কোন পিতা আপনার আসন্নকাল উপস্থিত জানিয়া যাদৃশ সন্তানগণের ভাবিকালীন মঙ্গলার্থক উপদেশ দিতে ব্যস্ত হন, ইগ্নেসীউসের সেই রূপ ভাব হইয়াছিল; আর পিতা যেমন বিয়োগ সময়ে স্বীয় মনোরথ জানাইয়া যথাসাধ্য স্মরণীয় বাক্য প্রয়োগ করেন, তিনিও তদ্রূপ করিলেন। বস্তুতঃ তিনি যাবজ্জীবন যে ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র শাস্ত্রের অমূল্য বার্ত্তার রসে তাঁহার মন সিক্ত ছিল, এই জন্যে তাঁহার রচনায় সেই পুস্তকের শব্দ বারম্বার দৃষ্ট হইতেছে। বোধ করি, সেই যাত্রার সময়ে ধর্ম্মগ্রন্থের কোন অংশ তাঁহার হস্তে ছিল না; তাঁহারে স্মরণে যাহা ছিল তিনি অমনি তাহা মুখস্থ বর্ণনা করেন। তিনি কিরূপে সুসমাচার গুলির বাক্য নির্দ্দেশ করেন, আমরা এখন ইহার কএকটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি। এক স্থলে তিনি লিখেন, "খ্রীষ্ট যোহনের নিকটে বাপ্তাইজিত হইয়াছিলেন, যেন তাবৎ প্রকার ধার্ম্মিকতা তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হয়।" (মথি ৩; ১৫) অন্যত্রে এই উক্তি আছে, "তোমরা তাবৎ বিষয়ে

তিনি দণ্ডার্থে রোমনগরে যাইবার সময়ে খ্রীষ্টিয়ানদের নিকটে কতকগুলি পত্র লিখেন।

সর্পবৎ সতর্ক ও কপোতের ন্যায় অহিংসক হও।” (মথি ১০; ১৬) আবার তিনি সুসমাচারের বাক্য উত্থাপন করিয়া কহেন, “কোন মনুষ্য যদি সমু- দায় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ হারায়, তবে তাহার কি ফল দর্শিবে?” (মথি ১৬; ২৬) আর এক স্থলে ইগ্নেসীউস যোহনলিখিত সুসমাচারের বার্ত্তা বিলক্ষণ নির্দ্দেশ করেন; তিনি কহেন, “আমি সেই ঐশিক রুটী অভিলাষ করি, অর্থাৎ স্বর্গহইতে আগত যে জীবন-রুটী, কি না ঈশ্বরের পুত্র য়েশু খ্রীষ্টের মাংস, আমি তাহাই ইচ্ছা করি; আর আমি ঐশিক পানীয় অভিলাষ করি, অর্থাৎ য়েশু খ্রীষ্টের রক্ত, যিনি চিরস্থায়ী প্রেমস্বরূপ ও অনন্ত জীবন।” পাঠকগণ যোহনের ৬ অধ্যায় অধ্যয়ন করিলে অনায়াসে টের পাইবেন যে, ঐ পবিত্র ধর্ম্মসাক্ষী অবশ্যই সেই অধ্যায়ের কথা উত্থাপন করিয়াছেন।

উক্ত পত্রগুলিতে তিনি বারম্বার সুসমাচারের বার্ত্তা উত্থাপন করেন।

তবে আমাদের উদ্দেশ্য সম্পাদিত হইয়াছে কি না? মীমাংসার প্রারম্ভে আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, চারি সুসমাচারের সত্যতা প্রমাণিত করিব; আর সেই চতুষ্টয় গ্রন্থ প্রেরিতগণের পরে নয়, কিন্তু প্রেরিতগণের সময়ে এবং তাঁহাদের দ্বারাই রচিত হইয়াছিল, ইহাই সাব্যস্ত করিতে

প্রতিজ্ঞা করিলাম। আমরা প্রতিজ্ঞাটী রক্ষা করিলাম কি না? আমরা প্রমাণ-তরণীযোগে কালের স্রোতে ভাসিয়া অবশেষে উনুইর তট-বর্ত্তী হইয়া যাত্রা সমাপন করিয়াছি; আমরা অনবরত সুসমাচারের চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া আসি-তেছি; তাহা কথনো এক দণ্ডের জন্যে আমা-দের অদৃশ্য হয় নাই; উক্ত পবিত্র ও ঈশ্বরদত্ত গ্রন্থগুলিন নিয়ত আমাদের সম-ভিব্যাহারী হইয়াছে; উহাদের লোপ কদাচ হয় নাই, উহারা কথনো অব্যবহার্য্য হয় নাই; আ-মরা প্রেরিতগণের সময় পর্য্যন্ত গমন করাতে তাঁ-হাদের দুই জন সঙ্গী উঠিয়া আমাদিগকে নিশ্চয়ই জ্ঞাত করিয়াছেন যে, ঐ চারি সুসমাচার তাঁহাদে-রই, অর্থাৎ প্রেরিতগণের সময়ে বর্ত্তমান ছিল, ও তাৎকালিক মণ্ডলীস্থ লোকদ্বারা আলোচিত হইত। তবে আমাদের সাক্ষ্য প্রয়োগের আর অধিক প্রয়োজন কি?*

প্রত্যুত্ত সিদ্ধান্ত এই, সুসমাচারগুলি নিশ্চয়ই প্রেরিতগণের সময়ে বিদ্যমান ছিল।

* চারি সুসমাচার যে প্রেরিতগণের সময়ে প্রণীত হইয়াছিল, ইহার শক্ত অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগিত হইয়াছে। কিন্তু কেহ যদি প্রশ্ন করেন যে, কোন্ সুসমাচার ঠিক কোন্ শালে রচিত হইয়াছিল, তাহা হইলে আমাদের উত্তর এই, কেহ ইহা নিশ্চয়ই নিরূপণ করিতে পারে না; এ মাত্র নিশ্চয় আছে যে, যিরূশালেমের ধ্বংস না হইতে হইতেই, মথি, মার্ক ও লূকের গ্রন্থ সকল প্রচলিত হইয়াছিল; মণ্ডলীর আদিম কালীন ইতিহাস ইহাই প্রমাণ

পাঠকেরা দেখিয়া থাকিবেন যে পলিকার্প ও ইগ্নেসীউস যদিও বারম্বার চতুষ্টয় সুসমাচারের কথা উল্লেখ করেন, তথাপি তাঁহারা উক্ত গ্রন্থ-গুলির নাম উচ্চারণ করেন না। বস্তুতঃ তাঁহারা কেবল খ্রীষ্টিয়ান লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থের বাক্য প্রয়োগ করেন। তবে খ্রীষ্টিয়ান খ্রীষ্টিয়ানের সহিত প্রায় সর্ব্বদা এই রূপ আলাপ করেন; যথা, অনেকে পত্র লিখিয়া কিম্বা কথা-বার্ত্তা করিয়া অমনি তন্মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক বাক্য উক্ত করেন, কিন্তু ঐ যে ধর্ম্মগ্রন্থের কথা, কিম্বা ঐ বাক্য গুলিন যে সেই গ্রন্থের কোন্ অংশ-

---

করিতেছে। আর ঐ তিন গ্রন্থের অন্তর্গত কোন২ লক্ষণদ্বারাও তাহা সপষ্টই উপলক্ষিত হইতেছে। ইহার একটী দৃষ্টান্ত আমরা ব্যক্ত করি; সকলে বিদিত আছে যে, সাধু লূক প্রেরিতগণের ক্রিয়ার বিবরণ রচনা করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থের প্রথম অধ্যা-য়ের প্রথম পদে তিনি তদ্রচিত "পূর্ব্ব গ্রন্থ" নির্দ্দেশ করেন। সেই পূর্ব্বগ্রন্থ তাঁহার প্রণীত সুসমাচার সন্দেহ নাই। তবে জিজ্ঞাস্য এই, তিনি কোন্ সময়ে উল্লিখিত বিবরণ রচনা করিয়াছিলেন? উহার শেষ অধ্যায়ে সাধু পৌলের কারারুদ্ধ হওন বৃত্তান্ত আছে। লূক যে উক্ত সংঘটন বর্ণন করিয়া পৌলের বিবরণ সমাপ্ত করিয়া-ছেন, তাহার কারণ এই যে, তিনি তৎসময়ে গ্রন্থটীর রচনা সমাপন করিয়াছিলেন; তিনি যদি পরে রচনা করিতেন, তবে পশ্চাতে পৌ-লের যে২ গুরুতর ঘটনা হইয়াছিল, তিনি অবশ্যই তাহাও বর্ণন করিতেন পৌল খ্রীষ্টাব্দে ৬৩ বৎসরে কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন; যিরূশালেমের ধ্বংস ৭০ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিল; তবে লূক উক্ত সংঘটনের ৭ বৎসর পূর্ব্বে প্রেরিতগণের ক্রিয়ার বিবরণ প্রণয়ন করিয়াছি-লেন। কিন্তু ঐ বিবরণের পূর্ব্বেই তিনি সুসমাচারটী লিখিয়াছি-

হইতে উদ্ধৃত, তাহা নির্দ্দেশ করেন না; আর নির্দ্দেশ করণের প্রয়োজন কি? যখন লেখক, পাঠক, সকলেই উত্থাপিত বাক্যসমূহ উত্তমরূপে অবগত, তখন সেটী যে ধর্ম্মগ্রন্থের কথা ইহা ব্যক্ত করা পণ্ডশ্রম মাত্র হইত।

এক আপত্তি বিশেষের প্রয়োগ।

সে যাহা হউক, কোন২ ব্যক্তি এই বিষয়ে আপত্তি করিয়া কহিয়াছে যে, "পলিকার্প ও ইগ্নেসীউস যে কতিপয় উক্তি উত্থাপন করিয়াছেন, ঐ সকলি সুসমাচার গুলির মধ্যে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহারা কোন্

লেন, কারণ তিনি সেই গ্রন্থ তাঁহার "পূর্ব্বগ্রন্থ" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; তবে এই রূপ লক্ষণদ্বারা আমরা বিলক্ষণ অবগত হইতেছি যে, লূকের সুসমাচার যিরূশালেমের উৎপাটনের অনেক কাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। মথি ও মার্কের তাদৃশ অনেক চিহ্নদ্বারা স্পষ্টই নিরূপিত হইয়াছে যে, তাঁহাদেরই সুসমাচারদ্বয়ও যিরূশালমের বর্ত্তমান কালে বিরচিত হইয়াছিল। মণ্ডলীর পুরাবৃত্ত সন্দর্শনে আমরা প্রায় নিষ্পন্ন করিতে পারি যে, মথি লূকের একটু পূর্ব্বে স্বীয় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, আর মার্ক লূকের কিছু কাল পরে রচনা করিলেন। সাধু যোহন সকলের শেষে আপন গ্রন্থ লিখিলেন; বোধ করি তিনি যিরূশালেমের ধ্বংসের ন্যূনাধিক ১৭ বৎসর পরে আপনার সুসমাচারটী সঙ্কলন করিলেন। পুরাকালীন কতিপয় খ্রীষ্টিয়ান গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, যোহন অতি বার্দ্ধক্য কালে অপর তিনটী সুসমাচার লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তন্মধ্যে খ্রীষ্ট বিষয়ক অনেক গুরুতর বিষয় বর্ণিত হয় নাই; তাহাতে তিনি ঈশ্বরের আবির্ভাবদ্বারা স্বতন্ত্র এক নূতন গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবর্ত্তিত হইলেন। তবে যোহনের সুসমাচারদ্বারা যেন অপর সুসমাচারত্রয়ের বৃত্তান্ত এককালে বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

গ্রন্থের কথা উত্থাপন করিতেছিলেন, তাঁহারা কুত্রা-
পি ইহা লেখেন নাই; তবে, কি জানি, তাঁহারা
বিশেষ জনশ্রুতি মাত্র তুলিয়া লিখিলেন; এবং
পরে যাঁহারা সুসমাচার গ্রন্থচয় রচনা করিয়াছি-
লেন, তাঁহারাও তদ্রূপ ঐ প্রচলিত প্রবাদ সকল
আপনাদের রচনার মধ্যে ভুক্ত করিয়া দিলেন।”

বোধ করি, পাঠকেরা দেখিবেন যে ইহা এক
অসঙ্গত আর অমূলক আপত্তি মাত্র। কিন্তু কোন
একটী আপত্তির থাকিবার স্থান না
হয়, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য;
এ জন্যে আমরা ইহার প্রত্যুত্তরে
স্বীকৃত হইতেছি। পরন্তু এই আপত্তি এককালে
খণ্ডন করিবার ব্যাপার সম্প্রতি আবিষ্কৃত হই-
য়াছে; তাহা বর্ণনা করিলেই পাঠকগণের সম্যক্
উপকার দর্শিবে সন্দেহ নাই।

উক্ত আপত্তি খণ্ডনার্থক আধুনিক এক আবিষ্কারের বর্ণনা।

সাধু যোহনের মৃত্যুর অতি অল্প দিন পরে
বার্নাবা নামা এক খ্রীষ্টিয়ান গ্রন্থকার যিহূদি খ্রী-
ষ্টিয়ান লোকদের নিকটে এক পত্র লিখেন। উক্ত
পত্রে ধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেক উত্তম উপদেশ আছে।
উহা গ্রীক ভাষায় রচিত হইয়াছিল। সেই সমুদায়
পত্র এক্ষণে বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে বাইবেলের
আদিভাগের অনেক বাক্য উল্লেখিত আছে;
আবার অন্তভাগের বিশেষ২ উক্তিও নির্দ্দিষ্ট

আছে। কিন্তু পলিকার্প ও ইগ্নেসীউস যাদৃশ গ্রন্থের নাম উল্লেখ না করাতে সুধু বাক্যটী উচ্চারণ করেন, বার্নাবাও প্রায় সর্ব্বদা তদ্রূপ করেন। কিন্তু এক স্থলে প্রভেদ আছে; তথায় বার্নাবা উপদেশ প্রসঙ্গ করাতেই কহেন "অতএব আমরা সাবধান হই, পাছে আমাদের প্রতি এই রূপ ঘটে, যেমন লেখা আছে 'অনেকে আহূত, কিন্তু অল্প লোক মনোনীত।'" এই স্থলে আর সংশয় থাকিতে পারে না; বার্নাবা কহেন "যেমন লেখা আছে।" তবে তিনি নিশ্চয়ই বর্ত্তমান কোন গ্রন্থের কথা উত্থাপন করিতেছেন। ভাল, ঐ কথা কোন্ গ্রন্থের বচন? কে না জানে যে, সেই বাক্যটী মথির ২২ অধ্যায়ের ১৪ পদে পাওয়া যায়? তবে বার্নাবার সময়ে মথির সুসমাচার প্রচলিত ছিল, ইহা বিলক্ষণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে; আর পূর্ব্বে যেমন উক্ত হইয়াছে, বার্নাবা যোহনের মৃত্যুর অল্পই কাল পরে আপন পত্র রচনা করিয়াছিলেন। তবে উক্ত সুসমাচারটী প্রেরিতগণের সময়ে বিদ্যমান ছিল, ইহা কে না স্বীকার করিবে?

বার্নাবা আপন পত্রে বিলক্ষণরূপে মথির সুসমাচার লক্ষ্য করেন।

কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের আর কিছু বক্তব্য আছে। বার্নাবা কহেন "যেমন লেখা আছে।" এই উক্তিতে একটী অতি প্রগাঢ় ভাব নির্দ্দিষ্ট

আছে; ইহাতে এক গ্রন্থ নির্ণয় করা হইতেছে কেবল তাহা নয়, কিন্তু ঐ বাক্যেতে এক অসামান্য ও সম্যক্‌রূপে মাননীয় গ্রন্থ উপলক্ষিত আছে। বার্নাবা কেবল যিহূদি লোকদিগকে সম্বোধন করিতেছেন; আর যিহূদি লোকেরা যেরূপ ভাবে ধর্ম্মগ্রন্থ লক্ষ্য করিত, তিনিই সেরূপ ভাবে তাহা লক্ষ্য করিতেছেন। তবে যিহূদিরা ঈশ্বরদত্ত কোন শাস্ত্রের কথা উত্থাপন করিলে এই রূপ উক্তিতে তাহা নির্দ্দেশ করিত, যথা, "যেমন লেখা আছে" * কিন্তু তাহারা কখনই কোন সামান্য কি মনুষ্যকল্পিত গ্রন্থ এমনি নির্দ্দেশ করিত না। তবে বার্নাবা যখন সুসমাচারের বাক্য উত্থাপন করিয়া যিহূদিদের প্রথানুসারে "যেমন লেখা আছে" এই উক্তি প্রয়োগ করিলেন, তখন তিনি স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, যিহূদিরা যাদৃশ বাইবেলের আদিভাগ সকল ঈশ্বরোক্তি বলিয়া মানিত, খ্রীষ্টিয়ান লোকেরাও তৎসময়ে তাদৃশ সুসমাচারগুলি ঈশ্বরদত্ত বলিয়া সমাদর করিত।

"যেমন লেখা আছে" ইহাতে সুসমাচার গুলির বিষয়ক অতি প্রগাঢ় ভাব আছে।

---

* ইহার উদাহরণ মথির ৪ অধ্যায়ে দৃষ্ট হইতেছে, তথায় প্রভু যেশু তিন বার যিহূদির নিয়মানুসারে আদিভাগের বাক্য উত্থাপন করেন।

কিন্তু কি চমৎকার! আর একটী বিশেষ আপত্তি উদয় হইয়াছে। বাইবেলের বিপক্ষ কোন২ পণ্ডিত কহিয়াছেন যে "ঐ বাক্য (যেমন লেখা আছে) যদি অবিকল, তাহা হইলে বার্নাবা মথির গ্রন্থ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাহইতে এক বচন উত্থাপন করিয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু বার্নাবা স্বয়ং এই কথা লিখিলেন, কিম্বা তাঁহার মৃত্যুর পরে কোন জালকারী লোক প্রবঞ্চনা করিয়া তাহা গ্রন্থে ভুক্ত করিয়াছে, ইহাই সন্দেহের স্থল।"

আর একটী আপত্তি।

এই রূপ আপত্তি এক বিশেষ কারণে নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আদৌ বার্নাবার পত্র গ্রীক ভাষায় রচিত হইয়াছিল; কিন্তু ইতিপূর্ব্বে উহার যে সকল অনুলিপি বিদ্যমান ছিল, ঐ সকলি সম্পূর্ণরূপে গ্রীক ভাষায় সঙ্কলিত নহে; বস্তুতঃ উক্ত গ্রন্থের প্রথম পাঁচ অধ্যায় অতি পূর্ব্বকালে লাটিন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল; সেই অংশের আদিম গ্রীক রচনা কুত্রাপি দেখা যায় নাই। তবে বার্নাবা মথির সুসমাচরের যে বাক্যটী উত্থাপন করেন, তাহা তাঁহার পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে লাটিন্ ভাষায় পঠিত হয়; এবং সেই গ্রন্থসূচক গুরুতর উক্তি, যথা "যেমন লেখা আছে" ইহাও

উক্ত আপত্তি কিসেতে নির্ভর করে।

লাটিন ভাষায় আছে। তবে আপত্তিকারীরা কহিয়াছেন যে "এই উক্তি আদিম গ্রীক ভাষায় রচিত হয় নাই, ফলতঃ অনুবাদক আপনি আপনার মনহইতে ইহা কৃত্রিম করিয়া লিখিয়াছে।" পাঠকগণ বুঝিবেন যে, ইহাদের প্রস্তাব অনুভবমাত্র; কারণ যদি আদিম গ্রীক ভাষার কোন অনুলিপি না থাকে, তাহা হইলে, নির্দ্দিষ্ট বচনটী আদিম গ্রন্থে নিহিত ছিল অথবা পরে ভুক্ত হইয়াছে, ইহা কেহই সিদ্ধান্ত করিতে পারে না। বাস্তবিক বিপক্ষগণের এই রূপ উদ্দেশ্য ছিল, তাহারা কোন না কোন প্রকারে চতুষ্টয় সুসমাচারের অসত্যতা সম্পন্ন করিতে চাহিল, কিন্তু তাহারা স্পষ্টই দেখিল যে এই তিনটী বাক্যে ("যেমন লেখা আছে") তাহাদের সংকল্পের ভারী প্রতিবন্ধক জন্মে, তবে সেই প্রতিবন্ধক ঘুচাইবার জন্যে তাহারা অমনি কহিয়া উঠিয়াছে যে, "ঐ বাক্যটী কৃত্রিম; 'যেমন লেখা আছে' বার্নাবা আদিম গ্রীক গ্রন্থে কখনো ঈদৃশ কথা প্রয়োগ করেন নাই।"

ইহারা এত আস্পর্দ্ধা সহকারে এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছে ইহার বিশেষ হেতু এই; তাহারা নিশ্চয়ই অনুভব করিল যে, বার্নাবার অবিকল গ্রীক গ্রন্থ ভূমণ্ডলে কুত্রাপি আর নাই। কিন্তু

একটী অদ্ভুত আবিষ্কারদ্বারা আপত্তি উৎপাটিত হইয়াছে।

কি অদ্ভুত বিষয়! তাহারা অনর্থক ওজর আস্পর্দ্ধা পূর্ব্বক প্রচার করিতেছে, হঠাৎ এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার আবিষ্কৃত করা হইল যে, তাহারা এককালে লজ্জায় অধোমুখ হইয়া নিরুত্তর হইয়াছে।

ইহার বৃত্তান্ত এই, ডাক্তর টিষেন্দর্ফ, এক অতি মান্যবর জর্মান দেশীয় পণ্ডিত, পুরাকালীন বিশেষ২ গ্রন্থের অনুশীলনার্থে অনেক কাল ব্যাপিয়া দেশে২ পর্য্যটন করিয়া আসিতেছেন। সাত বৎসর গত হইল তিনি সীনয় পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন, এবং ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি যে অতি প্রাচীন মঠ আছে, তিনি তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি উদাসীনদের অধ্যক্ষকে প্রার্থনা করেন, যেন তিনি তাঁহাকে তত্রস্থ পুরাতন গ্রন্থগুলিন দেখিতে দেন; অনুমতি পাইলে তিনি উৎসুক মনে সেই মনোরঞ্জক কার্য্যে একেবারে নিবিষ্ট হইলেন। অনতিবিলম্বে তিনি এমন অমূল্য গ্রন্থ বাহির করেন যে, তদ্দর্শনে তাঁহার সুখের আর ইয়ত্তা রহিল না; সেই গ্রন্থ অতি পুরাকালীন গ্রীক অক্ষরে রচিত ছিল; তন্মধ্যে বাইবেলের আদিভাগের কিয়দংশ ও সমুদয় অন্তভাগও ছিল; এবং তদ্ব্যতীত উহার শেষাংশে বার্ণাবার

ডাক্তর টিষেন্দর্ফের বৃত্তান্ত ও সীনয় পর্ব্বতোপরি অমূল্য গ্রন্থ প্রাপ্ত হওনের বিবরণ।

পত্রও নিহিত ছিল। ডাক্তর টিষিন্দর্ক স্বয়ং কহেন, "আমি এই গ্রন্থ হস্তগত করিয়া পুলকিতমনা হইয়া আপনার শয়ন গৃহে লইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম; তথায় উপস্থিত হওয়াতে আমি অবাধে সুখ-সাগরে ভাসিয়া গেলাম; কারণ আমি নিশ্চয়ই জানিলাম যে, আমি গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে অন্যান্য যে সকল গ্রন্থের অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, ইহাই সকলের অপেক্ষা অতি গুরুতর ও মাননীয়; বস্তুতঃ আমি অবগত ছিলাম যে, তত্তুল্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ এই জগতে আর নাই; সেই রাত্রি অত্যন্ত শীত বোধ হইল বটে, এবং আমার যৎসামান্য প্রদীপ অতি অল্প আলো প্রদান করিত; কিন্তু আমি বসিয়া স্বহস্তে বার্নাবার পত্র সমুদয় তুলিয়া না লিখিলে শয়ন করিতে পারিলাম না।"

তবে কেমন? পরিশেষে বার্নাবার অবিকল গ্রীক রচনা প্রকটিত হইয়াছে; এবার বহুকালীন বিতণ্ডা ভঞ্জন করিবার উপায় দেখা গিয়াছে; তবে আপত্তিকারীরা যেরূপ অনুভব করিয়াছিল তাহা কি সত্য প্রমাণিত হইল? এবং ঐ তিন গুরুতর বাক্য ("যেমন লেখা আছে") তাহা কি অনুবাদকদ্বারাই ভুক্ত হইয়াছিল? তাহা দূরে থাকুক! নির্দ্দিষ্ট আপত্তি তো কৃত্রিম, সেই বাক্যটী

সম্পূর্ণ সত্য ও অবিকল, ইহা সকলেই এখন স্বীকার করেন। ডাক্তর টিষেন্দর্ফ টের পাইলেন

ঐ তিনটী বাক্য যথার্থই বার্নাবাদ্বারা গ্রীক ভাষায় রচিত হইয়াছিল। ইহাতে আপত্তি মাত্র খণ্ডন করা হইয়াছে।

যে বার্নাবা স্বহস্তে ঐ তিন প্রগাঢ় উক্তি রচনা করিয়াছিলেন। তবে এই বিষয়ে বাদানুবাদ মাত্র নিরস্ত হইয়াছে; বার্নাবা সাধু যোহনের মৃত্যুর অল্প দিন পরে মথি লিখিত সুসমাচারের এক বাক্য উত্থাপন করিয়াছিলেন; তথাস্তু! আমাদের প্রমাণের সাপেক্ষ আর কি রহিল? নিশ্চয়ই মথির সুসমাচারটী প্রেরিতগণের সময়ে বিদ্যমান ছিল। আর সুধু মথির নয়, কারণ পুরাবৃত্ত আমাদিগকে জানাইতেছে যে, মথি লূকের কিছু কাল পূর্ব্বেই স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; আর মার্ক যোহনের মরণের অনেক কাল পূর্ব্বে পিতরের সহায়তাদ্বারা আপনার গ্রন্থ সঙ্কলন করিলেন; সকলের শেষে যোহনও বার্দ্ধক্য সময়ে চতুর্থ সুসমাচার রচনা করিয়া খ্রীষ্ট বিষয়ক বৃত্তান্ত পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন। তবে বার্নাবার সময়ে একটী সুসমাচার বিদ্যমান ছিল বলিয়া অন্য তিন সুসমাচারও অগত্যা তৎসময়ে বর্ত্তমান ছিল।

যে তিনটী প্রামাণ্য প্রস্তাব উক্ত হইয়াছিল, আমরা পাঠকগণের স্মৃত্যারূঢ় করিবার জন্যে তাহা এক্ষণে পুনরুক্তি করি;

প্রাগুক্ত তিন প্রস্তাবের পুনরুক্তি।

এবং পাঠকেরা আপনারাই নিষ্পন্ন করিবেন যে, আমরা প্রস্তাবগুলিকে রক্ষা করিয়াছি কি না?

প্রথম প্রস্তাব এই, চারি সুসমাচার প্রেরিতগণের সময়ে রচিত হইয়াছিল।

আমরা এখন অকুতোভয়ে জিজ্ঞাসা করি, এই প্রস্তাবটী বহুবিধ অকাট্য প্রমাণদ্বারা সাব্যস্ত করা হইয়াছে কি না?

দ্বিতীয় প্রস্তাব এই, চারি সুসমাচার নির্দ্দিষ্ট চারি শিষ্যগণদ্বারা রচিত হইয়াছিল।

আবার আমরা প্রশ্ন করি, মথি, মার্ক, লূক ও যোহন, এই চারি জন শিষ্য যে চতুষ্টয় সুসমাচার রচনা করিয়াছিলেন ইহার কত শক্ত প্রমাণ প্রয়োগিত হইয়াছে?

তৃতীয় প্রস্তাব এই, তৎসময়ে যে চারি সুসমাচার রচিত হইয়াছিল, তাহা অবিকলরূপে আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

উল্লিখিত প্রথম আর দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্যক্‌রূপে প্রমাণিত হইয়াছে, বোধ করি সরল পাঠকমাত্রই ইহা স্বীকার করিবেন; যদি কাহারো এ পর্য্যন্ত অবিশ্বাস থাকে, তবে আর কিসেতে তাহার বিশ্বাস জন্মিতে পারে আমরা তাহা নির্ণয় করিতে পারি না; আমরা এ মাত্র বলিতে পারি যে, এমন অনাস্তি-

প্রথম আর দ্বিতীয় প্রস্তাব শক্তরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

কের সাক্ষাতে সাক্ষ্য প্রয়োগ করা আর অরণ্যে রোদন করা উভয়ই সমান বৃথা; বুঝি, এমন ব্যক্তি স্বর্গবাণী শ্রবণ করিলেও বিশ্বাস করিত না।

কিন্তু তৃতীয় প্রস্তাবটীর বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে; কেহ বলিলে বলিতে পারে যে, "চতুষ্টয় সুসমাচার প্রেরিতগণের সময়ে রচিত হইয়াছিল বটে; এবং খ্রীষ্টের নির্দ্দিষ্ট চারি শিষ্য সেই গ্রন্থগুলিকে রচনা করিয়াছিলেন, ইহা আমরা স্বীকার করিতেছি; কিন্তু আমাদের সময়ে যে সুসমাচারচয় আছে আর প্রেরিতগণের সময়ে যে সুসমাচারচয় ছিল, ইহারা যে একই তাহার প্রমাণ কি? কি জানি, কালক্রমে ঐ আদিমগ্রন্থ সকল লোপ হইয়াছে, কিম্বা এত পরিবর্ত্তিত ও কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে যে, অবিকল আদিমকালীন সুসমাচারের সহিত ইহাদের যথার্থ সম্পর্কই আর নাই।"

কেবল তৃতীয় প্রস্তাবের প্রতি সন্দেহ থাকিতে পারে।

ইহাতে আমরা এই রূপ প্রত্যুত্তর দান করিতেছি, এ বিষয়ে যদি আপনাদের সংশয় থাকে, তবে সেই সংশয়ের কারণ প্রকাশ করা উচিত। আপনাদেরই উপরে প্রমাণ করণের ভার অর্পিতেছে; ইহা একটী দৃষ্টান্তদ্বারা আপনারা অবগত হইতে পারিবেন। এক অতি ভদ্র ও

সুখ্যাত্যাপন্ন ব্যক্তি অমুক স্থানে আজন্মকাল অবস্থিতি করিয়াছেন; তাঁহার বার্দ্ধক্যকাল উপস্থিত; তাঁহার সহিত শত২ ভিন্ন লোকের সদালাপ হইয়াছে; সকলেই তাঁহাকে সম্পূর্ণ সৎ ও সরল ব্যক্তি বলিয়া মানিতেছে; যাবজ্জীবন কেহই তাঁহার কলঙ্ক দেখাইতে পারে নাই; কি বন্ধু, কি শত্রু, সকলেই তাঁহাকে সত্যবাদী বলিয়া মানে। ভাল, এক দিন এমন ঘটে, কোন ব্যক্তি হঠাৎ ঐ ভদ্রের প্রতি সন্দেহ প্রদর্শন করিয়া কহে "ইনি যে সরল ও সৎলোক তাহার প্রমাণ কি, বল দেখি? ইনি যাবৎ আপনাকে একান্ত নির্দ্দোষ প্রকাশ না করেন, তাবৎ আমি তাহাতে প্রত্যয় করিব না।" বোধ করি, অপর লোক সকল ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিবে যে, "তুমি কেনই সন্দেহ করিতেছ? ইনি যাবজ্জীবন সদাচারী বলিয়া প্রতীত হইতেছেন; তবে প্রমাণ দিবার ভার তোমারই উপরে বর্ত্তিতেছে; তুমি যদি ইহার কোন দোষ প্রত্যক্ষ করিতে পার তবে কর, নচেৎ আমরা ইহাকে অবশ্যই নির্দ্দোষ জ্ঞান করিব; তুমি যে অনর্থক অনুভবমাত্র অবলম্বন করিয়া ইহাঁকে দোষী করিতেছ, তাহাতে আমরা তোমাকে দণ্ডনীয় বুঝিব।"

এক ভদ্র ব্যক্তির অপবাদ করণের উপমা।

সুসমাচার চতুষ্টয়ের প্রতি সেই রূপ ঘটিয়া উঠিয়াছে। ১৮০০ বৎসর অবধি ইহারা সত্য ও অবিকল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে; ইহাদের কত দেশে, কত সাক্ষী উঠিয়াছেন? পালিষ্টাইন দেশে যুষ্টিন মার্টর; ক্ষুদ্র আশীয়া খণ্ডে পলিকার্প ও ইগ্নেসীউস; রোম্ নগরে বালেণ্টীনুস, মিসর দেশে ক্লেমেণ্ট; ফ্রান্স দেশে আইরেনীউস; আফ্রিকা দেশে টর্টুলীয়ান প্রভৃতি, জগতের প্রায় সমুদায় দেশে ভদ্র ও জ্ঞানবান সাক্ষী উঠিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সুসমাচারচয় সত্য ও অপরিবর্ত্তিত আর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস্য। আবার আমরা দেখিয়াছি যে, ঐ সকল মহোদয়েরা সহস্র২ বার সেই সুসমাচারগুলির বাক্য আপনাদেরই গ্রন্থের মধ্যে তুলিয়া লিখিয়াছেন; কেবল খ্রীষ্টিয়ান মতাবলম্বীরা ইহা করিয়াছেন তাহা নয়; অবিশ্বাসী, ভ্রান্ত ও পাষণ্ডেরাও শত২ বার সুসমাচারচয়ের বার্ত্তা উত্থাপন করিয়াছে। তবে আমরা যখন তাঁহাদের উত্থাপিত বাক্য সকল লইয়া বর্ত্তমান সুসমাচারগুলির সহিত তুলনা দি, আমরা কি দেখিতে পাই? ১৫, ১৬, ১৭ শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা তদানীন্তন সুসমাচার-

কত দেশে কত ভদ্র সাক্ষী সুসমাচার গুলির সত্যতা ও অবিকলতা বিষয়ক প্রমাণ দিয়াছেন।

আর অবিশ্বাসী বিপক্ষ গ্রন্থকারেরা তদ্রূপ প্রমাণ দিয়াছেন।

গুলিহইতে সেই সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি-লেন; তবে কেমন? সেই বাক্য কি ইদানীন্তন সুসমাচারচয়ে পাওয়া যায়? পাওয়া যায়, সন্দেহ নাই; বস্তুতঃ আমরা যে পরিমাণে ঐ পুরাকালীন আর্য্য লোকদের গ্রন্থ আলোচনা করি, সেই পরিমাণে আমাদের বিলক্ষণ প্রত্যয় জন্মিবে যে আ-দিমকালীন সুসমাচার ও আধুনিক সুসমাচার সকল একই: উভয়ের সম্পূর্ণ সংমিলন প্রকটিত হইতেছে, আর প্রায় কিছুতেই অণুমাত্র প্রভেদ দৃষ্ট হয় নাই।

তাহাদের উত্থাপিত বাক্য সকল বর্ত্তমান সুসমাচারচয়ে পাওয়া যায়।

উপরে কথিত হইয়াছে যে, নাস্তিক ও বিধর্ম্মী-দের গ্রন্থে সুসমাচারের অনেকগুলি বাক্য উত্থা-পিত হইয়াছে। ইহার কতিপয় দৃষ্টান্ত আমরা উল্লেখ করি। সেলসুস্ ও বালেণ্টীনুস্ আমাদের ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন; তাঁহাদের গ্রন্থগুলির মধ্যে এই২ ব্যাপার বর্ণিত আছে —খ্রীষ্টের জন্মকালে জ্যোতির্ব্বেত্তাদের আগমন; এক পবিত্রা কুমারীর গর্ভে খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণ; শৈশবকালে তাঁহার মিসরে অবস্থিতি; তাঁহার বাপ্তিস্মের সময়ে পবিত্র আত্মার কপোতের ন্যায় তদুপরে অবরোহণ; খ্রীষ্টের বিশেষ আশ্চর্য্য ক্রিয়া; যথা, এক সেনাপতির দাসকে সুস্থ করা,

১৭০০ বৎসর পূর্ব্বে নাস্তিক ও বিধর্ম্মীগণ সুসমাচারগুলির কি২ বাক্য উত্থাপন করিয়াছিল ইহার কতিপয় উদাহরণ।

(মথি ৮; ৯) আর যায়ীরের মৃতা কন্যাকে জীবিৎ করা (মথি ৯; ২৫) আর প্রদররোগগ্রস্তা স্ত্রীকে সুস্থ করা, (মথি ৯; ২০) আবার খ্রীষ্টের বিশেষ উপাধি উক্ত আছে; আর তিনি গেথসেমানি উদ্যানে কিরূপ যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন; ক্রুশের উপরে তাঁহার উৎকট তৃষ্ণা; তাঁহার কুক্ষিদেশহইতে জল ও রক্তের নির্গমন; তাঁহার পুনরুত্থান; এবং তাঁহার পুনরুত্থান সময়ে স্বর্গীয় দূতগণের উপস্থিত হওয়া, ইত্যাদি বহুবিধ এই রূপ দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, যে ঐ পুরাকালীন জনেরা ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বে যে২ গ্রন্থের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিক আমাদেরই হস্তগত সুসমাচারের কথা; আমরা দিনে২ আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থে যে২ বার্ত্তা পাঠ করিতে থাকি, সেই পূর্ব্বতন উত্থাপিত বাক্য সকলই সেই; আমরা যাদৃশ বহুসঙ্খ্যক চিত্রপটের মধ্যে একটী সুপরিচিত বন্ধুর ছবি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিতে পারি, তাদৃশ ঐ সকল প্রাক্‌কালীন বাক্য দর্শন করিবামাত্রে আমরা টের পাই যে, উহা আমাদের চারি সুসমাচারের অবিকল মূর্ত্তিস্বরূপ; তাহাতে আমরা বিলক্ষণ অবগত হইতেছি যে কালক্রমে আমাদের ঐ গ্রন্থরূপ সুহৃৎ

পরিবর্ত্তিত হন নাই; বরং তাঁহার ভাব ও ভঙ্গী আদৌ যদ্রূপ ছিল, তাহা অধুনাও তদ্রূপ আছে।

খ্রীষ্ট-মণ্ডলীর পূর্ব্বতন ধর্ম্মনিষ্ঠ গ্রন্থকারেরা যে কত বার কত স্থলে ঈশ্বরের বাক্য উল্লেখ করিয়াছেন, অধিকাংশ লোক ইহা এক বার শুনিয়া নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিবেন; তাঁহারা যেন নিয়ত ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় নিবিষ্ট থাকিতেন; বক্তৃতা করিলে, কি কথাবার্ত্তা করিলে, কি পত্র লিখিলে, অনবরত পদে ২ তাঁহাদের নিকটে ঈশ্বরবাণী শ্রুত হইতেছে। তাঁহাদের এক জন, অর্থাৎ ওঁরিজিনের বিষয়ে কথিত হইয়াছে যে, "তাঁহার প্রণীত সমুদয় গ্রন্থ যদি বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা দেখিতাম যে তিনি বাইবেলর প্রায় তাবৎ বাক্য তন্মধ্যে উত্থাপন করিয়াছেন।

আর্য্য লোকেরা যেন নিয়ত ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় নিবিষ্ট থাকিতেন।

টর্টুলিয়ানের বিষয়ে আর এক জন লিখিয়াছেন, যে "সিসিরোর রচিত সুপ্রসিদ্ধ ও জগদ্ব্যাপী গ্রন্থসমূহ যুগযুগান্তে তাবৎ প্রকার গ্রন্থকারদ্বারা যত অধিক বার উত্থাপিত হইয়াছে হউক না কেন, ঐ এক খ্রীষ্টিয়ান গ্রন্থকার যে টর্টুলিয়ান, তিনি অন্তভাগের বাক্যগুলি তদপেক্ষা আরো অধিক বার উত্থাপন করিয়াছেন"।

এ বিষয়েওরিজিনের ও টর্টুলিয়ানের দৃষ্টান্ত।

ডাক্তর বুকানন্ নামা এক মহাপণ্ডিত এই বিষয় প্রসঙ্গ করাতেই একটী অতীব চমৎকারজনক দৃষ্টান্ত বর্ণন করেন। তিনি বলেন যে একদা এক বিশেষ সভার মধ্যে কেহ একটী প্রস্তাব উত্থাপনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন যে "কেমন, খ্রীষ্টের মৃত্যুর ৩০০ বৎসর পরে সমুদয় জগতে যে সকল অন্তভাগ ছিল, যদি সকলই এক সঙ্গে দৈবাৎ লোপ হইত, তাহা হইলে, আর্য্য লোকেরা তৎপূর্ব্বে তাহাহইতে যে সকল বাক্য উত্থাপন করিয়াছিলেন, ঐ সমস্ত বাক্য একত্র করিলে অন্তভাগ কি পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণ থাকিত" ?

লার্দ হেলিস্ নামক এক অভিজ্ঞ ভদ্র ব্যক্তি উক্ত সভায় উপস্থিত থাকাতে সেই প্রস্তাব শ্রবণান্তর তদনুশীলনে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

লার্দ হেলিসের আশ্চর্য্য আবিষ্কার।

তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহে গমন পূর্ব্বক আদিমকালীন আর্য্য লোকদের গ্রন্থগুলির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; তিনি প্রায় অবিশ্রান্ত দুই মাস ব্যাপিয়া দিবা রাত্রি সে কর্ম্মে নিবিষ্ট রহিলেন। ঐ দুই মাস অতীত হইলে পরে তিনি আর বার সভাতে উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করিলেন যে, ১০, ১১ পদ ছাড়া তিনি অন্তভাগের তাবৎ অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; আর তিনি এমন অনুভব করিলেন যে, অধিকতর আলোচনা করিলে, তিনি অবশ্যই সেই অবশিষ্ট পদগুলিনও নির্ণয় করিতে পারিতেন।

এ কেমন বিস্ময়জনক ও অসাধারণ ব্যাপার! ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যতীত আর কোন গ্রন্থের প্রতি এই রূপ প্রমাণ প্রয়োগিত হইতে পারে না। বিপক্ষগণ যদি বলে, "আমরা ইদানীন্তন সুসমাচারগুলি গ্রাহ্য করিব না" আমরা প্রত্যুত্তর করি, ভাল! তোমাদের যেমন ইচ্ছা, যদি বর্ত্তমান গ্রন্থচয়ে অসন্তুষ্ট হও, তবে পুরাকালীন আর্য্য লোকদের গ্রন্থগুলির অন্তর্ভূত যে সুসমাচারচয় তাহাই গ্রহণ কর। আবার যদি তাহারা বলে যে "আধুনিক সুসমাচার সকল আর অবিকল নহে, উহাদের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে" পুনশ্চ আমরা বলি, তথাস্তু! যদি বর্ত্তমান গ্রন্থগুলির অবিকলতার বিষয়ে সন্দেহ কর; তাহার বার্ত্তা যথার্থ স্বর্ণবৎ অথবা কৃত্রিম নিকৃষ্ট ধাতুর তুল্য, ইহাতে যদি সংশয় থাকে, তবে কষ্টিপাতর আছে, তাহা লইয়া পরীক্ষা কর; আর্য্য লোকেরা আদিমকালীন অবিকল গ্রন্থচয়হইতে যে সকল বাক্য তুলিয়া লিখিয়াছিলেন, সেই তাবৎ বাক্যের সহিত আমাদের বর্ত্তমান গ্রন্থগুলির তুলনা দেও; যদি প্রভেদ থাকে তাহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে; আর যদি উভয়ের বাক্য সমানই হয়, তবে ওজর কাটিবার স্থান কি? বস্তুতঃ, সুসমাচার চতুষ্টয় অবিকল ও নির্দ্দোষ ও

আপত্তিকারীদের প্রতি আমাদের প্রত্যুত্তর।

সম্পূর্ণরূপে প্রত্যয়ের যোগ্য, সরল ও জ্ঞানবান মাত্রেই ইহা স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই।

এক যুক্তিসিদ্ধ আপত্তি।

কিন্তু বুঝি, এই স্থলে কেহ ২ বলিবে যে "কেমন? যৎকালে ছাপা-যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই, তৎসময়ে ধর্ম্মগ্রন্থের অনুলিপি সকল মনুষ্যের হস্তে লেখা হইত; তবে এমন কি সম্ভব হইতে পারে যে, তন্মধ্যে কোন একটী ভ্রম ভুক্ত হয় ই? লোকে জানিয়া শুনিয়া কৃত্রিম লিখিয়াছে, সে কথা থাকুক; কিন্তু অবশ্য তাহারা অজ্ঞাতসারে অনেক স্থলে অনেক ভুল লিখিয়া থাকিবে।" আমরা ইহা অস্বীকার করি না; পরন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, সেই প্রকার অনেকগুলি ভুল ভিন্ন ২ অনুলিপিতে নির্ণীত হইয়াছে।

প্রায় ৮০০ অন্তভাগের অনুলিপি সংগৃহীত ও পরীক্ষিত হইয়াছে।

অন্তভাগের পুরাকালীন হস্তলিখিত প্রায় ৮০০ অনুলিপি এখনও বিদ্যমান আছে। এই সমুদায় গ্রন্থ অতিশয় মনোযোগ সহকারে সংগৃহীত ও পরীক্ষিত হইয়াছে। বহুসঙ্খ্যক পণ্ডিতগণ উহাদের আলোচনায় যৎপরোনাস্তি উদ্যোগ করিয়াছেন। কোন ২ নাস্তিক পণ্ডিতও এই কর্ম্মেতে আগ্রহ পূর্ব্বক নিবিষ্ট হইয়াছে; ইহাদের এমন সঙ্কল্প ছিল যে, তাহারা ঐ সকল অনুলিপির এত

প্রগাঢ় অমেল প্রকাশ করিবে যে, অন্তভাগের অবিকলতায় সকলের বিশ্বাস একেবারে উন্মূলিত হইবে। তবে এ দিগে ঈর্ষ্যান্বিত বিপক্ষগণ আর ওদিগে ধার্ম্মিক বিশ্বাসীগণ, এই উভয় দলস্থ বিদ্বানেরা অন্তভাগের সমুদায় অনুলিপির অনুশীলনে প্রবর্ত্তিত হইয়া উঠিলেন।

উক্ত কার্য্য সম্পাদনে অধিক কাল অতীত হয়। শীঘ্রই প্রচারিত হইয়াছিল যে, অনেক ভুল ধরা পড়িয়াছে। ক্রমশঃ যেমন সময় বাড়ে ভুল সঙ্খ্যাও বাড়িয়া উঠিল; অবশেষে ঘোষিত হইতে লাগিল যে সহস্র ২ ভুল প্রকটিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে বাইবেলের শত্রুগণ অপরিসীম আনন্দরসে মত্ত হইয়া গেল; তাহারা অতিশয় আড়ম্বর পূর্ব্বক কহিতে লাগিল যে, "এবার আমরা অবশ্যই জয়ী হইব, অন্তভাগের এত অসঙ্খ্য ভুল থাকাতে তাহা ত্বরায় সকল মনুষ্যের অগ্রাহ্য প্রতীত হইবে সন্দেহ নাই।" তদ্ভিন্ন কতিপয় ধার্ম্মিক ও ভক্ত লোকও যৎকিঞ্চিৎ ভাবিত ও ব্যাকুলচিত্ত হইয়া উঠিলেন; তাঁহারা আপনারাই দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন যে বাইবেল গ্রন্থ যথার্থই ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্র; কিন্তু তাঁহারা ইহার জন্যে উৎকণ্ঠিত হইলেন, পাছে অনেক

ভুল প্রচারিত হইলে বিপক্ষেরা জয়ধ্বনি করে।

ভক্ত লোকেরাও কিঞ্চিৎ ভাবিত হন।

দুর্ব্বল আর অনভিজ্ঞ খ্রীষ্টিয়ান লোক বিশ্বাসে অস্থির ও চঞ্চল হইয়া যায়।

পরিশেষে ঐ সমুদায় অনুলিপির অশুদ্ধতা ও প্রভেদ সকল প্রণালী অনুক্রমে প্রকাশিত হইল। একেবারে অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রকটিত হয়; সুপ্ত ব্যক্তি যেমন স্বপ্নদর্শনে ত্রাস কি উল্লাস ভোগ করিয়া, পরে জাগ্রৎ হইবামাত্র টের পায় যে তাহার ত্রাস কি উল্লাস উভয় নিতান্ত অমূলক, ঠিক তদ্রূপ অনুভূত হইয়া উঠিল; দর্পকারী নাস্তিক নিস্তব্ধ হইরা গেল, এবং ভাবিত খ্রীষ্টীয়ানেরা নিশ্চিন্ত ও সান্ত্বনাযুক্ত হইলেন। বস্তুতঃ এমন প্রকাশ হইয়াছিল যে, যদিও অনেকে ধূমধামের সহিত ঐ সকল অনুলিপির সহস্র২ ভুল ও অমেলের বার্ত্তা প্রসঙ্গ করিয়াছিল, বাস্তবিক সে কাল্পনিক আড়ম্বরমাত্র ছিল; কারণ সার বিষয়ে প্রায় একটী ভুল প্রকাশ হয় নাই। তদ্বিষয়ে অল্‌সৌসন্ নামা এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লিখেন, "অনুলিপিগুলির পরীক্ষা হইবার পূর্ব্বে অনেকে অনুভব করিয়াছিল যে, অন্তভাগের এত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে যে তাহা প্রায় এক নূতন গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত হইবে; কিন্তু কি অদ্ভুত! অবশেষে প্রকাশ হইল যে তাহার প্রায় কিঞ্চিন্মাত্র পরি-

অবশেষে কি রূপ সিদ্ধান্ত হইল? তদ্বিষয়ে এক পণ্ডিতের বার্ত্তা।

বর্ত্তন কি সংশোধন করা আবশ্যক নাই; যদিও অতি ক্ষুদ্রতম বিষয়ে স্থলে২ অনুলিপির লেখাতে কিছু না কিছু অমেল নির্দ্দিষ্ট হইল, তথাচ যাহাতে ভাবের কি শিক্ষার গুরুতর পরিবর্ত্তন হয়, এমন অশুদ্ধতা পাওয়া দুষ্কর; ফলতঃ যেমন কোন লেখক কোন গ্রন্থের নকল তুলিয়া লিখিলে ভ্রম বশতঃ 'তবের' স্থানে 'তখন' লিখে, কি এবংএর স্থানে 'আর' লিখে, কিম্বা 'শান্তির' পরিবর্ত্তে 'সান্ত্বনা' লিখে, ঐ নির্দ্দিষ্ট সহস্র ২ অশুদ্ধতা প্রায় সকলই তদ্রূপ; সার কথা সকল অনুলিপিতে সমানই।"

ডাক্তর গোসন্ নামা আর এক মহাপণ্ডিত এতদ্বিষয়ে এই রূপ লিখেন "অন্তভাগের কেমন শক্ত বিচার ও প্রগাঢ় পরীক্ষা হইয়াছে! ভূমণ্ডলস্থ তাবৎ পুস্তকালয়ে যে প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ ছিল, সকলই সংগৃহীত হইয়া সাক্ষ্য দান করিয়াছে; আর্য্য লোকেরা যুগযুগান্তে এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও সম্যক্‌রূপে আলোচনা করা হইয়াছে; আরবীয়, সুরীয়াক, লাটিন, অর্ম্মীনীয়, কূশীয় প্রভৃতি যে সকল অনুবাদ হইয়াছে, সমুদায়ের তত্ত্বানুসন্ধান হইয়াছে; ভিন্ন২ সময়ে রচিত ও তাবৎ দেশে বিকীর্ণ যে সকল অনুলিপি সকলই আনীত হইয়া সহস্র২ বার, অসঙ্খ্য

ডাক্তর গোসন্ এই বিষয়ে কি বলেন।

পরীক্ষকদ্বারা বিচারিত হইয়াছে; পণ্ডিতেরা ইউরোপ খণ্ডস্থ সমূহ পুস্তকালয়ের আলোচনায় সন্তৃপ্ত না হওয়াতে, আশীয়া, মিসর প্রভৃতি দূরস্থ দেশে যাইয়া তত্রত্য উদাসীনদের তাবৎ মঠে পূর্ব্বকালীন গ্রন্থ গুলির অন্বেষণ করিয়াছেন; * অন্তভাগের ঈদৃশ যৎপরোনাস্তি যত্ন সহকারে বিচার হইয়াছে; তবে এই অপরিশেষ উদ্যোগের সিদ্ধান্ত কি? তাহা এই, যে পূর্ব্বে অন্তভাগের যে সকল উক্তি যথার্থ ও অবিকল বলিয়া মান্য হইত, তাহা এখনও তদ্রূপ রহিয়াছে; এবং তাহাতে কাহারো কিছুই সংশয় উদয় হয় নাই। যে সকল লেখার প্রভেদ হইয়াছে, প্রায় সকলে এমন ক্ষুদ্রতম ও অকিঞ্চিৎকর যে, উক্তির কি বৃত্তান্তের গুরুতর ভাব কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় নাই।"

এই কি চমৎকার সিদ্ধান্ত! নিশ্চয়ই আমরা বলিতে পারি "ঈশ্বরের যে বাক্য সে নির্ম্মল বাক্য; তাহা মৃত্তিকার মুচিতে সাত বার পরি-

---

* যৎকালে ডাক্তর গোসন্ উল্লিখিত প্রস্তাব রচনা করিতেছিলেন, তৎসময়ে যে সীনয় পর্ব্বতস্থ মঠে একটী বহুমূল্য ধর্ম্মগ্রন্থ প্রায় ১৭০০ বৎসর অবধি প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছিল, তাহা তিনি স্বপ্নেও দেখেন নাই। তাহার কএক বৎসর পরে ডাক্তর টিবেন্দর্ফ কি প্রকারে তথায় গমন করিয়া দৈবক্রমে ঐ রত্নস্বরূপ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

ষ্কৃত রূপার তুল্য।” গীত ১২; ৬। চতুষ্টয় সুসমাচার কত বার পরীক্ষারূপ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে! কত বুদ্ধিমান জনেরা তাহার বিচার করিয়াছেন! কত ভিন্ন ভাষার ও ভিন্ন দেশীয় গ্রন্থের বা অনুলিপির অনুশীলন হইয়াছে! আর ঐ ঈশ্বরদত্ত অমূল্য গ্রন্থচয় রক্ষা পাইয়াছে সুধু তাহা নয়; বস্তুতঃ উহার যে পরিমাণে পরীক্ষা হইয়াছে সেই পরিমাণে তাহা অকাট্য প্রমাণ ও ঐশিক তেজ বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; উহার প্রগাঢ় দোষ কি অমেল যদি থাকিত, কতই বিপক্ষ পুলকিতমনে তাহা প্রচার করিত; কিন্তু আমরা কি দেখিতেছি? আর কি রূপ শব্দ আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে? কি বিপক্ষ, কি স্বপক্ষ, কি ধার্ম্মিক বা অধার্ম্মিক, এক বিষয়ে প্রায় সকলের সম্মতি প্রকাশ হইয়াছে, এবং সকলের মুখহইতে যেন এক প্রকার শব্দ নিঃসৃত হইতেছে; তাহা এই, “আদিমকালীন যে চারি সুসমাচার, ঐ গ্রন্থ গুলিন অবিকলরূপে আমাদের হস্তগত হইয়াছে।”

আমাদের তৃতীয় প্রস্তাবটী রক্ষা পাইয়াছে।

ইহা আমাদের পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় প্রস্তাব; এখন, বোধ করি, সরল পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, আমরা আদৌ যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম,

তাহা রক্ষা করিয়াছি, যথা, চারি সুসমাচার প্রেরিত-গণের সময়ে প্রণীত হইয়াছিল, আর নির্দ্দিষ্ট চারি শিষ্যদ্বারাও রচিত হইয়াছিল, এবং তৎসময়ে যে চারি সুসমাচার রচিত হইয়াছিল, তাহা অবিকলরূপে আমাদের হস্তগত হইয়াছে; এই তিন বিষয় বিলক্ষণরূপে সাব্যস্ত ও প্রমাণিত হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় লোকেরা ইহার পরে যেন চারি সুসমাচারের দোষারোপ না করেন, আর তৎপাঠে যেন স্বেচ্ছামতে উহার উক্তি অগ্রাহ্য না করেন; উহার বৃত্তান্তে তাঁহাদের বিশ্বাস হউক কি না হউক, সেই বৃত্তান্ত কালক্রমে অপরিবর্ত্তিত হইয়া, খ্রীষ্টের শিষ্যগণদ্বারা যেমন রচিত হইয়াছিল, তেমনি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাঁহারা ইহাই স্বীকার করিতে অবশ্য বাধ্য।

ঈশ্বর প্রদান করুন, যেন পাঠক সকলে ধর্ম্মগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনায় প্রবর্ত্তিত হইয়া উঠেন! তাঁহারা যেন উহার দৃঢ়তর প্রমাণ আর অলৌকিক সৌন্দর্য্য, ও অতুল মিষ্টতা এমত অনুভব করিতে পারেন, যে একান্ত বিশ্বাস সহকারে তাহা অভ্রান্ত, ঈশ্বরোক্ত, নির্ম্মল শাস্ত্র বলিয়া ভক্তিভাবে গ্রহণ করেন!

সম্পূর্ণ।